



# সমসাময়িক ভারত

প্রথম কল্প—দ্বিতীয় খণ্ড

প্রাচীন ভারত



# প্রাচীন-ভারত

---

( দ্বিতীয় খণ্ড )

(শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব  
মহাশয় লিখিত ভূমিকা সহ)

— \* —

শ্রী যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

— \* —

প্রকাশক

ঔনগিনাক রায়

মেসার্স সমাদ্দার ব্রাদার্স

মোরাদপুর, পাটনা

১২২০

মূল্য ১৪০ টাকা





## নিবেদন

“সমসাময়িক ভারত” গ্রন্থাবলীর প্রথম  
কল্প—প্রাচীন ভারতের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত  
হইল।

পৃষ্ঠনীর মাননীয় কাশীমহাভারতবিপত্তি এই  
গ্রন্থাবলী প্রকাশে আমাকে বেতস সাহায্য ও  
উৎসাহ দিতেছেন, তাহা আমার পক্ষে লিপ-  
বদ্ধ করা অসম্ভব। তাঁহার মহিমাযুক্ত নামের  
সহিত আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ অঙ্কিত রহিল।

শ্রীচাম্পার শ্রীমুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞা-  
মহার্ণব মহাশয় ইহার ভূমিকা লিখিয়া  
আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।  
তজ্জন্ত তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

পাটলিপুত্র

বৈশাখ, ১৩২০



শ্রীশঃ

সাহিত্য-ক্ষেত্রের দ্বারে

অর্থনীতি হস্তে

প্রবেশাধিকারের প্রয়াস-কালে

যে মহাত্মা

আমার জ্ঞান ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে সেই ক্ষমতা প্রদান করেন,

যিনি

বঙ্গভাষার

বর্তমান বিক্রমাদিত্যরূপে

সাহিত্য-সেবীর আশ্রয়-স্থল,—

অশেষ গুণভাজন, পূজ্যপাদ,

মাননীয়

শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহা ছরকে

ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ

এই গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত হইল।



# ভূমিকা

প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

মহাশয় লিখিত ।



•  
পরিচয়  
•





## পরিচয়

কল্যাণভাজন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় “প্রাচীন ভারত” প্রকাশ করিতেছেন। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে পূর্বতন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ কি লিখিয়া গিয়াছেন, এই গ্রন্থে তাহাই প্রকাশিত হইতেছে, ইহার ২য় খণ্ডের ভূমিকা লিখিবার জন্য আমি অনুরুদ্ধ হইরাছি। কিন্তু এই খণ্ডের অর্থাৎ মেগস্থেনিসের ভারতকাহিনীর প্রকৃত পরিচয় দিবার আমি অধিকারী নহি। প্রথমতঃ কোন গ্রন্থের প্রকৃত পরিচয় দিতে হইলে সেই মূল গ্রন্থের আলোচনা একান্ত আবশ্যক। এবিষয়ে মূলগ্রন্থ দেখিয়া আলোচনা করা দূরের কথা,—তাহা কেবল ভারতবাসী বলিয়া নহে, ইউরোপীয় প্রধান প্রধান ঐতিহাসিকগণের মধ্যেও অনেকেরই দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। বলিতে কি, মেগস্থেনিসের মূলগ্রন্থ একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার খণ্ডিত অংশ-বিশেষ যেরূপে সংগৃহীত হইয়া জর্ম্মণ-ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, সমাদ্দার মহাশয়ের ভূমিকায় তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় আছে, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। তবে একথাও আমি বলিতে বাধ্য, কথায় বলে,—“সাত নকলে আসল খাস্তা।” অনুবাদের অনুবাদ, তত্ত অনুবাদ, তাহার উপর নির্ভর করিয়া একখানি লুপ্ত গ্রন্থের পরিচয় দিতে যাওয়া ধুঁটতা প্রকাশ মনে করি। তবে আজ কাল, ভাল একখানি গ্রন্থ লেখা হইলেই গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় দিবার জন্য ভূমিকা লেখাটা বেন ‘প্রথা’ হইয়া পড়িয়াছে। এ প্রথা ভাল

কি মন্দ, তাহা আমি বিচার করিতেছি না। তবে যেখানে গ্রন্থকার সুপরিচিত, বিশেষ কারণ ব্যতীত সেরূপ স্থলে বৃথা একটা লম্বা চোড়া ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয় না। এই কারণে সমাদ্দার মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধ থাকিলেও আমি তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে অসমর্থ। তবে তিনি যে সাধু উদ্দেশ্যে ভারতের পুরাকথা স্বদেশবাসীকে জানাইবার জন্ত অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহার সেই উদ্দেশ্যের কতকটা অমুকূল হইবে ভাবিয়া এখানে কিছু “পরিচয়” দিতেছি।

মেগস্থেনিস্ ভারতে আসিয়াছিলেন, কিছুকাল পাটলিপুত্রে বাস করিয়াছিলেন,—প্রাচীন গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকগণ যখন অনেকেই এ সংবাদ দিয়াছেন, তখন তাঁহাদের কথাটা একবারে অগ্রাহ্য করিবার নহে। মেগস্থেনিসের লুপ্তগ্রন্থ হইতে অনেকেই অল্পাধিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সেই বিবরণই প্রধানতঃ আমাদের অবলম্বন।

মেগস্থেনিসের অনুবর্তী হইয়া দিওদোরস্, এরিয়ান্, জষ্টিনস্, গ্রীক ও রোমক প্লুটার্ক প্রভৃতি পূর্বতন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক-ঐতিহাসিকগণের মত গণ আলেক্সান্দরের সমসাময়িক ও পরবর্তী প্রাচ্যভূপতিগণের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

(৩২৬ খৃঃ পূর্বাব্দে) মহাবীর আলেক্সান্দর যখন পঞ্চদশ-প্রান্তে অবতান করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি সেনাপতি ফিজিয়াসের নিকট জানিতে পারেন যে, সিন্ধুর পরপারে মরুভূমির মধ্য দিয়া ১২ দিনের পথ গমন করিলে গঙ্গাতীরে পৌঁছান যায়।

তাহার পরপারে Xandramesএর রাজ্য, তাহার ২০ হাজার অঝারোহী, ২ লক্ষ পদাতিক, ২০০০ রথ ও ৪০০০ হস্তী আছে। প্রথমে আলেক্সান্দর এ কথা বিশ্বাস করেন নাই। পরে Porusকে জিজ্ঞাসা করায় তাহার সন্দেহ দূর হইল। Porus আরও বলেন, গান্ধারদেশের সেই রাজা অতি নীচবংশোদ্ভব নাপিতের পুত্র। নাপিত অতি সুপুরুষ ছিল, তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া রাণী তাহার সহবাস করেন। সেই দৃষ্টী রাজাকে মারিয়া ফেলে। তাই এক্ষণে তাহার পুত্র রাজা হইয়াছে।<sup>১</sup>

আলেক্সান্দরের শিবিরে আসিয়া Sandrokottus তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু তাহার কথার কষ্ট হইয়া আলেক্সান্দর তাহাকে বধ করিতে আদেশ দেন। তিনি কোনরূপে পলাইয়া রক্ষা পান, নানাস্থানে ঘুরিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া অবশেষে এক স্থানে বসিয়া পড়েন। এই সময়ে একটা প্রচণ্ড সিংহ লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া তাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যায়। পশুরাজ কোন অনিষ্ট করিল না দেখিয়া তাহার হৃদয়ে ভাবী আশার সঞ্চার হইল। তিনি সাম্রাজ্যস্থাপনের আশায় বহু ডাকাতে দল সংগ্রহ করিলেন। (৩২৫ খৃঃ পূর্বাব্দে) পুরুষ ও তক্ষশিলের উপর পঞ্জাব-শাসনের ভার দিয়া আলেক্সান্দর ভারত পরিত্যাগ করেন। এ সময়ে সমস্ত গ্রীকসৈন্য তাহার অনুগমন করিয়াছিল। তৎপরে ফিলিপের হত্যার পর তিনি সেনাপতি ইউডেমাসকে দেশীয় নৃপতিগণের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্ত ভারতে পাঠাইয়া দেন। আলেক্সান্দরের

ভারতভ্যাগের অল্পকাল পরে Sandrokkottus দুর্দ্বর্ষ দম্বাদলের সাহায্যে সিদ্ধনদ-প্রবাহিত জনপদ অধিকার করিতে থাকেন। ইউডেমাস্ নিজে রাজা হইবার আশায় ইউমেনিসের দ্বারা Porusকে মারিয়া ফেলেন। এই হত্যাকাণ্ডে Sandrokkottus লিপ্ত ছিলেন। অল্পকাল পরে যখন ইউডেমাস্ নিজে সেনাপতির সাহায্যার্থ সসৈন্তে গবিনি রণক্ষেত্রে গমন করেন। সেই অবকাশে Sandrokkottus সমস্ত দেশীয় সামন্তবর্গকে উত্তেজিত করিয়া ভারত হইতে গ্রীকদিগকে তাড়াইয়া সমস্ত পঞ্জাব অধিকার করেন। যে সময়ে ভারতপ্রাপ্তে পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি ঘটিতেছিল; সেই সময় সলুকাস্ বাবিলন্ অধিকার করিয়া ক্রমে সমস্ত বাক্ত্রিয় প্রদেশে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি ভারত-প্রবেশের আয়োজন করিতে থাকেন। ভারত-প্রাপ্তে সান্দ্রোকোত্তসের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। পরিশেষে উভয়ে মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হন। সলুকাস্ সান্দ্রোকোত্তসের সহিত প্রায় ( ৩০৩ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে ) বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন।<sup>২</sup>

উদ্ধৃত বিবরণী হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, আলেক্সান্দরের সময় অর্থাৎ ৩২৬ খৃষ্টাব্দে যিনি প্রাচ্যভারতের অধীশ্বর ছিলেন, তাঁহার নাম Xandrames, নাপিতের ঔরসে পাটনাগীর গর্ভে তাঁহার জন্ম। আলেক্সান্দরের সমসাময়িক অথচ তাঁহার ভারত-পরিভ্রমণের কিছু পরে যিনি প্রথমতঃ পঞ্জাব অধিকার করিয়া

ক্রমশঃ ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁহার নাম Sandro-kottus<sup>৩</sup>। বর্তমান ঐতিহাসিকগণ Sandrokottusকে ১ম মৌর্য্যাধিপ চন্দ্রগুপ্ত স্থির করিয়া তাঁহা হইতেই ভারতের প্রকৃত ঐতিহাসিক যুগারম্ভ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইরূপে গ্রীক-ঐতিহাসিক-বর্ণিত Xandrames ভারতপ্রসিদ্ধ নব নন্দের একতম নন্দরূপে পরিচিত হইয়াছেন।<sup>৪</sup>

এখন দেখা যাউক, আমাদের ভারতীয় আখ্যায়িকার উক্ত নন্দ ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে কে নাপিতপুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন? গ্রীকবর্ণনার সহিত কাহার মিল আছে?

জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র তাঁহার ত্রিবিষ্টিশলাকা পুরুষচরিতে পরিশিষ্ট-পর্বে পাটলিপুত্রাধিপ ১ম নন্দকে দিবাকৌষ্টি নামক এক নাপিতের ঔরসে এক গণিকার গর্ভজাত বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। তৎপূর্ব্ববর্তী রাজবংশের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধের কথা লেখেন নাই। হিন্দু পুরাণমতে শেষ ক্ষত্রিয়-নৃপতি মহানন্দ্রির

(৩) জটিনস্ লিখিয়াছেন—এই রাজা অতি নীচ গর্ভজাত, দৈবদলেই ইনি রাজা হইয়াছিলেন।

(৪) Vincent A. Smith's Early History of India, (2nd ed.) p. 36-37.

অধুনা কেহ কেহ Xandrames হলে Nandrus পাঠ স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু পূর্ব্বতন লেখকেরা কেহই এই পাঠ স্বীকার করেন নাই। এরূপ হলে যেচ্ছাত্রমে Xandrames পাঠ গ্রহণ করা চলে না। ঐতিহাসিক ভিন্সেন্টস্মিথ বলেন, Nandrus পাঠ ঠিক নহে, যেখানে ঐ শব্দ আছে তথায় Alexandrum হইবে। (Early His. India, p. 115.)

এক শূদ্রা পত্নীর গর্ভে মহাপদ্ম-নন্দ নামে এক পুত্র জন্মে, তিনিই বলপূর্বক রাজ্য অধিকার করিবেন। তাঁহার ৮ পুত্র, তন্মধ্যে একজনের নাম সুমালী। (বিষ্ণুপুরাণ ২।৪।৪-৬)

মহাবংশটীকা ও উত্তরবিহারের অথকথায় লিখিত আছে, কালাশোকের মৃত্যুর পর তাঁহার ৯ পুত্র রাজত্ব করিতে থাকেন। এই সময় এক অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি দম্ভ্যদলে মিশিয়া ক্রমে দম্ভ্যানায়ক হইয়া অবশেষে পাটলিপুত্র অধিকার করিয়া বসিলেন, এই ব্যক্তিই নন্দনামে পরিচিত। ইনি এবং ইহার অপর আট ভ্রাতা নবনন্দ নামে পরিচিত। তন্মধ্যে শেষ বা নবম নন্দের নাম ধননন্দ। তিনি ২৮ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। চাণক্যের কৌশলে এই ধননন্দই নিহত হন। এই ধননন্দের সময় মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়।

বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার চন্দ্রগুপ্তকে নন্দের মুরানায়ী পত্নীর পুত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু মূদ্রারাক্ষসে ২য় অঙ্কে “মন্ত্রে স্থিরাং মৌর্যকুলস্ত লক্ষ্মীং” এবং ৪র্থ অঙ্কে “মৌর্যোহসৌ স্বামিপুত্রঃ” ইত্যাদি উক্তি হইতে চন্দ্রগুপ্তকে মৌর্যবংশীয় এক রাজপুত্র বলিয়া মনে হইবে।

বৌদ্ধাচার্য্য বুদ্ধঘোষ-রচিত বিনয়পিটকের সমস্তপসাদিকা নামী টীকায় ও মহানাম-হবিরকৃত মহাবংশটীকায় লিখিত আছে যে, তক্ষশিলাবাসী চাণক্য পাটলিপুত্রে ধননন্দের নিকট নিতান্ত অবমানিত হইয়া রাজকুমার পর্বতের সাহায্যে গুপ্তভাবে বিদ্যারণ্যে চলিয়া আসেন। এখানে তিনি বিপুল অর্থ সংগ্রহ করেন।

তদ্বারা তাঁহার অপর এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার ইচ্ছা হইল। এই সময়ে ঘটনাক্রমে কুমার চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইলেন। চন্দ্রগুপ্তের মাতা মোরিয়নগরাধিপের পটমহিষী ছিলেন। এক হৃদান্ত রাজা মোরিয়রাজকে বিনাশ করিয়া মোরিয়নগর অধিকার করেন। সে সময়ে তাঁহার পাট-রাণী গর্ভবতী ছিলেন। তিনি বহুকষ্টে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পুষ্পপুরে পলাইয়া আসেন। যথাকালে সেই রাণীর একটা পুত্র-সন্তান জন্মিল, সেই পুত্রই চন্দ্রগুপ্ত। চাণক্য আপনায় প্রভূত অর্থবলে পাটলিপুত্রে আগমনপূর্বক ধননন্দকে নিহত করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে পুষ্পপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। হেমচন্দ্রের পরিশিষ্টপর্কে লিখিত আছে, চাণক্য একজন শ্রাবক ও সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তিনি অর্থোপার্জনের আশায় নন্দরাজের রাজধানী পাটলিপুত্রের সভায় আগমন করেন। এখানে তিনি বিশেষরূপে অবমানিত হন। তাহাতে ব্রাহ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নন্দের বধসাধনে প্রতিজ্ঞা করেন। ময়ূর-পোষক গ্রামের মহন্তের ঘরে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়। চাণক্য এই চন্দ্রগুপ্ত ও পর্তের সাহায্যে নন্দকে সমূলে উচ্ছেদ করেন।

এখন গ্রীকবিবরণী ও ভারতীয় আখ্যানিকা মিলাইলে গ্রীকবর্ণিত Xandameesকে নন্দরাজ এবং Sandrokottusকে চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে যোয়তর সন্দেহ উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ হেমাচার্যের পরিশিষ্টপর্কে বিনি নাপিত দিবাকৌস্তির পুত্র বলিয়া



পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহাকেই যদি আমরা Xandrames বলিয়া লই, তাহা হইলে তৎপরেই আমরা মোঘা চন্দ্রগুপ্তকে পাইতেছি না। কারণ নাপিতের ঔরসজাত ১ম নন্দের পর তাঁহার ৮টি পুত্র দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন, তৎপরে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়। এরূপ স্থলে চন্দ্রগুপ্ত কখনই আলেক্সান্দরের শিবিরে উপস্থিত হইতে পারেন না। গ্রীক-ঐতিহাসিকগণ উভয়কেই রাজবংশীয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, এবং উভয়েরই চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছেন, কিন্তু কেহই চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠাতা ভারতপ্রসিদ্ধ চাণক্যের আভাসমাত্র দিয়া যান নাই। এদিকে ভারতীয় হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ কোন প্রাচীন লেখকই চন্দ্রগুপ্তের সহিত যবনরাজকন্ডার বিবাহপ্রসঙ্গ আদৌ উত্থাপন করেন নাই।

পৌরাণিকদিগের মতে ‘নন্দাস্তং ক্ষত্রিয়কুলং।’ তাঁহারা চন্দ্রগুপ্তকে ‘বৃষল’ বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এদিকে জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থানুসারে পঞ্জাব অঞ্চলে কোন রাজবংশে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে। এরূপস্থলে চন্দ্রগুপ্তের সহিত নন্দবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় না। আধুনিক টীকাকারগণ নন্দবংশের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টা করিলেও তাহা প্রাচীন সম্মত নহে। বৌদ্ধগ্রন্থবর্ণিত মোরিয়-রাজমহিষী হরত পাটলিপুত্রে আসিয়া নন্দরাজের দাসী হইয়াছিলেন, তাহা হইতেই চন্দ্রগুপ্ত নন্দের শূদ্রপুত্র বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত হইয়া থাকিবে। হেমচন্দ্র প্রাচীন জৈনশাস্ত্রানুসারে লিখিয়াছেন

বে, মহাবীর-স্বামীর মোক্ষ হইতে ১৫৫ বর্ষ পরে (অর্থাৎ ৩৭২ খৃঃ পূর্বাব্দে) মৌর্য্যাদিগ চন্দ্রগুপ্তের অভিব্যেক ঘটে।

ব্রহ্মাণ্ডাদি প্রাচীন পুরাণমতে চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বর্ষ এবং তৎপরে তাঁহার পুত্র বিন্দুসার ২৫ বর্ষ রাজত্ব করেন। একুশস্থলে চন্দ্রগুপ্ত ৩৭২ হইতে ৩৪৯ খৃঃ পূঃ এবং বিন্দুসার ৩৪৯ খৃঃ পূর্বাব্দ হইতে ৩২৪ খৃঃ পূর্বাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবার কথা। গ্রীক-ঐতিহাসিকগণের মতে মহাবীর আলেক্সান্দর ৩২৬ খৃঃ পূর্বাব্দে পঞ্জাবে পদার্পণ করেন। স্মরণ্য ভারত-আখ্যায়িকা অনুসারে তৎকালে চন্দ্রগুপ্তের পরিবর্তে আমরা তৎপুত্র বিন্দুসারকে প্রাচ্য ভারতের সিংহাসনে দেখিতে পাই। কিন্তু গ্রীকঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন, আলেক্সান্দরের সময়ে যিনি প্রাচ্যভারতের সিংহাসনে

(৫) ঐতিহাসিক ভিনসেন্টস্মিথ জৈনগ্রন্থ হইতে নবনন্দের যে ১৫৫ বর্ষ রাজত্বের কথা লিখিয়াছেন (Early History of India, p. 36) তাহা একান্ত-ঐক্যাবে তাঁহার বুদ্ধিবার ভুল। ১৫৫ বর্ষকে মহাবীরের মোক্ষাব্দ ধরিলে আর কোন গোল থাকে না। ঐ বর্ষেই নন্দবংশের উচ্ছেদ ও চন্দ্রগুপ্তের অভিব্যেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বাস্তবিক জৈনগ্রন্থমতে বীরমোক্ষ হইতে ৬০ বর্ষ পরে ১ম নন্দের অভিব্যেক এবং বীরমোক্ষের ১৫৫ বর্ষ পরে চন্দ্রগুপ্তের অভিব্যেক হইয়াছিল—

“অনন্তরং বর্দ্ধমানখামিনির্কীণবাসরাং।

গতায়্যং বহুবৎসর্য্যামেব নন্দোহন্তবর পঃ।” (পরিশিষ্টপর্ব্ব ৬।৪২)

“এবং চ শ্রীমহাবীরমুক্তে বর্ষশতে গতে।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকে চন্দ্রগুপ্তোহন্তবর পঃ।” (ঐ ৮।৩৩৯)

অধিষ্ঠিত ছিলেন, নাপিতের সংস্রবে তাঁহার জন্ম হইলেও তাঁহার মাতা প্রাচ্যভারতাদীপের মহিষী বটেন, সুতরাং তিনি রাজপুত্র হইতেছেন। কিন্তু মোর্যরাজ বিন্দুসারের মাতা পিতা সম্বন্ধে এরূপ কোন প্রবাদ প্রচলিত নাই। এরূপস্থলে বিন্দুসারকেই বা আলেক্সান্দরের সমসাময়িক প্রাচ্যাধিপতি বলিয়া কল্পে স্বীকার করা যায়। পূর্বেই লিখিয়াছি, বিনয়পিটকের টীকার চতুঃশ্লোক মোরিনগরাদিপের পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণের মতে মোরিনগর হিন্দুকুশ ও চিত্রলের মধ্যবর্তী উজ্জানদেশের মধ্যে ছিল। Porus পুরুষক বা পুরুষপুর (বর্তমান পেশাবর) অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন।\* আলেক্সান্দর তাঁহারই নিকট প্রাচ্যাধিপতির সংবাদ পাইয়াছিলেন। এরূপস্থলে মনে হয় যে, পুরুষরাজ চিত্রলের অধিপতি পার্ক্যতা রাজবংশের সংবাদ রাখিতেন, এই কারণেই তাঁহার বংশধরদিগকে নীচবংশীয় বলিয়া পরিচিত করা কিছু বিচিত্র নহে। দিব্যাবদান ও অশোকাবদান পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, মোর্যসম্রাট অশোকের মাতা কিছুকাল বিন্দুসারের

(৬) আধুনিক ঐতিহাসিকগণ পঞ্জাবের ভিতর Porusএর রাজ্য স্বীকার করেন, কিন্তু গ্রীকঐতিহাসে তাঁহার জাতপুত্র Gandaris বা গান্ডারের অধীশ্বর বলিয়া পরিচিত হওয়ার Porusকে পুরুষ বা পুরুষপুরই বুঝাইতেছে। বলাবাহুল্য পুরুষপুর বা বর্তমান পেশাবর বহুকাল গান্ডারের রাজধানী বলিয়া পরিচিত ছিল।

রাজ্যান্তঃপুরে নাপিতানীর কার্য করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া মোর্যসম্রাট তাঁহাকেই পাটরাণী করেন। সম্ভবতঃ সেই মহিষী নাপিতকুলেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। বৌদ্ধ-গ্রন্থকার বৌদ্ধধর্মের প্রতিপালক সম্রাট অশোককে নাপিতকন্তার গর্ভজাত বলিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত ছিলেন। এ কারণে তিনি নাপিত-কন্তাকে ব্রাহ্মণ-কন্তারূপে পরিচিত করিয়া থাকিবেন।

হরত মেগস্থেনিস পাটলিপুত্রে অবস্থানকালে মোর্যসম্রাটের প্রকৃত জন্মকথা শুনিয়া গিয়া নিজগ্রন্থে লিখিয়া থাকিবেন। প্রথমেই লিখিয়াছি যে, মেগস্থেনিসের মূলগ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহার আখ্যায়িকা অনেকটা বিকৃত হইয়া দিওদোরস্ ও জষ্টিনস্ প্রভৃতির গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে, তাই অশোকের স্থানে বিন্দুসার নাপিত বলিয়া গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকের নিকট পরিচিত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। অশোকাবদানে লিখিত আছে, ‘অশোকের পূর্বে পট্টমহিষীর গর্ভে বিন্দুসারের স্ত্রীম নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। অশোকের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার উপর বিন্দুসার বিশেষ অসন্তুষ্ট ছিলেন। তক্ষশিলানগরবাসীরা বিন্দুসারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে, বিন্দুসার সেইখানেই অশোককে নির্কাসিত করেন। পথে অশোক বহুদলবল সংগ্রহ করিয়া তক্ষশিলায় উপস্থিত হন। নগরবাসিগণ তাঁহার সাজসজ্জা দেখিয়া বিনাযুদ্ধে তাঁহাকে তক্ষশিলা ছাড়িয়া দিল ও তাঁহার বধেষ্ট অভ্যর্থনা করিল। এদিকে বিন্দুসারের মন্ত্রী খল্লাটক জ্যেষ্ঠ রাজকুমার স্ত্রীমের আচরণে কিছু বিরক্ত হইয়া তাঁহাকেই

তক্ষশিলায় পাঠাইবার জোগাড় করিলেন এবং অশোককে রাজা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকেই আবার রাজধানীতে আনাইলেন। এদিকে বিন্দুসারের আয়ুঃ শেষ হইয়া আসিল। অমাত্যগণ অশোককে ভাল করিয়া সাজাইয়া রাজার সন্মুখে আনিল এবং যে পর্য্যন্ত স্ত্রীম ফিরিয়া না আসে, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে রাজাসন দিবার জন্ত অহুরোধ করা হইল, বিন্দুসার বড়ই রুষ্ট হইলেন। অশোক বলিলেন, যদি ধর্ম্ম থাকে, তবে আমিই রাজা হইব। অনতিবিলম্বে অশোকের পট্টবন্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে বিন্দুসারের মুখ দিয়া উষ্ণ শোণিত নির্গত হইয়া প্রাণ বাহির হইল।’

উদ্ধৃত বিবরণী হইতে বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, অশোকের প্রথম জীবন ভাল ছিল না। যে সময় তক্ষশিলাবাসী বিন্দুসারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, সেই সময় অশোক তক্ষশিলায় নির্বাসিত হইয়াছিলেন। আমরা মহাবীর আলেক্সান্দরের জীবনী হইতে অবগত হই, যে সময় ( ৩২৬ খৃঃ পূর্বাব্দে ) তিনি পঞ্জাবে পদার্পণ করেন, এই সময় Taxilus ( তক্ষশিলারাজ ) বহুমূল্য উপহার লইয়া আলেক্সান্দরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পার্শ্বভাগের বিরুদ্ধে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। উপরে যে তক্ষশিলাবাসীর বিদ্রোহের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা ভারতীয় অধীশ্বরের বিরুদ্ধে আলেক্সান্দরের পক্ষ সমর্থন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক তৎকালে গ্রীক-শিবিরে Sandrakottus এর আগমনকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই Sandrakottusকে তক্ষশিলার নির্বাসিত অশোক বলিয়া মনে করিতে আপত্তি কি ? পিতা কর্তৃক নির্বাসিত হইয়া অশোক প্রথমে মাকিদনবীরের সাহায্য-লাভাশায় গ্রীকশিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এ সময়ে আলেক্সান্দর তক্ষশিলারাজের বন্ধু এবং তক্ষশিলার পরামর্শেই তিনি অশোকের প্রাণদণ্ডাঘাত করিয়া থাকিবেন। কিন্তু মহাভাগ্যবান অশোক সে ব্যাভা কৌনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া নিজ সৌভাগ্যবশেবশে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অশোকাবদান হইতে পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে যে, অশোক পথে বহুদলবল সংগ্রহ করিয়া তক্ষশিলার আগমন করেন। তক্ষশিলাবাসী সহজেই তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা হইতে জানা যায়, পূর্বোক্ত তক্ষশিলারাজের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মাকিদনবীরের নিকট আত্মগত্য দেখাইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন।' সম্ভবতঃ সেই সময় হইতেই তাঁহার বিরুদ্ধে অশোকের যুদ্ধোত্তোগ চলিতেছিল। আলেক্সান্দর ভারত-পরিভ্রমণকালে সমস্ত গ্রীকসৈন্য সঙ্গে লইয়া যান। সুতরাং এ সময়ে অশোকের অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে ইউ-ডেমসের ষড়যন্ত্রে পুরুষরাজ নিহত হন। গ্রীকঐতিহাসিকগণ

(১) ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ লিখিয়াছেন, তক্ষশিলারাজের আত্মগত্য-প্রদর্শনের কারণ পার্শ্ববর্তী রাজগণের শত্রুতা ও আক্রমণ-বিবারণের আশা।

(Early History of India, p. 56.)

লিখিয়াছেন, সেই হত্যাকাণ্ডে Sandrakottus লিপ্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ এই বিপ্লবের কালে অশোক পুরুষপুর ও তক্ষশিলা অধিকার করিয়া বসেন। তক্ষশিলারাজ যবনের পক্ষাবলম্বন করার স্থানীয় সামন্তবৃন্দ ও অধিবাসিবৃন্দ সকলেই বোধ হয় তাঁহার প্রতি বিরক্ত ছিলেন। এ সময়ে গ্রীকসৈন্য ভারত ত্যাগ করার তাঁহার নির্ভয়ে মৌর্যরাজ-পুত্রের পক্ষাবলম্বন করিয়া থাকিবেন, এইরূপে সহজেই অশোক পঞ্জাবের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

অশোকাবদানে বিন্দুসারের রক্তবমনদ্বারা ঘেরাপ মৃত্যুসংবাদ লিখিত হইয়াছে, তাহা যেন একটা ঘোরতর ষড়যন্ত্রের আভাস। বিন্দুসারের অশোককে রাজা করিবার ইচ্ছা ছিল না। গ্রীকইতিহাসের উপর নির্ভর করিলে বলিতে হয়, অশোকের মাতা নাপিতানীর চেষ্টায় বিন্দুসারের হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হইয়াছিল। সেই ষড়যন্ত্রের ফলেই অশোক স্বেচ্ছা অধিকারী না হইলেও পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সিংহলের পালি-মহাবংশে লিখিত আছে, বুদ্ধের নির্বাণ হইতে ২১৮ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩২৪ খৃঃ পূঃ অশোকের রাজ্যারম্ভ। পূর্বেই লিখিয়াছি, ৩২৫ খৃঃ পূর্বাঙ্গে তিনি গ্রীকশিবিরে উপস্থিত ছিলেন। ৩২৫ খৃষ্টপূর্বাঙ্গে সেপ্টেম্বর মাসে আলেক্সান্দার ভারত পরিত্যাগ করেন এবং ৩৭৩ বর্ষের পুরুষরাজের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে অশোক পঞ্জাবের কিয়দংশ অধিকার করিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষিত করিবেন, তাহা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক বেরূপে সমস্ত ভারতের সম্রাট

হইয়াছিলেন, তাহা এতলে বলিবার প্রয়োজন নাই। এখন ভারতীয় পুরাণকাহিনীর অনুবর্তী হইলে বলিতে হয় যে, তাঁহারই সহিত সলুকাসের সংঘর্ষ হইয়াছিল এবং এই অশোকের সহিতই গ্রীক-নরপতি বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। অশোক যে যবন-রাজকন্ডার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা গির্গার হইতে আবিষ্কৃত কুত্রদামের শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। ঐ লিপিতে সম্রাট অশোকের শ্রালক যবনরাজ তুর্ষাস্পের নামোল্লেখ রহিয়াছে।<sup>১</sup> এই তুর্ষাস্পের নাম দেখিয়া কোন কোন পুরাবিদ বলিতে চান যে স্পষ্ট 'যবনরাজ' শব্দ থাকিলেও তাঁহার নাম দ্বারা তাঁহাকে কোন পারসিক বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু যাহারা মহাবীর আলেক্সান্দরের জীবনেতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, মাকিদন-বীর যখন পারস্তে ফিরিয়া আসেন, তখন ১০০০০ গ্রীকবীর পারসিক-রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া প্রভুর অনুবর্তী হইয়াছিলেন। যবন ও পারসিক মধ্যে বিবাহ পারস্তাধিপ দারিয়বুসের সময় ( খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী ) হইতে প্রচলিত হইয়াছিল। তাই সম্রাট অশোকের শ্রালক যবনরাজ বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহার নামের সহিত পারসিক গন্ধ রহিয়াছে। এই যবনরাজ তুর্ষাস্পই সম্ভবতঃ আলেক্সান্দরের নিযুক্ত কাবুলের ক্ষত্রপ ( Satrap ) Tyriaspes। মাকিদনবীর ইহার আচরণে বিরক্ত হইয়া পরে ইহাকে পদচ্যুত করেন। সলুকাসের সহিত ইহার আত্মীয়তা থাকা অসম্ভব নহে।



সমস্ত সীমান্তপ্রদেশ মোর্যসম্রাটের অধিকারভুক্ত হইলে তুর্খাশ্পা সুরাষ্ট্রের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আলেক্সান্দরের সময়ে যখন তিনি Satrap হইয়াছিলেন, তখন হইতেই ভারতবাসীর নিকট তিনি 'যবনরাজ' বলিয়া অভিহিত হন।

মেগস্থেনিস, এরিয়ান্ প্রভৃতির গ্রন্থে আলেক্সান্দরের সমকালে ভারতের বিভিন্ন জনপদের যে সকল অধিপতিগণের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই উক্ত রাজগণের প্রকৃত নাম বলিয়া স্বীকার করা যায় না। গ্রীক-ঐতিহাসিকগণ সেই সেই জনপদের নামে সেই সেই জনপদের নৃপতিগণকে পরিচিত করিয়াছেন। নিম্নে আমরা কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি,—

Taxilus = তক্ষশিলা

Porus = পুরুষ (পুরুষপুর)

Musicunus = মূষিক

Abisaris = অভিসার

এইরূপ আরও প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে, এমন কি, যিনি Sandracottus নামে গ্রীক-ইতিহাসে পরিচিত হইয়াছেন, মেগস্থেনিসের গ্রন্থে তিনিও Palimbothros অর্থাৎ পাটলিপুত্র নামেও অভিহিত হইয়াছেন।<sup>১</sup> সুতরাং গ্রীক-ইতিহাস-বর্ণিত Sandro-kottus নামটিকে পূর্বোক্ত তক্ষশিলা-পুরুষাদির স্থান জনপদবাচী

(১) Mc Crindle's Ancient India as described by Megasthenes, p. 67.

ও তজ্জনপদের রাজা বলিয়া গ্রহণ করা যার কিনা, তাহাও বিবেচ্য। চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে এই স্থান তাঁহার নামানুসারে ‘চন্দ্রগুপ্তপুর’ নামেও পরিচিত হইতে পারে। যেমন পুরুষপুরের অধিপতি Porus হইয়াছেন, সেইরূপ চন্দ্রগুপ্তপুরের অধিপতিও Sandrokokottus নামে অভিহিত হইতে পারেন। অথবা Sandrokokottus শব্দকে যদি চন্দ্রগুপ্ত বা চন্দ্রগুপ্তের’ বংশীয় বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলেও অশোককে পাওয়া যায়। অশোকের কালসি-গিরিলিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে তাঁহার পূর্বপুরুষগণও ‘দেবানাং প্রিয়’ নামে অভিহিত হইতেন।’ অশোকের অনুশাসনে দর্শিত এই তাঁহার ‘প্রিয়দর্শী’ নাম পাইরাছি। মহাবংশে ও দ্বীপবংশে তাঁহার ‘প্রিয়দর্শন’ নাম দৃষ্ট হয়। আবার মুদ্রারাক্ষসে চন্দ্রগুপ্তের নামের সহিত ‘প্রিয়দর্শন’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল কারণেই আমি মনে করি,—গ্রীক-ইতিহাস হইতে পঞ্জাবের বহু নৃপতির নামের জায় পাটলিপুত্রাধিপের প্রকৃত ডাকনাম উক্ত হইতে নাই। সম্রাট অশোকের অনুশাসনে অস্তিওক, অস্তিকিনি, মক, তুরময় ও অলিকনুদর এই কয়জন গ্রীক নরপতির নাম পাইতেছি। গ্রীক-ইতিহাসের সাহায্যে আমি অন্তর্জ্ঞ দেখাইরাছি যে, উক্ত পঞ্চ বহু-নৃপতি ৩২৪ খৃঃ পূঃ হইতে ২৮৭ খৃঃ পূঃ মধ্যে বিস্তারিত ছিলেন। ১২

(১০) সংস্কৃত গ্রন্থে “চন্দ্রগুপ্ত” শব্দের প্রয়োগও আছে। যথা—

“চন্দ্রগুপ্তঃ রথবরনারোচ নৃপচক্রমে।”

হেমচন্দ্রের পরিণিটপর্ব ৭৩২২।

(১১) Epigraphia Indica, Vol II. p. 447-72.

(১২) বল্লভ জাতীয় ইতিহাস, বৈষ্ণবকাণ্ড, ১ম অংশ, ১০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পূর্বেই বলিয়াছি, ৩২৪খৃঃপূঃ সমকালে অশোকের প্রথম রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটে। ব্রহ্মাণ্ডাদি পুরাণমতে তিনি ৩৭বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন। এক্রপ স্থলে ২৮৭ খৃঃ পূঃ অব্দে তাঁহার রাজ্যাবসান স্বীকার করিতে হয়। অশোকের বানপ্রস্থ অবস্থায় সুবর্ণগিরি হইতে তাঁহার যে অনুশাসন লিপি প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে ২৫৬ অব্দ দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ প্রত্ন-তত্ত্ববিদ ডাক্তার স্ক্রিট ঐ অঙ্কে বুদ্ধনির্বাণাব্দ ও তাঁহার ‘বিবাস’ বা সংসারত্যাগের বর্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ১৩ পূর্বে ভারতবর্ষে যে বুদ্ধনির্বাণাব্দ প্রচলিত ছিল, সিংহল, শ্রাম ও ব্রহ্মদেশে বহু পূর্বকাল হইতে অজ্ঞাপি সেই নির্বাণাব্দ চলিয়া আসিতেছে। ঐ সকল বৌদ্ধ জনপদে ৫৪৩ খৃঃ পূর্বাব্দেই বুদ্ধনির্বাণ স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। ১৪ এক্রপ স্থলে বুদ্ধনির্বাণের ২১৮ বর্ষ পরে অর্থাৎ

(১৩) Journal of the Royal Asiatic Society, 1910, p. 1308.

(১৪) আধুনিক পাশ্চাত্য পুরাবিদগণের মতে ৪৮৭ বা ৪৬৬ খৃঃ পূর্বাব্দে বুদ্ধের নির্বাণ। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই—

১, বহুবছরচিত্রিতরচিত্রিতা পরমার্থ আচার্য্য বুধগণ ও বিদ্যাবাসকে বুদ্ধনির্বাণের দশশতাব্দী পরবর্তী লিখিয়াছেন। উক্ত উক্তর বৌদ্ধাচার্য্য তাঁহাদের মতে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

২, কাটনে ৪৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিন্দুযুক্ত তারিখ প্রচলিত ছিল, ঐ সময়ে ২৭৫ বিন্দু হইয়াছিল।

৩, খোতনে কিংবদন্তী আছে যে, বুদ্ধনির্বাণের ২৫০ বর্ষ পরে ধর্ম্মাশোক বিদ্যমান ছিলেন, তিনি চীনের মহাশ্রাটীরনির্ম্মাতা চীনসম্রাট শে-হুং-তির সন্মসাময়িক। ২৪৬ খৃঃ পূর্বাব্দে শেহুংতি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

(Vincent A. Smith's Early History of India, p. 42-43.)

৩২৪ খৃঃ পূর্বাব্দে অশোকের প্রথম রাজ্যাভ্যাস এবং বুদ্ধনির্বাণের ২৫৬ বর্ষ পরে অর্থাৎ ২৮৭ খৃঃ পূর্বাব্দে তাঁহার সংসারত্যাগের আভাস পাইতেছি।

উক্ত যে কএকটি কারণে তাঁহারা সিংহলের মত অগ্রাহ্য করিতেছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ব্যবগণ ও বিদ্যাবাস ঠিক কোন সময়ে ছিলেন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। তৎপরে অনির্দিষ্ট কতকগুলি ফোঁটার উপর নির্ভর করিয়া একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত মনে করি না। ওয় প্রবাদেয় মূল্যও পূর্ববৎ। এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী হইতে এখনও পর্য্যন্ত যে অন্ধ নিঃসন্ধিভাবে নিংহল, ব্রহ্ম ও শ্রামদেশে প্রচলিত রহিয়াছে, কেবল প্রবাদ বা অশ্রু-পত বলিয়া নহে, ঐসকল স্থান হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতেও যখন আমরা পূর্বাপর ৫৪৩ খৃঃ অব্দে বুদ্ধনির্বাণ পাইতেছি, গয়ার মহাবোধি হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতেও যখন ঐ সময়ে বুদ্ধনির্বাণের সন্ধান পাওয়া বাইতেছে, এমন কি ভারতবাসী চট্টগ্রামের বৌদ্ধগণও যে ৫৪৩ খৃঃ অব্দকেই বুদ্ধনির্বাণাব্দের আরম্ভকাল বলিয়া বরাবর স্বীকার করিয়া আসিতে-ছেন এবং তাঁহাদের প্রাচীন ও অপ্রাচীন সকল ধর্মগ্রন্থেই ইহার সমর্থন রহিয়াছে, তখন উহা কখনই উপেক্ষণীয় নহে। বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে শাক্যবুদ্ধ ও মহাবীর-স্বামী উভয়ে সমনামরিক বলিয়া নির্দিষ্ট থাকায় বর্তমান পাশ্চাত্য পুরাবিদগণ মহাবীরকেও বুদ্ধের স্থায় পরবর্তী কালে টানিয়া আনিয়াছেন।

ষেতাঘর ও দিগম্বর উভয় জৈনসম্প্রদায় যখন সমন্বয়ে শকাব্দের ৬০৫ বর্ষপূর্বে এবং বিক্রমের ৪৭০ বর্ষপূর্বে বীরমোক্ক্ষ বহুকাল হইতে স্থির করিয়া আসিতে-ছেন, তখন তাঁহাদের পুরুষপরম্পরায় চিরনির্দিষ্ট বীরমোক্ক্ষাব্দের আরম্ভকাল কিরূপে অগ্রাহ্য করা যায়? পাশ্চাত্য পুরাবিদগণ এরূপ অগ্রাহ্য করিবার কএকটি প্রধান কারণ দেখাইয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান বৃত্তি এই যে, জৈন-বুদ্ধ-

মেগস্থেনিসের বর্ণনা হইতেও কএকটি সমর্থক প্রমাণ দেখাই-  
তেছি।—তাঁহার বিবরণীতে লিখিত আছে, “ভারতীয় দার্শনিকগণ  
দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, একটা শ্রমণ ও অপরটা ‘ব্রাহ্মণাই’ নামে  
কথিত হইয়া থাকেন। শ্রমণদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হিলবিয়ই নামে  
আর এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন। ইহারা নগরে, এমন কি গৃহেও  
বাস করেন না। ইহারা বহুল পরিধান ও বৃক্ষের ফল আহার এবং

পরম্পরা বা পট্টাবলিমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যপ্রসঙ্গে যে মোক্ষাঙ্ক ব্যবহৃত  
হইয়াছে, তাহার পরম্পর সামঞ্জস্য নাই, অথবা মোক্ষাঙ্ক অনুসারে ঐ সকল  
আচার্য্যের যে সময় ধরা হইয়াছে, কেহ কেহ তাহার পরবর্ত্তী ছিলেন তাহাও  
প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু আচার্য্য বা ব্যক্তিবিশেষের প্রসঙ্গে অঙ্গের ভুল  
দেখিয়া দেশপ্রচলিত অঙ্গের ভিন্নরূপে কালনির্ণয় করা কখনই সমীচীন নহে।  
যেমন এখন সমস্ত সভ্যজগতে খৃষ্টাব্দ প্রচলিত রহিয়াছে, বর্ত্তমানে এই খৃষ্টাব্দের  
১৯১৩ বর্ষ চলিতেছে, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার বা সন্দেহ করিবেন না।  
কিন্তু এই খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে সকল খৃষ্টীয় ধর্ম্মবাজক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,  
তাঁহাদের জীবনী লিখিতে গিয়া কেহ যদি এক মহাজনের ২১০ খৃষ্টাব্দে এবং  
অপর ব্যক্তি যদি সেই মহাজনেরই ৩১০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন লিপিবদ্ধ করিয়া  
যান, কিন্তু বাহিরের প্রমাণ দ্বারা যদি প্রমাণিত হয়, সেই মহাজন খৃষ্ট জন্মের ৩১০  
বর্ষ পরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ২১০ বর্ষ পরে নহে। এরূপ হলে কি আমরা  
খৃষ্টের জন্ম এক শত বর্ষ পরে টানিয়া আনিতে পারি? তাহা যেমন পারি না,  
সেইরূপ সাম্প্রদায়িক আচার্য্যপরম্পরা লিখিতে যদি পরবর্ত্তী লেখক কোন কোন  
আচার্য্যের প্রকৃত আবির্ভাবকাল-নির্ণয়ে গোলযোগ করিয়া থাকেন, তাহা বলিয়া  
দেশপ্রচলিত ও পূর্বাধিকার ধর্ম্মগ্রন্থে ব্যবহৃত অঙ্গকে নির্দিষ্ট কাল অগ্রাহ করিয়া  
অঙ্গ সময়ে লইয়া কেহ লিখিতে পারি না। এরূপ হলে বুদ্ধনির্বাণাঙ্ক ও বীরমোক্ষা-

অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া জলপান করেন।.....ভারতবাসিগণের মধ্যে বৌদ্ধের উপদেশ-পালনকারী দার্শনিক আছেন। এই দার্শনিকগণ তাঁহাকে তাঁহার চরিত্রের অন্ত দেবতার স্থায় পূজা করেন।<sup>১৫</sup>

মেগাস্থেনিসের উক্ত বর্ণনা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণই সমাজে সম্মানিত ছিলেন। তাঁহার বৌদ্ধকে নিঃসন্দেহে বুদ্ধদেব বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। চন্দ্রগুপ্তের সময় বৌদ্ধমত প্রচলিত হইলেও তৎকালে শ্রমণেরা রাজসরবারে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। বহুপূর্বকাল হইতে শ্রমণ থাকিলেও চন্দ্রগুপ্তের সময় পর্যন্ত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণে পার্থক্য নির্দিষ্ট হয় নাই। নিজেও চন্দ্রগুপ্ত বৌদ্ধধর্মের প্রতি দৃষ্টি করেন যে কাল বরাবর ভারতবাসী ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, এখন বৃষ্টি ও অকাটা প্রমাণ ব্যতীত কখনই আমরা তাহার অন্তর্থা করিতে সমর্থ নহি। মৌর্য্যাদি সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ বলা যাইতে পারে। বীর-মোক্ষকের স্থায় মৌর্য্যাদিও একটা জৈনাদি। মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার বংশধরগণ যে জৈন-ধর্মের অতিপালক ও উৎসাহদাতা ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই কারণেই তাঁহার ১৫৬ বর্ষ পরেও কলিঙ্গের জৈন অধিপতি খারবেল ভিথুরাজ এই অব্যবহার করিয়াছেন, খণ্ডগিরির ত্রুপসিদ্ধ হাতিশিক্ষার খোদিত লিপি হইতেই তাহা সিংসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। এরূপ হলে জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র প্রাচীন প্রমাণ-সাহায্যে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের যে অভিব্যক্তি কাল নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছি না। চন্দ্রগুপ্তকে আলেক্-সান্দারের সমসাময়িক স্থির করিয়াই পাশ্চাত্য পুরাবিদগণ পূর্ববর্তী অব্য ও রাজগণের কালনির্ণয়ে গোলযোগ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

(১৫) মেগাস্থেনিসের প্রাচীন ভারত ১৪২—১৪২ পৃষ্ঠা ত্রুপসিদ্ধ।

কখন সহানুভূতি দেখান নাই। একারণ তাঁহার সময়ে প্রচলিত চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে নানাজাতি ও বিষয়ের উল্লেখ থাকিলেও শ্রমণের নামগন্ধ নাই। বিশেষতঃ তৎকালে বুদ্ধদেব দেবতা মধ্যে গণ্য হইতে পারেন নাই। অশোকের পূর্বপর্ষ্যন্ত বৌদ্ধধর্ম হিন্দু-ধর্মের একটি ক্ষুদ্র শাখা বলিয়াই গণ্য ছিল।<sup>১৬</sup> সম্রাট অশোকই শ্রমণগণের সম্মান বৃদ্ধি করেন। তাঁহারই সময়ে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণে বিশেষভাবে পার্থক্য সৃচিত হয়। এমন কি, শেষে তিনি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রমণের সমাদর করিতেন, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ অনেকে বুদ্ধের মতানুবর্তী ও বুদ্ধভক্ত হইলেও অশোকের পূর্বে তিনি যে দেবতাস্বরূপ গণ্য হইয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৈদিকযুগে যদিও জ্ঞানিকার সংবাদ পাই বটে, কিন্তু তৎপরে অশোকের পূর্ব পর্ষ্যন্ত নির্দিষ্ট মঠ বা বিহারে জ্ঞানীলোকের বিদ্যাশিক্ষা ও ব্রহ্মচর্যের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্রাট অশোকই যে আপন কন্যাকে ভিক্ষুণী করিয়া ও উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া জ্ঞানিকার উজ্জল দৃষ্টান্ত দিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। মেগস্থেনিস্ এরূপ ব্রহ্মচারিণী রমণীর বিদ্যাশিক্ষার কথা লিখিয়া গিয়াছেন।<sup>১৭</sup> অশোকের অনুশাসন হইতে জানিতে পারি যে, তিনি বর্ষে বর্ষে জ্ঞানিগণের সভা আহ্বান করিতেন। মেগস্থেনিস্ সেই বার্ষিক জ্ঞানী সভার

(১৬) Vincent A. Smith's Early History of India, p. 176.

(১৭) মেগস্থেনিসের প্রাচীন ভারত ১৪০ পৃষ্ঠা।

উল্লেখ করিয়াছেন।<sup>১৮</sup> আর একটা বিশেষ কথা—চন্দ্রগুপ্তের সময় চাণক্য নিয়ম করিয়াছিলেন যে, অসবর্ণবিবাহজাত সন্তান সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে না, কেবলমাত্র গ্রামাচ্ছাদনভাগী।<sup>১৯</sup> কিন্তু মেগস্থেনিস্ লিখিয়াছেন যে তাঁহার সময় জনসাধারণের মধ্যে অসবর্ণবিবাহপ্রথা এককালে নিষিদ্ধ হইয়াছিল।<sup>২০</sup> এরূপ স্থলে চন্দ্রগুপ্তের সময়ে অসবর্ণ বিবাহ একবারে অনাদৃত এবং তাঁহার কিছুকাল পরে ( সম্ভবতঃ ) অশোকের সময়ে একবারে অপ্ৰচলিত হইয়াছিল। এই প্রমাণেও মেগস্থেনিস্ চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক না হইয়া পরবর্তী হইতেছেন।<sup>২১</sup>

উপসংহারে কএকটা কথা জানাইতেছি—

মেগস্থেনিসের প্রাচীন ভারতে যে সকল জনপদ, নদনদী, অধিবাসী ও জীবজন্তুর উল্লেখ আছে, আমাদের বৈদিক অথবা:

(১৮) মেগস্থেনিসের প্রাচীন ভারত ১১৪ পৃষ্ঠা।

(১৯) চাণক্যের অর্থশাস্ত্র।

(২০) প্রাচীন ভারত ১১৬ পৃষ্ঠা ঞ্চুত্ব্য।

(২১) কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার ও তৎপুত্র অশোক ইঁহার উভয়েই অসবর্ণবিবাহ করিয়াছিলেন, এরূপ স্থলে অসবর্ণ-বিবাহ নিষিদ্ধ হইবে কেন? জানা উচিত রাজধর্ম ও সাধারণ ধর্ম এক নহে। রাজা সকল বর্ণের কন্যাই গ্রহণ করিতে পারেন, এ প্রথা অত্য়পি ভারতীয় হিন্দুরাজগণ-মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু অপরের পক্ষে এ নিয়ম যেমন প্রচলিত নাই, সেই-রূপ সম্ভবতঃ অশোকের সময় হইতেই সর্বসাধারণের মধ্যে অসবর্ণবিবাহ-অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল।



পৌরাণিক গ্রন্থসমূহেও সেই সকলেরই উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্ত-  
স্বরূপ কএকটা নাম উদ্ধৃত হইল—

মেগস্থেনিস-বর্ণিত নাম	বৈদিক বা পৌরাণিক নাম
আকিসাইন্ (নদী)	অসিকী ( ঋক্ ৮।২০।২৫ )
আন্দোম্যাটীস্ ( নদী )	ইন্দুমতী ( রামা° ২।৭০।১৬ )
ইমোয়াস্	হিমবৎ ( ঐত° ব্রা° ৮।১৪ )
ইমোদাস্	হিমাঙ্গি ( রঘুব° ৪।৭২ )
ওডম্বরী	ওড়ম্বর ( মহা° সভা° ৫অঃ )
কোফিন্	কুভা ( ঋক্ ৫।৫৩।২ )
তাগাবেনা	তুঙ্গবেণা ( মহা° বন° ১১৩ অঃ )
পেরাসিস্রী	পশ্চ° ( ঋক্ ৮।৬।৪৬ ) বা পারশব ( মার্ক° পু° ৫।৮।৬১ )
মল্লি বা মালী	মল্লরাষ্ট্র ( মহা° ভীষ্ম° ৯।৪৪ )
মেডোগালিঙ্গী	মেদ ( মনু ১০।৩৬ )-কলিঙ্গ ( মহা° আদি° ১৫ অঃ )
মৈয়ঙ্গস্	মহেন্দ্র ( রামা° ১।৭৫।৮ )
সালত্রিয়ানী	শাব ( গোপথব্রা° ২।৯ )
সিলাস্	শৈলোদা ( মৎস্তপু° ১২০।২০ )

মেগস্থেনিস্ পশ্চিম ভারতীয় যে সকল বিভিন্ন জাতির উল্লেখ  
করিয়াছেন, অত্য়াপি তন্মধ্যে অনেক জাতি পঞ্জাবপ্রান্তে ও  
আফগানিস্তানে বাস করিতেছে। যথা—

মেগহেনিস্-বর্ণিত নাম	বর্তমান নাম
অর্কস্থলি	ওরক্জাই
কেটুবোনি	কেটিথেল বা কাটিথেল
কেসি	কন্সি
ত্রানোকোসী	বাহুচি
বোদিয়াস বা বোদিয়াস্কি	বদক্‌সী
পাজালী	পোপালজাই বা পালজাই

দৃষ্টান্তস্বরূপ উপরে কএকটি মাত্র নাম দেখাইলাম, আশা করি সমাদ্দার মহাশয়, তাঁহার অল্পস্থিত প্রাচীন ভারত সম্পূর্ণ হইলে গ্রীক-ঐতিহাসিকগণের বর্ণিত নামগুলির বৈদিক, পৌরাণিক ও আধুনিক নামের সহিত মিলাইয়া একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করিয়া ঐতিহাসিক ও পৌরাণিকগণের কোতূহল নিবৃত্তি করিবেন, ইহাই আমার শেষ অনুরোধ।

বিশ্বকোষ-কার্যালয় ২০নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগ্‌বাজার, কলিকাতা	} শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু আযাচ্-সংক্রান্তি ১৩২০
---	--



## অধ্যাপক ম্যাক্রিওলের গ্রন্থের ভূমিকা

স্বচক্ষে দেখিয়া মেগাস্থেনিস্ প্রাচীন ভারতের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে তৎকালীন ভারতের অস্ফুট চিত্রগুলি যেরূপ পরিষ্কৃত হইয়াছে, তজ্জন্ত সকলেই মেগাস্থেনিসের পুস্তককে অত্যন্ত মূল্যবান্ মনে করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদিও সেই পুস্তকের অল্লাংশ মাত্রই আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তত্রাপি গ্রীস ও রোম দেশীয় অনেকগুলি প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের পুস্তকে এই দুৰ্ন্মূল্য গ্রন্থের অংশবিশেষগুলি পাওয়া গিয়াছে। জার্মানীর অন্তঃপাতী বন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ডাক্তার সোয়ানবেক, এই সকল বিক্ষিপ্ত অংশগুলি সংগ্রহ ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ঐতিহাসিক সাহিত্যের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। মেগাস্থেনিসের “ইণ্ডিকা” (Megasthenis Indica) নামক এই গ্রন্থ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি যতদূর অবগত আছি, তাহাতে বোধ হয় যে, এই গ্রন্থ অনুবাদিত হয় নাই এবং সেই কারণে পণ্ডিত-দিগের মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। যে স্থানে বসিয়া মেগাস্থেনিস্ নিজ অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতেই ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে এবং আশা করা যায় যে, এক্ষণে ইহা সাধারণের হস্তগত হইবে।

আরিয়ানের “ইণ্ডিকা” (Indica) গ্রন্থের প্রথমাংশও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। এইরূপ করিবার কারণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রথমতঃ, আরিয়ানের ইণ্ডিকায় সংলগ্নভাবে ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, এবং দ্বিতীয়তঃ, এই বৃত্তান্ত মেগস্থেনিসের গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছিল।

পাদটীকাগুলি সাধারণতঃ ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক, এবং গ্রাসীয় নামগুলির সহিত সংস্কৃত নামের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে এবং এই সকল বিষয়ে সম্প্রতি যে সকল লেখকগণ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতই প্রদত্ত হইল।

নাম বানান করিবার সময় আমি গ্রোটের (১) পস্থা অবলম্বন করিয়াছি; তবে লাতিন নামের সময় প্রচলিত পস্থা অনুসরণ করা হইয়াছে।

উপসংহারে পাঠকবর্গের নিকট এই নিবেদন যে, বর্তমান পুস্তক আরম্ভ করিবার কালে আমার এই ইচ্ছা হইয়াছিল যে আমি ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত গ্রীক ও লাতিন ভাষায় লিখিত সকল পুস্তক-গুলি অনুবাদ করিব। এই ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া আমি “ইরিথ্রিয়ান সাগর প্রদক্ষিণ” (২) (The Circumnavigation of

(১) সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। ইনি গ্রীস দেশের এক বৃহৎ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (অ)

(২) ইরিথ্রিয়ান সাগর—যখন মিশরদেশ রোমকগণের অধিকারভুক্ত ছিল, তখন ভারতবর্ষের সহিত মিশরের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল। প্রাচীন গ্রীক ও

the Erythræan Sea) নামক পুস্তকের অনুবাদ শীঘ্রই প্রকাশিত করিব এবং তৎপরে আরিয়ান (৩) ও কার্টিয়াস (৪) তাঁহাদের পুস্তকে আলেকজান্দারের অভিযানের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

---

রোমানগণ আফি কার উপকূল হইতে পূর্বাঞ্চলের সমুদ্রের যতখানি জ্ঞাত ছিলেন, উহাকে ইরিথ্রিয়ান সাগর নামে অভিহিত করিতেন। সম্ভবতঃ প্রাচীন গ্রীকেরা লোহিত সাগরস্থ প্রণালী সমূহকে ইরিথ্রা (Erythra) নামে অভিহিত করিতেন বলিয়াই সমুদ্রকে ঐরূপ আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। পারস্তোপসাগরকেও এই ইরিথ্রিয়ান সাগরের অন্তর্ভুক্ত করা হইত। “Periplus of the Erythrean Sea” বা ইরিথ্রিয়ান সাগর প্রদক্ষিণ নামক একখানি প্রাচীন পুস্তকে মিশর ও পূর্বাঞ্চলের প্রাচীন বাণিজ্যের সঠিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। আমরা শীঘ্রই “পেরিপ্লাস” গ্রন্থের অনুবাদ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব। (অ)

(৩) আরিয়ান নামক গ্রীসদেশবাসী ঐতিহাসিক, আলেকজান্দারের অভিযান সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইনি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (অ)

(৪) কার্টিয়াস আলেকজান্দারের জীবনী লিখিয়াছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় না। অনেকের মতে ইনি প্রথম শতাব্দীর মধ্য ভাগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কার্টিয়াস দশ খণ্ডে নিজ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে প্রথম দুই খণ্ডের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। অন্ত্যস্ত খণ্ডগুলির অংশ বিশেষ মাত্র পাওয়া যায়। গ্রন্থে ভ্রম প্রমাদ থাকিলেও লেখকের বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী। (অ)



## অধ্যাপক ম্যাক্রিগল লিখিত মুখবন্ধ

প্রাচীন গ্রীকগণের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। মহাকাব্য, গীতিকাব্য বা নাটক সংক্রান্ত কোন গ্রন্থেই তাঁহাদের প্রধান ২ কবিগণ ভারতবর্ষের নামোল্লেখও করেন নাই। অবশ্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা অবগত ছিলেন। কারণ, আমরা হোমরে (১) দৈখিতে, পাই যে, তৎকালীন গ্রীকগণ ভারতীয় পণ্য দ্রব্য ব্যবহার করিতেন। এই সকল দ্রব্য সেই সময়ে ভারতীয় শব্দেরই বিকৃত ভাবে উল্লিখিত হইত (২)। কিন্তু, আমরা ইহাও জানিতে পারি যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রীকগণের ধারণা অত্যন্ত অস্ফুট ছিল। তাঁহারা ভারতবর্ষকে “পূর্ব ইথিওপিয়া” (৩) বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহাদের

(১) গ্রীক জাতির আদি কবি। ইনি ইলিয়ড ও অডিসী নামক দুইখানি মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ, ইনি আসিগা মহাদেশেই জন্ম গ্রহণ করেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি পূর্ব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। অনেকে আবার হোমর পূর্ব খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

(২) গ্রীক দেশীয় ‘কাসিটেরস’ শব্দ সংস্কৃত ‘কন্তীয়’ টিন শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

(৩) হোমর নিজ গ্রন্থ অডিসীতে লিখিয়াছেন যে “ইথিওপিয়ানগণ দুই দলে বিভক্ত ছিল, এক দল পৃথিবীর এক প্রান্তে ও অপর দল অপর প্রান্তে বাস করিত”।



বিশ্বাস ছিল যে পশ্চিম ইথিওপিয়ায় যেরূপ প্রথর সূর্যালোকপ্রদীপ্ত কুম্ভবর্ণের লোক বাস করিত, পূর্ব ইথিওপিয়ায়ও সেইরূপ লোক বাস করিত এবং শেষোক্ত দেশ পৃথিবীর এক সীমান্তে অবস্থিত ছিল। ভারতবর্ষ ও ইথিওপিয়াকে অভিন্ন মনে করিয়া গ্রীকগণ যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, ঐ ভ্রম প্রযুক্তই তাঁহারা পশ্চিম ইথিওপিয়া সম্বন্ধীয় প্রকৃত বা কাল্পনিক বিবরণসমূহ ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও আরোপ করিতেন (৪)। অবশ্য এই ভ্রম নামের সঙ্গে সঙ্গেই প্রচলিত হইয়াছিল। এই জন্তই আমরা প্রাচীন গ্রীক-সাহিত্যে মনুষ্য বা জন্তু সমূহের যে সকল প্রকৃত বা কাল্পনিক নাম দেখিতে পাই, তাহা কোন সময়ে ইথিওপিয়া এবং কোন সময়ে ভারতবর্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে, দেখিতে পাই। ভারতবর্ষের শ্রায় সুদূরবর্তী ও অনধিগম্য প্রদেশ সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীকগণের যে এইরূপ অস্পষ্ট জ্ঞান জন্মিবে, তাহাতে কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নাই ;

ঐতিহাসিক হেরডটস কয়েক স্থলে পূর্ব দেশীয় ইথিওপিয়ানদিগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু, তিনি ইথিওপিয়ান ও ভারতবাসীদের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। টালীরস নামক অন্ততম ঐতিহাসিক অনেক সময় ইথিওপিয়ান ও ভারতীয়গণকে একই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আলেকজান্ডারের অভিযানের পরে এইরূপ ভ্রম দূরীভূত হয়। ইথিওপিয়া প্রথমে মিশরের অধীনে ছিল ; পরে পারস্যের, ও তৎপরে রোমকসম্রাট অগষ্টাসের করায়ত্ত হইয়াছিল।

(৪) অধ্যাপক মার্কজুল, দৃষ্টান্ত স্বরূপ “স্কিয়াপোডিস” প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু, সিসট্রিসের অধীন মিশর-বাসিগণ ( ৫ ), সেমিরামিসের অধীনে আসিরিয়ানগণ ( ৬ ), এবং প্রথমে সাইরস ( ৭ ) ও পরে দারিয়াসের অধীনে পারসিকগণ ( ৮ ) যখন ক্রমান্বয়ে ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের নিকট হইতেও যে গ্রীকগণ ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোন বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তাহাই বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় বোধ হয়। ডাক্তার রবার্টসন (৯) বলেন যে, সম্ভবতঃ গ্রীকগণ নিজেদের অধিকতর সুসভ্য মনে করিয়া,

( ৫ ) সিসট্রিস—প্রবাদ এই যে, মিশরের অন্ততম নরপতি সিনট্রিস বা রামিসিস খৃষ্টীয় পূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং তিনিই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের গাঙ্গেয় প্রদেশগুলি পর্য্যন্ত অধিকারে সক্ষম হইয়াছিলেন।

( ৬ ) সেমিরামিস—আসিরিয়ানগণের রাজ্ঞী। ইহাঁর সম্বন্ধেও এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত যে, ইনিও ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ‘প্রাচীন ভারত’ গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে উল্লেখ্য।

( ৭ ) সাইরাস—পারস্তাধিপতি। সাইরাসের অভিযানের কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

( ৮ ) ঐতিহাসিক হেরডটস বলিয়াছেন যে, পারস্তরাজ দারিয়াস আসিয়া মহাদেশের অনেক স্থান অনুসন্ধান ও কারিয়ান্দা নিবাসী স্বাইলাস ও অন্যান্য ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীনে রণতরী প্রেরণ করিয়াছিলেন। ‘প্রাচীন ভারত’ প্রথম কল্প, প্রথম খণ্ডের ১৭ ও ২১ পৃষ্ঠা উল্লেখ্য।

( ৯ ) স্কটলাও দেশীয় ঐতিহাসিক। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে “Historical disquisition Concerning India” নামক এক খানি মূল্যবান পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যাহাদিগকে তাঁহারা বর্বর (১০) বলিয়া গণ্য করিতেন, তাঁহাদিগের বিষয় অবগত হইতে ঘৃণা বোধ করিতেন। প্রকৃত ঘটনা যাহাই হোক, গ্রীকদিগের নিকট পারস্য যুদ্ধের (১১) পূর্বে ভারতবর্ষ প্রহেলিকাপূর্ণ কল্পিত দেশ বলিয়া বিবেচিত হইত। পারস্য যুদ্ধের সময় হইতে তাঁহারা ভারতবর্ষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। মিলেটস-বাসী হিকেটসই (১২) তাঁহার গ্রন্থে সর্ব প্রথমে ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করেন। হেরডোটস (১৩) ভারতবর্ষের কথা অধিকতর উল্লেখ করেন। টিসিয়স (১৪) কয়েক বৎসর পারস্যরাজ আর্টারাক্সেস নেমনের (১৫)

(১০) প্রাচীন গ্রীকগণ হেলেন নামক তাঁহাদের আদি পুরুষের সহিত যাহার কোন সম্পর্ক না থাকিত, তাহাকেই Barbarian বা বর্বর নামে অভিহিত করিতেন।

(১১) পারস্যরাজ্যের রাজধানী সার্দিস (Sardis) গ্রীকগণ ভস্মীভূত করেন এবং এই অপমানের প্রতিশোধ কামনায় পারস্যরাজ দারিয়াস ও তৎপুত্র জারাক্সিস্ গ্রীকদেশের বিরুদ্ধে যে সৈন্যবলী চালনা ও যুদ্ধ করেন তাহাই “পারস্য যুদ্ধ নামে” খ্যাত। এই যুদ্ধে ভারতীয় তীরন্দাজগণ গ্রীকদেশে পারস্য-রাজ্যের সাহায্যার্থ গমন ও যুদ্ধে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

(১২) হিকেটস ৪৪২ পূর্ব খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইনি একাধারে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ছিলেন।

(১৩) গ্রীক দেশের আদিম ঐতিহাসিক। ‘প্রাচীন ভারতের’ প্রথম কল্পের প্রথম খণ্ডের ১৭ হইতে ২১ পৃষ্ঠা জুটব্য।

(১৪) লিডিয়া প্রদেশ বাসী টিসিয়াসই সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের অংশমাত্র পাওয়া যায়।

(১৫) আর্টারাক্সিস নেমন—৪০৫ হইতে ৩৬১ পূর্ব খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

পারিবারিক চিকিৎসকরূপে পারস্তে অবস্থান কালীন-ভারত-ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক উপাদান সংগ্রহ করেন এবং গ্রীক ভাষায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইনিই প্রথম ইতিহাস রচনা করেন। চূর্ভাগ্য বশতঃ, তাঁহার বর্ণনা নানারূপ কাল্পনিক বৃত্তান্তপূর্ণ এবং আলেকজান্দারের অনুচর-বর্গই “পশ্চিম পৃথিবী”কে ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় যথাযথ বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে ইঁহারাই প্রথম স্থান পাইবার যোগ্য। সকলেই অবগত আছেন যে, এই মহাবীর তাঁহার বিজয়-কাহিনী লিপি বদ্ধ করিবার জন্ত ও তিনি যে ২ দেশের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতেন, সেই ২ দেশের বৃত্তান্ত সংগ্রহের জন্ত কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে নিজের সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার কর্মচারি-বৃন্দের মধ্যেও কয়েকজন সাহিত্যিক ছিলেন; ইঁহারা শব্দ ও শাস্ত্র উভয় বিদ্যায়ই পারদর্শী ছিলেন। এই জন্তই তাঁহার অভিযানকালে বিটো, ডায়গনেটস, নিয়ার্কস, অনিসিক্রিটস্, আরিষ্ট বোলস, কালিসথিনিস্ প্রভৃতি অনেক লেখক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া ছিলেন। এই সকল বর্ণনাগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হই-  
 যাছে, কিন্তু সারাংশগুলি সংক্ষিপ্ত ভাবে ষ্ট্রাবো, প্লিনি ও আরিয়ানের (১৬) গ্রন্থে বর্তমানেও দৃষ্ট হয়। পূর্বোক্ত লেখকগণের পরবর্ত্তী কালে, ডিমােকস, পাট্রোক্লিস, টিমসথিনিস্ এবং মেগস্থেনিস্ ভারত-বর্ষ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ডিমােকস,

পারস্তের অধীশ্বর ছিলেন। ইঁহারই সময়ে জগদ্বিখ্যাত “Retreat of the Ten Thousand” অর্থাৎ দশসহস্র গ্রীকসৈন্তের পশ্চাদ্গমন ব্যাপার সংঘটিত হয়।

(১৬) ঐতিহাসিক। ‘মুখবন্ধের’ (৩) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

সেলুকাস (১৭) কর্তৃক দূতস্বরূপ সান্দ্রাকোটসের (১০) বংশধর আলিট্রোকোডেসের (১১) নিকট প্রেরিত হইয়া অনেক কাল ধরিয়া পালিবোথায় বাস করিয়াছিলেন। পাট্রোক্লিস সেলুকাসের নোসেনাধ্যক্ষ ছিলেন। টিমস্‌থিনিন্স টলেমি ফিলাডেলফসের (২০) নাবধ্যক্ষ ছিলেন। মেগস্থেনিস্ সেলুকাস নিকেটর কর্তৃক সান্দ্রাকোটসের দূতস্বরূপ প্রেরিত হইয়া প্রাসীগণের (২১) রাজার

(১৭) আলেকজান্দারের তন্তুতম সেনাপতি। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে ইনি সিরিয়ায় স্বাধীন রাজ্য-স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইনি চল্লিশের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। মেগস্থেনিসের স্বদেশ প্রত্যাগমনের পরে সেলুকাস ডিমাকসকে দূত স্বরূপ চল্লিশের দরবারে প্রেরণ করেন। ডিমাকস ও মেগস্থেনিসের পছানুসারে ভারতবর্ষের রীতি নীতি পর্যবেক্ষণ পূর্বক এক পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় ডিমাকনের বর্ণনার স্বজাংশই আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

(১৮) মগধাধিপতি চল্লিশ। দায়দরস চল্লিশকে জান্দারমিস (Xandrames) নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

(১৯) বিন্দুসার।

(২০) মিশররাজ টলেমি, ডাইওনিসিয়াস নামক এক ব্যক্তিকে দূত স্বরূপ ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। ইনিও ভারতবর্ষের এক বর্ণনা প্রণয়ন করেন। ইহার সময়ে বিন্দুসার কি তৎপুত্র অশোক রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার নির্দেশ পাওয়া যায় না।

(২১) প্রাসী—প্রাচীনগণ (Prasii); প্রাসী এই কথাটি অনেকে অনেক ভাবে লিখিয়াছেন। যথাঃ—ষ্ট্রাবো—Prasioi; প্রিনি—Prasii; ইলিয়ান Prasio.

রাজধানী পালিবোথায় বাস করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিয়া ছিলেন তাহাই পরবর্তী গ্রন্থকারগণের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছিল। মেগস্থেনিসের এই গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায় না, কিন্তু এই গ্রন্থ প্রাচীন লেখকগণ কর্তৃক এত বার সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃত হইয়াছে যে এই সকল উদ্ধৃত বিবরণাদি হইতে মেগস্থেনিসের মূল গ্রন্থের বক্তব্য বিষয় ও তাঁহার রচনা-বিভাগের কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। ডাক্তার সোয়ানবেক বহু পরিশ্রম এবং যত্ন সহকারে সকল অংশগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং এই সংগৃহীত অংশগুলি একত্ৰীভূত গ্রন্থের সহিত ল্যাটিন ভাষায় লিখিত এক ভূমিকা সংযোজিত করিয়াছেন। এই ভূমিকায়, মেগস্থেনিসের পূর্বে গ্রীকগণের প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল তাহার আলোচনা করিয়া, পরে, প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে মেগস্থেনিসের লিখিত অংশগুলির পর্যালোচনা করিয়াছেন। তৎপরে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থখানির লিপিবদ্ধ বিষয়গুলির সূচী ও সমালোচনা সহ, মেগস্থেনিসের পরে যে সকল গ্রন্থকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া ছিলেন তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন ( ২২ )।

ইত্যাদি। মগধের অধিবাসিগণকে প্রাচীন গ্রীকগণ এই নামে অভিহিত করিতেন।

(২২) সোয়ানবেক, ইরাটাসথিনিস্, হিপার্কস্, পোলিমো, আপলডরস্, আগাথারকাইডিস্, ট্রাবো, টলেমি প্রভৃতি গ্রীক গ্রন্থকারগণ এবং ভারো, অ্যাগ্রিপা, পম্পোনিয়াস মেলা, সেনেকা, প্লিনি এবং সলিনাস নামক রোমক গ্রন্থকারগণের

আমি সোয়ানবেক কর্তৃক লিখিত ভূমিকা হইতে কয়েকটা চিত্তাকর্ষক স্থান উদ্ধৃত করিয়া, মেগস্থেনিসের বর্ণনা যে বিশ্বাসযোগ্য তাহাই দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। বর্তমানে মূলহার মহাশয়ের সম্পাদিত “ইণ্ডিকা” গ্রন্থে তিনি ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে কয়েকটা স্থান অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করিলাম।

বাষ্টিনাস (২৩) সেলুকাস নিকেটর সম্বন্ধে বলিয়াছেন “আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে, মাসিডোনিয়ান রাজ্য সেলুকাস ও তাঁহার অগ্রাগ্র উত্তরাধিকারিগণ মধ্যে বিভক্ত হইবার পরে, সেলুকাস প্রথমতঃ বাবিলন অধিকার করিলেন; প্রথম যুদ্ধে কৃতকার্য হওয়াতে তাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে ২ তিনি বাকট্রিয়ান প্রদেশ পরাভূত করেন। পরে, তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে, ভারতবাসীরা স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছায় তাঁহার শাসনকর্তৃগণকে নিহত করে। সাল্লাকোটস ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেন, কিন্তু জয়লাভ করিয়া তিনি যে জাতিকে বৈদেশিক রাজার অধীনতা হইতে উদ্ধার করিয়া ছিলেন, পুনরায় তাহাদিগকে অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন। সেলুকাস যখন তাঁহার ভবিষ্যৎ প্রাধাত্যের ভিত্তি স্থাপন করিতেছিলেন, তখন, সাল্লাকোটস ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতে ছিলেন। সেলুকাস তাঁহার সহিত সন্ধি

কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থকারগণের মধ্যে অনেকগুলির বৃত্তান্ত “প্রাচীন ভারতে”র প্রথম কন্ডের, প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(২৩) বাষ্টিনাস নামক রোমক ঐতিহাসিক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে পারস্ত, গ্রীস, রোম প্রভৃতির এক ইতিহাস প্রণয়ন করেন।

নৃত্রে আবদ্ধ হইয়া এবং পূর্বাঞ্চলের রাজ্য সমূহের ব্যবস্থা করিয়া আর্টিগোনসের ( ২৪ ) সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ।”

বাণ্টিনাস ব্যতীত আপিয়েনস্ সেলুকস প্রাসি (২৫) বা প্রাচ্যাদি-পতি সাম্রাজ্যকোটস বা চন্দ্রগুপ্তের সহিত যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার কথা উল্লেখকল্পে বলিয়াছেন যে, “সেলুকস সিঙ্কুনদ উত্তীর্ণ হইয়া সিঙ্কুতীরবর্তী ভারতীয়গণের অধীশ্বর সাম্রাজ্যকোটসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । পরিশেষে তিনি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব ও বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করেন ।”

ট্রাবো (২৬) ও বলিয়াছেন যে, “সেলুকস নিকেটর সাম্রাজ্যকোটসকে সাম্রাজ্যের অনেকাংশ প্রদান করেন । ভারতীয়গণ পরে মাসি-দোনিয়ানগরের নিকট হইতে প্রাপ্ত আরিয়ানীর অধিকাংশ অধিকার করেন এবং সাম্রাজ্যকোটসের যেনয় সহস্র হস্তী ছিল, তাঁহার পাঁচশত হস্তী সেলুকসকে প্রদান করিয়া, তিনি বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন ।” প্লুটার্ক (২৭) বলিয়াছেন যে, “অল্লদিবস পরেই

( ২৪ ) আলেকজান্দারের অমৃতম সেনাপতি । আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে, ইনি তাঁহার সাম্রাজ্যের এক অংশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন ।

( ২৫ ) প্রাসি—২১ পাদটীকা দ্রষ্টব্য ।

( ২৬ ) ট্রাবো—ভৌগলিক । ইঁহারই লিখিত ভারতবর্ষের বিবরণ “প্রাচীন ভারতে”র প্রথমখণ্ডে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে ।

( ২৭ ) প্লুটার্কের জীবনী—“Lives of Greeks and Romans” স্ববিখ্যাত গ্রন্থ । ইনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন ।



আল্লাকোটস (২৮) রাজা হইয়া সেলুকসকে পাঁচশত হস্তী প্রদান করেন এবং ছয়লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ ও স্বাধিকারভুক্ত করেন।”

দায়দরস (২৯) সেলুকসের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ কালে আদৌ ভারতীয় অভিযানের কথা উল্লেখ করেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, সেলুকস এই অভিযান-কালে মধ্যভারত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গঙ্গা-নদী ও পালিবোথ্রা পৌছিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ এরূপও উল্লেখ করেন যে, তিনি গঙ্গার মোহনা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং সেই কারণে তিনি আলেকজান্দার অপেক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, কেহ কেহ এইরূপই অনুমান করেন। কিন্তু এই ঘটনা সত্য হইলে, লেখকগণ কেবল প্রাসঙ্গিক ভাবেই এই অভিযানের কথা উল্লেখ করিতেন না। লাসেন (৩০), প্লিগেল (৩১) এবং সম্প্রতি সোয়ানবেক, এই অমূলক উক্তির প্রতিবাদ করিয়া-

(২৮) আল্লাকোটস বা দাল্লাকোটস বা চল্লগুপ্ত।

(২৯) দায়দরস—ইতালীর সন্নিকটস্থ সিসিলীদ্বীপবাসী ঐতিহাসিক। ইনি চল্লিশ খণ্ডে এক ইতিহাস প্রণয়ন করেন; কিন্তু, বর্তমানে মাত্র পঞ্চদশ খণ্ড অবশিষ্ট আছে।

(৩০) লাসেন—নরওয়ে দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইনি বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন।

(৩১) প্লিগেল জার্মান প্রাদেশীয় সমালোচক। ইনিও, লাসেনের স্থায় বন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি সংস্কৃত সাহিত্যের জ্ঞান অধূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

ছেন। সোয়ানবেক প্রথমতঃ যাষ্টিনাস হইতে স্থল বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, যাষ্টিনাসের মতে সেমিরামিস ও আলেকজান্দার ব্যতীত অপর কেহই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন নাই। এই উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সেলুকাসের অভিযান কদাপি আলেকজান্দারের অভিযানের সমতুল্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। সোয়ানবেক পরে বলিয়াছেন যে, যদি আরিয়ান সেলুকাসের অভিযানের বৃত্তান্ত অবগত হইতেন তবে তিনি লিখিতেন না যে, যদিও মেগস্থেনিস ভারতবর্ষের অনেক স্থান পরিদর্শন করেন নাই, তত্রাপি তিনি ফিলিপপুত্র আলেকজান্দারের সহগামী ব্যক্তিগণের অপেক্ষা অধিক দেখিয়াছিলেন।(৩২)” গ্রন্থকার এই স্থানে, অনায়াসে, মেগস্থেনিস ও সেলুকাসের তুলনা করিতে পারিতেন।

এক্ষণে, প্লিনি তাঁহার গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছেন তাহাই আলোচনা করা যাউক। আলেকজান্দার ভারতবর্ষে যে পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, প্লিনি সেই স্থানের দূরত্ব ডাইওনিটস এবং

(৩২) মুদ্রারাক্স পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কুহুমপুর (পাটলিপুত্রের অজ্ঞাতনাম নাম) কিরাত, যবন, কাষোজ, পারসীক প্রভৃতি দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াছিল। এতদৃষ্টে অনেকে অনুমান করেন যে, সেলুকসই এই সকল বৈদেশিক সৈন্য সহ চল্লিশগুণে আক্রমণ করেন। কিন্তু, এতদ্বত্তরে সোয়ানবেক বলিয়াছেন যে, মুদ্রারাক্স খৃষ্টের মৃত্যুর অন্ততঃ সহস্র বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল। সহস্র বৎসর না হোক, সেলুকসের অভিযানের যে বহু পরে প্রণীত হয়, তাহাযে কোন সন্দেহ নাই।

বিটোর(৩৩) গ্রন্থে বিদিত হইয়া পরে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। “সেনুকস্ নিকেটর এই প্রকারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আলেক-জান্দার যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে হেসিদ্দাস ১৬৮ মাইল, তথা হইতে যমুনা ১৬৮ মাইল ; যমুনা হইতে গঙ্গা ১১২ মাইল। এই স্থান হইতে রোডোফাস ১১৯ মাইল। রোডোফাস হইতে কালিনিপাক্সা (৩৪) ১৬৭ মাইল। তথা হইতে গঙ্গা-

(৩৩) ডাইওনিটস ও বিটো—আলেকজান্দারের কর্ণচারী। ইহারা আলেকজান্দারের অভিযানের অনুগামী হইয়াছিলেন এবং অভিযানের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। বর্তমানে ইহাদের বর্ণনা পাওয়া যায় না।

(৩৪) হেসিদ্দাস—শতদ্রু।

রোডোফাস—এই স্থানের অবস্থিতি নির্দেশ করা সুকঠিন। কেহ কেহ ইহাকে বর্তমান দাভাই নামক ক্ষুদ্র নগর বলিতে চান।

কালিনিপাক্সা—এ নগরের ও স্থান নির্দিষ্ট হয় নাই।

প্রিনি উল্লিখিত এই সকল স্থান, সিদ্ধ হইতে পাটলিপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত রাজপথের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। মাক্রিওল অম্বত্র এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন “হেসিদ্দাসকে শতদ্রু বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। যে স্থানে শতদ্রু ও বিপাসা মিলিতা হইয়াছে, সেই সম্ভ্রম স্থল হইতে লুধিয়ানা, সিরহিন্দ ও আম্বালা হইয়া যমুনা ১৬৮ মাইল। তথা হইতে গঙ্গা ১১২ মাইল। এই স্থান হইতে রোডোফা ১১৯ মাইল। এতদ্ব্যতীত অনুমিত হয় যে, এই স্থানটী বর্তমানে দাভাই নামে খ্যাত। দাভাই অনুপসহর হইতে দ্বাদশ মাইল দূরবর্তী একটী ক্ষুদ্র সহর। অনেকে কালিনিপাক্সাকে কনোজ বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু, সেন্ট মার্টিন নামক অল্পতম প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলেন যে কনোজের স্থায় প্রসিদ্ধ সহরকে যে প্রিনি এরূপ নামে অভিহিত করিবেন তাহা বোধ হয় না। তিনি ইহাকে ইক্ষুমতী নদীর

যমুনা সঙ্গম হইতে ৬০৫ মাইল এবং সঙ্গম হইতে পালিবোথ্রা ৪২৫ মাইল এবং এহ স্থান হইতে গঙ্গার মোহানা ৬৩৮ মাইল।”

তীরবর্তী মহাভারতোক্ত পাঞ্চাল নগর বলেন। ইক্ষুমতী তখন কালিনদী বা কালিন্দী নামে অভিহিত হইত। ‘পাঞ্চা’ সম্ভবতঃ সংস্কৃত ‘পঞ্চ’ শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং তজ্জগৎ কালিনদীর তীরবর্তী কোন নগর বলিয়া কালিনিপাঞ্চাকে মনে করা যাইতে পারে।

দূরত্ববাচক যে সকল সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায় এবং এই সংখ্যাগুলি ভ্রমাত্মক তাহাও অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু পূর্বোক্ত প্রত্নতত্ত্ববিৎ মার্টিন, প্রদত্ত সংখ্যাগুলি যে এক প্রকার ঠিক তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মার্টিনের মতে

শতদ্রু হইতে যমুনা	১৬৮ মাইল
যমুনা হইতে গঙ্গা	১১২ মাইল
গঙ্গা হইতে রডোকা	১১৯ মাইল
রডোকা হইতে কালিনিপাঞ্চা	১৬৭ মাইল

মোট ৫৬৬ মাইল

মিनि কালিনিপাঞ্চা হইতে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের দূরত্ব ৬২৫ মাইল বলিয়াছেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দূরত্ব ২২৭ মাইল। মার্টিন বলিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ মিनि কালিনিপাঞ্চা হইতে সঙ্গম স্থলের দূরবর্তী কোন স্থলের দূরত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। মার্টিন দূরত্বের যে হিসাব দিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রোমের প্রচলিত মাইল হিঃ গ্রীস দেশের ষ্টাডিয়া

( ১ মাইল = ৪৮৫৪ ফুট ৩ ৫ ইঃ ) ( ১ ষ্টাডিয়া = ৬৬০ ফুট ৯ ইঃ )

শতদ্রু হইতে যমুনা	১৬৮	১৩৪৪
যমুনা হইতে গঙ্গা	১১২	৮৯৬
গঙ্গা হইতে রডোকা	১১৯	৯২৫

সোয়ানবেকের মতে প্লিনি যে ‘সেলুকস নিকিটর’ শব্দটিতে চতুর্থ বিভক্তি (৩৫) ব্যবহার করিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে “সেলুকসের অন্ত্র অবশিষ্ট স্থান পরিদৃষ্ট হইয়াছিল।’ এতদ্ব্যতীত ইহার অন্ত্র কোন অর্থ হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এই স্থলে মেগস্থেনিস্, ডিমােকস এবং পাট্রোক্লিসের পরিভ্রমণের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। প্লিনি অন্ত্র বাহা বলিয়াছেন তাহাতেও অর্থ পরিষ্কৃত

সোজাপথে শতদ্রু হইতে রডোফা	৩২৫	২৬০০
রডোফা হইতে কালিনিপাক্সা	১৬৭	১৩৩৬
শতদ্রু হইতে কালিনিপাক্সার মোট দূরত্ব	৫৬৫	৪৫২০
কালিনিপাক্সা হইতে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম	২২৭	১৮১৬
যমুনা হইতে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম	৬২৫	৫০০০

প্লিনির মতে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম স্থল হইতে পালিবোথ্ৰা ৪২৫ মাইল কিন্তু, বস্তুতঃ পক্ষে এই দূরত্ব মাত্র ২৪৮ মাইল। সুতরাং প্লিনি যে দূরত্ব নির্দেশ করিয়াছেন তাহা ভ্রমাত্মক। প্লিনি বলিয়াছেন যে, পালিবোথ্ৰা হইতে গঙ্গার মোহনা ৬৩৮ মাইল। মেগস্থেনিস ৫০০০ ষ্টাডিয়ার কথা বলিয়াছেন। উভয়েরই নির্দিষ্ট ব্যবধান একই দেখা যাইতেছে। পাটনা হইতে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) ৪৪৫ ইংরাজী মাইল ৪৮০ রোমক মাইল। জলপথে অবশ্যই এই দূরত্ব বেশী।

(৩৫) “*The ambiguous expression reliqua Seleuco Nicatori Peragrata Sunt translated above as “the other Journeys made for Seleukos Nikator according to Schwanbeck’s opinion contain a datave of advantage, and therefore can bear no other meaning”.*  
( Mc. Crindle ).

হয় না। প্লিনি বলিয়াছেন যে, কেবল 'যে আলেকজান্দার বা তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণের (যাঁহাদের মধ্যে সেলুকস এবং এন্টিওকস (৩৬) হিরকেনিয়ান ও কাশ্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং পাট্রোক্লিস (৩৭) যাঁহাদের নাবধ্যক্ষ ছিলেন) বাহুবলে সকলে ভারতের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে। পরন্তু, যে সকল গ্রীক লেখকগণ ভারতীয় রাজগণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন (দৃষ্টান্তস্বরূপ, মেগস্থেনিস ও ডাইওনিসিয়াসের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে), তাঁহারা ভারতবাসী প্রত্যেক জাতির সৈন্ত সামন্তের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।' সোয়ানবেক এ ক্ষেত্রেও অস্বীকার করেন যে, এস্থলে ভারতীয় যুদ্ধের কথা লিখিত হয় নাই।

মূলরের মতে, নিম্নোক্ত বর্ণনাগুলি হইতে মেগস্থেনিস সংক্রান্ত সকল বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়—“ঐতিহাসিক মেগস্থেনিস যিনি সেলুকস নিকেটরের সহিত বাস করিতেন,” “মেগস্থেনিস যিনি আরাকোসিয়ায় শাসনকর্তা সিবিরটিয়সের (৩৮) সহিত বাস করিতেন এবং যিনি লিখিয়াছেন যে তিনি অনেক সময় ভারতবাসীগণের অধিপতি সান্দ্রাকোটসের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন,” “সান্দ্রা-

(৩৬) সিরিয়া-অধিপতি।

(৩৭) সেলুকাসের নৌ-সেনাধ্যক্ষ।

(৩৮) সিবিরটিয়স ৩২৩ পূর্ব খৃষ্টাব্দে আরাকোসিয়া প্রদেশের শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি পরে সেলুকাসের দলভুক্ত হইয়াছিলেন।

কোটস ঝাঁপার নিকট মেগস্থেনিস দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন ;” “মেগস্থেনিস এবং সাস্ত্রাকোটস দৌত্য-কার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন, প্রথমোক্ত পালিমবোথ্রায়, সাস্ত্রাকোটসের নিকট এবং দ্বিতীয় সাস্ত্রাকোটসের পুত্র আলট্রোকাডিসের নিকট নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহারা সেই সময়ের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন” ; “মেগস্থেনিস বলেন যে তিনি মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের নিকট গমন করিতেন, ইনি ভারতীয়গণের অধীশ্বর ছিলেন এবং পোরস (৩৯) অপেক্ষা পরাক্রান্ত ছিলেন ;” “মেগস্থেনিস কিছুকাল ভারতীয় রাজগণের সহিত বাস করিয়া ভারতীয় ঘটনাবলীর এক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন ; ফিলাডেলফাস কর্তৃক প্রেরিত ডাইওনিসিয়াসও এইরূপ এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন” (৪০) ।

“এই সকল বৃত্তান্ত হইতে আমরা মনে করি যে, মেগস্থেনিস আরাকোসিয়ার শাসনকর্তা সিবিরটিয়সের রাজ্যে সেলুকসের দূত-রূপ অবস্থান করিতেন এবং তথা হইতে তিনি পালিমবোথ্রায়-সাস্ত্রাকোটসের নিকট বহুবার দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন । আরিয়ান যাহা বলিয়াছেন তাহাতে অস্বীকৃত হয় যে, মেগস্থেনিস

(৩৯) গ্রীক দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তিন জন পোরসের নামোল্লেখ আছে । প্রথম—পাল্লাবাধিপতি পোরস যিনি আলেকজেন্দার কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন । দ্বিতীয়, প্রথম পোরসের আত্মীয় এবং তৃতীয়—যাঁহাকে ভৌগলিক ষ্ট্রাবো নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন । “প্রাচীন ভারত”, প্রথম কল্প, ২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । মূল গ্রন্থের বর্ণিত স্থানগুলির মন্ত মেগস্থেনিসের ২, ২৫, এবং ২৯ অংশ দ্রষ্টব্য ।

(৪০) এই শেবোক্ত উদ্ধৃত বচনটি মিনি হইতে গৃহীত হইয়াছে ।

পোরসের নিকটেও গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পোরস ৩১৭ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক বোলেন বলেন যে, মেগস্থেনিস আলেকজান্দারের সহগামী হইয়াছিলেন। কিন্তু, এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন মনে হয় না। আমাদের মতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, মেগস্থেনিস অন্ত কোন সময়ে পোরসের নিকটে গমন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক লাসেন মনে করেন যে, কোন নকলনাবশের দোষেই এইরূপ ভ্রম হইয়াছে; কিন্তু সোয়ানবেক বলেন যে, সাল্লাকোটস পোরসের অপেক্ষাও পরাক্রান্ত ছিলেন এই অর্থ করিলে আর কোন অসুবিধাই থাকে না।

কোন সময়ে তিনি এই দৌত্যকার্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং কতদিনই বা তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন তাহা সঠিক নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু, সম্ভবতঃ, তিনি সন্ধির পরে এবং উভয় নরপতির মধ্যে নৈত্রীভাব স্থাপিত হইবার পরেই ভারতবর্ষে গমন করিয়াছিলেন। সেই হিসাবে মেগস্থেনিস ৩০২ এবং ২৮৮ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই দৌত্যকার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

বদিও মেগস্থেনিসের ভারতে বাস করিবার সময় নিরূপণ করা হুইকহ, তথাপি তিনি ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ স্থান স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। এ সম্বন্ধে সোয়ানবেক বলিয়াছেন যে, “মেগস্থেনিস নিজে যাহা বলিয়াছেন এবং যেহেতু আলেকজান্দারের অন্তান্ত সহচরগণ ও অন্তান্ত গ্রীকগণ অপেক্ষা তিনি কাবুল ও পাঞ্জাবের নদাগুলির কথা অধিকতর যথাযথ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ঐ



সকল জনপদের অভ্যন্তর দিয়া গমন করিয়াছিলেন। পরে আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, তিনি রাজপথ দিয়াই পাটলিপুত্রে পৌঁছিয়াছিলেন। কিন্তু, এই সকল প্রদেশ ব্যতীত তিনি যে ভারতবর্ষের অপর্যাপ্ত স্থান দেখিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। তিনি নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি কেবল জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী হইতে গাঙ্গেয় প্রদেশের নিম্নভূমিগুলির বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। সকলেই অনুমান করেন যে, তিনি কিছুকাল চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবাসে অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য অগ্ৰাস্থ স্থান দেখিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন ; কিন্তু কোন্ স্থানে বাস করেন তাহা নির্ণয় করা হুঃসাধ্য। কিন্তু এইরূপ ধারণা যে ভ্রান্তিমূলক তাহা দ্ব্যবসার পুস্তকের বিভিন্ন সংস্করণ দেখিলে প্রমাণিত হইবে। দ্ব্যবসার সকল পাণ্ডুলিপিতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, “মেগস্থেনিস লিখিয়াছেন যে, যাহারা চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে বাস করিতেন, তাঁহারা দেখিয়াছিলেন ইত্যাদি। কেবল গুয়ারিণি এবং গ্রিগোরিও (৪১) বলেন যে, ইহার অর্থ “চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে বাস করিবার কালে মেগস্থেনিস বলিতেছেন ইত্যাদি।” কিন্তু, ইহা গ্রহণযোগ্য নহে।

মেগস্থেনিস যে একাধিকবার ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন সোয়ানবেক তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সোয়ানবেক এ সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, “রবার্টসনের মতাবলম্বন করিয়া অনেক আধুনিক লেখক, একবাক্যে নির্দেশ করেন যে মেগস্থেনিস বহুবার

ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মত বিশ্বাসযোগ্য নহে। আরিয়ান লিখিয়াছেন (৪২) যে, “মেগস্থেনিস বলেন যে, তিনি বহুবাব চন্দ্রশুভ্রের নিকট গমন করেন।” কিন্তু ইহাতে প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে না ; কারণ, “মেগস্থেনিস দৌত্য কার্যে নিযুক্ত থাকা কালীন বহুবাব চন্দ্রশুভ্রের সহিত সাক্ষাত করিয়া-ছিলেন” আরিয়ান এই অর্থেই উপযুক্ত বাক্যাংশটি প্রয়োগ করিয়া-ছিলেন, এইরূপই মনে হয়। সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, অল্প কোন অর্থ মনে হয় না। বস্তুতঃ অপর কোন লেখকই একথা বলেন নাই যে, মেগস্থেনিস বহুবাব ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, যদিও এরূপ বলিবার উপলক্ষ্যও কম ছিল না এবং মেগস্থেনিসের নিজের গ্রন্থেও, তাঁহার বহুবাব আগমনের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। এতদুত্তরে, কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, মেগস্থেনিস বহুবাব ভারতবর্ষে না আসিলে তাঁহার বর্ণনা এরূপ যথাযথ হইত না। পক্ষান্তরে বহুকাল ধরিয়া তিনি পাটলিপুত্রে বাস করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার বর্ণনা যথাযথ হওয়াই সম্ভব ;— বহুবাব ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। সেই জন্ত, রবার্টসনের অনুমান বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য না হইলেও যে অনিশ্চিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।”

মেগস্থেনিসের সত্যবাদিতা এবং লেখক হিসাবে তাঁহার মূল্য সম্বন্ধে সোয়ানবেক নিম্নলিখিত মর্মে লিখিয়াছেন :—

(৪২) “আলেকজান্ডারের অভিযান” ৫, ৬, ২ ব্রষ্টব্য।

“প্রাচীন গ্রন্থকারগণ, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাঁহারা গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দোষগুণ বিচারের সময়, মেগস্থেনিসকে মিথ্যাবাদী ও অবিশ্বাস-যোগ্য লেখক বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন এবং টিসীয়াস ও মেগস্থেনিসকে এই শ্রেণীতে আসন দিয়াছেন। কেবল আরিয়ানই তাঁহার সম্বন্ধে সুবিচার করিয়া লিখিয়াছেন যে, “আলেকজান্ডারের সহযাত্রিগণের লিখিত বিবরণ, ভারতের পাদদেশ-বাহী মহাসাগর প্রদক্ষিণকারী নিয়ার্কাস এবং যাঁহাদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সকলেই অনুকূল মত পোষণ করেন, সেই মেগস্থেনিস ও ইরাটস্‌থিনিসের বিবরণ হইতে আমি ভারতবর্ষ বিষয়ক-বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ সমূহ, এক খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিব” (৪৩)।

যে সকল লেখকগণ মেগস্থেনিসকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইরাটস্‌থিনিসই অগ্রগণ্য এবং ষ্ট্রাবো ও প্লিনি তাঁহার সহিত এক মত প্রকাশ করেন। অন্যান্য লেখকগণ মধ্যে দায়দরস, মেগস্থেনিস বর্ণিত কতকগুলি ঘটনা বর্জন করিয়াছেন এবং ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, দায়দরস এবং অন্যান্য যাঁহারা এই শেবোক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা কেবল এই বর্জিত স্থান সকলকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন নাই (৪৪)।

(৪৩) আলেকজান্ডারের অভিযান ৫, ৫ দ্রষ্টব্য।

(৪৪) অধ্যাপক সোয়ানবেক এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ষ্ট্রাবো ও অন্যান্য গ্রন্থকার যদি এইরূপে মেগস্থেনিসের বর্ণনা সংক্ষেপ না করিতেন, তবে আমরা প্রাচীন ভারত সংক্রান্ত আরও অধিক কথা জানিতে পারিতাম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি দায়দরসের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, দায়দরস অনেক সময় অনেক

ট্রাবো বলিয়াছেন (৪৫) যে, “সাধারণতঃ, এ যাবৎ বাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিবরণ লিখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিথ্যাবাদী। ডিমাকস এই দলের অগ্রগণ্য, পরে মেগস্থেনিস। অনীসীক্ৰিটস, নিয়ার্কাস এবং অগ্ণাত কয়েকজন মাত্র কয়েকটা সত্য ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। আলেকজান্দারের ইতিহাস লিখিবার সময় আমার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছে। ডিমাকস ও মেগস্থেনিসের উপর কোনরূপ আস্থা স্থাপন করা যায় না। এই দুই জন এক শ্রেণীর মনুষ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তাহাদের কর্ণ এত প্রকাণ্ড যে, তাহাতে তাহারা শয়ন করিতে পারে। উক্ত গ্রন্থকারদ্বয় মুখগন্ধ্যবিহীন, নাসিকাবিহীন, একাক্ষবিশিষ্ট, উর্ণনাভের পদের ত্রায় পদবিশিষ্ট, বিপরীত দিকে বক্রঅঞ্জলি-বিশিষ্ট নানা প্রকার মানবের কথা স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা হোমরের অনুকরণ করিয়া সারস পক্ষী ও বাননের যুদ্ধের আখ্যায়িকার পুনরুক্তি করিয়াছেন এবং বামনগুলি তিনবিতস্তি উচ্চ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, তাঁহারা স্বর্ণ-

উপাখ্যান পর্য্যন্ত বর্জন করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থকারগণ মনে করিতেন যে, অবাস্তব জাতি সমূহের কথা ও আখ্যানগুলি গ্রীসের কোন ব্যক্তিই বিশ্বাস করিবে না, এবং তজ্জন্ত মেগস্থেনিসের মূল গ্রন্থের অনেকাংশ বর্তমানে পাওয়া যায় না।

(১৫) ট্রাবোর বর্ণনা প্রথম কল্পে উক্ত হইয়াছে এবং সেই স্থলে এই সকল বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।

অশ্বেষণকারী পিপীলিকা, ত্রিকোণ মন্তকধারী বনদেবতা, এবং বৃহদাকারের বৃষ ও মৃগ ভক্ষণকারী সর্পের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইরাটসথিনিস বলেন যে, এই সকল লেখকগণ আবার পরস্পর পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বলিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। উপর্যুক্ত দুই জনেই পালিবোথায় দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন; মেগস্থেনিস সাল্লাকোটসের নিকট এবং ডিমাকস ও তৎপুত্র অমিত্রোকোডেসের নিকট ছিলেন। তাঁহারা এইরূপে প্রবাসের স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এরূপ রাখিবার কি আবশ্যকতা ছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

“তৎপরে, ষ্ট্রাবো বলিয়াছেন, “পাট্রাক্লিসের সহিত ইহাদের কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। ইরাটসথিনিসও যে সকল প্রাচীন গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, সেই সকল গ্রন্থেও এইরূপ অসঙ্গত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না” ষ্ট্রাবোর এই কথাটী অদ্বুত বলিয়া বোধ হয়, কারণ ইরাটসথিনিস্ প্রধানতঃ মেগস্থেনিসেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। প্লিনি (৪৬) বলিয়াছেন যে, মেগস্থেনিস ও ডাইওনিসিয়স্ প্রভৃতি অগ্ণাত গ্রীকলেখকগণ ভারতীয় রাজসভায় অবস্থানপূর্বক ভারতীয় জাতিসমূহের বলাবল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের তথ্য জ্ঞাত হইতে পারি, কিন্তু

(৪৬) প্রাণীতত্ত্ববিৎ প্লিনি বিশ্ববিয়স নামক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যাদগমে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। প্লিনির “প্রাণীতত্ত্ব” (Historia Naturalis) নামক গ্রন্থ ৩৭ ভাগে বিভক্ত ছিল। “প্রাচীন ভারত” ১ম খণ্ডে উল্লেখ্য।

এই সকল বিবরণ এরূপ পরস্পর-বিরোধী ও অবিশ্বাস্ত যে, উহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবার কোন আবশ্যক দেখা যায় না।

কিন্তু, এই সকল লেখকগণ যাহারা মেগস্থেনিসের গ্রন্থের বহু স্থান তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে এত বহুল পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, তাঁহারা মেগস্থেনিসকে যতদূর অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বয়ং তাঁহাকে ততদূর মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করেন নাই। অন্তের কথা দূরে থাকুক, ইর্যাটসথিনিস (যিনি বহুবার মেগস্থেনিস উদ্ধৃত করিয়াছেন) বলিয়াছেন যে “ভারতবর্ষের গ্রন্থের পরিমাণ তিনি ষ্টাথমি (৪৭) হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এই বাক্য কেবল মেগস্থেনিস সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা মেগস্থেনিসের গ্রন্থের দুই স্থলে ভুল লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রথম, যে যে স্থানে মেগস্থেনিস কাল্পনিক জাতিসমূহের কথা লিখিয়াছেন এবং দ্বিতীয়তঃ, যে স্থানে তিনি হিরাক্লিস ও ভারতীয় ডাইওনিসাসের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু, অত্যাশ্চর্য্য বিষয়েও এই সকল লেখকগণ মেগস্থেনিস অপেক্ষা অপর লেখকদিগের বিবরণে আস্থা স্থাপন করিয়াছেন।

“ভারতীয় আৰ্য্যগণ প্রাচীনতম কাল হইতেই যে সকল আদিম অধিবাসীদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন, ঐ সকল অনাৰ্য্য জাতি হইতে তাঁহারা দেহ ও মন উভয় বিষয়েই অত্যন্ত বিভিন্ন

ছিলেন। তাঁহারা এই পার্থক্য তীব্ররূপে অনুভব করিতেন এবং তাহা পরিষ্কাররূপেই প্রকাশ করিয়াছেন। দেবতাদিগের আদেশানুযায়ী, এই বর্করগণ যেরূপ ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের বহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, ভারতবাসিগণ কর্তৃকও ইহারা সচরাচর তাহাদিগের অপেক্ষা স্বভাব ও প্রকৃতিতেও নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। মানসিক বিভিন্নতা সহজে উপলব্ধি না হইলেও আৰ্য্যগণ সহজেই শারীরিক বিভিন্নতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং এই পার্থক্য অতিরঞ্জিত করিয়া, বর্করগণের মনে যাহা ভাল, তাহাও মন্দভাবে বর্ণনা করিয়া আৰ্য্যগণ অনার্য্যগণের মনে এক ভয়াবহ ও কুৎসিত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। জনপ্রবাদের সাহায্যে যখন এই চিত্র সকলের মনে বদ্ধমূল হইল, তখন কবিগণ এই সকল চিত্রের সহিত কাঙ্গনিক আখ্যান সংযোগ করিয়া ইহাদিগকে আরও অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিলেন। আরও অত্যাশ্চর্য্য ভারতীয় জাতি যাহারা আৰ্য্যগণের রীতিনীতি প্রতিপালন করিত না, অথবা যাহারা জাতিভেদ মানিত না, তাহারাও বর্করগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল এবং তাহাদিগেরই দ্বারা জঘন্ত চিত্রে চিত্রিত হইয়াছিল। এই জঘন্য আৰ্য্যজাতির মহাকাব্যসমূহে ব্রাহ্মণাধিকৃত ভারতবর্ষের চতুর্দিকে যে সমুদায় অনার্য্যজাতির উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহাদের কোন কালেই প্রকৃত অস্তিত্ব ছিল না এবং এই সকল জাতি যে কি প্রকারে কল্পিত হইয়াছিল, তাহারও মূল অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না।

“ভারতীয় দেবতা এবং তাঁহাদিগের অনুচরবৃন্দের মধ্যে দৃষ্টিপাত

করিলে আরও বিচিত্র মূর্ধি সকল দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কুবের ও কারিক্বেয়ের অঙ্গুরগুলি এক্রপভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহাদের কল্পনার পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে। ভারতবাসীরা এইগুলিকে বর্ষরজাতিসমূহ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন, কারণ ইহারা ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যেও বাস করে না এবং মনুষ্যের সহিতও ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই এবং সেই জন্য গ্রীকগণের পক্ষে উভয়কে এক বলিয়া ভ্রমে পড়িবার কোনও কারণ ছিল না।

কিন্তু আর্য্যগণ মানব ও দেবতার মধ্যবর্তী যে আর এক শ্রেণীর অসংখ্য জীব কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বর্ষরগণের সহিত এক মনে করা সহজ। কারণ, রাক্ষস ও অত্যাচারী পিশাচগণের স্বভাব কাল্পনিক জাতিসমূহের ত্রায় ; তবে, উভয়ের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ যে, ঐ জাতিসকলের এক একটীতে এক একটা দোষ আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু রাক্ষস ও পিশাচদের মধ্যে ঐ দোষ প্রায় পূর্ণমাত্রায় আরোপিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে উভয়ের মধ্যে এত কম পার্থক্য যে, অনেক সময় উভয়কেই অভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়। কারণ, রাক্ষসগণ ভীষণাকারে চিত্রিত হইলেও, মনুষ্য বলিয়া গণ্য হয়, মনুষ্য ও রাক্ষস পৃথিবীতেই বাস করে এবং উভয়েই ভারতীয় যুদ্ধে লিপ্ত থাকে এবং তজ্জগৎ সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে রাক্ষস ও মনুষ্যের স্বভাবে কি পার্থক্য তাহা নির্ণয় করা দুর্লভ। রাক্ষসদিগের মধ্যে এমন কোনও প্রকৃতি দেখা যায় না, বাহা কোন না কোন জাতিতে বিদ্যমান নাই। সুতরাং গ্রীকগণ



যদিও লোক-পরম্পরায় এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন, (যে সকল বৃত্তান্তের কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই), তাঁহারা ভারতীয়-দিগের ধারণামুসারে বিভিন্ন জাতির রীতিনীতি এই প্রকারে চিত্রিত করিয়া যে ভ্রম করিয়াছিলেন, এরূপ বলা যায় না।

“এই সকল জাতি সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তী যে গ্রীস পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নাই। কারণ, কাল্পনিক উপাখ্যানের সহিত কিঞ্চিৎ কবিত্ব মিশ্রিত করিলে, সহজেই জনসমাজে প্রচারিত হয়, এবং এই সকল বর্ণনায় কল্পনার ভাগ যত অধিক থাকে, ততই উহা অধিকতর আদরণীয় হয়। পশুগণের পরম্পরের সহিত কথোপকথন-সংক্রান্ত উপাখ্যানগুলি পৃথিবীর সর্বত্র কি প্রকারে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ভারতবর্ষের নাম গ্রীকদিগের কর্ণগোচর হইবার পূর্বেও এই প্রকার উপাখ্যান গ্রীসদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। হোমরের কতকগুলি উপাখ্যান এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। আমরা আরও দেখিতে পাইতেছি যে, গ্রীকদিগের মহাকাব্যগুলি যতই উহাদের আদিম সরলতা হইতে দূরে গিয়াছে, ততই উপাখ্যানের আধিক্য দৃষ্ট হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী কালের কবিগণ উপাখ্যানগুলি আরও অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। যাহারা মনে করেন, যে সকল উপাখ্যানে ভারতবর্ষের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, কেবল সেইগুলিই ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। কারণ, কোন একটা গল্প এক স্থান হইতে অল্প স্থানে নীত হইলে গল্পোল্লিখিত স্থানের নামও সেই স্থানে নীত হয়। একটা দৃষ্টান্তে

ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। ভারতীয়গণ মনে করিতেন যে, হিমালয়ের উত্তরে দীর্ঘজীবন-ভোগকারী, রোগ-শোক-বর্জিত, সর্ব সুখপূর্ণ স্বর্গোপম জনপদে মহানন্দে উত্তর কুরুগণ (৪৮) বাস করিতেন। এই উপাখ্যান পাশ্চাত্য দেশেও প্রচলিত হয় এবং সেই জন্ত হিসিয়ডের (৪৯) কাল হইতে গ্রীকগণ বিশ্বাস করিতেন যে, গ্রীসের উত্তরে হাইপার বোরিয়ান (৫০) নামক জাতি বাস করিতেন। হাইপার বোরিয়ান নামটীও অনেকটা ভারতীয় উত্তর কুরুনামের অনুরূপ। ভারতবাসীগণ কি জন্ত উত্তরদিকে এই সুখী ব্যক্তিগণের বাসস্থান নির্দেশ করেন, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়, কিন্তু গ্রীকগণ কি কারণে তাঁহাদের নিজেদের বিষয়ে এরূপ কল্পনা

(৪৮) উত্তর কুরুগণ—উত্তর কুরুর অবস্থান সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। সেন্টমার্টিন উত্তর কুরুকে কল্লিত দেশ বা কল্লনার রাজ্য বলিয়াছেন। যন্তুত পক্ষে এ বিষয়ে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণেও ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে “যে কে ৫ পরগ হিমবন্তং জনপদা উত্তর কুরব উত্তর মুখা ইতি” এই উক্তি দৃষ্টে মনে হয় যে উত্তরকুরু হিমালয়ের সন্নিহিত কোন জনপদ; কোন কোন পুরাণে উত্তর কুরু সমুদ্রের অব্যবহিত দক্ষিণে অথবা সমুদ্র পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত আছে। উইলফোর্ড উত্তর কুরুকে হিমালয়ের পর পারে অবস্থিত বলিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড ৩১৫-৩১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ‘প্রাচীন ভারত’ প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(৪৯) গ্রীস দেশের বিয়েসীয়া প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ কবি। ইনি দুইখানি কাব্য রচনা করেন।

(৫০) কল্লিতদেশ।

করিতেন, তাহার কোন কান্ডের পাওয়া যায় না। পরন্তু, গ্রীক-দিগের পৃথিবী সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহা উক্ত কল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত।

“গ্রীকগণ যখন অজ্ঞাতদ্বারে ভারতবর্ষের প্রচলিত উপাখ্যান-শুলি গ্রহণ করিতেছিলেন, সেই সময় হইতেই তাঁহারা ভারতীয় পৌরাণিক ভূগোলের সহিত পরিচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। গ্রীসে সর্বপ্রথমে স্বাইলাস্ক এই : ভারতবর্ষের বিবরণ প্রচার করেন এবং স্বাইলাস্কের সময় হইতে প্রত্যেক লেখকই পূর্বোক্ত কাল্পনিক জাতি সকলের উল্লেখ করিয়াছেন। তবে, তাঁহারা এই সকল জাতিকে ইথিওপিয়ান বলিয়া লিখিয়াছেন। এই জন্তই টাসীয়াস তাঁহার “ইণ্ডিকা” উপসংহারে লিখিয়াছেন যে, “এইরূপ এবং ইহাপেক্ষাও অত্যন্ত অনেক উপাখ্যান বর্জিত হইয়াছে; কারণ তাহা না করিলে, যাহারা এই সকল জাতি দেখে নাই, তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করিবে।” বস্তুতঃ, টাসীয়াস এ ক্ষেত্রে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্যই বলিয়াছেন। কারণ তিনি ব্যাঘ্রমুখ, ব্যালগ্রীব, তুরঙ্গবদন, অশ্বমুখ, চতুষ্পদ, স্বাপদ ও ত্রিনেত্র প্রভৃতি আরও অনেক কাল্পনিক মনুষ্যজাতির কথা উল্লেখ করিতে পারিতেন।

আলেকজান্ডারের সহচরগণও এই সকল উপাখ্যান অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে এই শুলির সত্যতাসম্বন্ধে কেহ সন্দেহানও হন নাই। কারণ, সাধারণতঃ এই শুলি ব্রাহ্মণগণই তাঁহাদিগের নিকট বলিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের জ্ঞান ও

পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁহাদিগের বিশেষ ভক্তি ছিল। মেগস্থেনিস যদি বহুসংখ্যক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের প্রমুখাৎ ঐ সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহাতে আমাদের আশ্চর্য্য হওয়ায় কি কারণ আছে ? তাঁহার :লিখিত আখ্যানগুলি দ্বাবো এবং সলিনাসের গ্রন্থেও ( ৫১ ) স্থান পাইয়াছে।

সোয়ানবেক তৎপরে মেগস্থেনিসের বর্ণিত কতকগুলি আখ্যান আলোচনা করিয়া এবং সে গুলির ভারতীয় উৎপত্তির প্রমাণ দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, “অপর লেখকগণের সহিত তুলনায়, মেগস্থেনিসের সত্যপ্রিয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই ; কারণ, তিনি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন এবং অপরের মিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং, তাঁহার কোন একটী বর্ণনা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, ইহা বিচার করিতে হইলে, তাঁহার সংবাদদাতা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহাই বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু, এ স্থলে সন্দেহের কোন কারণই নাই ; কারণ, তিনি নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করেন নাই, সে সকল বিষয় তিনি ব্রাহ্মণদিগের নিকটে অবগত হইয়াছেন। এই ব্রাহ্মণগণই রাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্তা ছিলেন এবং প্রমাণস্বরূপ তিনি পুনঃপুনঃ সেই ব্রাহ্মণদিগের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। এই জন্তই তিনি কেবল যে প্রাসিদিগের রাজ্য কি প্রকার শাসিত হইত, তাহার বর্ণনায় সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা নহে ; তিনি

(৫১) ভৌগোলিক সলিনাস সাততম অধ্যায়ে এক ভূগোল অধ্যয়ন করেন।

ভারতীয় জাতি সকলের সৈন্তসংখ্যা প্রভৃতিরও বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং, তাঁহার গ্রন্থাবলীতে তাঁহার পর্য্যবেক্ষণের ফল ও গ্রীসীয় কল্পনার একত্র সমাবেশ আশ্চর্যের বিষয় নহে।

“সেই জন্য আলেকজান্ডারের সহচরগণ ও তাঁহার সঙ্ঘে এরূপ কোন আপত্তি উঠিতে পারে না যে, তিনি অনেক অমূলক কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা জানি যে, তিনি তাঁহার গ্রীক পাঠকগণের নিকট ভারতবর্ষের বর্ণনা করিতে যাইয়া অল্প কথায় বর্ণনা শেষ করেন নাই। কারণ তিনি দেশ ও সঙ্গে সঙ্গে ভূমি, জলবায়ু, পশুাদি, তরুলতা, প্রচলিত শাসন-প্রণালী, ধর্ম, অধিবাসিবৃদ্ধের আচার-ব্যবহার ও শিল্প—এক কথায় রাজ্য হইতে দূরস্থ জাতিবর্গের বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি প্রত্যেক বিষয় অবিচলিত চিত্রে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বিষয়ও তিনি পরিত্যাগ করেন নাই। যদি আমরা দেখি যে, কোন অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে, ভারতবাসিগণের ধর্ম ও দেবতা সঙ্ঘে স্বল্পই বর্ণিত হইয়াছে, এবং তাহাদিগের সাহিত্য সঙ্ঘে কিছুই উল্লিখিত হয় নাই, তাহা হইলে আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, আমরা মেগাস্থেনিসের সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রাপ্ত হই নাই; আমরা তাঁহার গ্রন্থের চুম্বক, এবং কতকগুলি অংশমাত্রই প্রাপ্ত হইয়াছি।”

“মেগাস্থেনিস যে সকল সামান্য ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, কতকগুলি এইরূপ যে, অতি সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণকারীর পক্ষেও এ গুলি অপরিহার্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিপাশা ইরাবতীতে পতিত হইয়াছে, তাঁহার কথিত সেই কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতীয় শব্দের

অর্থ বুঝিবার অশক্তি হেতুও তিনি সময়ে সময়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে লিখিত দণ্ডবিধি নাই, মেগস্থেনিসের এই উক্তি এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অপর এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন যে, যে সকল ব্রাহ্মণগণ পঞ্জিকা-প্রণয়নে তিন বার ভ্রমে পতিত হন, তাঁহাদিগকে দণ্ডস্বরূপ যাবজ্জীবন মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। এই উক্তির এ পর্য্যন্ত কেহ অর্থ করিতে পারেন নাই। আমার মনে হয়, তিনি ভারতীয় “মৌনী” শব্দ শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার যে দ্ব্যর্থ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। পরিশেষে, অনেকগুলি ভ্রনের মূল কারণ এই যে, তিনি ভারতীয় বিষয় গ্রীকদিগের হিসাবে দেখিয়াছেন এবং এই কারণেই তিনি ভারতীয় জাতিসকলের সমূল বর্ণনা করেন নাই এবং ভারতীয় দেবদেবী ও অন্তান্ত বিষয়েও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

এই সকল ভ্রমপ্রমাদ সত্ত্বেও, গ্রীক সাহিত্য এবং গ্রীক ও রোমকদিগের জ্ঞানের দিক্ দিয়া বিচার করিলে, প্রাচীনগণ ভারত-বর্ষ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা মেগস্থেনিসের গ্রন্থ দ্বারাই যে করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, পরবর্ত্তী কালে, গ্রীকদিগের ভৌগোলিক জ্ঞান সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেও, ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞান মেগস্থেনিসের গ্রন্থপাঠে এমন পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল যে, পরে অন্তান্ত গ্রীক লেখকগণ যাহারা ভারতবর্ষের বিবরণ লিখিয়াছেন, তাঁহারা যে পরিমাণে মেগস্থেনিসের ‘ইণ্ডিকা’র পন্থাবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থ সেই পরিমাণে সুলভ হইয়াছে। কেবল নিজের গুণে মেগস্থেনিস আদরণীয় হন

নাই ; কারণ, অন্ত্য গ্রন্থকারগণ তাঁহার গ্রন্থের অনেকাংশ উদ্ধৃত  
করাতে বস্তুতঃ পক্ষে তিনি পরবর্তী ল্যাটিন ও গ্রীক-বিজ্ঞানের  
উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

“গ্রীক-সাহিত্যে মেগস্থেনিসের “ইণ্ডিকা”র যে প্রভাব, তদ্ব্যতীত  
ইহার আরও মূল্যের কারণ এই যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে  
জ্ঞানলাভের যে সকল উৎস আছে, তন্মধ্যে ইহা একটি প্রধান  
স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এক্ষণে আমরা প্রাচীন ভারতের  
বিষয়ে অনেক কথা অবগত আছি ; তত্রাপি, অন্ততঃ যে জ্ঞান লাভ  
করি, তাঁহার গ্রন্থে সে জ্ঞান বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে। যদিও  
তাঁহার পুস্তক হইতে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা পরিমাণে  
বা গুরুত্বে অধিক নহে, তথাপি, ভারতের এইরূপ একটি নির্দিষ্ট  
সময়ের অবস্থার বিবরণ তিনিই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া-  
ছেন। এই হিসাবে ইহার মূল্যও অধিক ; কারণ, ভারতীয়  
সাহিত্য পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আসিয়াছে এবং কোন্ সময়ে  
কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা না জানিতে পারিলে আমাদের যের  
সন্দেহের মধ্যে রাখিয়া দেয়।”

মেগস্থেনিসের “ইণ্ডিকা” আইওনিক (৫২) কি অ্যাটিক (৫৩)  
ভাষায় লিখিত হইয়াছিল তাহার এখনও বিচার শেষ হয় নাই (৫৪)।

(৫২) গ্রীকদেশের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশবিশেষ।

(৫৩) গ্রীকদেশের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশবিশেষ।

(৫৪) সোয়ানবেকের মতে মেগস্থেনিসের গ্রন্থ চারিখণ্ডে বিভক্ত ছিল।

# প্রথমাংশ

( দায়দরাস ২।৩৫—৪২ )

## মেগস্থেনিসের বৃত্তান্তের সার-সংগ্রহ

চতুর্ভুজ আকারের ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মহা-সাগর। কিন্তু ইহার উত্তরস্থ হিমদশ পর্বত, শক নামক সিথিয়ান জাতি সিথিয়ার যে দেশে বাস করে, তাহা হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। চতুর্থ বা পশ্চিম সীমায় সিঙ্কু নামক নদ প্রবাহিত হইতেছে। এই সিঙ্কুনদ সম্ভবতঃ নীলনদ ( ১ ) ব্যতীত পৃথিবীর অপর সমুদয় নদী অপেক্ষা বৃহৎ। কথিত হয় যে, ইহার পূর্ব হইতে পশ্চিম সীমা ২৮,০০০ ষ্টাডিয়া এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ ৩২,০০০ ষ্টাডিয়া। আকারে এত বৃহৎ বলিয়া মনে হয় যে, সমগ্র উত্তর গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলি ইহার অন্তর্ভূত এবং প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশে সূর্য্য ঘড়ির কাঁটায় ছায়াপাত করে না, সপ্তর্ষিমণ্ডল রাত্রিতে দৃষ্টিগোচর হয় না এবং প্রান্তসীমায়, এমন কি, স্বাতীনক্ষত্রও দৃষ্টির বহির্ভূত হয়। এই সকল কারণে কথিত হয় যে, ভারতবর্ষের ছায়া দক্ষিণদিকে পতিত হয়।

ভারতবর্ষে ফলবান্ বৃক্ষরাজিপূর্ণ অনেক বিশালাকার পর্বত এবং অসংখ্য নদী-প্লাবিত বহু সমতলক্ষেত্র আছে। এই ভূমির

১। নীলনদ মিশরদেশের সুবিখ্যাত নদ।



অনেকাংশেই পয়ঃপ্রণালী দ্বারা জল সিঞ্চন করা হয় এবং এই জন্ত বৎসরে দুইবার করিয়া শস্ত উৎপাদিত হয়। এদেশে অনেক প্রকার পশুপক্ষীও পাওয়া যায়; এই সকল জন্ত আকৃতি ও শক্তিতে বিভিন্ন প্রকারের। অধিকন্তু, এতদ্দেশে বৃহদাকারের বহু হস্তী আছে। এই সকল হস্তী এত অধিক পরিমাণে আহাৰ্য্য পায় যে, তাহারা লিবিয়া (২) দেশের হস্তী অপেক্ষা অধিক বলবান্। ভারতবর্ষীয়েরা অধিক পরিমাণে হস্তী ধৃত করিয়া যুদ্ধের জন্ত শিক্ষিত করে বলিয়া যুদ্ধ-জয়ের পক্ষে এই সকল হস্তী প্রভূত সহায়তা করে।

যথেষ্ট পরিমাণে আহাৰ্য্য পায় বলিয়া অধিবাসীরাও অত্যন্ত দেশের লোকাপেক্ষা দীর্ঘ এবং বাহ্যডম্বর প্রিয়। বিপুল বায়ুসেবন ও অত্যন্তম জলপান করে বলিয়া তাহারা শিল্পকার্য্যেও সুদক্ষ। ভূমির উপরিভাগে যেরূপ সকল প্রকার কৃষিজাত শস্ত উৎপন্ন হয়, ইহার নিম্নদেশে সেইরূপ সকলপ্রকার ধাতুর খনি আছে। প্রচুর পরিমাণে যে স্তবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, টীন এবং অত্যন্ত ধাতু পাওয়া যায়, তদ্বারা আবশ্যক দ্রব্যাদি ও অলঙ্কার এবং যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র ও উপকরণাদি প্রস্তুত হয়।

নদ নদীদ্বারা প্লাবিত বলিয়া ভারতবর্ষে শাকসবজী ব্যতীত নানাপ্রকার কলাই, ধাতু, বম্পোরাম্ (৩) এবং জীবনধারণোপযোগী

২। লিবিয়া আফ্রিকার অন্তর্গত প্রদেশ বিশেষ।

৩। বম্পোরাম্ এক প্রকার শস্ত।

নানারূপ উদ্ভিদ জন্মে। শেযোক্ত দ্রব্যগুলি অযত্ন-সম্মত। এত-  
দ্ব্যতীত, জীবজন্তুর আহারোপযোগী অগ্ন্যাগ্নি খাদ্য এত অধিক পরি-  
মাণে উৎপন্ন হয় যে, তাহার সকলগুলির উল্লেখ করিতে হইলে  
পুস্তক-পাঠ ক্লাস্তিজনক হইয়া পড়িবে। এই জন্তই আমরা শুনিতে  
পাই যে, ভারতবর্ষে কদাচ ছুভিক্ষ হয় নাই এবং কোন কালেই  
বলকারক খাদ্য অপ্রতুল ছিল না। কারণ, প্রতিবৎসরে দুইবার  
করিয়া বর্ষা হয় বলিয়া অধিবাসীরা দুই বার করিয়া শস্যসংগ্রহ  
করে। শীতঋতুতে যে বর্ষা হয়, সেই সময় অগ্ন্যাগ্নি দেশের গ্রাম  
গোধূম বপন করা হয়। গ্রীষ্মকালের শেষে তাহারা দ্বিতীয়বার  
ধান, বম্পোরাম, তিল ও জোয়ার বপন করে। এই জন্ত তাহারা  
বৎসরে দুইবার শস্য-সংগ্রহও করে এবং যদিও কোন কারণে  
প্রথম বারে বপনের শস্য সম্ভ্রামজনক না হয়, তাহা হইলেও  
তাহারা দ্বিতীয় বারে আশানুরূপ শস্য পায়। স্বভাবজাত ফল  
এবং জলাভূমিতে উৎপন্ন ও সুমিষ্ট মূলগুলিও ভারতবাসীদের  
জীবনধারণে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে, ঐ  
দেশের সকল সমতলক্ষেত্রেই নদীর অথবা গ্রীষ্মকালীন বারি-  
পতনে সিদ্ধ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই শেযোক্ত বারিপতন  
প্রতিবৎসর ঠিক একই সময়ে হয়। পক্ষান্তরে, প্রথর উত্তাপ হেতু  
জলাভূমিজাত মূলও, বিশেষতঃ দীর্ঘাকারের নলগুলি, যথাসময়ে  
সুপক হয়।

আরও, তাহারা এরূপ কতকগুলি প্রথাবলম্বন করে, যাহাতে  
তাহাদের দেশে ছুভিক্ষ হইতে পারে না। কারণ, অগ্ন্যাগ্নি জাতি

যুদ্ধকালে একে অপরের ক্ষেত্র বিনষ্ট করিয়া, ক্ষেত্রগুলিকে মরু-ভূমিতে পরিণত করে, কিন্তু ভারতবাসিগণ কৃষকশ্রেণীকে পবিত্র ও রক্ষণীয় বলিয়া পরিগণিত করে বলিয়া, নিকটবর্তী স্থানে যুদ্ধ হইলেও, কৃষকগণ কোন প্রকার বিপদাশঙ্কা করে না। কারণ, উভয়পক্ষীয় যোদ্ধগণ যুদ্ধকালে একে অপরকে নিহত করে বটে, কিন্তু কৃষিকার্য্যো-লিপ্ত ব্যক্তিগণ কোন প্রকারেই উদ্ভাস্ত হয় না। অধিকন্তু, তাহারা শত্রুর ক্ষেত্রসমূহ অগ্নিতে দগ্ধ বা বৃক্ষাদিও ছেদন করে না।

আরও, ভারতবর্ষে বৃহৎ ও জলযান গমনোপযোগী নদী আছে, যাহারা উত্তরপ্রান্তস্থিত পর্বতশ্রেণী হইতে বহির্গতা হইয়া সমতল ক্ষেত্র প্রাবিতা করে। এই সকল নদীর অনেকগুলি পরস্পরের সহিত সম্মিলিতা হইয়া গঙ্গানাম্নী নদীতে পতিতা হইয়াছে। এই গঙ্গানদীর উৎপত্তিস্থান ৩০ ষ্টাডিয়া বিস্তৃত এবং ইহা উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিতা হইয়া ও সমুদ্রের সহিত মিলিতা হইয়া গঙ্গারিদাই (৪) গণের দেশের পূর্বসীমা নির্দেশ করিতেছে। এই গঙ্গারিদাই জাতির বৃহদাকারের বহু হস্তী আছে। এই কারণে কোন বৈদেশিক রাজাই ইহাদের দেশ অধিকার করণে সক্ষম হয় নাই; কারণ, অগ্গাচ্ছ সমুদায় জাতিই এই অগণ্যসংখ্যক ও বলশালী হস্তীর ভয় করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মাসিদনাধিপতি আলেকজান্দার সমগ্র আসিয়া জয় করিয়াও এই

গঙ্গারিদাইগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হন নাই। কারণ, তিনি অগ্নাত ভারতবাসীদের পরাস্ত করিয়া, বিজয়ী সেনাবাহিনী সহ এই গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে, ইহাদের শিক্ষিত এবং সংগ্রামনিপুণ চারি সহস্র হস্তী আছে অবগত হইয়া, ইহাদের সহিত যুদ্ধে বিজয় লাভের কোনই আশা নাই, মনে করিয়া স্বীয় সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। গঙ্গার ত্রায় বৃহৎ, সিন্ধু নামক আর একটা নদ, উহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী গঙ্গার ত্রায় উত্তরদিকে উৎপন্ন হইয়া ও সমুদ্রে পতিত হইয়া ভারতবর্ষের অন্ততম সীমা নির্দেশ করিতেছে। বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রের অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইবার কালে, ইহার সহিত নৌচলনোপযোগী অনেকগুলি নদ নদী মিলিত হইয়াছে। এই শ্রেণীস্থ নদীগুলির মধ্যে হাইফানিস, হাইডাম্পীস ও আকিসাইন (৫) বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত আরও নানাপ্রকারের অনেক নদী আছে। এই সকল নদী দেশ আচ্ছন্ন ও সিক্ত করিয়া সকল প্রকার শাকসবজী এবং শস্য উৎপাদনোপযোগী জল সরবরাহ করিতেছে। নদীর সংখ্যা ও নদীর জল এত অধিক কেন, তদেদীয় দার্শনিক ও পদার্থবিজ্ঞানবেত্তাগণ ইহার উত্তরে নিম্নলিখিত কারণগুলি নির্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, সিথিয়ান, বাকট্রিয়ান এবং আর্য্যগণ ভারতবর্ষের চতুর্দিকস্থ যে সকল দেশ অধিকার করিয়াছেন, সেই সকল দেশ ভারতবর্ষাপেক্ষা উচ্চ এবং তজ্জন্ত প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী সেই

৫। সিন্ধুর শাখা—বর্তমানে ইহার যথাক্রমে বিপাশা, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা বলিয়া পরিচিত।

সকল দেশের জল নিম্নস্থ সমতলভূমিতে প্রবাহিত হয় এবং তথায় তাহারা ক্রমে ক্রমে ভূমি সিক্ত এবং বহুসংখ্যক নদী উৎপন্ন করে।

ভারতবর্ষীয় একটা নদীর এই বিশেষত্ব যে, তাহাকে ‘শীল’ নামে অভিহিত করা হয়, এবং এই নদীটা ঐ নামের একটা নির্ঝরগী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অত্যাশ্চর্য্য নদীর সহিত এই নদীর পার্থক্য এই যে, ইহাতে নিষ্কিপ্ত কোন দ্রব্যই ভাসমান থাকে না এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক দ্রব্যই তলদেশে ডুবিয়া যায়।

ভারতবর্ষের আকার এরূপ বৃহৎ বলিয়া কথিত হয় যে, এদেশে বহুসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জাতি বাস করে। এই সকল বহুসংখ্যক জাতির কোনটাই বিদেশ হইতে আগমন করে নাই, এবং সকলগুলিই এই দেশে উৎপন্ন হইয়াছে। অধিকন্তু, কোন সময়েই ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে উপনিবেশ গ্রহণ অথবা বিদেশে উপনিবেশ প্রেরণ করে নাই। কিংবদন্তী হইতে আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, আদিম কাল হইতে অধিবাসীরা স্বচ্ছন্দ-জাত ফল দ্বারা জীবন ধারণ এবং গ্রীকদিগের ত্রায় বস্ত্র পশুর চর্ম্ম পরিধান করিত; এবং স্বল্পায়াসে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য শিল্প ও অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্রাদি গ্রীকদিগের দেশের ত্রায়, ভারতবর্ষেও ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, অভাবই মানবকে এই সকল শিক্ষা দিয়াছে।

ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে যাহারা সর্ক্যাপেক্ষা পণ্ডিত, তাহারা কতকগুলি উপাখ্যান বর্ণনা করে। এই সকল উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা আবশ্যক। তাহারা বলে যে, আদিমকালে

যখন তদ্রূপবাসিগণ গ্রামে বাস করিত, তখন ডাইওনিসিয়াস্ (৬) বিপুল সৈন্তবাহিনী সহ পশ্চিমদেশ হইতে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার উপযুক্ত কোন নগরী না থাকাতে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পরাজিত করেন। কিন্তু গ্রীষ্ম অসহ্য হওয়াতে এবং সৈন্তদলমধ্যে মহামারী আরম্ভ হইলে, বিচক্ষণ দলপতি সমতলক্ষেত্র হইতে তাঁহার সৈন্তগণকে পর্ব্বতোপরি লইয়া যান। তথায় সৈন্তগণ শীতল বায়ুতে পরিতৃপ্ত হইয়া এবং নির্বারিণী-নিঃসৃত সত্ত্ব বারি পান করিয়া শীঘ্রই রোগমুক্ত হইল।

৬। ডাইওনিসিয়াস সম্বন্ধে দায়দরস নিম্নোক্ত মর্মে বলিয়াছেন, “আমি পুঙ্খই বলিয়াছি যে, অনেকের মতে এই নামে বিভিন্ন সময়ে তিন ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে প্রথম জন ইন্দস (Indos) নামে কথিত হইতেন এবং তিনিই মদ্য আবিষ্কার করেন। ডুমুর ও অন্যান্য ফলবান্ বৃক্ষ কি করিয়া উৎপাদন করিতে হয়, তাহা তিনিই অবগত হইয়াছিলেন। এই জন্ত তাঁহাকে লেনয়স (মদ্যপ্রস্তুতের দেবতা) নামে অভিহিত করা হয়। এই ডাইওনিসসকে কাটাপোগণ (ঋক্ষর দেবতা) আখ্যা প্রদান করাও হইত। ডাইওনিস পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যুদ্ধযাত্রাকালে দ্রাক্ষার চাষ এবং কি করিয়া দ্রাক্ষা হইতে মদ্য প্রস্তুত করিতে হয় তাহাও শিক্ষা দেন। এই জন্ত তাঁহাকে লেনয়স বলা হইত। এবশ্রকারে সকলে শিক্ষা প্রদান করিয়া তিনি অমরোচিত সম্মান লাভ করিয়া দিব্যধামে গমন করেন। ইহাও কথিত হয় যে, ডাইওনিসস স্থানে বাস করিতেন, অধিবাসীরা সেই স্থান এখনও নির্দেশ করিয়া দেয় এবং তাঁহার নামানুসারে অনেক নগরের নামকরণ হইয়াছে এবং তিনি যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।”

যে স্থানে ডাইওনিসিয়াস তাঁহার সৈন্তগণকে রোগযুক্ত করণে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা মীরস ( ৭ ) নামে খ্যাত হয় এবং সেই ঘটনা হইতে গ্রীকগণ নিঃসন্দেহই একরূপ বলিয়া থাকেন যে, ডাইওনিসস তাঁহার পিতৃদেবের জামুতে ( ৮ ) লালিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি কৃত্রিম উপায়ে ফলবান্ বৃক্ষ-নিৰ্ম্মাণে মনোনিবেশ করিলেন এবং ঐ প্রক্রিয়া ভারতবাসীদের শিক্ষা দেন। তিনি তাহাদিগকে মত্ত প্রস্তুত ও মত্তবোর আয়াস-বর্দ্ধনক্ষম অত্যন্ত কল কৌশলও শিক্ষা দেন। তিনি গ্রাম সকলকে উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরিত করিয়া বৃহৎ বৃহৎ নগর স্থাপন করেন ; এবং কি করিয়া দেবপূজা করিতে হয়, অধিবাসীদিগকে তাহার শিক্ষা প্রদান ও আইন এবং আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রকারে বহু বৃহৎ ও মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করাতে, তিনি দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইয়া অবিদ্বান্ সম্মান লাভ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে একরূপও কথিত হয় যে, তিনি তাহার সৈন্তাবলির সহিত বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক সঙ্গে রাখিতেন এবং চক্কা ও করতালের বাগ্ধধনি সহ নিজ-সৈন্ত শ্রেণীবদ্ধ করিতেন। তাঁহার সময়ে তুরী আবিষ্কৃত হয় নাই। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের উপর বায়ান্ন বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি বৃদ্ধবয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার

৭। সম্ভবতঃ এই শব্দটী মের শব্দের অপভ্রংশ।

৮। In his father's thigh. Mac Crindle. গ্রীক মীরস শব্দ জামু অর্থ ব্যবহৃত হয়।

মৃত্যুর পরে রাজত্ব লাভ করিয়া পুরুষানুক্রমে ঐ রাজ্য ভোগ করেন। অবশেষে বহুকাল পরে এই বংশলোপ পাইলে বিভিন্ন নগরে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

যে সকল ভারতবাসিগণ পার্শ্বত্যাগ্রদেশে বাস করে, তাহা-  
দিগের মধ্যে ডাইওনিসস ও তাঁহার বংশধরগণের সম্বন্ধে এইরূপ  
কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তাহারা দৃঢ়তার সহিত ইহাও বলে  
যে, হিরাক্লিস ও (৯) তাহাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রীক-  
দিগের শ্রায় ভারতবাসীরাও বলে যে, হিরাক্লিস গদা ও সিংহচর্ম  
ব্যবহার করিতেন। অপর সকল মনুষ্যাপেক্ষাই তাঁহার শারীরিক  
বল ও বীরত্ব অধিক ছিল এবং তিনি জল ও স্থল হইতে বস্ত্র পশু  
দূরীভূত করিয়াছিলেন। বহুস্ত্রী বিবাহ করিয়া তিনি অনেকগুলি  
পুত্র ও একটা মাত্র কন্যা লাভ করিয়া ছিলেন। পুত্রগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত  
হইলে তিনি ভারতবর্ষকে সমান অংশে বিভক্ত করিয়া, তাঁহার  
রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে প্রত্যেককে রাজত্ব প্রদান করেন।  
কন্যাকেও প্রতিপালন করিয়া, পুত্রগণের শ্রায় তাঁহাকে এক রাজ্যের  
অধীশ্বরী করেন। অধিকন্তু, তিনি অনেকগুলি নগর প্রতিষ্ঠা  
করেন। এই সকল নগরের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রধানটায় তিনি

৯। ম্যাক্রিওল এই স্থলে পাদটীকায় লিখিয়াছেন যে Apparently Siva is meant, though his many wives and sons are unknown to Hindu mythology অর্থাৎ এই স্থলে হিন্দুদিগের দেবতা শিবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। হার্কুইলিস গ্রীসের অন্ততম বীর; ইঁহার সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।



পালিবোথ্রা বলিয়া নামকরণ করেন। এই নগরে তিনি অনেক-  
গুলি সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং তথায় বহুসংখ্যক লোক  
বসতি করেন। নদীর জলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ পরিখা দ্বারা এই নগর  
সুরক্ষিত করেন। এই সকল কারণে, দেহান্তে হিরাক্লিস অমরো-  
চিত সম্মান লাভ করেন, এবং তাঁহার বংশধরগণ বহুকাল রাজত্ব  
করিয়া নানারূপ কীর্তি অর্জন করেন। কিন্তু কেহই ভারতবর্ষের  
বাহিরে যুদ্ধযাত্রা করেন নাই, অথবা কোন উপনিবেশও প্রেরণ  
করেন নাই। অবশেষে, বহুকালপরে যদিও কতকগুলি নগরে  
আলেকজান্ডারের অভিযানকাল পর্য্যন্ত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল,  
তত্রাপি অনেকগুলি নগরে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবাসী-  
দের মধ্যে যে সকল নিয়ম প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে প্রাচীন দার্শনিক-  
গণ কর্তৃক নির্ধারিত একটি নিয়ম প্রকৃতই প্রশংসার যোগ্য ; কারণ  
এইরূপ নিয়ম আছে যে, কোন কারণেই কেহ ক্রীতদাস হইবেনা,  
(১০) এবং সকলেই স্বাধীনতা-ভোগ করিয়া সকলেই সমান ক্ষমতা  
প্রাপ্ত হইবে। কারণ, তাহারা মনে করিত যে, যাহারা অপরের  
উপর আধিপত্য-বিস্তার করিতে বা যাহারা অপরের তোষামোদ  
করিতে পারে না তাহারাই সকল প্রকার বিপদসমাকীর্ণ জীবন  
বহন করিতে পারে। কারণ যে সকল নিয়ম সকলের উপরেই  
প্রযুক্ত হইতে পারে অথবা যে নিয়মে সম্পত্তি অসমান-ভাগে বিভক্ত  
হইতে পারে, তাহাই ঞ্জয়সঙ্গত এবং উত্তম।

ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ সাত শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম দার্শনিক নামক প্রথম শ্রেণী, অপর সকল শ্রেণী হইতে সংখ্যায় নূন হইলেও, মর্যাদায় অত্যন্ত সকলাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ দার্শনিক-গণ অত্যন্ত কার্য্য হইতে অব্যাহতি পান বলিয়া, তাঁহারা কাহারও প্রভু বা ভৃত্য নহেন। কিন্তু, তাঁহারা অত্যন্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক, জীবিতকালে যজ্ঞ সম্পন্ন ও দেহান্তে শ্রাদ্ধাদি করিতে নিযুক্ত হন। কারণ, লোকের বিশ্বাস এই যে, তাঁহারা দেবতাদিগের প্রিয় এবং নরক সম্বন্ধে তাঁহারাই অপরাপর লোক অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ। এই সকল কার্য্য-সম্পাদনের জন্ত তাঁহারা মূল্যবান উপহার ও অত্যন্ত অধিকার লাভ করেন। বৎসরের প্রারম্ভে, তাঁহারা সমবেত জনসাধারণকে অনাবৃষ্টি, বর্ষা, স্রবায়ু, ব্যাধি ও শ্রোতৃবর্গের উপকারী অত্যন্ত বিষয় সম্বন্ধে সাবধান করিয়া, তাহাদিগের বিশেষ উপকার সাধন করেন। এইজন্ত জনসাধারণ ও রাজা, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্বেই সাবধান হইয়া অভাবের প্রতীকার করিতে সক্ষম হয় এবং আবশ্যক মত প্রস্তুত হইতে কখনই বিরত হয় না। যে দার্শনিক তাঁহার ভবিষ্যৎ গণনায় ভ্রম করেন, তাঁহাকে জনসাধারণের নিকট নিন্দনীয় হইতে হয় এবং জীবনের অবশিষ্ট সময়ের জন্ত মৌনব্রতাবলম্বন করিতে হয়।

দ্বিতীয়শ্রেণী কৃষক।—এই শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ অপরাপর শ্রেণী অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। বিশেষতঃ সামাজিক ব্যাপারে ও অত্যন্ত রাজকার্য্যে ইহারা অব্যাহতি পায় বলিয়া, সকল সময়েই ইহারা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকে; কৃষিকার্য্যে নিয়ত কৃষককে শত্রুও

অপকার করে না, কারণ, এই শ্রেণীস্থ লোক সাধারণের হিতকারী বলিয়া, সকল বিপদ হইতে রক্ষা পায়। এই প্রকারে ভূমির কোন রূপ ক্ষতি হয় না বলিয়া এবং ক্ষেত্রে প্রচুর শস্য জন্মে জন্তু, স্ত্রী, জীবন-নির্বাহের জন্তু যাহা আবশ্যক অধিবাসীরা তাহার সকল দ্রব্যই প্রাপ্ত হয়। কৃষকগণ নিজেরাও, তাহাদের স্ত্রী পরিবারসহ জনপদে বাস করে; কদাচও নগরে বাস করে না। সমগ্র ভারতবর্ষ রাজার সম্পত্তি বলিয়া কৃষকগণ রাজাকে কর প্রদান করে এবং জনসাধারণের ভূমিতে কোনরূপ স্বত্ব জন্মিতে পারে না। কর ব্যতীত, তাহারা রাজকোষে ক্ষেত্রের উৎপাদিত দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ প্রদান করে।

তৃতীয়শ্রেণী গোপাল ও মেঘপালক।—সাধারণতঃ যে সকল রাখাল গ্রামে বা নগরে বাস করে না এবং পট্টাবাসে বাস করে, তাহারা সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত। ইহারা দেশের হিংস্রপক্ষী ও বহু পশু শিকার ও ধৃত করিয়া, দেশকে রক্ষা করে। যে সকল পশু-পক্ষী কৃষকগণের বীজ উদরসাৎ করে, তাহাদিগকে বিশেষ যত্ন পূর্বক এবং আগ্রহসহকারে বিনষ্ট করিয়া ভারতবাসীদের রক্ষা করে।

শিল্পিগণ চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করে। কেহ কেহ কৃষকগণ ও অপরের আবশ্যক যন্ত্রাদি নির্মাণে নিযুক্ত থাকে। এই শ্রেণী কেবল যে কর-প্রদানে অব্যাহতি পাইয়া থাকে, তাহা নহে; ইহারা রাজকোষ হইতে ভরণ-পোষণ পায়।

ষোড়শগণ পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত। সৈন্তগণ সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত থাকে এবং সংখ্যায় ইহারা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। শান্তির সময়ে ইহারা আলস্বে ও আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করে। সৈন্ত, যুদ্ধাশ্ব, যুদ্ধহস্তী ও সৈন্ত-সংক্রান্ত সকলেই রাজব্যয়ে প্রতিপালিত হয়।

ষষ্ঠশ্রেণী পরিদর্শক।—ইহারা ভারতবর্ষে যাহা ঘটে, সেই সকল বিষয়েরই বিবরণ রাজাকে অথবা যেখানে রাজা নাই, সে স্থানে শাসনকর্তৃগণকে প্রদান করেন।

যে সকল ব্যক্তি রাজকার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাঁহারা (মন্ত্রী ও পারিষদগণ) সপ্তমশ্রেণীভুক্ত। সংখ্যায় ইহারা সর্বাপেক্ষা কম, কিন্তু ইহাদের চরিত্র ও এই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণের জ্ঞানের জ্ঞাত ইহারা সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানার্থ। এই শ্রেণী হইতেই রাজার মন্ত্রী, কোষাধ্যক্ষ এবং বিবাদ-ভঞ্জনকারী বিচারক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সেনাপতি ও প্রধান শাসনকর্তৃগণও এই শ্রেণীভুক্ত।

ভারতীয় জনসাধারণ সাধারণতঃ উল্লিখিত ভাবে বিভক্ত। এক শ্রেণীস্থ ব্যক্তি অপর শ্রেণীতে বিবাহ করিতে পারে না। অথবা নিজ-ব্যবসায় ব্যতীত অন্য ব্যবসায়ও অবলম্বন করিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সৈন্ত-শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি কৃষক হইতে অথবা শিল্পী দার্শনিক হইতে পারে না।

অত্যন্ত দেশের হস্তী অপেক্ষা আকারে বৃহৎ ও অধিক বলবান্ হস্তিসকল ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। অনেকে বলে যে, ইহারা অশ্ব বা অস্ত্রাশ্ব জন্তর ছায়া সন্তান উৎপাদন করে না; বস্তুতঃ তাহা

নহে। ইহারা অশ্ব ও অশ্বাশু জন্তুর খাদ্যই সন্তান উৎপাদন করে। করিগী ন্যূনপক্ষে ষোড়শ ও অধিক হইলে অষ্টাদশ মাস গর্ভ ধারণ করে। ঘোটকীর খাদ্য হস্তিনী প্রত্যেকবারে একটী করিয়া সন্তান প্রসব করে; শাবক ছয় বৎসর মাতৃস্তন্য পান করে। অনেক হস্তীই অতি দীর্ঘায়ুঃ মনুষ্যের খাদ্য জীবিত থাকে; কোন কোনটী দুইশত বৎসরও জীবিত থাকে।

ভারতবাসীদের মধ্যে বৈদেশিকগণের জন্তুও কর্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকে; এই সকল কর্মচারী যাহাতে কোন বৈদেশিকই ক্ষতি-গ্রস্ত না হন, তাহার প্রতিবিধান করেন। বৈদেশিকগণের কেহ পীড়িত হইলে, এই সকল কর্মচারী চিকিৎসার জন্তু চিকিৎসক আনয়ন করেন এবং অত্যান্য প্রকারে সেবা শুশ্রূষা করেন। বৈদেশিকের মৃত্যু হইলে, তাঁহাকে প্রোথিত করেন এবং মৃতের ত্যক্ত সম্পত্তি তাহার আত্মীয়গণের হস্তে হস্ত করেন। বৈদেশিকগণ যে সকল মোকদ্দমায় লিপ্ত থাকেন, বিচারকগণ সেই সকল বিষয় সূক্ষ্মভাবে বিচার করেন এবং যাহারা বৈদেশিকের সহিত অন্যায় ব্যবহার করে, তাহাদের যথেষ্ট শাস্তি-প্রয়োগ করেন।

ভারতবর্ষ ও তাহার পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, বর্তমানে তাহাই যথেষ্ট হইবে।

.

---

## দ্বিতীয় অংশ

( এই অংশ আরিয়ান-লিখিত 'আলেকজান্ডারের অভিযান'

নামক গ্রন্থের ৫১৬, ২-১১ হইতে উদ্ধৃত হইল ) ।

ভারতবর্ষের সীমা, এবং ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক  
অবস্থা ও নদনদী ।

ইরাটসথিনিস্ ও মেগস্থেনিসের ( যিনি আরাকোসিয়ায় শাসন-  
কর্তা সিবুরটরসের সহিত বাস করিতেন এবং যিনি নিজেই বলিয়া-  
ছেন যে, তিনি ভারতবর্ষের রাজা চন্দ্রগুপ্তের নিকট (১) বহুবার  
গমন করিয়াছিলেন ) মতে, দক্ষিণ এসিয়া যে চারিখণ্ডে বিভক্ত,  
তন্মধ্যে ভারতবর্ষ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং ইউফ্রেটীস (২) ও আমা-  
দিগের সমুদ্রের (৩) মধ্যবর্তী ভূখণ্ড সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র । অবশিষ্ট যে  
তুই খণ্ড ইউফ্রেটীস ও সিন্ধু দ্বারা অপর খণ্ড হইতে বিভক্ত হইয়াছে,  
তাহাদিগকে একত্র করিলেও তাহাদের ভারতবর্ষের সহিত তুলনা  
হইতে পারে না । উপর্যুক্ত লেখকগণ আরও বলেন যে, দক্ষিণ  
দিগ্ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের পূর্ব সীমায় মহাসমুদ্র ; ককেসাস পর্বত-  
মালা যতদূর পর্য্যন্ত তরাস পর্বত পর্য্যন্ত মিলিত হইয়াছে, তাহাই

(১) গ্রীকগণ চন্দ্রগুপ্তকে Sandrakottos, Sandrakottos, San-  
drokottos, Androkottos প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।

(২) ইউফ্রেটীস নদী ।

(৩) ইউক্সাইন সমুদ্র (Euxine Sea).

ইহার দক্ষিণ সীমা ; এবং পশ্চিম ও উত্তরপশ্চিম সীমায় মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত সিন্ধুনদ ইহার সীমা :নির্দেশ করিতেছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভূমিই সমতল এবং পূর্বোক্ত লেখকগণ মনে করেন যে, এই সমতলভূমি নদীর পলি দ্বারাই উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে, অন্যান্য দেশে সমুদ্র হইতে দূরবর্তী সমতলভূমিগুলি সাধারণতঃ সেই সেই দেশের নদীসমূহের পলি দ্বারা গঠিত হইয়াছে এবং এই কারণেই প্রাচীনকালে এক একটা দেশ তদদেশীয় নদীর নামানুসারে অভিহিত হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাতা-ভিণ্ডিমিনি নামক পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া হার্মস নামক যে নদী স্মার্ণার অন্তর্গত ইয়োলিয়ান নগরের নিকটে সমুদ্রের সহিত মিলিতা হইয়াছে, তাহার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত লিডিয়ান নদীর নামানুসারে অভিহিত লিডিয়া প্রদেশের কোসট্রস সমতলভূমি, মিসিয়া দেশের কৈকস, এবং কারিয়ার অন্তর্গত মিলেটস নামক আইওনিয়া নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত মৈয়ল্দ্রস প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে (৪)। মিশরদেশ সম্বন্ধে হেরোডটস ও হিকেটস (অথবা মিশর সম্বন্ধে যিনি ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন) উভয়েই স্বীকার করেন যে, এই দেশ নীলনদেরই দান এবং এই কারণেই সম্ভবতঃ এই দেশকে এই নদের নামে অভিহিত করা হইত, কারণ যে নদ বর্তমানে নীলনদ নামে অভিহিত হয়, প্রাচীন-

(৪) মাতা ভিণ্ডিমিনি—Mother Dindymene.

কোসট স—Kauastros,

মৈয়ল্দ্রস—Maiondros.

কালে মিশর ও অন্যান্য দেশবাসী উহাকে এইজিপ্টস নামে অভিহিত করিত। হোমর পাঠে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, কারণ তিনি বলিয়াছেন যে, মেনেলস (৫) এইজিপ্টস নদীর মুখে আপনার জাহাজগুলি রাখিয়াছিলেন। এইজন্য যদি প্রত্যেক সমতল ক্ষেত্রে এক একটা নদী থাকে এবং এই নদীগুলি বেশী বড় না হইলেও, সমুদ্রাভিমুখিনী হইবার কালে স্বীয় স্বীয় উৎপত্তিস্থান উচ্চভূমি হইতে পলি বহন করিয়া নূতন ভূমি গঠন করিতে পারে; কারণ যখন হার্মস, কসট্রস, কৈকস, মৈয়ল্লস এবং ভূমধ্যসাগরের সহিত এসিয়ার যে সকল নদী মিলিত হইয়াছে, তাহাদের সকলকে একত্রীভূত করিলে ভারতীয় একটা নদীর সহিত তুলনা হইতে পারে না, ( ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা নদী গঙ্গা যাহার সহিত নীল বা সমগ্র ইউরোপখণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত দানিয়ুবের এক মুহূর্তের জন্যও তুলনা হইতে পারে না), তখন ভারতবর্ষের নদীসমূহের দ্বারা যে বৃহৎ সমতলক্ষেত্র গঠিত হইতে পারে, ইহা অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। অধিক কি, এই সকল নদীগুলিকে যদি একত্র করা হয়, তবে তাহারা সিঙ্কুরও সমতুল্য হইতে পারে না। এই সিঙ্কু উৎপত্তিস্থানেই বৃহৎ এবং তৎপরে এসিয়ার নদীগুলি অপেক্ষা বৃহদাকারের পনরটা শাখানদীর সহিত মিলিতা হইয়া এবং ভারতবর্ষকে স্বীয় নাম প্রদান করিয়া এবং এবশ্প্রকারে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা অধিক সম্মান অর্জন করিয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে।

(৫) টোজান যুদ্ধের অন্ততম বীর। হেলেন ইহারই পত্নী ছিলেন।



# তৃতীয়াংশ

( ইহা আরিয়ান-লিখিত “ইণ্ডিকা” গ্রন্থের ২।১, ৭ অংশ

হইতে উদ্ধৃত )

## ভারতবর্ষের সীমা

এক্ষণে যে সকল জনপদ সিন্ধুর পূর্বতীরে অবস্থিত, তাহাদেরই আমি ভারতবর্ষ বলিয়া ধরিয়া লইতেছি এবং তদ্দেশবাসীদিগকে ভারতবাসী বলিয়া বলিতেছি। উপর্যুক্ত সীমা ধরিলে, ভারতবর্ষের উত্তরে তরাসপর্বতশ্রেণী ; কিন্তু ঐ সকল দেশে ইহাকে তরাস নামে অভিহিত করা হয় না। যে সমুদ্র পামফলিয়া, লিসিয়া এবং সিলিসিয়া দেশের পাদদেশ ধৌত করিতেছে, তরাস সেই সমুদ্র হইতে আরম্ভ হইয়া ও সমগ্র এসিয়া মহাদেশকে বিভক্ত করিয়া পূর্ব মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই পর্বতশ্রেণী যে যে প্রদেশের মধ্য দিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে, সেই সেই প্রদেশে ইহার ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। একদেশে ইহাকে পারপমিসস্, অত্রা ইমডস, তৃতীয় প্রদেশে ইহাকে ইমায়স এবং সম্ভবতঃ ইহাকে আরও বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যে সকল মার্সিদোনিয়ানগণ আলেকজান্দারের অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা এই পর্বতকে ককেসাস নামে অভিহিত করিয়াছিল। এই ককেসাস সিথিয়াপ্রদেশের ককেসাস হইতে ভিন্ন এবং সেইজন্ত আলেকজান্দার ককেসাসের দূরবর্তী প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতির উৎপত্তি হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্ত সিন্ধুনদ সমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার কালে দুইটা মুখ হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে। দানি-যুবের (১) পঞ্চমুখের গ্রায়, সিন্ধুর দুই মুখ পরস্পর হইতে বিভিন্ন ; কিন্তু ইহা মিশরের বদ্বীপ-সৃষ্টিকারী নাগের গ্রায়। সিন্ধু ও নীলের গ্রায় ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে, এই ব-দ্বীপ মিশরের ব-দ্বীপ অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে এবং ভারতীয় ভাষায় ইহাকে পটল (২) বলা হয়।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিমে এবং দক্ষিণে পুরোস্তিথিত মহা-সমুদ্র ; এই মহাসমুদ্র ভারতবর্ষের পূর্বসীমাও নির্দেশ করিতেছে। পটলের নিকটবর্তী জনপদ এবং সিন্ধুনদ আলেকজান্দার ও অশ্বাত্ত অনেক গ্রীকগণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, কিন্তু পূর্বদিকে আলেক-জান্দার হাইফাসিস নদীর অধিক দূরে অগ্রসর হন নাই। কয়েক জন গ্রন্থকার গাঙ্গেয় প্রদেশ, গঙ্গার বদ্বীপ ও গঙ্গাতীরবর্তী, ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান নগর পালিমবোথ্রার বর্ণনা করিয়াছেন(৩)।

(১) দানিযুব—ইউরোপের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী।

(২) পটল—বদ্বীপকে সম্ভবতঃ গ্রীকগণ পাটলীন নামে অভিহিত করিতেন। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথও বলিয়াছেন “The delta was known to the Greeks as Patalene, from its Capital Patala” (Early History of India. 2nd Edition 99). অর্থাৎ রাজধানী পটল হইতে, ইহা পাটলীন নামে অভিহিত হইত। প্রত্নতত্ত্ববিদ কানিংহাম সাহেব পটলকে নিরঙ্কল অথবা হৈদরাবাদ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

(৩) আরিয়ান এই অংশে যে পারপামিসস ও ইন্দস প্রভৃতি পর্বতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে ম্যাক্রিওল অশ্বত্থ বলিয়াছেন যে, পারপামিসস

## চতুর্থাংশ

( এই অংশ ট্রাবো নামক গ্রন্থকারের ১।১১ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে ।  
ট্রাবোর বিস্তৃত বর্ণনা প্রাচীন ভারতের প্রথম কল্পের প্রথম  
ধণ্ডে দ্রষ্টব্য )

### ভারতবর্ষের সীমা ও আয়তন ( : )

ভারতবর্ষের উত্তরে, এরিয়ানা হইতে পূর্বসাগর পর্য্যন্ত তরাস  
পর্বত । মাসিদোনিয়ানগণ ইহাকে ককেসাস পর্বত বলে ; কিন্তু

বর্তমান হিন্দুকুস নামে অভিহিত হয় । আরিয়ান এবং অক্সাঙ্ক গ্রন্থকার ইহাকে  
তরাস পর্বতেরই অংশ বলিয়া মনে করিতেন । হিমালয়ের যে অংশ নেপাল,  
ভূটান হইয়া আরও পূর্বাঞ্চলের দিকে বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাকেই ইমদস বলা  
হইত । লাসেন বলিয়াছেন যে, এই শব্দ সংস্কৃত হৈমবত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ।  
কেহ কেহ ইহাকে হিমাদ্রি হইতে উদ্ভূত বলিয়াছেন । ইমদসের সংস্কৃত হৈমবত  
শব্দের সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে । গীকগণ হিন্দুকুস ও হিমালয়কে এই বলিয়া  
আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন । সিনি ইহাকে ইমদই পর্বতের শাখা বলিয়া  
নির্দেশ করিয়াছেন ।

(১) সিনি বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ উত্তরদক্ষিণে ২৮,১৫০ পদ । আরিয়ান  
এবং ট্রাবোর লিখিত পরিমাণ হইতে দায়দরস-দত্ত পরিমাণে বথেষ্ট পার্থক্য দেখা  
যায় । দায়দরস বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের বিস্তৃতি ২৮,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া এবং  
দৈর্ঘ্য ৩২,০০০ ষ্টাডিয়া । ট্রাবো অক্সাঙ্ক বলিয়াছেন যে, “মেগস্থেনিস এবং ডিমা-  
কস-দত্ত পরিমাণ অনেকাংশে বিবাসযোগ্য । কারণ, তাঁহারা বলিয়াছেন যে,

দেশীয়েরা ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করে। যথা, পারোপামিসস্, ইমোদস্ এবং ইমায়স প্রভৃতি। ভারতবর্ষের পশ্চিমে সিঙ্কুনদ। ইহার দক্ষিণ এবং পূর্বাংশ অপরাংশাপেক্ষা বৃহৎ। এই দুই অংশ আটলান্টিক (২) সাগরে পড়িয়াছে। দেশটা রম্বয়ডের ত্রায়। ককেসাস পর্বত হইতে দক্ষিণ সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিমাংশ ১৩,০০০ ষ্টাডিয়া এবং বিপরীতদিগের পূর্বাংশ ১৬,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া। ভারতবর্ষের বিস্তৃতি এইরূপ। পশ্চিম হইতে পূর্বদিগের পরিমাণ সম্বন্ধে আমরা পালিবোথ্রা পর্য্যন্ত সঠিক বলিতে পারি, কারণ, ইহা পরিমাপ করা হইয়াছিল। ১০,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া দীর্ঘ একটা রাজপথ আছে। যে সকল জাহাজ সাগর হইতে গঙ্গানদী দিয়া পালিবোথ্রায় যায়, তাহাদের গত্যাত হইতে পালিবোথ্রার পরবর্তী দেশের আয়তন আন্দাজ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। মোট দৈর্ঘ্য ১৬,০০০ হাজার ষ্টাডিয়ার কম নহে। ইরাটসথিনিও এইরূপ অনুমান করেন।

ককেসাস হইতে দক্ষিণ সমুদ্র ২০,০০০ ষ্টাডিয়া। তবে, ডিমাকস ইহাও বলিয়াছেন যে স্থানে স্থানে দূরত্বের পরিমাণ ৩০,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া। অধ্যাপক সোয়ানথেক বলিয়াছেন যে, মেগস্থেনিসের দত্ত পরিমাণে ভুল হইবার কারণ এই যে, চন্দ্রগুপ্ত মেলুকাস হইতে কাবুল এবং এরিয়ানার যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, মেগস্থেনিস সেই অংশকেও ভারতবর্ষের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতেন।

(২) প্রাচীনগণ পৃথিবীকে আটলান্টিক সাগর-পরিবেষ্টিত একটা দ্বীপ বলিয়া মনে করিতেন।

সৈন্তগণের অগ্রসর হইবার কালে যে যে স্থানে স্বাক্ষাবার স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের ব্যবধানের দূরত্ব হইতে তিনি ইহা নির্ণয় করিয়াছেন এবং এক্ষেত্রে মেগস্থেনিস ও তাঁহার একই মত। পাট্রোক্লিসের মতে উহা এক হাজার ষ্টাডিয়া কম; কিন্তু ইহার সহিত যদি পূর্বদিকস্থ অন্তঃরীপ যোগ করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে এই ৩০০০ ষ্টাডিয়া লইয়া ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্য অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িবে। সিন্ধুনদের মুখ হইয়া, বহির্ভাগস্থ সমুদ্র দিয়া, পূর্বোক্ত অন্তঃরীপ লইয়া, ভারতবর্ষের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত পরিমাপ করিলে, দৈর্ঘ্য এইরূপই হইবে। পাট্রোক্লিসের (৩) মতে ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্য এক হাজার ষ্টাডিয়া কম।

## পঞ্চমাংশ

( এই অংশ দ্বাবোৰ ২।১, ৭ ; ৬৯ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত হইল )

### ভারতবর্ষের আয়তন

আরও, হিপার্কাস (১) তাঁহার টীকার দ্বিতীয় ভাগে ইরাটস-থিনিসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন যে, তিনি ভারতবর্ষের উত্তরদিকের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে মেগস্থেনিসের সহিত এক

(৩) আলেকজান্দারের অন্ত্যতম নৌ-সেনাপতি।

(১) হিপার্কাস প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিৎ, খৃষ্টীয় পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

মত হইতে পারেন নাই বলিয়া তিনি পাট্রোক্লিসের সত্যবাদিতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ মেগস্থেনিসের মতে ঐ দৈর্ঘ্য ১৬,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া, কিন্তু পাট্রোক্লিস বলেন যে উহা ১০০০ ষ্টাডিয়া কম।

## ষষ্ঠাংশ

( এই অংশ খ্রীাবোর ১৫১, ১২, ৬৮৯ ও ৬৯০ পৃষ্ঠা  
হইতে গৃহীত হইল )

### ভারতবর্ষের আয়তন

টীসীয়স (১) বলেন যে, ভারতবর্ষ এসিয়ার অন্তর্গত প্রদেশা-  
পেক্ষা আকারে কম নহে। অনিসিক্রিটস (২) ভারতবর্ষ ভূমণ্ডলের  
একতৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করিয়া আছে, এইরূপ বিবেচনা  
করেন। নিয়ার্কাস (৩) বলেন যে, কেবল সমতল ক্ষেত্রগুলি ভ্রমণ

(১) টীসীয়স—এশিয়ামাইনরবাসী টীসীয়স বহুকাল পারস্ত-রাজের দরবারে  
চিকিৎসকরূপে বাস করিয়া পারস্ত এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দুইখানি ইতিহাস  
প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বর্তমানে এই পুস্তকখয়ের স্বজাংশই পাওয়া যায়।

(২) অনিসিক্রিটস—দার্শনিক; ইনি আলেকজান্দারের অভিযানকালে  
ঐহার সহগামী হইয়াছিলেন।

(৩) আলেকজান্দারের অধিনায়ক নৌ-সেনাপতি।

করিতেই চারিমাংশ অতিবাহিত হয়। মেগস্থেনিস এবং ডিমােকস লিখিত পরিমাণ, উহাদের অপেক্ষা পরিমিত। ইহাদের মতে দক্ষিণ সমুদ্র হইতে ককেশাস কুড়ি সহস্র ষ্টাডিয়ান কম। ডিমােকস বলেন যে, স্থানে স্থানে ইহা ত্রিশ সহস্র ষ্টাডিয়ানও কম। আমরা পূর্বেই এই সকল গ্রন্থকারের বর্ণনা আলোচনা করিয়াছি।

## সপ্তমাংশ

( এই অংশ ষ্ট্রাবোর ২।১, ৪ ৬৮ ও ৬৯ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত হইল )

### ভারতবর্ষের আয়তন

যে সকল প্রমাণের উপর এই মত স্থাপনা করা হইয়াছে, হিপার্কাস এই সকল প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া এই মতের বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পাট্রোক্লিস বিশ্বাসযোগ্য নহেন। কারণ, ডিমােকস ও মেগস্থেনিস বলেন যে, দক্ষিণ সমুদ্র হইতে দূরত্ব কোন কোন স্থানে ২০,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া এবং কোন কোন স্থানে ৩০,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া। হিপার্কাস বলেন যে, মেগস্থেনিস ও ডিমােকস এইরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন এবং ঐ দেশবাসীদিগের প্রাচীন মানচিত্রের সহিত এই বর্ণনার ঐক্যতা দৃষ্ট হয়।

## অষ্টমাংশ

( এই অংশ আরম্ভনের “ইণ্ডিকা” গ্রন্থের ৩৭-৮ হইতে  
গৃহীত হইয়াছে )

### ভারতবর্ষের আয়তন

মেগস্থেনিসের মতে ভারতবর্ষ পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত ; কিন্তু, অত্রাত্ম লেখকগণ বলেন যে, উহা ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্য। তাঁহার বিবরণামুসারে যে স্থলে সর্কাপেক্ষা অল্প, সে স্থলেও ভারতবর্ষের বিস্তার ১৬,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া। উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকেই ইহার দৈর্ঘ্য এবং এই দৈর্ঘ্য যে স্থলে সর্কাপেক্ষা কম, সে স্থলে ২২,০০০ ষ্টাডিয়া, মেগস্থেনিস ইহাই বলিয়াছেন।

---

## নবমাংশ

( এই অংশ ষ্ট্রাবোর ২।২, ১২—৭৬ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে )

### সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্তর্গমন

অপিচ, তিনি ( ইরাটসথিনিস ) ডিমাকসের অন্তত্ব ও এই সকল বিষয়ে অপরিণামদর্শিতা দেখাইবার জন্ত ডিমাকস যে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হরিপদ ও অন্নবন্তের মধ্যে অবস্থিত এবং মেগস্থেনিস যে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে সপ্তর্ষি-



মণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয় না এবং ছায়া বিপরীত দিকে পতিত হয়, ডিমাকস যে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এই মতের সহিত একমত হইতে পারেন নাই, কিন্তু সপ্তদশমণ্ডল ভারতবর্ষের কোথায়ও দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হয় না এবং ছায়া বিপরীত দিকে পতিত হয় না (১) মেগস্থেনিসের এই উক্তির প্রতিবাদ করার জন্ত, তিনি ডিমাকসের অজ্ঞতা প্রদর্শন করাইয়াছেন।

.

---

(১) আলেকজান্দারের সমকালীন নিমার্কাস, অনিসিক্রিটস, বিটো প্রভৃতি লেখকগণ এই প্রকার বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

## দশমাংশ

( এই অংশ প্লিনি নামক গ্রন্থকারের “প্রাণিতত্ত্ব” নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের ৬।২২, ৬ হইতে গৃহীত হইয়াছে )

### সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্তর্গমন

প্রাসীদিগের পরেই, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে মোনিডিস এবং সুয়ারি (১) জাতি বাস করে। মালিয়াস পর্বত ইহাদেরই অধিকৃত। এই পর্বতে শীত ঋতুতে ছয়মাস উত্তর দিকে এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে ছয়মাস দক্ষিণ দিকে ছায়া পতিত হয়। বীটন বলেন যে, এই প্রদেশে সপ্তর্ষিমণ্ডল বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র পনের দিবসের জন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মেগস্থেনিস বলেন যে, ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

সালিনাস ৫২।১৩

পালিবোথার পরে মালিয়াস পর্বত। এই পর্বতে পর্যায়ক্রমে শীতকালে ছায়া উত্তরদিকে এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিকে পতিত হয়। বীটন বলেন যে, ভারতবর্ষের এই প্রদেশে, বৎসরে মাত্র পনের দিবসের জন্ত সপ্তর্ষিমণ্ডল দৃষ্ট হয়। বীটন আরও বলেন যে, ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

(১) কানিংহাম সাহেব তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ “ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূগোল” নামক পুস্তকে মোনিডিসকে ভাগলপুরের দক্ষিণস্থ মন্দারপর্বত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কানিংহাম সুয়ারিকে শবর জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। “The Suari of Pliny are the Sabarrae of Ptolemy and both may be identified with the aboriginal Savaras or Suars, a wild race of woodcutters who lived in jungles without any fixed habitation” (Cunningham's Geography).

## একাদশ অংশ

( এই অংশ দ্বাবো ১৫১, ২০০-৩৬৩ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত হইল )

### ভারতবর্ষের উর্বরতা

ভারতবর্ষে বৎসরে দুইবার করিয়া শস্য উৎপন্ন হয়, মেগস্থেনিস এতদ্বারা ঐদেশের উর্বরতা নির্দেশ করিয়াছেন। ইরাটসথিনিসও এইরূপ বলেন, কারণ, তিনি লিখিয়াছেন যে, শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই শস্য বপন করা হয় এবং উভয় ঋতুতেই বৃষ্টি হয়। তিনি বলেন যে, এমন কোন বৎসর দেখা যায় না, যে বৎসরে উভয় ঋতুতেই বর্ষা হয় না, এবং এই জন্য ভূমি এত উর্বর যে প্রচুর শস্য পাওয়া যায়। বৃক্ষে যথেষ্ট ফল জন্মে এবং তরুলতার মূল (বিশেষতঃ দীর্ঘনলের মূলগুলি) স্বভাবতঃ এবং সিদ্ধ হইলেও মিষ্ট। কেননা, মেঘ হইতে যে বারিপতন হয়, অথবা নদী হইতে তাহারা যে জল গ্রহণ করে, এই উভয় রসই সূর্য্যের কিরণে উত্তপ্ত হয়। ইরাটসথিনিস এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন:— কারণ, অপরে যাহাকে ফলের পরিপক্বতা বলে, ভারতবাসীরা তাহাকে রন্ধন বলে, কারণ অগ্নিতে সিদ্ধ করিলে উহার যেমন স্বাদ হয়, রোদ্রতপ্ত হইলেও তাহাই হয় (১)। উপযুক্ত লেখক ইহাও

(১) মূল এইরূপ “Eratosthenes uses here a peculiar expression : for what is called by others the ripening of fruits and the juices of plants is called among the Indians Coction, which is as effective in producing a good flavour as the Coction by fire itself.”

বলেন যে, জলের উষ্ণতার জন্যই যে সকল বৃক্ষের শাখা হইতে চক্র প্রস্তুত হয়, তাহাদের শাখা আশ্চর্য্যরূপে নমনীয় এবং এই কারণেই একজাতীয় বৃক্ষে পশম জন্মে।

( ইরাটসথিনিস হইতে ষ্ট্রাবো কর্তৃক উদ্ধৃত

১৫।১, ১৩-৬৯০পৃষ্ঠা )

ইরাটসথিনিস বলেন যে, ভারতবর্ষের বৃহৎ নদ নদী হইতে বাষ্প এবং ইটিসিয়ান ( ২ ) বায়ুর জন্ম ভারতবর্ষ গ্রীষ্ম কালীন বারিপতন দ্বারা সিক্ত হয় এবং সমতল ভূমিগুলি প্রাবিত হয়। এই বর্ষাকালে শন, জোয়ার, তিল, জব এবং বম্পোরাম রোপিত হয়।

(২) ইটিসিয়ান বাতাস—গ্রীষ্মকালে যে বায়ু ভূমধ্যসাগরে বহিতে থাকে, তাহাই ইটিসিয়ান বায়ু নামে কথিত হয়। প্রাচীন গ্রীকগণ মনে করিতেন যে, সিরিয়াস নামক নক্ষত্রের উদয় হইবার পূর্বে চল্লিশ দিন ধরিয়া ইজিরাস সমুদ্রে এই বাতাস প্রবাহিত হইত।

## দ্বাদশ অংশ

( এই অংশ ষ্ট্রাবো, ১২।১, ৩৭।৭০৩ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত হইল )

### ভারতবর্ষের কতিপয় বন্য জন্তু

মেগস্থেনিসের বৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাঘ্রগুলি প্রাসিয়াই দেশে পাওয়া যায় ; তাহারা সিংহের দ্বিগুণ এবং একপ বলবান্ যে, চারিজন রক্ষক কর্তৃক রক্ষিত, একটী পালিত ব্যাঘ্র, একটী অশ্বতরের পশ্চাদ্দেশের পদ ধরিয়া তাহাকে পরাভূত করিয়া তাহার নিকট আকর্ষণ করিয়া আনে। বানরগণ বৃহদাকারের সারমেয়্যাপেক্ষাও বড়। তাহাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু দেহের অগ্রাগ্র স্থল শ্বেতবর্ণ। কিন্তু অগ্রাগ্র অশ্ব প্রকারেরও দেখা যায়। তাহাদের লেজ ছই হস্তের অধিক দীর্ঘ। তাহারা অত্যন্ত পোষ্য মানে, হিংস্র প্রকৃতি-বিশিষ্ট নহে এবং কাহাকেও আক্রমণ বা চুরি করে না। এতদেন্দ্রীয় ভূগর্ভস্থ প্রস্তরগুলির ধূনার গ্রাস্য বর্ণ এবং এই সকল প্রস্তর ডুম্বুর বা মধু অপেক্ষা মিষ্ট। দেশের কোন কোন স্থলে বাহুড়ের গ্রাস্য পক্ষবিশিষ্ট দ্বিহস্তদীর্ঘ সর্প আছে। তাহারা রাত্রিকালে উড়িয়া বেড়ায় এবং অসতর্ক ব্যক্তিগণের গাত্রে ঘর্ষ বা মূত্র নিক্ষেপ করিয়া গলিতকৃত উৎপাদন করে। অত্যন্ত বৃহদাকারের, পক্ষবিশিষ্ট বৃশ্চিকও দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় আবলুশ কাষ্ঠ জন্মে। এতদ্দেশে, পরাক্রান্ত ও

সাহসী সারমেয় পাওয়া যায় : ইহাদের নাসারন্ধ্রে জল না ঢালিয়া দিলে ইহারা কিছুতেই ধৃত বস্তু পরিত্যাগ করে না। ইহারা এত দৃঢ়রূপে কামড়াইয়া ধরে যে, কাহারও চক্ষু বিকৃত হইয়া যায় এবং কাহারও কাহারও চক্ষু কোটির হইতে বহির্গত হইয়া পড়ে। একটি কুকুর, একটি সিংহ ও ষণ্ডকে দৃঢ়রূপে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল। ষণ্ডের মুখ একপভাবে দংশন করিয়াছিল যে, সারমেয়কে অপসারিত করিবার পূর্বে ষণ্ডের মৃত্যু হইয়াছিল।

## ত্রয়োদশ অংশ

( এই অংশ ইলিয়ান নামক গ্রন্থকারের প্রাণিতত্ত্ব নামক গ্রন্থের ১৭৩৯ হইতে গৃহীত হইয়াছে )

### ভারতীয় বানর

মেগস্থেনিস বলেন যে, ভারতবর্ষের অন্তঃপাতী প্রাসীদেশে বৃহদাকারের সারমেয়্যাপেক্ষা বড় বানর আছে। তাহাদের লালুল ও হাত দীর্ঘ ; তাহাদের কপালে চুল জন্মে এবং তাহাদের বক্ষোদেশে ঘন শ্মশ্রু বিলম্বিত থাকে। তাহাদের মুখমণ্ডল খেত ; কিন্তু শরীরের অগ্রাংশ স্থান কৃষ্ণবর্ণ। তাহারা গৃহপালিত, এবং মনুষ্যের প্রতি অমুরক্ত এবং অগ্রাংশ দেশের বানরের ত্যায় তাহারা হিংস্র-প্রকৃতির নহে।

( নিম্নোক্ত অংশ ইলিয়ানের গ্রন্থের ১৩।১০  
হইতে লওয়া হইয়াছে । )

লোকপরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের অন্তর্গত প্রাসী নামক অধিবাসীদের মধ্যে, মনুষ্যের ত্রায় বুদ্ধিমান এবং হির্কেনিয়ান ( ১ ) দেশের কুকুরের ত্রায় একপ্রকার বানর আছে । তাহাদিগের কপালে স্বভাবজাত কেশগুচ্ছ দৃষ্ট হয় । বাহারা প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত নছেন, তাঁহারা মনে করিবেন যে, উহা কৃত্রিম । সাটীরের ( ২ ) ত্রায় তাহাদের চিবুক উর্দ্ধমুখী এবং তাহাদিগের লাজুল সিংহের লাজুলের ত্রায় বলশালী । তাহাদিগের মুখ এবং লাজুলের অগ্রভাগ দীর্ঘ লাল ; এতদ্ব্যতীত অন্ত্রাত্মাংশ শাদা ; এই সকল বানর অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সহজেই পোষমানে । তাহাদের বনেই জন্ম হয় এবং তাহারা পর্বত-জাত ফল সকল ভোজন করিয়া বনেই বাস করে । তাহারা দলবদ্ধ হইয়া লাটজী ( ৩ ) নামক ভারতীয় নগরের উপকণ্ঠে গমন করে এবং এই স্থানে রাজ্যের আদেশানুযায়ী যে ভাত রাখা হয়, তাহারা তাহাই ভক্ষণ করে । প্রকৃত পক্ষে, প্রতাহই তাহাদিগের ভোজনের জন্ত সন্তোষপ্রস্তুত আহাৰ্য্য রাখা হয় । কথিত হয়, যে ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলে

( ১ ) হির্কেনিয়া-কাম্পিয়ান হ্রদের তীরবর্তী প্রদেশ ।

( ২ ) সাটীর—প্রাচীন গ্রীসীয় গ্রন্থকারগণ গোল নাসিকাবিশিষ্ট, পশুদিগের ত্রায় কর্ণ ও পুচ্ছবিশিষ্ট একপ্রকার কাল্পনিক জীবের বর্ণনা করিয়াছেন ।

( ৩ ) এই নগরের স্থান নির্দিষ্ট হয় নাই ।

তাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া স্বীয় আবাসভূমি বনে প্রত্যাগমন করে ;  
পথিমধ্যে কোন বস্তুরই অনিষ্টসাধন করে না (৪)।

## চতুর্দশ অংশ

( ইলিয়ানের প্রাণিতত্ত্বের ১৬।৪১ হইতে গৃহীত অংশ )

### বৃশ্চিক ও সর্প

মেগস্থেনিসের বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষে  
পক্ষবিশিষ্ট যে বৃহাদাকারের বৃশ্চিক আছে, তাহা ইউরোপীয় ও  
ভারতবাসী সকলকেই সমান ভাবে দংশন করে। ভারতবর্ষে  
পক্ষবিশিষ্ট সর্পও আছে। এই সকল সর্প দিবাভাগে গমনাগমন  
করে না, কিন্তু রাত্রিকালে, তাহারা গমনাগমনকালীন মূত্র ত্যাগ  
করে। এই মূত্র কাহারও গাত্র স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ গলিত  
ক্ষত জন্মে। মেগস্থেনিস এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন।

( ৪ ) প্রাসী—প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম বলেন যে, “Strabo and Pliny agree with Arrian in calling the people of Palibothra by the name of Prasii which modern writers have unanimously referred to the Sanskrit Prachya. But, it seems to me that Prasii is only the Greek form of Palasa or Parasa which is an actual and well-known name of Magadha”, অর্থাৎ, কানিংহাম সাহেবের মতে মগধে প্রচুর পলাশ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইত বলিয়া এই দেশকে গ্রীস দেশবাসীগণ এই নামে আখ্যাত করিত। প্রাসঙ্গিক ভাবে বলা যাইতে পারে যে, বর্তমানেও মগধে প্রচুর পরিমাণে পলাশবৃক্ষ দৃষ্ট হয়।



## পঞ্চদশ অংশ

( নিম্নোক্ত অংশ দ্বাবো ১।৫৬, ৭১০-৭১১ পৃষ্ঠা হইতে  
গৃহীত হইয়াছে )

### ভারতবর্ষের বন্য জন্তু ও নল

মেগস্থেনিস বলেন যে, ভারতবর্ষে এক প্রকার প্রস্তরবর্ষণকারী বানর আছে, তাহারা তাহাদের অনুসরণকারীদিগের উপর প্রস্তর বর্ষণ করে। তিনি বলেন যে, যে সকল জন্তু আমাদের দেশে গৃহপালিত, তাহারা ভারতবর্ষে তদ্রূপ নহে। তিনি এক শৃঙ্গ-বিশিষ্ট এবং হরিণের গ্রাম মস্তক-বিশিষ্ট অশ্ব, ত্রিশ অণ্ড ইয়াই ( ১ ) দীর্ঘ বেত্র এবং ৫০ অণ্ড ইয়াই দীর্ঘ এবং তিন হইতে ছয় হস্ত পরিধি-বিশিষ্ট অন্ত একপ্রকার বেত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

( ইলিয়ানের প্রাগতিত্ব : ৬।২০, ২১ হইতে উদ্ধৃত )

### কতিপয় বন্যজন্তু

কথিত হয় যে, ভারতবর্ষের কোন ২ জেলায় ( আমি অভ্যস্তরূপ জেলা সকলের কথা বলিতেছি ) ছুরারোহ পর্বতে বন্য জন্তু বাস করে। এই সকল পর্বতে আমাদের দেশীয় পালিত জন্তুও আছে, তবে, তাহারা বন্য। কারণ, এইরূপ শোনা যায় যে, সেই দেশে বন্য মেঘও আছে ; এতদ্ব্যতীত, কুকুর, ছাগল, বৃষও তথায় ইচ্ছামত বিচরণ করে, কারণ, তাহারা সেই দেশে মেঘপালকের অধীন

( ১ ) অণ্ড ইয়াই = ১ হস্ত,

নহে। তাহারা যে সংখ্যাতীত, তাহা যে কেবল ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় লেখকগণ বলেন, তাহা নহে; তদদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণও (যাহা দিগের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ গণ্য হইবার যোগ্য) বলেন। ইহাও কথিত হয় যে, ভারতবর্ষে এক শৃঙ্গবিশিষ্ট এক প্রকার জন্তু আছে, যাহাকে তদদেশবাসীরা কর্তাজোন (১) বলিয়া অভিহিত করে। ইহা আকারে পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত ঘোটকের ত্রায় এবং ইহার শিখা ও রেশমের ত্রায় কোমল পীতবর্ণ রোম আছে। ইহার সুন্দর পা আছে এবং এই জন্তু অত্যন্ত দ্রুতগামী। ইহার পদগুলি সন্ধিশূন্য এবং হস্তীয় ত্রায় এবং ইহার শূকরের ত্রায় পুচ্ছ আছে। ইহার জ্রুগলের মধ্যস্থান হইতে শৃঙ্গ উঠে। এই শৃঙ্গ সরল নহে; কিন্তু, ইহা স্বভাবতঃ মালাকারে গ্রথিত এবং কৃষ্ণবর্ণ। প্রবাদ এই যে, এই শৃঙ্গ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। আমি শুনিয়াছি যে, এই জন্তুর রব অত্যন্ত উচ্চ এবং কর্কশ- এমন কি এ বিষয়ে ইহার তুলনা নাই। ইহা অপর সকল জন্তুকে ইহার নিকটে আসিতে দেয় এবং তাহাদিগের সহিত ভাল ব্যবহার করে, কিন্তু স্বজাতীয়ের সহিত অত্যন্ত কলহপ্রিয়। পুরুষ জাতীয় জন্তুগুলি কেবল যে নিজ ২ শৃঙ্গে ঘর্ষণ করিয়া পরস্পরের সহিত বিবাদ করে, তাহা নহে; তাহারা, স্ত্রীজাতীয় জন্তুগুলির সহিতও যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে এবং এতদূর বিবাদপ্রিয় যে প্রতিপক্ষ যুদ্ধে হত না হইলে ইহারা ক্ষান্ত হয় না। এই জন্তুর প্রত্যেক অঙ্গই বলশালী, কিন্তু ইহাদের শৃঙ্গ এত বলবান্ যে, কিছুই ইহাকে

(১) "Kartazon".

প্রতিহত করিতে পারে না। এই জন্ত নির্জনে চরণভূমিতে একাকী বিচরণ করিতে ভালবাসে ; কিন্তু শৃঙ্গারকালে স্ত্রীজাতীয় জন্তুর সংসর্গ পছন্দ করে ; এমন কি, উভয়ে একত্র আহাৰ করে। সঙ্গমকাল অতীত হইলে এবং স্ত্রীজাতীয় জন্তু গর্ভবতী হইলে, পুরুষটী পুনরায় হিংস্রভাবাপন্ন হয় এবং নির্জনে বাস করিতে চেষ্টা করে। শুনা যায় যে, ইহাদের শাবকগুলি, অতি বাল্যকালে প্রাসীদিগের রাজার নিকট নীত হয় এবং সাধারণ উৎসবের সময় একটী অপরের সহিত যুদ্ধে নিয়োজিত হয়। পূর্ববঙ্গ জন্তু কদাচ ধৃত হইয়াছে,—এরূপ কথা কাহারও স্মরণ হয় না।

পরম্পরা অবগত হওয়া যায় যে, যে পর্য্যটক ভারতবর্ষের প্রান্ত দেশীয় পর্বত উত্তীর্ণ হয়, সে নিবীড় বনপূর্ণ উপত্যকা দেখিতে পায়। ভারতবাসীরা ইহাকে করুনা বলে। এই সকল উপত্যকায় সাতীরের গ্রায় আকার এবং কর্কশ রোমাবৃত ও অশ্বের গ্রায় পুচ্ছবিশিষ্ট একপ্রকার জন্তু বাস করে। যদি এই সকল জন্তুকে উভ্যাক্ত না করা যায়, তবে তাহারা বহু ফল থাইয়া গুল্মবনে বাস করে ; কিন্তু, যদি তাহারা শিকারীর চীৎকার এবং কুকুরের ডাক শ্রবণ করে, তবে তাহারা অত্যন্ত দ্রুত বেগে পর্বতের উচ্চদেশে আরোহণ করে, কারণ এই সকল জন্তু পক্ষতারোহণে অত্যন্ত অভ্যস্ত। তাহারা প্রস্তর গড়াইয়া আক্রমণকারাদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে এবং এই প্রকারে অনেককে হত করে। তাহারা প্রস্তর গড়াইয়া দেয়, তাহাদিগকে ধৃত করা অত্যন্ত কঠিন। কথিত হয় যে, কয়েকটী জন্তুকে অত্যন্ত কষ্টে এবং

দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া প্রাসৌগণের নিকটে আনা হইয়াছিল, কিন্তু এই সকল জন্তু হয় পীড়িত ছিল, অথবা গর্ভবতী স্ত্রী-জন্তু ছিল; প্রথমোক্তগুলি পীড়ার জন্ত দুর্বল হইয়া পলায়নে অসমর্থ হইয়াছিল এবং অন্তগুলি, গর্ভের ভারের জন্ত পলায়ন করিতে পারে নাই এবং এইজন্তই এই দুই প্রকারের জন্তু বৃত্ত করা সম্ভব হইয়াছিল।

.

---

## ষোড়শ অংশ

( গ্লিনির “প্রাণিতত্ত্ব” ৮।১৪, ১ )

### বোরাসর্প

মেগস্থেনিস বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে সর্প আয়তনে এত বৃহৎ হয় যে, তাহারা এক একটা সমগ্র হরিণ বা বৃষ গ্রাস করে ।

( সলিনাস ৫২, ৫৩ )

সর্পগুলি একরূপ প্রকাণ্ড যে, তাহারা এক একটা সম্পূর্ণ হরিণ অথবা তদ্রূপ বৃহৎ জন্তু গ্রাস করে ।

---

## সপ্তদশ অংশ

( ইলিয়ান ‘প্রাণিতত্ত্ব’ ৮।৭ )

### বৈদ্যুতিক বাণমৎস্ত

আমি মেগস্থেনিস হইতে জানিতে পারি যে, ভারতীয় সমুদ্রে একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্ত আছে, ইহা জীবিতাবস্থায় দেখা যায় না ; কারণ, ইহা সদাসর্বদা গভীর জলে সম্তরণ করে এবং ইহার মৃত্যু হইলে জলের উপরে ভাসিতে থাকে । যদি কেহ এই জাতীয় মৎস্তকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে সে অবসন্ন ও মূর্ছা যায় ; অধিক কি, মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।

# অষ্টাদশ অংশ

( গ্রিনার “প্রাগিতত্ত্ব” ৬।২৪, ১ হইতে উদ্ধৃত )

## তাপ্রোবেণ

মেগস্থেনিস বলেন যে, তাপ্রোবেণ (১) মহাদেশ হইতে একটা নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ; অধিবাসীরা পালেওগনই (২) নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং ঐ দেশে, ভারতবর্ষাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সুবর্ণ এবং বৃহৎ মুক্তা পাওয়া যায়।

( সলিনাস ৫৩, ৩ হইতে উদ্ধৃত )

একটা নদী প্রবাহিতা হইয়া তাপ্রোবেণকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। কারণ ইহার একভাগ ভারতবর্ষীয় বস্ত্র পশু ও হস্তিসকল অপেক্ষা বৃহাদাকারের জন্তুপরিপূর্ণ এবং অগ্ৰভাগ মনুষ্যের অধিকৃত।

( ১ ) তাপ্রোবেণ সম্বন্ধে “প্রাচীনভারতের” প্রথম খণ্ডে কয়েক স্থলে আলোচনা করা হইয়াছে। ম্যাক্রিডল লিখিয়াছেন যে, এই দ্বীপ ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহা লঙ্কানামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, কিন্তু প্রাচীন গ্রীকগণ এই নাম অবগত ছিলেন না। টলেমীর পূর্বে কোন কোন গ্রীক লেখক ইহাকে সিমুন্ডু ( Simundu ) বা পালি সিমুণ্ড ( Palisimunda ) বলিয়াছেন। ম্যাক্রিডলের মতে এই শব্দগুলি সংস্কৃত পালিসীমান্ত ( Palisimanta ) হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কেহ ইহাকে ‘তাপ্রোবেণ’ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাপ্রোবেণ সংস্কৃত তাম্রপর্ণী হইতে গৃহীত হইয়াছে। অশোকের গীর্গার শিলালিপিতে তাম্রপর্ণী শব্দ দৃষ্ট হয়। কেহ বা ইহাকে সালিস ( Salice ), সীর্লদিব, ( Sirledivo ) স্বর্ণদ্বীপ, ( Serendip ) সিলোন (Ceylon) নামে অভিহিত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ, এই শব্দগুলি পালি সিংল ( সংস্কৃত সিংহল ) শব্দ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

( ২ ) Palaigoni—এই শব্দ কি হইতে উদ্ধৃত সে সম্বন্ধে নানাব্যক্তি নানারূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

# উনবিংশ অংশ

( আন্টিগোনাস হইতে উদ্ধৃত )

## সামুদ্রিক বৃক্ষ

“ইণ্ডিকা” গ্রন্থের গ্রন্থকার মেগস্থেনিস উল্লেখ করিয়াছেন যে,  
ভারতীয় সমুদ্রে বৃক্ষ জন্মে ।

---

## বিংশ অংশ

( আরিয়ানের ‘ইণ্ডিকা’র ৪।২-১৩ হইতে গৃহীত )

## সিন্ধু এবং গঙ্গা

মেগস্থেনিস বলেন যে, গঙ্গা এবং সিন্ধুর মধ্যে গঙ্গা অপরটা  
অপেক্ষা অনেক বড় এবং অগ্ৰাণ্ড যে সকল লেখকগণ গঙ্গার কথা  
উল্লেখ করেন, তাঁহারাও মেগস্থেনিসের সহিত একমত । কারণ,  
এই নদী উৎপত্তি-স্থলেইত বৃহৎ, তাহার উপর নৌচলনো-  
পযোগী কৈনাস, ইরান্নোবোরাস এবং কসোয়ানাস (১) নামক

(১) কৈনাস—কেহ কেহ ইহাকে যমুনার শাখানদী কান বলিয়া নির্দেশ  
করিয়াছেন । ইরান্নোবোরাস—ইহাকে শোণ নদী বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ।  
গ্রীক-লেখকগণ পাটলিপুত্রে গঙ্গা ও ইরান্নোবোরাসের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত  
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । সংস্কৃত হিরণ্যবাহ হইতে এই শব্দ উদ্ধৃত

শাখানদীগুলি গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, নোচলনোপযোগী সোনাস, সিটুকোটাস এবং সোলোমাটিস নামক হইয়াছে। হিরণ্যবাহ এবং হিরণ্যবাহ শোণেরই নাম। কসোয়ানাস—প্রিনি ইহাকে কসোয়ানাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ ইহাকে সংস্কৃত কৌশিকী হইতে উদ্ধৃত বলিয়াছেন। অধ্যাপক সোয়ানবেক বলেন যে, সংস্কৃত কোষবহ শব্দ হইতে এই শব্দ গৃহীত হইয়াছে এবং সেই জন্ত ইহা হিরণ্যবাহের স্থায় শোণেরই অন্ততম নাম। সোনাস শোণ নদী। ম্যাক্রিওল বলিয়াছেন যে, এই শব্দ সংস্কৃত সুবর্ণ হইতে গৃহীত। ইহার বালুকা পীতবর্ণের ছিল বলিয়া অথবা বালুকার সহিত সুবর্ণেরূপে পাওয়া বাহিত বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছিল। সিটুকোটাস এবং সোলোমাটিস নামক নদীদ্বয়কে নির্দেশ করা যায় না। কানিংহাম শেবোভকে সরযু বলিয়া নির্দেশ করেন, কিন্তু অন্ততম প্রভুত্ববিশিষ্ট বেনদী ইহাকে সরযুতী বলিয়াছেন। কণ্ডোচাটাস বর্তমান গণ্ডক। এই নদীতে শৃঙ্গধারী কুম্ভীর বাস করিত বলিয়া গণ্ডক (গণ্ডার—বহুল) নামকরণ হইয়াছিল। সাধস—কেহ কেহ ইহাকে যমুনার শাখানদী সম্বল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মাগনকে ম্যানার্টনামক লেখক রামগঙ্গা বলিয়াছেন। আগোরানিস—ভৌগলিক রেনেল ইহাকে যগরা (যরঘরা) বলিয়াছেন। ওমালিস—সোয়ানবেক ইহাকে বিমলা নদী কোন নদী বলিতে চাহেন, কিন্তু অন্তান্ত লেখকগণ ইহাকে নির্দেশ করিতে পারেন নাই। কমনোসেস—রেনেল এবং লাসেন ইহাকে কর্দ্দনাশা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কাকোথিস—ম্যানার্ট ইহাকে শুভ্রী এবং লাসেন ভগবতী বলিয়াছেন। আন্দোমাটিস—লাসেন ইহাকে অন্ধমতী (বর্তমান তংসা) বলিয়াছেন, কিন্তু কেহ কেহ ইহাকে দামুদা (দামোদর) বলিয়াছেন। কাটাডুপ ও আমিষ্টিশকে কেহই নির্দেশ করিতে পারেন নাই। আন্টিমাগিস—পাঞ্জালীজাতি; পাঞ্জাবের দোয়াবে বাস করিত।



নদীগুলি এবং কণ্ডোচাটীস সাধস, মাগন, আগোরানিস এবং ওমালিসও গঙ্গায় প্রবেশ করিয়াছে। অধিকন্তু, কমেনাসেস

আক্ষিমাগিস—ইক্ষুমতী নদী। ইরেনিশিস—বারাণসী। মাথী সম্ভবতঃ মগধ-বাসীসেরই বলা হইয়াছে। হাইড্রাওটীস—সংস্কৃত ঐরাবতী বর্তমান নাম রাবী। কাবিস্থলই শব্দ, ম্যাক্রিওল বলিয়াছেন যে, অশ্বত্ব কোথাও দৃষ্ট হয় না; সোয়ানবেক ইহাকে কপিস্থল বলিয়াছেন। হাইফাসিসকে হাইড্রাওটীসের শাখানদী বলিয়া আরিয়ান ভ্রম করিয়াছেন। বস্তুতঃ উহা আকিসাইনে প্রবেশ করিয়াছে। হাইফাসীস (সংস্কৃত বিপাসা) শতদ্রুতে মিলিত হইয়াছে। আক্টোবি আরিয়ান ব্যতীত অশ্বত্ব দৃষ্ট হয় না। সারঙ্গেস ও নিউড্রাস নির্দিষ্ট হয় নাই। হাইড্রাসাপন—বিস্তাপ্ত—বর্তমানে ইহা খিলম নামে আখ্যাত হয়। টলেমি ইহাকে বিদ্যাস্পাস Bidaspes বলিয়াছেন। অক্সিড্রাকাই—লাসেন ইহাকে ক্ষুদ্রক বলিয়াছেন। অক্সিড্রাকাই জাতি আলেকজান্দারকে ১০০০ চতুরাশ যোজিত রথ, ১০০০ ঢাল এবং অশ্বাশ্ব উপহার প্রদান করে। ভিনসেন্টস্মিথের ইতিহাসের ৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আকিসাইন—চেনাব। মাল্লি—অনেকে ইহা বর্তমান মালব বলিয়াছেন। আলেকজান্দারের অভিযানকালে মল্লজাতি তাঁহার গতিরোধ করিয়াছিল। আলেকজান্দার ইহাদিগের সহিত যুদ্ধেই গুরুতররূপে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরাপ্ত হইয়া এই জাতি আলেকজান্দারের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। তৌতাপস—ম্যাক্রিওল ইহাকে শতদ্রুর নিম্নভাগ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কোফিন-কাবুল নদী। অশ্বাশ্ব নদী কেহই নির্দেশ করিতে পারেন নাই। অভিসারিস—সংস্কৃত অভিসার হইতে গৃহীত হইয়াছে। অভিসারের পার্শ্বভারাজ আলেকজান্দারের অধীনতা স্বীকার করেন। প্রত্যাবর্তনকালে অভিসাররাজই আলেকজান্দার কর্তৃক স্তাট্রাপ বা Satrap শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

নামক বৃহত্তী নদী কাকোথিস, এবং মধ্যান্দি নি নামক ভারতীয় জাতির অধিকৃত দেশমধ্য দিয়া প্রবাহিত। আন্দোমাটিস নদীও গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সকল নদী ভিন্ন কাটাডুপ নগরের পাদদেশ ধৌতকারিণী অমিষ্টিস, এবং পাজ্জালি নামক জাতির দেশে উৎপন্ন। অফ্রিমাগিস, এবং মাথী নামক ভারতীয় জাতির দেশে উৎপন্ন। ইরেনেসিসও গঙ্গায় প্রবেশ করিয়াছে। মেগস্থেনিস এই সকল নদী সম্বন্ধে বলেন যে, মিনান্দার যে স্থলে নৌচলনোপযোগী, সেই স্থলের সহিত তুগনায় ইহাদের কোনটীও ক্ষুদ্রা নহে। গঙ্গার সম্বন্ধেত কথাই নাই; কারণ, যে স্থলে উহা সর্বপেক্ষা স্বর্গীর্ণ, সে স্থলেও উহার বিস্তৃতি একশত ষ্টাডিয়া; এবং অনেক স্থলেই ইহা হ্রদাকারে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং যে স্থলের ভূমি সমতল এবং উচ্চনীচ নহে, তথায় এক তীর হইতে অপর তীর দৃষ্টিগোচর হয় না। মেগস্থেনিস বলেন যে, সিন্ধুও গঙ্গার তায়। ক্যাম্বিস্থলই দেশ হইতে উদ্ভূত হাইড্রাওটিস, আক্সীবাই-দিগের দেশ মধ্যদিয়া প্রবাহিত। হাইফাসিস এবং সিসিয়ান দেশের সারঙ্গেস এবং আটাকেনাইদিগের নিউড্রাসের সহিত মিলিত হইয়া আকেসাইনে প্রবেশ করিয়াছে। হাইডাসপিস অক্সিড্রাকাই-দিগের দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া এবং অরিসজী দেশের সিনারাসের সহিত মিলিত হইয়া আকিসাইনে প্রবেশ করিয়াছে এবং আকিসাইন মাল্লি দেশমধ্যে সিন্ধুর সহিত মিলিত হইবার পূর্বে তৌতাপস নামক ইহার প্রধান শাখার সহিত একত্র হইয়াছে। এই সমুদায় শাখা নদীর সহিত মিলিত হওয়ার জন্ত আকিসাইন প্রবাহিত

হওয়াতে, সে এই সকল নদীকে নিজ নাম প্রদান করিয়াছে এবং যতক্ষণ সিন্ধুর সহিত মিলিতা না হইয়াছে, ততক্ষণ নিজ নাম রক্ষা করিয়াছে। কোফিন নদীও নিউ কেলাইটসে উৎপত্তা হইয়া এবং মলস্তাস, সোয়াষ্টাস এবং গ্যারোইয়ার সহিত সিন্ধুতে প্রবেশ করিয়াছে। সিন্ধুর সহিত এই সকল নদী মিলিতা হইবার পূর্বে, পরিয়ানিস এবং সপর্ণাস পরস্পর হইতে অল্প দূরে সিন্ধুর সহিত মিশিয়াছে। আর্বিসারিয়ানদিগের পার্শ্বত্যাগে উৎপত্তা সোয়ানাসও একাকিনী সিন্ধুর গর্ভে পড়িয়াছে। মেগাস্থেনিস বলেন যে, সকল নদীই নৌচলনোপযোগী। এই জন্ত তিনি যে সিন্ধু ও গঙ্গার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ডানিয়ুব ও নীলের উহাদিগের সহিত তুলনা হইতে পারে না, তাহা আমাদের অবিশ্বাস করা উচিত নহে।

( প্লিনির 'প্রাণিতত্ত্ব' ৬২১, ৯-২২ হইতে উদ্ধৃতাংশ )

প্রিন্স এবং কাইনস নামক গঙ্গার শাখানদীদ্বয়ই নৌ-চলনোপযোগী। গঙ্গাতীরে কালিঞ্জী নামে এক জাতি বাস করে (১); ইহারা সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে থাকে। ইহাদের উত্তরে মাণ্ডি এবং মালিজাতি; শেষোক্ত জাতির দেশে মাগাস পর্বত। গঙ্গা এই সকল ভূভাগের সীমা নির্দেশ করে। কেহ কেহ বলেন যে, এই নদী নীলনদের দ্বারা অজ্ঞাত স্থান হইতে উৎপত্তা হইয়াছে এবং নীলের দ্বারা যে সকল জনপদের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহাদিগকে প্রাবিত করে; অপরে বলেন যে, সীথীয়ানদেশীয় পর্বতমালা হইতে

(১) সম্ভবতঃ বর্তমান কলিঙ্গদেশ হইতে কালিঞ্জী শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে।

গঙ্গা উড়ুতা হইয়াছে। কথিত হয় যে, উনিশটা শাখানদী গঙ্গার প্রবেশ করিয়াছে; তন্মধ্যে পূর্বোন্নিধিত নদীগুলি ব্যতীত কণ্ডোচাটস, ইরানাবোয়াস, কোসোরাগস এবং সোনাস নোচলনোপযোগী। ঋতুর মতে ইহা উৎস হইতে বজ্রনির্ঘোষ-স্বরে নির্গতা হইয়া ও অত্যাচ্চ পর্বতস্থ প্রণালী দিয়া সমতল ভূমিতে পৌছিবামাত্র হ্রদে আশ্রয় লয় এবং তথা হইতে শান্তভাবে প্রবাহিতা হয়। কোথাও ইহা বিস্তারে আটমাইলের কম নহে এবং গভীরতা কোনস্থানেই কুড়ি ফাদমের কম নহে।

( সলিনাস ৫২৬, ৭ হইতে গৃহীত অংশ )

গঙ্গা ও सिन्धু ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী; কাহারও কাহারও মতে গঙ্গা অজ্ঞাত উৎস হইতে বহির্গতা হইয়া নীলনদের দ্বারা ইহার কুল প্রাপ্ত করে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা সীথিয়ান দেশীয় পর্বত হইতে নির্গতা হইয়াছে। ভারতবর্ষে হাইফানিস (২) নামে একটা বৃহৎ নদী আছে; এই নদী আলেকজান্দারের গতিরোধ করিয়াছিল; নদীতীরস্থ বেদী হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। গঙ্গার সর্বাপেক্ষা কম বিস্তার আট মাইল এবং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কুড়ি মাইল। ইহার গভীরতা যে স্থলে সর্বাপেক্ষা অল্প সে স্থলেও একশত ফীট।

(২) আলেকজান্দার হাইফানিস নদী তীর হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। হাইফানিস নদীতীরে গ্রীষ্মকাল হইতে বীজ বাদ্যনাদ করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন যে, গঙ্গার বিস্তৃতি কোনস্থলেই ৩০ ঠাডিয়ায়  
কর নহে; কিন্তু কাহারও কাহারও মতে মাত্র তিন ঠাডিয়া, কিন্তু  
মেগস্থেনিসের মতে মোটের উপর ইহার বিস্তৃতি একশত ঠাডিয়া  
ও সর্কনিয় গভীরতা কুড়ি অণ্ড ইয়া (৩)।

---

(৩) থার্টিন বলিমাছেন যে ‘ভাগীরথী ষাড়ওয়াল প্রদেশে গঙ্গোত্রির  
দিকট প্রথম দৃষ্ট হয় এবং দেবপ্রাগ হইতে ইহা গঙ্গানামে অভিহিতা  
হয়। বর্ষাকালে কোন কোন স্থলে গঙ্গা প্রায়ে প্রায় এক মাইল হয়।

## একবিংশ অংশ

(আয়িমান ৬২-৩ হইতে উদ্ধৃত)

### শিলাস নদী (১)

মেগস্থেনিস একটা ভারতীয় নদী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণকর আখ্যান লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই নদী শিলাস নামে আখ্যাত হইয়া থাকে; ইহা উক্তা নদীর নামানুসারে অভিহিতা একটা উৎস হইতে বহির্গতা হইয়া, যে জাতি ঐ নদী ও নিখরীণীর নামানুসারে সিলিয়ান জাতি বলিয়া কথিত হয়, তাহাদিগেরই দেশমধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইতেছে; এই নদীর জলের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কিছুই প্রবমান থাকে না; ইহাতে কোন জন্তুই সম্ভরণ করিতে পারে না এবং কোন দ্রব্যই ইহাতে ভাসমান থাকে না; ইহার মধ্যে যে সকল দ্রব্য পড়ে, তাহাই নদীর তলদেশে পতিত হয়। সুতরাং পৃথিবীতে এই নদীর জল অপেক্ষা পাতলা এবং অসার দ্রব্য আর নাই।

---

(১) সোয়ানবেক লাসেন হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতীয়গণ মনে করিতেন যে, শিলাস নদী ভারতবর্ষের উত্তরে অবস্থিত; ইহাতে নিক্ষিপ্ত বস্তু সকল প্রত্যরীভূত হয় এবং সেই জন্তু নিক্ষিপ্ত বস্তু সকল তলদেশে পতিত হয়।

# দ্বাবিংশ অংশ

( বয়সোনেড প্রণীত গ্রীসদেশীয় আখ্যানিকার ১, ৪১৯

পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত )

## শিলাস নদী

ভারতবর্ষে শিলাস নামক যে নদী ( যে নির্ঝরিনী হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারই নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে), আছে, তাহাতে যে কোন দ্রব্যই নিক্ষেপ করা হউক না কেন, কিছুতেই ভাসে না ; নির্জল সৰল দ্রব্যই প্রচলিত নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া, তলদেশে পতিত হয় ।

.

---

# ত্রয়োবিংশ অংশ

( ষ্ট্রাবো ১৫।১, ৩৮ ( ৭০৩ পৃষ্ঠা ) হইতে গৃহীত )

## শিলাস নদী

( মেগস্থেনিস বলেন ) পার্শ্বত্যাগ্রদেশে শিলাসনাম্নী একটা নদী আছে, যাহার জলে কিছুই ভাসমান থাকে না। ডিমক্রীটস, ( যিনি এসিয়ায় অনেকাংশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ) তিনি অথবা আরিষ্টটল (১) ইহা বিশ্বাস করেন নাই।

— — —

( ১ ) আরিষ্টটল প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও আলেকজান্দারের গুরুদেব।



# চতুর্বিংশ অংশ

( আরিয়ান, ইণ্ডিকা ৫:২ হইতে গৃহীত )

## ভারতীয় নদীসমূহের সংখ্যা

মেগাস্থেনিস অন্ত্যন্ত যে সকল নদী গঙ্গা ও সিন্ধু হইতে দূরে অবস্থিতা এবং যাহারা পূর্ব ও দক্ষিণ মহাসাগরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদেরও উল্লেখ করিয়াছেন। এইজন্য তিনি নিশ্চিতভাবে বলেন যে, ভারতবর্ষে আটালটী নৌচলনোপযোগী নদী আছে। যদিও, তিনি যাহারা ফিলিপপুত্র আলেকজান্দারের সহিত আগমন করিয়াছিল, তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক দেখিয়াছিলেন, তত্রাপি যতদূর বোধ হয়, তাহাতে মেগাস্থেনিস ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন নাই। কারণ, তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত রাজা সান্দ্রাকোটস এবং তাঁহাপেক্ষাও পরাক্রান্ত পোরসের দরবারে বাস করিয়াছিলেন (১)।

---

(১) এইস্থানের অনুবাদ লইয়া অনেক মতবৈধ দেখা যায়। “He resided at the Court of Sandracottas, the greatest king in India, and also at the Court of Porus, who was still greater than he” সোয়ানবেক বলিয়াছেন যে, মূলে লিপিকর প্রমাদ ঘটিয়াছে এবং সেই জন্য তিনি “who was a greater king even than Porus”, ( অর্থাৎ যিনি পোরস অপেক্ষাও পরাক্রান্ত ছিলেন ) এইরূপ পাঠ করিতে চান।

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଂଶ



## পঞ্চবিংশ অংশ

( ষ্ট্রাবো ১১৩৫, ৩৬ ( ৭০২ পৃষ্ঠা ) হইতে উদ্ধৃত )

মেগস্থেনিস বলেন যে, গঙ্গার সাধারণ বিস্তৃতি একশত ষ্টাডিয়া এবং যে স্থলে ইহা সর্কাপেক্ষা কম গভীর, তথায়ও ইহার গভীরতা কুড়ি ফাদম। গঙ্গা এবং অপর একটি নদীর সঙ্গমস্থলেই পালিবোথ্রা অবস্থিত। এই নগর দৈর্ঘ্যে ৮০ ষ্টাডিয়া ও প্রস্থে ১৫ ষ্টাডিয়া। ইহা আকারে সমান্তরাল ক্ষেত্রের স্থায় এবং ইহার চতুর্পার্শ্বে কাঠের প্রাচীরগাত্র তীর-নিষ্ক্ষেপের জন্তু ছিদ্র আছে। নগরের ময়লা বহির্গত হইবার জন্তু ও নগররক্ষার্থ ইহার চতুর্দিকে একটি প্রাকার আছে। এই নগর যে প্রদেশে অবস্থিত, তথাকার অধিবাসিবৃন্দ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্কাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং তাহাদিগকে প্রাসিয়াই নামে অভিহিত করা হয়। রাজা নিজ নামের সহিত পালিবোথ্রাস নাম ধারণ করিতে বাধ্য। যে সাম্রাজ্যকোটসের নিকট মেগস্থেনিস দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহারও এই নাম ছিল। পার্থিয়ানগণের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত; কারণ, যদিও প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, তথাপি তাহাদের সকলকেই আরসকাই নামে অভিহিত করা হয়।

হাইফানিসের অপর পার্শ্বের জনপদ উর্করা বলিয়াই প্রসিদ্ধ, কিন্তু, এই প্রদেশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় না। দূরত্ব ও অজ্ঞতার জন্তু এ প্রদেশ সম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায়,

তাহা অতিরঞ্জিত এবং অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। দৃষ্টান্ত-  
 স্বরূপ, সুবর্ণখননকারী পিপীলিকা এবং ছই শত বৎসর পরমায়ু-  
 বিশিষ্ট মনুষ্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহারা পাঁচ-  
 সহস্র সদন্ত-সমন্বিত আভিজাত্যগণের এক শাসন-প্রণালীর কথা  
 উল্লেখ করে। সকল সদন্তই রাজাকে একটা করিয়া হস্তী সরবরাহ  
 করেন। মেগস্থেনিসের বৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সর্কা-  
 পেক্সা বৃহৎ ব্যাঘ্রগুলি প্রাসিয়াই দেশে পাওয়া যায়; তাহারা  
 সিংহের দ্বিগুণাকারের এবং একরূপ বলবান যে, চারিজন রক্ষক  
 কর্তৃক রক্ষিত ব্যাঘ্র একটা অশ্বতরের পশ্চাদ্দেশের পদ ধরিয়া  
 আকর্ষণ ও পরাভূত করিয়া নিজের নিকটে টানিয়া আনে। এদেশের  
 হনুমানগণ বৃহৎ বৃহৎ সারমেয়াপেক্সা বৃহদাকারের। তাহাদের  
 কৃষ্ণবর্ণ মুখমণ্ডল ব্যতীত, দেহের অন্ত্যস্তাংশ স্বেত বর্ণের। তাহাদের  
 লেজ ছই হস্তের অধিক দীর্ঘ এবং তাহারা অত্যন্ত পোষ্য মানে।  
 ইহাদের প্রকৃতি শাস্ত এবং ইহারা কাহাকেও আক্রমণ করে না বা  
 কাহারও দ্রব্য চুরি করে না। এতদংশীয় ভূগর্ভস্থ প্রস্তরগুলির  
 ধূনার জ্বায় বর্ণ এবং মধু বা ডুমুরাপেক্সা মিষ্ট। দেশের কোন কোন  
 স্থলে বাছড়ের জ্বায় পক্ষবিশিষ্ট বৃশ্চিক দেখিতে পাওয়া যায়।  
 তথায় আবলুশ কাঠ জন্মে। তথায় পরাক্রান্ত ও সাহসী সারমেয়  
 পাওয়া যায়, ইহাদের নাসারন্ধ্রে জল ঢালিয়া না দিলে ইহারা  
 কিছুতেই শ্বতবজ্র পরিত্যাগ করে না। ইহারা একরূপভাবে কামড়াইয়া  
 ধরে যে, ইহাদের কাহারও কাহারও তজ্জন্ত চক্ষু বিবৃত হইয়া  
 যায়, কাহারও চক্ষু বোটর হইতে বহির্গত হইয়া পড়ে। একটা

সিংহ ও বণ্ডকে এইরূপ একটি কুকুর দৃঢ়রূপে কামড়াইয়া ধরিয়া-  
ছিল। কুকুর বণ্ডটাকে এরূপভাবে ধরিয়াছিল যে, কুকুরকে  
অপসারিত করিবার পূর্বে বণ্ডের মৃত্যু হইয়াছিল।

## ষড়্বিংশ অংশ

( আরিয়ান, ইণ্ডিকা ১০ হটতে উদ্ধৃত )

### পাটলিপুত্র এবং ভারতবাসীর আচার-ব্যবহার

ইহাও কথিত হয় যে, ভারতবাসীরা মৃতের উদ্দেশে কোন  
স্বতন্ত্রস্তম্ভ নির্মাণ করে না ; কিন্তু তাহারা বিবেচনা করে যে,  
জীবিতকালে সমুদ্রা যে গুণাবলী প্রদর্শন করিয়াছিল ও যে সকল  
গানে তাহাদিগের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করা হয়, তাহাই মৃত্যুর পরে  
তাহাদিগের স্মৃতিরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। তাহাদিগের নগরের  
সংখ্যা সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হয় যে, নিশ্চিতরূপে সংখ্যা-নির্দেশ  
করা যায় না ; কিন্তু যে সকল নগর নদী বা সমুদ্রতীরে অবস্থিত,  
তাহা কাষ্ঠনির্মিত, ইষ্টকনির্মিত নহে। কারণ, বর্ষাপাত এত  
প্রবল এবং নদীগুলি কুলপ্রাবিত করিয়া সমতলক্ষেত্র প্রাবিত  
করে বলিয়া উল্লিখিত গৃহগুলি অল্পকালস্থায়ী করিয়াই নির্মিত

হয়। পক্ষান্তরে, যে সকল নগর উচ্চভূমিতে স্থাপিত, তাহা ইষ্টক এবং কদমনির্মিত। ইহাও কথিত হয় যে, ইরানোবোরাস এবং গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত প্রাসিয়ানদের রাজ্যে পালিমবোথ্রা নগরই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। গঙ্গা সকল নদী অপেক্ষা বড় এবং ইরানোবোরাস যদিও ভারতীয় নদীসকলের মধ্যে সম্ভবতঃ তৃতীয়স্থান অধিকার করে, তথাপি অগ্রদেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী অপেক্ষাও বৃহৎ। কিন্তু ইরানোবোরাস যে স্থলে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়াছে, তথায় ইহাপেক্ষা ক্ষুদ্র। মেগ-স্থেনিস বলেন যে, এই নগরের যে স্থানে লোকজনের বসতি, তথায় উত্তরদিকে ইহার সর্বাপেক্ষা দৈর্ঘ্য ৮০ ষ্টাডিয়া এবং বিস্তৃতি ১৫ ষ্টাডিয়া; ইহার চতুর্দিকে ছয়শত ফীট প্রস্থ এবং ত্রিশ হাত গভীর পরিধা এবং নগরপ্রাচীরে ৬৭০টী বুরুজ এবং চৌঘাট্ট দ্বার আছে। পূর্ববর্তী লেখক ভারতবর্ষের সম্বন্ধে আরও একটা আশ্চর্যের বিষয় উল্লেখ করেন যে, ভারতবাসিগণ সকলেই স্বাধীন এবং তাহাদিগের মধ্যে কেহই ক্রীতদাস নহেন। লাসিদোমিনিয়ান-গণ (১) এবং ভারতবাসিদের মধ্যে এই বিষয়ের ঐক্যতা আছে। লাসিদোমিনিয়ানগণ হেলট(২)গণকে ক্রীতদাসের স্থায় ব্যবহার করে; কিন্তু ভারতবাসিগণ স্বদেশীয় লোককে ক্রীতদাসের স্থায় ব্যবহার করা দূরে থাকুক, তাহারা বৈদেশিকগণকেও তদ্রূপ করে না।

(১) স্পার্টাবাসিগণ। (২) হেলটগণ স্পার্টার ক্রীতদাস ছিল।

## সপ্তবিংশ অংশ

( ১৫১ ), ৫৩-৫৬ ( ৭০৯ হইতে ৭১০ পৃষ্ঠা ) হইতে গৃহীত )

### ভারতীয়গণের আচার-ব্যবহার

ভারতবাসীরা মিতব্যয়ী, ( বিশেষতঃ যখন তাহারা শিবিরে বাস করে ) । তাহারা অসম্বদ্ধভাবে একত্রীভূত হয় না এবং তাহারা নিয়ম প্রতিপালন করে । কদাচিত্ চুরি হইতে দেখা যায় । যখন মেগস্থেনিস চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে ছিলেন, তখন ৪০,০০০ হাজার সৈন্তের মধ্যে কোনদিন দুইশত ড্রাকমাইর (১) অধিক চুরির বিবরণ শুনা যায় নাই ; বিশেষতঃ যখন ইহাদিগের কোন প্রকার লিখিত আইন নাই এবং ইহারা মুখে মুখে দেনা পাওনার হিসাব রাখে, তখন ইহাতে বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পায় । ইহারা যন্তকাল ব্যতীত অল্প কোন সময়ে মত্তপান করে না ; ইহারা যে মত্ত পান করে, তাহা যব হইতে প্রস্তুত হয় না, অন্ন হইতে হয় এবং অন্নই তাহাদিগের প্রধান খাদ্য । তাহাদিগের আইন ও চুক্তির সরলতা ইহা হইতেই বোধগম্য হইবে যে, তাহারা কখনও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে না । তাহাদের মোহর বা সাক্ষীর আবশ্যক হয় না ; প্রত্যেকে প্রত্যেককে বিশ্বাস করে । সাধারণতঃ তাহাদিগের গৃহ ও সম্পত্তি অরক্ষিত থাকে । এই সকল বিষয়

(১) ড্রাকমাই—২৫০ গেল । গ্রীকদেশীয় রৌপ্যমুদ্রা ।



# সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
নিবেদন	
ভূমিকা ( শ্রীযুক্ত প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব মহাশয় লিখিত )	
অধ্যাপক ম্যাক্রিঙলের গ্রন্থের ভূমিকা	১
অধ্যাপক ম্যাক্রিঙল লিখিত মুখবন্ধ	৩

## প্রথম খণ্ড

প্রথমাংশ	মেগস্থেনিসের বৃত্তান্তের সারসংগ্রহ	৩৭
দ্বিতীয়াংশ	ভারতবর্ষের সীমা এবং ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক অবস্থা ও নদনদী	৫১
তৃতীয়াংশ	ভারতবর্ষের সীমা	৫৪
চতুর্থাংশ	ভারতবর্ষের সীমা ও আয়তন	৫৬
পঞ্চমাংশ	ভারতবর্ষের আয়তন	৫৮
ষষ্ঠাংশ	ভারতবর্ষের আয়তন	৫৯
সপ্তমাংশ	ভারতবর্ষের আয়তন	৬০
অষ্টমাংশ	ভারতবর্ষের আয়তন	৬১
নবমাংশ	সপ্তবিম্বগুলোর অন্তর্গমন	৬১
দশমাংশ	সপ্তবিম্বগুলোর অন্তর্গমন	৬৩
একাদশ অংশ	ভারতবর্ষের উর্দ্ধরতা	৬৪

	বিষয়	পৃষ্ঠা
দ্বাদশ অংশ	কতিপয় বহুজঙ্ঘ	৬৪
ত্রয়োদশ অংশ	ভারতীয় বানর	৬৭
চতুর্দশ অংশ	বৃশ্চিক ও সর্প	৬৯
পঞ্চদশ অংশ	বহুজঙ্ঘ ও নল	৭০
ষোড়শ অংশ	বোয়াসর্প	৭৪
সপ্তদশ অংশ	বৈজ্ঞানিক বাণমন্ত্র	৭৪
অষ্টাদশ অংশ	তাপ্রোবেণ	৭৫
উনবিংশ অংশ	সামুদ্রিক বৃক্ষ	৭৬
বিংশ অংশ	সিঙ্গু ও গঙ্গা	৭৬
একত্রিংশ অংশ	শিলাস নদী	৮৩
দ্বাবিংশ অংশ	শিলাস নদী	৮৪
ত্রয়োবিংশ অংশ	শিলাস নদী	৮৫
চতুর্বিংশ অংশ	ভারতীয় নদী-সমূহের শাখা	৮৭

## দ্বিতীয় খণ্ড

পঞ্চবিংশ অংশ	পাটলিপুত্র	৮৯
ষড়্ বিংশ অংশ	পাটলিপুত্র	৯১
সপ্তবিংশ অংশ	ভারতীয়গণের আচার-ব্যবহার	৯৩
অষ্টাবিংশ অংশ	ভারতীয়গণের আহার গ্রহণ	৯৮
উনত্রিংশ অংশ	কালনিকজাতি	৯৮

	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ତ୍ରିଂଶ ଅଂଶ	କାର୍ମନିକଜାତି	୧୦୨
ଏକତ୍ରିଂଶ ଅଂଶ	ମୁଖବିହୀନଜାତି	୧୦୬

## ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ

ଦ୍ଵାତ୍ରିଂଶ ଅଂଶ	ଭାରତବର୍ଷର ମାତୃଜାତି	୧୦୯
ତ୍ରୟତ୍ରିଂଶ ଅଂଶ	ଭାରତୀୟଜାତି	୧୧୭
ଚତୁତ୍ରିଂଶ ଅଂଶ	ନୀତିଶାସନ	୧୧୯
ପଞ୍ଚତ୍ରିଂଶ ଅଂଶ	ଅସ୍ତ୍ର ଓ ହସ୍ତୀର ବ୍ୟବହାର	୧୨୩
ଷଟ୍ତ୍ରିଂଶ ଅଂଶ	ହସ୍ତୀର ରୋଗ	୧୨୫
ସପ୍ତତ୍ରିଂଶ ଅଂଶ	ହସ୍ତୀଶିକାର	୧୨୫
ଅଷ୍ଟାତ୍ରିଂଶ ଅଂଶ	ହସ୍ତୀର ରୋଗ	୧୩୦
ନୂନଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଂଶ	ପିପ୍ପିଳିକା	୧୩୧
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଂଶ	ପିପ୍ପିଳିକା	୧୩୩
ଏକଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଂଶ	ଦାର୍ଶନିକ	୧୩୫
ଦ୍ଵିଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଂଶ	ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ	୧୪୦
ତ୍ରୟଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଂଶ	ଦାର୍ଶନିକ	୧୪୨
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଂଶ	କାଳାନିମିତ୍ତ ଏବଂ ମାନ୍ଦାନିମିତ୍ତ	୧୪୩
ପଞ୍ଚଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଂଶ	କାଳାନିମିତ୍ତ ଏବଂ ମାନ୍ଦାନିମିତ୍ତ	୧୪୫

## চতুর্থ খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
ষট্চছারিংশ অংশ	ভারতবাসীরা কখনও অপর কর্তৃক
	আক্রান্ত হয় নাই
	১৪৯
সপ্তচছারিংশ অংশ	ঐ
	১৫৬
অষ্টচছারিংশ অংশ	নেবুচডোনেস
	১৫৯
উনপঞ্চাশৎ অংশ	নেবুচডোনেস
	১৬০
পঞ্চাশৎ অংশ	ভারতবর্ষ সংক্রান্ত নানাকথা
	১৬১
একপঞ্চাশৎ অংশ	পাণ্ড্যদেশ
	১৬৮

## পঞ্চম খণ্ড

দ্বিপঞ্চাশৎ অংশ	হস্তী	১৭১
ত্রয়পঞ্চাশৎ অংশ	শ্বেতহস্তী	১৭৩
চতুঃপঞ্চাশৎ অংশ	ব্রাহ্মণগণ ও দর্শন	১৭৫
পঞ্চপঞ্চাশৎ অংশ	কালানস এবং দান্দামিস	১৭৮
ষট্ পঞ্চাশৎ অংশ	ভারতীয় জাতি সকলের তালিকা	১৮৬
সপ্তপঞ্চাশৎ অংশ	ডাইওনিসস	১৯৯
অষ্টপঞ্চাশৎ অংশ	হার্কিউলিস	২০১
উনপঞ্চাশৎ অংশ	ভারতীয় জন্তু	২০২

নির্ঘণ্ট-২১৭

মেগস্থেনিসের বর্ণনা হইতেও কএকটি সমর্থক প্রমাণ দেখাই-  
তেছি।—তাঁহার বিবরণীতে লিখিত আছে, “ভারতীয় দার্শনিকগণ  
দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, একটা শ্রমণ ও অপরটা ‘ব্রাহ্মণাই’ নামে  
কথিত হইয়া থাকেন। শ্রমণদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হিলবিয়ই নামে  
আর এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন। ইহারা নগরে, এমন কি গৃহেও  
বাস করেন না। ইহারা বহুল পরিধান ও বৃক্ষের ফল আহার এবং

পরম্পরা বা পট্টাবলিমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যপ্রসঙ্গে যে মোক্ষাঙ্ক ব্যবহৃত  
হইয়াছে, তাহার পরম্পর সামঞ্জস্য নাই, অথবা মোক্ষাঙ্ক অনুসারে ঐ সকল  
আচার্য্যের যে সময় ধরা হইয়াছে, কেহ কেহ তাহার পরবর্ত্তী ছিলেন তাহাও  
প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু আচার্য্য বা ব্যক্তিবিশেষের প্রসঙ্গে অঙ্গের ভুল  
দেখিয়া দেশপ্রচলিত অঙ্গের ভিন্নরূপে কালনির্ণয় করা কখনই সমীচীন নহে।  
যেমন এখন সমস্ত সভ্যজগতে খৃষ্টাব্দ প্রচলিত রহিয়াছে, বর্ত্তমানে এই খৃষ্টাব্দের  
১৯১৩ বর্ষ চলিতেছে, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার বা সন্দেহ করিবেন না।  
কিন্তু এই খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে সকল খৃষ্টীয় ধর্ম্মবাজক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,  
তাঁহাদের জীবনী লিখিতে গিয়া কেহ যদি এক মহাজনের ২১০ খৃষ্টাব্দে এবং  
অপর ব্যক্তি যদি সেই মহাজনেরই ৩১০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন লিপিবদ্ধ করিয়া  
যান, কিন্তু বাহিরের প্রমাণ দ্বারা যদি প্রমাণিত হয়, সেই মহাজন খৃষ্ট জন্মের ৩১০  
বর্ষ পরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ২১০ বর্ষ পরে নহে। এরূপ হলে কি আমরা  
খৃষ্টের জন্ম এক শত বর্ষ পরে টানিয়া আনিতে পারি? তাহা যেমন পারি না,  
সেইরূপ সাম্প্রদায়িক আচার্য্যপরম্পরা লিখিতে যদি পরবর্ত্তী লেখক কোন কোন  
আচার্য্যের প্রকৃত আবির্ভাবকাল-নির্ণয়ে গোলযোগ করিয়া থাকেন, তাহা বলিয়া  
দেশপ্রচলিত ও পূর্বাধিকার ধর্ম্মগ্রন্থে ব্যবহৃত অঙ্গকে নির্দিষ্ট কাল অগ্রাহ করিয়া  
অঙ্গ সময়ে লইয়া কেহ লিখিতে পারি না। এরূপ হলে বুদ্ধনির্বাণাঙ্ক ও বীরমোক্ষা-

অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া জলপান করেন।.....ভারতবাসিগণের মধ্যে বৌদ্ধের উপদেশ-পালনকারী দার্শনিক আছেন। এই দার্শনিকগণ তাঁহাকে তাঁহার চরিত্রের অন্ত দেবতার স্থায় পূজা করেন।<sup>১৫</sup>

মেগাস্থেনিসের উক্ত বর্ণনা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণই সমাজে সম্মানিত ছিলেন। তাঁহার বৌদ্ধকে নিঃসন্দেহে বুদ্ধদেব বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। চন্দ্রগুপ্তের সময় বৌদ্ধমত প্রচলিত হইলেও তৎকালে শ্রমণেরা রাজসরবারে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। বহুপূর্বকাল হইতে শ্রমণ থাকিলেও চন্দ্রগুপ্তের সময় পর্যন্ত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণে পার্থক্য নির্দিষ্ট হয় নাই। নিজেও চন্দ্রগুপ্ত বৌদ্ধধর্মের প্রতি দৃষ্টি করেন যে কাল বরাবর ভারতবাসী ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, এখন বৃষ্টি ও অকাটা প্রমাণ ব্যতীত কখনই আমরা তাহার অন্তর্থা করিতে সমর্থ নহি। মৌর্য্যাদি সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ বলা যাইতে পারে। বীর-মোক্ষারের স্থায় মৌর্য্যাদিও একটা জৈনাদি। মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার বংশধরগণ যে জৈন-ধর্মের অতিপালক ও উৎসাহদাতা ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই কারণেই তাঁহার ১৫৬ বর্ষ পরেও কলিঙ্গের জৈন অধিপতি খারবেল ভিথুরাজ এই অব্যবহার করিয়াছেন, খণ্ডগিরির ত্রুপসিদ্ধ হাতিশিক্ষার খোদিত লিপি হইতেই তাহা সিংসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। এরূপ হলে জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র প্রাচীন প্রমাণ-সাহায্যে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের যে অভিব্যক্তি কাল নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছি না। চন্দ্রগুপ্তকে আলেক্-সান্দারের সমসাময়িক স্থির করিয়াই পাশ্চাত্য পুরাবিদগণ পূর্ববর্তী অব্য ও রাজগণের কালনির্ণয়ে গোলযোগ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

(১৫) মেগাস্থেনিসের প্রাচীন ভারত ১৪২—১৪২ পৃষ্ঠা ত্রুপসিদ্ধ।

কখন সহানুভূতি দেখান নাই। একারণ তাঁহার সময়ে প্রচলিত চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে নানাজাতি ও বিষয়ের উল্লেখ থাকিলেও শ্রমণের নামগন্ধ নাই। বিশেষতঃ তৎকালে বুদ্ধদেব দেবতা মধ্যে গণ্য হইতে পারেন নাই। অশোকের পূর্বপর্ষ্যন্ত বৌদ্ধধর্ম হিন্দু-ধর্মের একটি ক্ষুদ্র শাখা বলিয়াই গণ্য ছিল।<sup>১৬</sup> সম্রাট অশোকই শ্রমণগণের সম্মান বৃদ্ধি করেন। তাঁহারই সময়ে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণে বিশেষভাবে পার্থক্য সৃচিত হয়। এমন কি, শেষে তিনি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রমণের সমাদর করিতেন, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ অনেকে বুদ্ধের মতানুবর্তী ও বুদ্ধভক্ত হইলেও অশোকের পূর্বে তিনি যে দেবতাস্বরূপ গণ্য হইয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৈদিকযুগে যদিও জ্ঞানিকার সংবাদ পাই বটে, কিন্তু তৎপরে অশোকের পূর্ব পর্ষ্যন্ত নির্দিষ্ট মঠ বা বিহারে জ্ঞানীলোকের বিদ্যাশিক্ষা ও ব্রহ্মচর্যের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্রাট অশোকই যে আপন কন্যাকে ভিক্ষুণী করিয়া ও উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া জ্ঞানিকার উজ্জল দৃষ্টান্ত দিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। মেগস্থেনিস্ এরূপ ব্রহ্মচারিণী রমণীর বিদ্যাশিক্ষার কথা লিখিয়া গিয়াছেন।<sup>১৭</sup> অশোকের অনুশাসন হইতে জানিতে পারি যে, তিনি বর্ষে বর্ষে জ্ঞানিগণের সভা আহ্বান করিতেন। মেগস্থেনিস্ সেই বার্ষিক জ্ঞানী সভার

(১৬) Vincent A. Smith's Early History of India, p. 176.

(১৭) মেগস্থেনিসের প্রাচীন ভারত ১৪০ পৃষ্ঠা।

উল্লেখ করিয়াছেন।<sup>১৮</sup> আর একটা বিশেষ কথা—চন্দ্রগুপ্তের সময় চাণক্য নিয়ম করিয়াছিলেন যে, অসবর্ণবিবাহজাত সন্তান সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে না, কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনভাগী।<sup>১৯</sup> কিন্তু মেগস্থেনিস্ লিখিয়াছেন যে তাঁহার সময় জনসাধারণের মধ্যে অসবর্ণবিবাহপ্রথা এককালে নিষিদ্ধ হইয়াছিল।<sup>২০</sup> এরূপ স্থলে চন্দ্রগুপ্তের সময়ে অসবর্ণ বিবাহ একবারে অনাদৃত এবং তাঁহার কিছুকাল পরে ( সম্ভবতঃ ) অশোকের সময়ে একবারে অপ্ৰচলিত হইয়াছিল। এই প্রমাণেও মেগস্থেনিস্ চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক না হইয়া পরবর্তী হইতেছেন।<sup>২১</sup>

উপসংহারে কএকটা কথা জানাইতেছি—

মেগস্থেনিসের প্রাচীন ভারতে যে সকল জনপদ, নদনদী, অধিবাসী ও জীবজন্তুর উল্লেখ আছে, আমাদের বৈদিক অথবা:

(১৮) মেগস্থেনিসের প্রাচীন ভারত ১১৪ পৃষ্ঠা।

(১৯) চাণক্যের অর্থশাস্ত্র।

(২০) প্রাচীন ভারত ১১৬ পৃষ্ঠা ঞ্চষ্টব্য।

(২১) কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার ও তৎপুত্র অশোক ইঁহারা উভয়েই অসবর্ণবিবাহ করিয়াছিলেন, এরূপ স্থলে অসবর্ণ-বিবাহ নিষিদ্ধ হইবে কেন? জানা উচিত রাজধর্ম ও সাধারণ ধর্ম এক নহে। রাজা সকল বর্ণের কন্যাই গ্রহণ করিতে পারেন, এ প্রথা অদ্যাপি ভারতীয় হিন্দুরাজগণ-মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু অপরের পক্ষে এ নিয়ম যেমন প্রচলিত নাই, সেই-রূপ সম্ভবতঃ অশোকের সময় হইতেই সর্বসাধারণের মধ্যে অসবর্ণবিবাহ অপ্ৰচলিত হইয়া পড়িয়াছিল।



পৌরাণিক গ্রন্থসমূহেও সেই সকলেরই উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্ত-  
স্বরূপ কএকটা নাম উদ্ধৃত হইল—

মেগস্থেনিস-বর্ণিত নাম	বৈদিক বা পৌরাণিক নাম
আকিসাইন্ (নদী)	অসিকী ( ঋক্ ৮।২০।২৫ )
আন্দোমার্টাস্ (নদী)	ইন্দুমতী ( রামা° ২।৭০।১৬ )
ইমোয়াস্	হিমবৎ ( ঐত° ব্রা° ৮।১৪ )
ইমোদাস্	হিমাঙ্গি ( রঘুব° ৪।৭২ )
ওডম্বরী	ওডুম্বর ( মহা° সভা° ৫অঃ )
কোফিন্	কুভা ( ঋক্ ৫।৫৩।২ )
তাগাবেনা	তুঙ্গবেণা ( মহা° বন° ১১৩ অঃ )
পেরাসিস্রী	পশ্চ° ( ঋক্ ৮।৬।৪৬ ) বা পারশব ( মার্ক° পু° ৫।৮।৬১ )
মল্লি বা মালী	মল্লরাষ্ট্র ( মহা° ভীষ্ম° ৯।৪৪ )
মেডোগালিঙ্গী	মেদ ( মনু ১০।৩৬ )-কলিঙ্গ ( মহা° আদি° ১৫ অঃ )
মৈয়ঙ্গস্	মহেন্দ্র ( রামা° ১।৭৫।৮ )
সালত্রিয়ানী	শাব ( গোপথব্রা° ২।৯ )
সিলাস্	শৈলোদা ( মৎস্তপু° ১২০।২০ )

মেগস্থেনিস্ পশ্চিম ভারতীয় যে সকল বিভিন্ন জাতির উল্লেখ  
করিয়াছেন, অত্য়াপি তন্মধ্যে অনেক জাতি পঞ্জাবপ্রান্তে ও  
আফগানিস্তানে বাস করিতেছে। যথা—

মেগহেনিস্-বর্ণিত নাম	বর্তমান নাম
অর্কস্থলি	ওরক্জাই
কেটুবোনি	কেটিথেল বা কাটিথেল
কেসি	কন্সি
ত্রানোকোসী	বাহুচি
বোদিয়াস বা বোদিয়াস্কি	বদক্‌সী
পাজালী	পোপালজাই বা পালজাই

দৃষ্টান্তস্বরূপ উপরে কএকটি মাত্র নাম দেখাইলাম, আশা করি সমাদ্দার মহাশয়, তাঁহার অহুষ্ঠিত প্রাচীন ভারত সম্পূর্ণ হইলে গ্রীক-ঐতিহাসিকগণের বর্ণিত নামগুলির বৈদিক, পৌরাণিক ও আধুনিক নামের সহিত মিলাইয়া একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করিয়া ঐতিহাসিক ও পৌরাণিকগণের কোতূহল নিবৃত্তি করিবেন, ইহাই আমার শেষ অনুরোধ।

বিশ্বকোষ-কার্যালয় ২০নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগ্‌বাজার, কলিকাতা	} শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু আযাচ্-সংক্রান্তি ১৩২০
---	--



## অধ্যাপক ম্যাক্রিওলের গ্রন্থের ভূমিকা

স্বচক্ষে দেখিয়া মেগাস্থেনিস্ প্রাচীন ভারতের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে তৎকালীন ভারতের অক্ষুট চিত্রগুলি যেরূপ পরিষ্কৃত হইয়াছে, তজ্জন্ত সকলেই মেগাস্থেনিসের পুস্তককে অত্যন্ত মূল্যবান্ মনে করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদিও সেই পুস্তকের অল্লাংশ মাত্রই আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তত্রাপি গ্রীস ও রোম দেশীয় অনেকগুলি প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের পুস্তকে এই দুৰ্দ্দল্য গ্রন্থের অংশবিশেষগুলি পাওয়া গিয়াছে। জার্মানীর অন্তঃপাতী বন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ডাক্তার সোয়ানবেক, এই সকল বিক্ষিপ্ত অংশগুলি সংগ্রহ ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ঐতিহাসিক সাহিত্যের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। মেগাস্থেনিসের “ইণ্ডিকা” (Megasthenis Indica) নামক এই গ্রন্থ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি যতদূর অবগত আছি, তাহাতে বোধ হয় যে, এই গ্রন্থ অনুবাদিত হয় নাই এবং সেই কারণে পণ্ডিত-দিগের মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। যে স্থানে বসিয়া মেগাস্থেনিস্ নিজ অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতেই ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে এবং আশা করা যায় যে, এক্ষণে ইহা সাধারণের হস্তগত হইবে।

আরিয়ানের “ইণ্ডিকা” (Indica) গ্রন্থের প্রথমাংশও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। এইরূপ করিবার কারণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রথমতঃ, আরিয়ানের ইণ্ডিকায় সংলগ্নভাবে ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, এবং দ্বিতীয়তঃ, এই বৃত্তান্ত মেগস্থেনিসের গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছিল।

পাদটীকাগুলি সাধারণতঃ ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক, এবং গ্রাসীয় নামগুলির সহিত সংস্কৃত নামের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে এবং এই সকল বিষয়ে সম্প্রতি যে সকল লেখকগণ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতই প্রদত্ত হইল।

নাম বানান করিবার সময় আমি গ্রোটের (১) পন্থা অবলম্বন করিয়াছি; তবে লাতিন নামের সময় প্রচলিত পন্থা অনুসরণ করা হইয়াছে।

উপসংহারে পাঠকবর্গের নিকট এই নিবেদন যে, বর্তমান পুস্তক আরম্ভ করিবার কালে আমার এই ইচ্ছা হইয়াছিল যে আমি ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত গ্রীক ও লাতিন ভাষায় লিখিত সকল পুস্তক-গুলি অনুবাদ করিব। এই ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া আমি “ইরিথ্রিয়ান সাগর প্রদক্ষিণ” (২) (The Circumnavigation of

(১) সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। ইনি গ্রীস দেশের এক বৃহৎ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (অ)

(২) ইরিথ্রিয়ান সাগর—যখন মিশরদেশ রোমকগণের অধিকারভুক্ত ছিল, তখন ভারতবর্ষের সহিত মিশরের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল। প্রাচীন গ্রীক ও

the Erythræan Sea) নামক পুস্তকের অনুবাদ শীঘ্রই প্রকাশিত করিব এবং তৎপরে আরিয়ান (৩) ও কার্টিয়াস (৪) তাঁহাদের পুস্তকে আলেকজান্দারের অভিযানের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

---

রোমানগণ আফি কার উপকূল হইতে পূর্বাঞ্চলের সমুদ্রের যতখানি জ্ঞাত ছিলেন, উহাকে ইরিথ্রিয়ান সাগর নামে অভিহিত করিতেন। সম্ভবতঃ প্রাচীন গ্রীকেরা লোহিত সাগরস্থ প্রণালী সমূহকে ইরিথ্রা (Erythra) নামে অভিহিত করিতেন বলিয়াই সমুদ্রকে ঐরূপ আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। পারস্তোপসাগরকেও এই ইরিথ্রিয়ান সাগরের অন্তর্ভুক্ত করা হইত। “Periplus of the Erythrean Sea” বা ইরিথ্রিয়ান সাগর প্রদক্ষিণ নামক একখানি প্রাচীন পুস্তকে মিশর ও পূর্বাঞ্চলের প্রাচীন বাণিজ্যের সঠিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। আমরা শীঘ্রই “পেরিপ্লাস” গ্রন্থের অনুবাদ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব। (অ)

(৩) আরিয়ান নামক গ্রীসদেশবাসী ঐতিহাসিক, আলেকজান্দারের অভিযান সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইনি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (অ)

(৪) কার্টিয়াস আলেকজান্দারের জীবনী লিখিয়াছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় না। অনেকের মতে ইনি প্রথম শতাব্দীর মধ্য ভাগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কার্টিয়াস দশ খণ্ডে নিজ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে প্রথম দুই খণ্ডের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। অন্ত্যস্ত খণ্ডগুলির অংশ বিশেষ মাত্র পাওয়া যায়। গ্রন্থে ভ্রম প্রমাদ থাকিলেও লেখকের বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী। (অ)



## অধ্যাপক ম্যাক্রিগল লিখিত মুখবন্ধ

প্রাচীন গ্রীকগণের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। মহাকাব্য, গীতিকাব্য বা নাটক সংক্রান্ত কোন গ্রন্থেই তাঁহাদের প্রধান ২ কবিগণ ভারতবর্ষের নামোল্লেখও করেন নাই। অবশ্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা অবগত ছিলেন। কারণ, আমরা হোমরে (১) দৈখিতে, পাই যে, তৎকালীন গ্রীকগণ ভারতীয় পণ্য দ্রব্য ব্যবহার করিতেন। এই সকল দ্রব্য সেই সময়ে ভারতীয় শব্দেরই বিকৃত ভাবে উল্লিখিত হইত (২)। কিন্তু, আমরা ইহাও জানিতে পারি যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রীকগণের ধারণা অত্যন্ত অস্ফুট ছিল। তাঁহারা ভারতবর্ষকে “পূর্ব ইথিওপিয়া” (৩) বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহাদের

(১) গ্রীক জাতির আদি কবি। ইনি ইলিয়ড ও অডিসী নামক দুইখানি মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ, ইনি আসিগা মহাদেশেই জন্ম গ্রহণ করেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি পূর্ব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। অনেকে আবার হোমর পূর্ব খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

(২) গ্রীক দেশীয় ‘কাসিটেরস’ শব্দ সংস্কৃত ‘কন্তীয়’ টিন শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

(৩) হোমর নিজ গ্রন্থ অডিসীতে লিখিয়াছেন যে “ইথিওপিয়ানগণ দুই দলে বিভক্ত ছিল, এক দল পৃথিবীর এক প্রান্তে ও অপর দল অপর প্রান্তে বাস করিত”।



বিশ্বাস ছিল যে পশ্চিম ইথিওপিয়ায় যেরূপ প্রথর সূর্যালোকপ্রদীপ্ত কুম্ভবর্ণের লোক বাস করিত, পূর্ব ইথিওপিয়ায়ও সেইরূপ লোক বাস করিত এবং শেষোক্ত দেশ পৃথিবীর এক সীমান্তে অবস্থিত ছিল। ভারতবর্ষ ও ইথিওপিয়াকে অভিন্ন মনে করিয়া গ্রীকগণ যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, ঐ ভ্রম প্রযুক্তই তাঁহারা পশ্চিম ইথিওপিয়া সম্বন্ধীয় প্রকৃত বা কাল্পনিক বিবরণসমূহ ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও আরোপ করিতেন (৪)। অবশ্য এই ভ্রম নামের সঙ্গে সঙ্গেই প্রচলিত হইয়াছিল। এই জন্তই আমরা প্রাচীন গ্রীক-সাহিত্যে মনুষ্য বা জন্তু সমূহের যে সকল প্রকৃত বা কাল্পনিক নাম দেখিতে পাই, তাহা কোন সময়ে ইথিওপিয়া এবং কোন সময়ে ভারতবর্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে, দেখিতে পাই। ভারতবর্ষের শ্রায় সুদূরবর্তী ও অনধিগম্য প্রদেশ সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীকগণের যে এইরূপ অস্পষ্ট জ্ঞান জন্মিবে, তাহাতে কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নাই ;

ঐতিহাসিক হেরডটস কয়েক স্থলে পূর্ব দেশীয় ইথিওপিয়ানদিগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু, তিনি ইথিওপিয়ান ও ভারতবাসীদের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। টালীরস নামক অন্ততম ঐতিহাসিক অনেক সময় ইথিওপিয়ান ও ভারতীয়গণকে একই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আলেকজান্ডারের অভিযানের পরে এইরূপ ভ্রম দূরীভূত হয়। ইথিওপিয়া প্রথমে মিশরের অধীনে ছিল ; পরে পারস্যের, ও তৎপরে রোমকসম্রাট অগষ্টাসের করায়ত্ত হইয়াছিল।

(৪) অধ্যাপক মার্কজুল, দৃষ্টান্ত স্বরূপ “স্কিয়াপোডিস” প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু, সিসট্রিসের অধীন মিশর-বাসিগণ ( ৫ ), সেমিরামিসের অধীনে আসিরিয়ানগণ ( ৬ ), এবং প্রথমে সাইরস ( ৭ ) ও পরে দারিয়াসের অধীনে পারসিকগণ ( ৮ ) যখন ক্রমান্বয়ে ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের নিকট হইতেও যে গ্রীকগণ ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোন বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তাহাই বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় বোধ হয়। ডাক্তার রবার্টসন (৯) বলেন যে, সম্ভবতঃ গ্রীকগণ নিজেদের অধিকতর সুসভ্য মনে করিয়া,

( ৫ ) সিসট্রিস—প্রবাদ এই যে, মিশরের অন্ততম নরপতি সিনট্রিস বা রামিসিস খৃষ্টীয় পূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং তিনিই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের গাঙ্গেয় প্রদেশগুলি পর্য্যন্ত অধিকারে সক্ষম হইয়াছিলেন।

( ৬ ) সেমিরামিস—আসিরিয়ানগণের রাজ্ঞী। ইহাঁর সম্বন্ধেও এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত যে, ইনিও ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ‘প্রাচীন ভারত’ গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে উল্লেখ্য।

( ৭ ) সাইরাস—পারস্তাধিপতি। সাইরাসের অভিযানের কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

( ৮ ) ঐতিহাসিক হেরডটস বলিয়াছেন যে, পারস্তরাজ দারিয়াস আসিয়া মহাদেশের অনেক স্থান অনুসন্ধান ও কারিয়ান্দা নিবাসী স্বাইলাস ও অন্যান্য ব্যক্তির কর্তৃত্বাধানে রণতরী প্রেরণ করিয়াছিলেন। ‘প্রাচীন ভারত’ প্রথম কল্প, প্রথম খণ্ডের ১৭ ও ২১ পৃষ্ঠা উল্লেখ্য।

( ৯ ) স্কটলাও দেশীয় ঐতিহাসিক। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে “Historical disquisition Concerning India” নামক এক খানি মূল্যবান পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যাহাদিগকে তাঁহারা বর্বর (১০) বলিয়া গণ্য করিতেন, তাঁহাদিগের বিষয় অবগত হইতে ঘৃণা বোধ করিতেন। প্রকৃত ঘটনা যাহাই হোক, গ্রীকদিগের নিকট পারস্য যুদ্ধের (১১) পূর্বে ভারতবর্ষ প্রহেলিকাপূর্ণ কল্পিত দেশ বলিয়া বিবেচিত হইত। পারস্য যুদ্ধের সময় হইতে তাঁহারা ভারতবর্ষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। মিলেটস-বাসী হিকেটসই (১২) তাঁহার গ্রন্থে সর্ব প্রথমে ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করেন। হেরডোটস (১৩) ভারতবর্ষের কথা অধিকতর উল্লেখ করেন। টিসিয়স (১৪) কয়েক বৎসর পারস্যরাজ আর্টারাক্সেস নেমনের (১৫)

(১০) প্রাচীন গ্রীকগণ হেলেন নামক তাঁহাদের আদি পুরুষের সহিত যাহার কোন সম্পর্ক না থাকিত, তাহাকেই Barbarian বা বর্বর নামে অভিহিত করিতেন।

(১১) পারস্যরাজ্যের রাজধানী সার্দিস (Sardis) গ্রীকগণ ভয়ানক ভাবে দখল করেন এবং এই অপমানের প্রতিশোধ কামনায় পারস্যরাজ দারিয়াস ও তৎপুত্র জারাক্সিস্ গ্রীকদেশের বিরুদ্ধে যে সৈন্যবলী চালনা ও যুদ্ধ করেন তাহাই “পারস্য যুদ্ধ নামে” খ্যাত। এই যুদ্ধে ভারতীয় তীরন্দাজগণ গ্রীকদেশে পারস্য-রাজ্যের সাহায্যার্থ গমন ও যুদ্ধে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

(১২) হিকেটস ৪৪২ পূর্ব খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইনি একাধারে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ছিলেন।

(১৩) গ্রীক দেশের আদিম ঐতিহাসিক। ‘প্রাচীন ভারতের’ প্রথম কল্পের প্রথম খণ্ডের ১৭ হইতে ২১ পৃষ্ঠা জুটবে।

(১৪) লিডিয়া প্রদেশ বাসী টিসিয়াসই সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের অংশমাত্র পাওয়া যায়।

(১৫) আর্টারাক্সিস নেমন—৪০৫ হইতে ৩৬১ পূর্ব খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

পারিবারিক চিকিৎসকরূপে পারস্তে অবস্থান কালীন-ভারত-ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক উপাদান সংগ্রহ করেন এবং গ্রীক ভাষায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইনিই প্রথম ইতিহাস রচনা করেন। চূর্ভাগ্য বশতঃ, তাঁহার বর্ণনা নানারূপ কাল্পনিক বৃত্তান্তপূর্ণ এবং আলেকজান্দারের অনুচর-বর্গই “পশ্চিম পৃথিবী”কে ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় যথাযথ বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে ইঁহারাই প্রথম স্থান পাইবার যোগ্য। সকলেই অবগত আছেন যে, এই মহাবীর তাঁহার বিজয়-কাহিনী লিপি বদ্ধ করিবার জন্ত ও তিনি যে ২ দেশের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতেন, সেই ২ দেশের বৃত্তান্ত সংগ্রহের জন্ত কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে নিজের সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার কর্মচারি-বৃন্দের মধ্যেও কয়েকজন সাহিত্যিক ছিলেন; ইঁহারা শব্দ ও শাস্ত্র উভয় বিদ্যায়ই পারদর্শী ছিলেন। এই জন্তই তাঁহার অভিযানকালে বিটো, ডায়গনেটস, নিয়ার্কস, অনিসিক্রিটস্, আরিষ্ট বোলস, কালিসথিনিস্ প্রভৃতি অনেক লেখক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া ছিলেন। এই সকল বর্ণনাগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হই-  
 যাছে, কিন্তু সারাংশগুলি সংক্ষিপ্ত ভাবে ষ্ট্রাবো, প্লিনি ও আরিয়ানের (১৬) গ্রন্থে বর্তমানেও দৃষ্ট হয়। পূর্বোক্ত লেখকগণের পরবর্ত্তী কালে, ডিমােকস, পাট্রোক্লিস, টিমসথিনিস্ এবং মেগস্থেনিস্ ভারত-বর্ষ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ডিমােকস,

পারস্তের অধীশ্বর ছিলেন। ইঁহারই সময়ে জগদ্বিখ্যাত “Retreat of the Ten Thousand” অর্থাৎ দশসহস্র গ্রীকসৈন্তের পশ্চাদ্গমন ব্যাপার সংঘটিত হয়।

(১৬) ঐতিহাসিক। ‘মুখবন্ধের’ (৩) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

সেলুকাস (১৭) কর্তৃক দূতস্বরূপ সান্দ্রাকোটসের (১০) বংশধর আলিট্রোকোডেসের (১১) নিকট প্রেরিত হইয়া অনেক কাল ধরিয়া পালিবোথায় বাস করিয়াছিলেন। পাট্রোক্লিস সেলুকাসের নোসেনাধ্যক্ষ ছিলেন। টিমস্‌থিনিন্স টলেমি ফিলাডেলফসের (২০) নাবধ্যক্ষ ছিলেন। মেগস্থেনিস্ সেলুকাস নিকেটর কর্তৃক সান্দ্রাকোটসের দূতস্বরূপ প্রেরিত হইয়া প্রাসীগণের (২১) রাজার

(১৭) আলেকজান্দারের তন্তুতম সেনাপতি। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে ইনি সিরিয়ায় স্বাধীন রাজ্য-স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইনি চল্লিশের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। মেগস্থেনিসের স্বদেশ প্রত্যাগমনের পরে সেলুকাস ডিমাকসকে দূত স্বরূপ চল্লিশের দরবারে প্রেরণ করেন। ডিমাকস ও মেগস্থেনিসের পছানুসারে ভারতবর্ষের রীতি নীতি পর্যবেক্ষণ পূর্বক এক পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় ডিমাকনের বর্ণনার স্বজাংশই আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

(১৮) মগধাধিপতি চল্লিশ। দায়দরস চল্লিশকে জান্দারমিস (Xandrames) নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

(১৯) বিন্দুসার।

(২০) মিশররাজ টলেমি, ডাইওনিসিয়াস নামক এক ব্যক্তিকে দূত স্বরূপ ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। ইনিও ভারতবর্ষের এক বর্ণনা প্রণয়ন করেন। ইহার সময়ে বিন্দুসার কি তৎপুত্র অশোক রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার নির্দেশ পাওয়া যায় না।

(২১) প্রাসী—প্রাচীনগণ (Prasii); প্রাসী এই কথাটি অনেকে অনেক ভাবে লিখিয়াছেন। যথাঃ—ষ্ট্রাবো—Prasioi; প্রিনি—Prasii; ইলিয়ান Prasio.

রাজধানী পালিবোথায় বাস করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিয়া ছিলেন তাহাই পরবর্তী গ্রন্থকারগণের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছিল। মেগস্থেনিসের এই গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায় না, কিন্তু এই গ্রন্থ প্রাচীন লেখকগণ কর্তৃক এত বার সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃত হইয়াছে যে এই সকল উদ্ধৃত বিবরণাদি হইতে মেগস্থেনিসের মূল গ্রন্থের বক্তব্য বিষয় ও তাঁহার রচনা-বিভাগের কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। ডাক্তার সোয়ানবেক বহু পরিশ্রম এবং যত্ন সহকারে সকল অংশগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং এই সংগৃহীত অংশগুলি একত্ৰীভূত গ্রন্থের সহিত ল্যাটিন ভাষায় লিখিত এক ভূমিকা সংযোজিত করিয়াছেন। এই ভূমিকায়, মেগস্থেনিসের পূর্বে গ্রীকগণের প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল তাহার আলোচনা করিয়া, পরে, প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে মেগস্থেনিসের লিখিত অংশগুলির পর্যালোচনা করিয়াছেন। তৎপরে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থখানির লিপিবদ্ধ বিষয়গুলির সূচী ও সমালোচনা সহ, মেগস্থেনিসের পরে যে সকল গ্রন্থকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া ছিলেন তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন ( ২২ )।

ইত্যাদি। মগধের অধিবাসিগণকে প্রাচীন গ্রীকগণ এই নামে অভিহিত করিতেন।

(২২) সোয়ানবেক, ইরাসমিনিস্, হিপার্কস্, পোলিমো, আপলডরস্, আগা-থারকাইডিস্, ট্রাবো, টলেমি প্রভৃতি গ্রীক গ্রন্থকারগণ এবং ভারো, অ্যাগ্রিপা, পম্পোনিয়াস মেলা, সেনেকা, প্লিনি এবং সলিনাস নামক রোমক গ্রন্থকারগণের

আমি সোয়ানবেক কর্তৃক লিখিত ভূমিকা হইতে কয়েকটা চিত্তাকর্ষক স্থান উদ্ধৃত করিয়া, মেগস্থেনিসের বর্ণনা যে বিশ্বাসযোগ্য তাহাই দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। বর্তমানে মূলহার মহাশয়ের সম্পাদিত “ইণ্ডিকা” গ্রন্থে তিনি ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে কয়েকটা স্থান অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করিলাম।

বাষ্টিনাস (২৩) সেলুকাস নিকেটর সম্বন্ধে বলিয়াছেন “আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে, মাসিডোনিয়ান রাজ্য সেলুকাস ও তাঁহার অগ্রাগ্র উত্তরাধিকারিগণ মধ্যে বিভক্ত হইবার পরে, সেলুকাস প্রথমতঃ বাবিলন অধিকার করিলেন; প্রথম যুদ্ধে কৃতকার্য হওয়াতে তাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে ২ তিনি বাকট্রিয়ান প্রদেশ পরাভূত করেন। পরে, তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে, ভারতবাসীরা স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছায় তাঁহার শাসনকর্তৃগণকে নিহত করে। সাল্লাকোটস ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেন, কিন্তু জয়লাভ করিয়া তিনি যে জাতিকে বৈদেশিক রাজার অধীনতা হইতে উদ্ধার করিয়া ছিলেন, পুনরায় তাহাদিগকে অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন। সেলুকাস যখন তাঁহার ভবিষ্যৎ প্রাধাত্যের ভিত্তি স্থাপন করিতেছিলেন, তখন, সাল্লাকোটস ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতে ছিলেন। সেলুকাস তাঁহার সহিত সন্ধি

কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থকারগণের মধ্যে অনেকগুলির বৃত্তান্ত “প্রাচীন ভারতে”র প্রথম কন্ডের, প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(২৩) বাষ্টিনাস নামক রোমক ঐতিহাসিক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে পারস্ত, গ্রীস, রোম প্রভৃতির এক ইতিহাস প্রণয়ন করেন।

নৃত্রে আবদ্ধ হইয়া এবং পূর্বাঞ্চলের রাজ্য সমূহের ব্যবস্থা করিয়া আর্টিগোনসের ( ২৪ ) সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ।”

বাণ্টিনাস ব্যতীত আপিয়েনস্ সেলুকস প্রাসি (২৫) বা প্রাচ্যাদি-পতি সাম্রাজ্যকোটস বা চন্দ্রগুপ্তের সহিত যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার কথা উল্লেখকল্পে বলিয়াছেন যে, “সেলুকস সিঙ্কুনদ উত্তীর্ণ হইয়া সিঙ্কুতীরবর্তী ভারতীয়গণের অধীশ্বর সাম্রাজ্যকোটসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । পরিশেষে তিনি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব ও বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করেন ।”

ট্রাবো (২৬) ও বলিয়াছেন যে, “সেলুকস নিকেটর সাম্রাজ্যকোটসকে সাম্রাজ্যের অনেকাংশ প্রদান করেন । ভারতীয়গণ পরে মাসি-দোনিয়ানগরের নিকট হইতে প্রাপ্ত আরিয়ানীর অধিকাংশ অধিকার করেন এবং সাম্রাজ্যকোটসের যেনয় সহস্র হস্তী ছিল, তাঁহার পাঁচশত হস্তী সেলুকসকে প্রদান করিয়া, তিনি বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন ।” প্লুটার্ক (২৭) বলিয়াছেন যে, “অল্লদিবস পরেই

( ২৪ ) আলেকজান্দারের অমৃতম সেনাপতি । আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে, ইনি তাঁহার সাম্রাজ্যের এক অংশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন ।

( ২৫ ) প্রাসি—২১ পাদটীকা দ্রষ্টব্য ।

( ২৬ ) ট্রাবো—ভৌগলিক । ইঁহারই লিখিত ভারতবর্ষের বিবরণ “প্রাচীন ভারতে”র প্রথমখণ্ডে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে ।

( ২৭ ) প্লুটার্কের জীবনী—“Lives of Greeks and Romans” স্ববিখ্যাত গ্রন্থ । ইনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন ।



আল্লাকোটস (২৮) রাজা হইয়া সেলুকসকে পাঁচশত হস্তী প্রদান করেন এবং ছয়লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ ও স্বাধিকারভুক্ত করেন।”

দায়দরস (২৯) সেলুকসের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ কালে আদৌ ভারতীয় অভিযানের কথা উল্লেখ করেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, সেলুকস এই অভিযান-কালে মধ্যভারত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গঙ্গা-নদী ও পালিবোথ্রা পৌঁছিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ এরূপও উল্লেখ করেন যে, তিনি গঙ্গার মোহনা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং সেই কারণে তিনি আলেকজান্দার অপেক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, কেহ কেহ এইরূপই অনুমান করেন। কিন্তু এই ঘটনা সত্য হইলে, লেখকগণ কেবল প্রাসঙ্গিক ভাবেই এই অভিযানের কথা উল্লেখ করিতেন না। লাসেন (৩০), প্লিগেল (৩১) এবং সম্প্রতি সোয়ানবেক, এই অমূলক উক্তির প্রতিবাদ করিয়া-

(২৮) আল্লাকোটস বা দাল্লাকোটস বা চল্লগুপ্ত।

(২৯) দায়দরস—ইতালীর সন্নিকটস্থ সিসিলীদ্বীপবাসী ঐতিহাসিক। ইনি চল্লিশ খণ্ডে এক ইতিহাস প্রণয়ন করেন; কিন্তু, বর্তমানে মাত্র পঞ্চদশ খণ্ড অবশিষ্ট আছে।

(৩০) লাসেন—নরওয়ে দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইনি বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন।

(৩১) প্লিগেল জার্মান প্রাদেশীয় সমালোচক। ইনিও, লাসেনের স্থায় বন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি সংস্কৃত সাহিত্যের জ্ঞান অধূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

ছেন। সোয়ানবেক প্রথমতঃ যাষ্টিনাস হইতে স্থল বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, যাষ্টিনাসের মতে সেমিরামিস ও আলেকজান্দার ব্যতীত অপর কেহই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন নাই। এই উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সেলুকাসের অভিযান কদাপি আলেকজান্দারের অভিযানের সমতুল্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। সোয়ানবেক পরে বলিয়াছেন যে, যদি আরিয়ান সেলুকাসের অভিযানের বৃত্তান্ত অবগত হইতেন তবে তিনি লিখিতেন না যে, যদিও মেগস্থেনিস ভারতবর্ষের অনেক স্থান পরিদর্শন করেন নাই, তত্রাপি তিনি ফিলিপপুত্র আলেকজান্দারের সহগামী ব্যক্তিগণের অপেক্ষা অধিক দেখিয়াছিলেন। (৩২)” গ্রন্থকার এই স্থানে, অনায়াসে, মেগস্থেনিস ও সেলুকাসের তুলনা করিতে পারিতেন।

এক্ষণে, প্লিনি তাঁহার গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছেন তাহাই আলোচনা করা যাউক। আলেকজান্দার ভারতবর্ষে যে পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, প্লিনি সেই স্থানের দূরত্ব ডাইওনিটস এবং

(৩২) মুদ্রারাক্স পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কুহুমপুর (পাটলিপুত্রের অজ্ঞাতনাম নাম) কিরাত, যবন, কাষোজ, পারসীক প্রভৃতি দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াছিল। এতদৃষ্টে অনেকে অনুমান করেন যে, সেলুকসই এই সকল বৈদেশিক সৈন্য সহ চল্লিশগুণে আক্রমণ করেন। কিন্তু, এতদ্বত্তরে সোয়ানবেক বলিয়াছেন যে, মুদ্রারাক্স খৃষ্টের মৃত্যুর অন্ততঃ সহস্র বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল। সহস্র বৎসর না হোক, সেলুকসের অভিযানের যে বহু পরে প্রণীত হয়, তাহাযে কোন সন্দেহ নাই।

বিটোর(৩৩) গ্রন্থে বিদিত হইয়া পরে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। “সেনুকস্ নিকেটর এই প্রকারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আলেক-জান্দার যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে হেসিদ্দাস ১৬৮ মাইল, তথা হইতে যমুনা ১৬৮ মাইল ; যমুনা হইতে গঙ্গা ১১২ মাইল। এই স্থান হইতে রোডোফাস ১১৯ মাইল। রোডোফাস হইতে কালিনিপাক্সা (৩৪) ১৬৭ মাইল। তথা হইতে গঙ্গা-

(৩৩) ডাইওনিটস ও বিটো—আলেকজান্দারের কর্তৃচরী। ইহারা আলেকজান্দারের অভিযানের অনুগামী হইয়াছিলেন এবং অভিযানের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। বর্তমানে ইহাদের বর্ণনা পাওয়া যায় না।

(৩৪) হেসিদ্দাস—শতদ্রু।

রোডোফাস—এই স্থানের অবস্থিতি নির্দেশ করা সুকঠিন। কেহ কেহ ইহাকে বর্তমান দাভাই নামক ক্ষুদ্র নগর বলিতে চান।

কালিনিপাক্সা—এ নগরের ও স্থান নির্দিষ্ট হয় নাই।

প্রিনি উল্লিখিত এই সকল স্থান, সিদ্ধ হইতে পাটলিপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত রাজপথের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। মাক্রিওল অম্বত্র এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন “হেসিদ্দাসকে শতদ্রু বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। যে স্থানে শতদ্রু ও বিপাসা মিলিতা হইয়াছে, সেই সম্ভ্রম স্থল হইতে লুধিয়ানা, সিরহিন্দ ও আম্বালা হইয়া যমুনা ১৬৮ মাইল। তথা হইতে গঙ্গা ১১২ মাইল। এই স্থান হইতে রোডোফা ১১৯ মাইল। এতদ্ব্যতীত অনুমিত হয় যে, এই স্থানটী বর্তমানে দাভাই নামে খ্যাত। দাভাই অনুপসহর হইতে দ্বাদশ মাইল দূরবর্তী একটি ক্ষুদ্র সহর। অনেকে কালিনিপাক্সাকে কনোজ বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু, সেন্ট মার্টিন নামক অল্পতম প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলেন যে কনোজের স্থায় প্রসিদ্ধ সহরকে যে প্রিনি এরূপ নামে অভিহিত করিবেন তাহা বোধ হয় না। তিনি ইহাকে ইক্ষুমতী নদীর

যমুনা সঙ্গম হইতে ৬০৫ মাইল এবং সঙ্গম হইতে পালিবোথ্রা ৪২৫ মাইল এবং এহ স্থান হইতে গঙ্গার মোহানা ৬৩৮ মাইল।”

তীরবর্তী মহাভারতোক্ত পাঞ্চাল নগর বলেন। ইক্ষুমতী তখন কালিনদী বা কালিন্দী নামে অভিহিত হইত। ‘পাঞ্চা’ সম্ভবতঃ সংস্কৃত ‘পঞ্চ’ শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং তজ্জগৎ কালিনদীর তীরবর্তী কোন নগর বলিয়া কালিনীপাঞ্চাকে মনে করা যাইতে পারে।

দূরত্ববাচক যে সকল সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায় এবং এই সংখ্যাগুলি ভ্রমাত্মক তাহাও অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু পূর্বোক্ত প্রত্নতত্ত্ববিৎ মার্টিন, প্রদত্ত সংখ্যাগুলি যে এক প্রকার ঠিক তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মার্টিনের মতে

শতদ্রু হইতে যমুনা	১৬৮ মাইল
যমুনা হইতে গঙ্গা	১১২ মাইল
গঙ্গা হইতে রডোকা	১১৯ মাইল
রডোকা হইতে কালিনিপাঞ্চা	১৬৭ মাইল

মোট ৫৬৬ মাইল

মিঃ কালিনিপাঞ্চা হইতে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের দূরত্ব ৬২৫ মাইল বলিয়াছেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দূরত্ব ২২৭ মাইল। মার্টিন বলিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ মিঃ কালিনিপাঞ্চা হইতে সঙ্গম স্থলের দূরবর্তী কোন স্থলের দূরত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। মার্টিন দূরত্বের যে হিসাব দিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রোমের প্রচলিত মাইল হিঃ গ্রীস দেশের ষ্টাডিয়া

( ১ মাইল = ৪৮৫৪ ফুট ৩ ৫ ইঃ ) ( ১ ষ্টাডিয়া = ৬৬০ ফুট ৯ ইঃ )

শতদ্রু হইতে যমুনা	১৬৮	১৩৪৪
যমুনা হইতে গঙ্গা	১১২	৮৯৬
গঙ্গা হইতে রডোকা	১১৯	৯২৫

সোয়ানবেকের মতে প্লিনি যে ‘সেলুকস নিকটর’ শব্দটিতে চতুর্থ বিভক্তি (৩৫) ব্যবহার করিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে “সেলুকসের অন্ত্র অবশিষ্ট স্থান পরিদৃষ্ট হইয়াছিল।’ এতদ্ব্যতীত ইহার অন্ত্র কোন অর্থ হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এই স্থলে মেগস্থেনিস্, ডিমােকস এবং পাট্রোক্লিসের পরিভ্রমণের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। প্লিনি অন্ত্র বাহা বলিয়াছেন তাহাতেও অর্থ পরিষ্কৃত

সোজাপথে শতদ্রু হইতে রডোফা	৩২৫	২৬০০
রডোফা হইতে কালিনিপাক্সা	১৬৭	১৩৩৬
শতদ্রু হইতে কালিনিপাক্সার মোট দূরত্ব	৫৬৫	৪৫২০
কালিনিপাক্সা হইতে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম	২২৭	১৮১৬
যমুনা হইতে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম	৬২৫	৫০০০

প্লিনির মতে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম স্থল হইতে পালিবোথ্ৰা ৪২৫ মাইল কিন্তু, বস্তুতঃ পক্ষে এই দূরত্ব মাত্র ২৪৮ মাইল। সুতরাং প্লিনি যে দূরত্ব নির্দেশ করিয়াছেন তাহা ভ্রমাত্মক। প্লিনি বলিয়াছেন যে, পালিবোথ্ৰা হইতে গঙ্গার মোহনা ৬৩৮ মাইল। মেগস্থেনিস ৫০০০ ষ্টাডিয়ার কথা বলিয়াছেন। উভয়েরই নির্দিষ্ট ব্যবধান একই দেখা যাইতেছে। পাটনা হইতে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) ৪৪৫ ইংরাজী মাইল ৪৮০ রোমক মাইল। জলপথে অবশ্যই এই দূরত্ব বেশী।

(৩৫) “The ambiguous expression *reliqua Seleuco Nicatori Peragrata Sunt* translated above as “the other Journeys made for Seleukos Nikator according to Schwanbeck’s opinion contain a datave of advantage, and therefore can bear no other meaning”.  
( Mc. Crindle ).

হয় না। প্লিনি বলিয়াছেন যে, কেবল 'যে আলেকজান্দার বা তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণের (যাঁহাদের মধ্যে সেলুকস এবং এন্টিওকস (৩৬) হিরকেনিয়ান ও কাশ্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং পাট্রোক্লিস (৩৭) যাঁহাদের নাবধ্যক্ষ ছিলেন) বাহুবলে সকলে ভারতের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে। পরন্তু, যে সকল গ্রীক লেখকগণ ভারতীয় রাজগণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন (দৃষ্টান্তস্বরূপ, মেগস্থেনিস ও ডাইওনিসিয়াসের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে), তাঁহারা ভারতবাসী প্রত্যেক জাতির সৈন্ত সামন্তের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।' সোয়ানবেক এ ক্ষেত্রেও অস্বীকার করেন যে, এস্থলে ভারতীয় যুদ্ধের কথা লিখিত হয় নাই।

মূলরের মতে, নিম্নোক্ত বর্ণনাগুলি হইতে মেগস্থেনিস সংক্রান্ত সকল বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়—“ঐতিহাসিক মেগস্থেনিস যিনি সেলুকস নিকেটরের সহিত বাস করিতেন,” “মেগস্থেনিস যিনি আরাকোসিয়ার শাসনকর্তা সিবিরটিয়সের (৩৮) সহিত বাস করিতেন এবং যিনি লিখিয়াছেন যে তিনি অনেক সময় ভারতবাসীগণের অধিপতি সান্দ্রাকোটসের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন,” “সান্দ্রা-

(৩৬) সিরিয়া-অধিপতি।

(৩৭) সেলুকাসের নৌ-সেনাধ্যক্ষ।

(৩৮) সিবিরটিয়স ৩২৩ পূর্ব খৃষ্টাব্দে আরাকোসিয়া প্রদেশের শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি পরে সেলুকাসের দলভুক্ত হইয়াছিলেন।

কোটস ষাঁড়ার নিকট মেগস্থেনিস দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন ;” “মেগস্থেনিস এবং সাস্ত্রাকোটস দৌত্য-কার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন, প্রথমোক্ত পালিমবোথ্রায়, সাস্ত্রাকোটসের নিকট এবং দ্বিতীয় সাস্ত্রাকোটসের পুত্র আলট্রোকাডিসের নিকট নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহারা সেই সময়ের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন” ; “মেগস্থেনিস বলেন যে তিনি মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের নিকট গমন করিতেন, ইনি ভারতীয়গণের অধীশ্বর ছিলেন এবং পোরস (৩৯) অপেক্ষা পরাক্রান্ত ছিলেন ;” “মেগস্থেনিস কিছুকাল ভারতীয় রাজগণের সহিত বাস করিয়া ভারতীয় ঘটনাবলীর এক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন ; ফিলাডেলফাস কর্তৃক প্রেরিত ডাইওনিসিয়াসও এইরূপ এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন” (৪০) ।

“এই সকল বৃত্তান্ত হইতে আমরা মনে করি যে, মেগস্থেনিস আরাকোসিয়ার শাসনকর্তা সিবিরটিয়সের রাজ্যে সেলুকসের দূত-রূপ অবস্থান করিতেন এবং তথা হইতে তিনি পালিমবোথ্রায়-সাস্ত্রাকোটসের নিকট বহুবার দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন । আরিয়ান যাহা বলিয়াছেন তাহাতে অস্বীকৃত হয় যে, মেগস্থেনিস

(৩৯) গ্রীক দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তিন জন পোরসের নামোল্লেখ আছে । প্রথম—পাল্লাবাধিপতি পোরস যিনি আলেকজেন্দার কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন । দ্বিতীয়, প্রথম পোরসের আত্মীয় এবং তৃতীয়—যাঁহাকে ভৌগলিক ষ্ট্রাবো নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন । “প্রাচীন ভারত”, প্রথম কল্প, ২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । মূল গ্রন্থের বর্ণিত স্থানগুলির মন্ত মেগস্থেনিসের ২, ২৫, এবং ২৯ অংশ দ্রষ্টব্য ।

(৪০) এই শেবোক্ত উদ্ধৃত বচনটি মিনি হইতে গৃহীত হইয়াছে ।

পোরসের নিকটেও গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পোরস ৩১৭ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক বোলেন বলেন যে, মেগস্থেনিস আলেকজান্দারের সহগামী হইয়াছিলেন। কিন্তু, এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন মনে হয় না। আমাদের মতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, মেগস্থেনিস অন্ত কোন সময়ে পোরসের নিকটে গমন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক লাসেন মনে করেন যে, কোন নকলনাবশের দোষেই এইরূপ ভ্রম হইয়াছে; কিন্তু সোয়ানবেক বলেন যে, সাল্লাকোটস পোরসের অপেক্ষাও পরাক্রান্ত ছিলেন এই অর্থ করিলে আর কোন অসুবিধাই থাকে না।

কোন সময়ে তিনি এই দৌত্যকার্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং কতদিনই বা তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন তাহা সঠিক নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু, সম্ভবতঃ, তিনি সন্ধির পরে এবং উভয় নরপতির মধ্যে নৈত্রীভাব স্থাপিত হইবার পরেই ভারতবর্ষে গমন করিয়াছিলেন। সেই হিসাবে মেগস্থেনিস ৩০২ এবং ২৮৮ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই দৌত্যকার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

বদিও মেগস্থেনিসের ভারতে বাস করিবার সময় নিরূপণ করা হুইকহ, তথাপি তিনি ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ স্থান স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। এ সম্বন্ধে সোয়ানবেক বলিয়াছেন যে, “মেগস্থেনিস নিজে যাহা বলিয়াছেন এবং যেহেতু আলেকজান্দারের অন্তান্ত সহচরগণ ও অন্তান্ত গ্রীকগণ অপেক্ষা তিনি কাবুল ও পাঞ্জাবের নদাগুলির কথা অধিকতর যথাযথ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ঐ



সকল জনপদের অভ্যন্তর দিয়া গমন করিয়াছিলেন। পরে আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, তিনি রাজপথ দিয়াই পাটলিপুত্রে পৌঁছিয়াছিলেন। কিন্তু, এই সকল প্রদেশ ব্যতীত তিনি যে ভারতবর্ষের অপরাপর স্থান দেখিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। তিনি নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি কেবল জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী হইতে গাঙ্গেয় প্রদেশের নিম্নভূমিগুলির বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। সকলেই অনুমান করেন যে, তিনি কিছুকাল চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবাসে অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য অগ্ৰাস্থ স্থান দেখিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন ; কিন্তু কোন্ স্থানে বাস করেন তাহা নির্ণয় করা হুঃসাধ্য। কিন্তু এইরূপ ধারণা যে ভ্রান্তিমূলক তাহা দ্ব্যবসার পুস্তকের বিভিন্ন সংস্করণ দেখিলে প্রমাণিত হইবে। দ্ব্যবসার সকল পাণ্ডুলিপিতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, “মেগস্থেনিস লিখিয়াছেন যে, যাহারা চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে বাস করিতেন, তাঁহারা দেখিয়াছিলেন ইত্যাদি। কেবল গুয়ারিনি এবং গ্রিগোরিও (৪১) বলেন যে, ইহার অর্থ “চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে বাস করিবার কালে মেগস্থেনিস বলিতেছেন ইত্যাদি।” কিন্তু, ইহা গ্রহণযোগ্য নহে।

মেগস্থেনিস যে একাধিকবার ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন সোয়ানবেক তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সোয়ানবেক এ সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, “রবার্টসনের মতাবলম্বন করিয়া অনেক আধুনিক লেখক, একবাক্যে নির্দেশ করেন যে মেগস্থেনিস বহুবার

ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মত বিশ্বাসযোগ্য নহে। আরিয়ান লিখিয়াছেন (৪২) যে, “মেগস্থেনিস বলেন যে, তিনি বহুবাব চন্দ্রশুভ্রের নিকট গমন করেন।” কিন্তু ইহাতে প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে না ; কারণ, “মেগস্থেনিস দৌত্য কার্যে নিযুক্ত থাকা কালীন বহুবাব চন্দ্রশুভ্রের সহিত সাক্ষাত করিয়া-ছিলেন” আরিয়ান এই অর্থেই উপযুক্ত বাক্যাংশটি প্রয়োগ করিয়া-ছিলেন, এইরূপই মনে হয়। সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, অল্প কোন অর্থ মনে হয় না। বস্তুতঃ অপর কোন লেখকই একথা বলেন নাই যে, মেগস্থেনিস বহুবাব ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, যদিও এরূপ বলিবার উপলক্ষ্যও কম ছিল না এবং মেগস্থেনিসের নিজের গ্রন্থেও, তাঁহার বহুবাব আগমনের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। এতদুত্তরে, কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, মেগস্থেনিস বহুবাব ভারতবর্ষে না আসিলে তাঁহার বর্ণনা এরূপ যথাযথ হইত না। পক্ষান্তরে বহুকাল ধরিয়া তিনি পাটলিপুত্রে বাস করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার বর্ণনা যথাযথ হওয়াই সম্ভব ;— বহুবাব ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। সেই জন্ত, রবার্টসনের অনুমান বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য না হইলেও যে অনিশ্চিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।”

মেগস্থেনিসের সত্যবাদিতা এবং লেখক হিসাবে তাঁহার মূল্য সম্বন্ধে সোয়ানবেক নিম্নলিখিত মর্মে লিখিয়াছেন :—

(৪২) “আলেকজান্ডারের অভিযান” ৫, ৬, ২ ব্রষ্টব্য।

“প্রাচীন গ্রন্থকারগণ, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাঁহারা গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দোষগুণ বিচারের সময়, মেগস্থেনিসকে মিথ্যাবাদী ও অবিশ্বাস-যোগ্য লেখক বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন এবং টিসীয়াস ও মেগস্থেনিসকে এই শ্রেণীতে আসন দিয়াছেন। কেবল আরিয়ানই তাঁহার সম্বন্ধে সুবিচার করিয়া লিখিয়াছেন যে, “আলেকজান্ডারের সহযাত্রিগণের লিখিত বিবরণ, ভারতের পাদদেশ-বাহী মহাসাগর প্রদক্ষিণকারী নিয়ার্কাস এবং যাঁহাদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সকলেই অনুকূল মত পোষণ করেন, সেই মেগস্থেনিস ও ইরাটস্‌থিনিসের বিবরণ হইতে আমি ভারতবর্ষ বিষয়ক-বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ সমূহ, এক খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিব” (৪৩)।

যে সকল লেখকগণ মেগস্থেনিসকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইরাটস্‌থিনিসই অগ্রগণ্য এবং ষ্ট্রাবো ও প্লিনি তাঁহার সহিত এক মত প্রকাশ করেন। অন্যান্য লেখকগণ মধ্যে দায়দরস, মেগস্থেনিস বর্ণিত কতকগুলি ঘটনা বর্জন করিয়াছেন এবং ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, দায়দরস এবং অন্যান্য যাঁহারা এই শেবোক্ত পস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা কেবল এই বর্জিত স্থান সকলকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন নাই (৪৪)।

(৪৩) আলেকজান্ডারের অভিযান ৫, ৫ দ্রষ্টব্য।

(৪৪) অধ্যাপক সোয়ানবেক এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ষ্ট্রাবো ও অন্যান্য গ্রন্থকার যদি এইরূপে মেগস্থেনিসের বর্ণনা সংক্ষেপ না করিতেন, তবে আমরা প্রাচীন ভারত সংক্রান্ত আরও অধিক কথা জানিতে পারিতাম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি দায়দরসের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, দায়দরস অনেক সময় অনেক

ট্রাবো বলিয়াছেন (৪৫) যে, “সাধারণতঃ, এ যাবৎ বাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিবরণ লিখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিথ্যাবাদী। ডিমাকস এই দলের অগ্রগণ্য, পরে মেগস্থেনিস। অনীসীক্ৰিটস, নিয়ার্কাস এবং অগ্ণাত কয়েকজন মাত্র কয়েকটা সত্য ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। আলেকজান্দারের ইতিহাস লিখিবার সময় আমার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছে। ডিমাকস ও মেগস্থেনিসের উপর কোনরূপ আস্থা স্থাপন করা যায় না। এই দুই জন এক শ্রেণীর মনুষ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তাহাদের কর্ণ এত প্রকাণ্ড যে, তাহাতে তাহারা শয়ন করিতে পারে। উক্ত গ্রন্থকারদ্বয় মুখগন্ধ্যবিহীন, নাসিকাবিহীন, একাক্ষবিশিষ্ট, উর্ণনাভের পদের ত্রায় পদবিশিষ্ট, বিপরীত দিকে বক্রঅঞ্জলি-বিশিষ্ট নানা প্রকার নানবের কথা স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা হোমরের অনুকরণ করিয়া সারস পক্ষী ও বাননের যুদ্ধের আখ্যায়িকার পুনরুক্তি করিয়াছেন এবং বামনগুলি তিনবিতস্তি উচ্চ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, তাঁহারা স্বর্ণ-

উপাখ্যান পর্য্যন্ত বর্জন করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থকারগণ মনে করিতেন যে, অবাস্তব জাতি সমূহের কথা ও আখ্যানগুলি গ্রীসের কোন ব্যক্তিই বিশ্বাস করিবে না, এবং তজ্জন্ত মেগস্থেনিসের মূল গ্রন্থের অনেকাংশ বর্তমানে পাওয়া যায় না।

(১৫) ট্রাবোর বর্ণনা প্রথম কল্পে উক্ত হইয়াছে এবং সেই স্থলে এই সকল বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।

অশ্বেষণকারী পিপীলিকা, ত্রিকোণ মন্তকধারী বনদেবতা, এবং বৃহদাকারের বৃষ ও মৃগ ভক্ষণকারী সর্পের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইরাটসথিনিস বলেন যে, এই সকল লেখকগণ আবার পরস্পর পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বলিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। উপর্যুক্ত দুই জনেই পালিবোথায় দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন; মেগস্থেনিস সাল্লাকোটসের নিকট এবং ডিমাকস ও তৎপুত্র অমিত্রোকোডেসের নিকট ছিলেন। তাঁহারা এইরূপে প্রবাসের স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এরূপ রাখিবার কি আবশ্যকতা ছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

“তৎপরে, ষ্ট্রাবো বলিয়াছেন, “পাট্রাক্লিসের সহিত ইহাদের কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। ইরাটসথিনিসও যে সকল প্রাচীন গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, সেই সকল গ্রন্থেও এইরূপ অসঙ্গত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না” ষ্ট্রাবোর এই কথাটী অদ্বুত বলিয়া বোধ হয়, কারণ ইরাটসথিনিস্ প্রধানতঃ মেগস্থেনিসেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। প্লিনি (৪৬) বলিয়াছেন যে, মেগস্থেনিস ও ডাইওনিসিয়স্ প্রভৃতি অগ্ণাত গ্রীকলেখকগণ ভারতীয় রাজসভায় অবস্থানপূর্বক ভারতীয় জাতিসমূহের বলাবল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের তথ্য জ্ঞাত হইতে পারি, কিন্তু

(৪৬) প্রাণীতত্ত্ববিৎ প্লিনি বিশ্ববিয়স নামক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যাদগমে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। প্লিনির “প্রাণীতত্ত্ব” (Historia Naturalis) নামক গ্রন্থ ৩৭ ভাগে বিভক্ত ছিল। “প্রাচীন ভারত” ১ম খণ্ডে উল্লেখ্য।

এই সকল বিবরণ এরূপ পরস্পর-বিরোধী ও অবিশ্বাস্ত যে, উহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবার কোন আবশ্যক দেখা যায় না।

কিন্তু, এই সকল লেখকগণ যাহারা মেগস্থেনিসের গ্রন্থের বহু স্থান তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে এত বহুল পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, তাঁহারা মেগস্থেনিসকে যতদূর অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বয়ং তাঁহাকে ততদূর মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করেন নাই। অন্তের কথা দূরে থাকুক, ইর্যাটসথিনিস (যিনি বহুবার মেগস্থেনিস উদ্ধৃত করিয়াছেন) বলিয়াছেন যে “ভারতবর্ষের গ্রন্থের পরিমাণ তিনি ষ্টাথমি (৪৭) হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এই বাক্য কেবল মেগস্থেনিস সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা মেগস্থেনিসের গ্রন্থের দুই স্থলে ভুল লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রথম, যে যে স্থানে মেগস্থেনিস কাল্পনিক জাতিসমূহের কথা লিখিয়াছেন এবং দ্বিতীয়তঃ, যে স্থানে তিনি হিরাক্লিস ও ভারতীয় ডাইওনিসাসের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু, অত্যাশ্চর্য্য বিষয়েও এই সকল লেখকগণ মেগস্থেনিস অপেক্ষা অপর লেখকদিগের বিবরণে আস্থা স্থাপন করিয়াছেন।

“ভারতীয় আৰ্য্যগণ প্রাচীনতম কাল হইতেই যে সকল আদিম অধিবাসীদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন, ঐ সকল অনাৰ্য্য জাতি হইতে তাঁহারা দেহ ও মন উভয় বিষয়েই অত্যন্ত বিভিন্ন

ছিলেন। তাঁহারা এই পার্থক্য তীব্ররূপে অনুভব করিতেন এবং তাহা পরিষ্কাররূপেই প্রকাশ করিয়াছেন। দেবতাদিগের আদেশানুযায়ী, এই বর্করগণ যেরূপ ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের বহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, ভারতবাসিগণ কর্তৃকও ইহারা সচরাচর তাহাদিগের অপেক্ষা স্বভাব ও প্রকৃতিতেও নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। মানসিক বিভিন্নতা সহজে উপলব্ধি না হইলেও আৰ্য্যগণ সহজেই শারীরিক বিভিন্নতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং এই পার্থক্য অতিরঞ্জিত করিয়া, বর্করগণের মনে যাহা ভাল, তাহাও মন্দভাবে বর্ণনা করিয়া আৰ্য্যগণ অনার্য্যগণের মনে এক ভয়াবহ ও কুৎসিত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। জনপ্রবাদের সাহায্যে যখন এই চিত্র সকলের মনে বদ্ধমূল হইল, তখন কবিগণ এই সকল চিত্রের সহিত কাল্পনিক আখ্যান সংযোগ করিয়া ইহাদিগকে আরও অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিলেন। আরও অত্যাশ্চর্য্য ভারতীয় জাতি যাহারা আৰ্য্যগণের রীতিনীতি প্রতিপালন করিত না, অথবা যাহারা জাতিভেদ মানিত না, তাহারাও বর্করগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল এবং তাহাদিগেরই দ্বারা জঘন্ত চিত্রে চিত্রিত হইয়াছিল। এই জঘন্য আৰ্য্যজাতির মহাকাব্যসমূহে ব্রাহ্মণাধিকৃত ভারতবর্ষের চতুর্দিকে যে সমুদায় অনার্য্যজাতির উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহাদের কোন কালেই প্রকৃত অস্তিত্ব ছিল না এবং এই সকল জাতি যে কি প্রকারে কল্পিত হইয়াছিল, তাহারও মূল অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না।

“ভারতীয় দেবতা এবং তাঁহাদিগের অনুচরবৃন্দের মধ্যে দৃষ্টিপাত

করিলে আরও বিচিত্র মূর্ধি সকল দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কুবের ও কারিকেশ্বরের অঙ্গুরগুলি এক্রপভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহাদের কল্পনার পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে। ভারতবাসীরা এইগুলিকে বর্ষরজাতিসমূহ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন, কারণ ইহারা ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যেও বাস করে না এবং মনুষ্যের সহিতও ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই এবং সেই জন্য গ্রীকগণের পক্ষে উভয়কে এক বলিয়া ভ্রমে পড়িবার কোনও কারণ ছিল না।

কিন্তু আর্য্যগণ মানব ও দেবতার মধ্যবর্তী যে আর এক শ্রেণীর অসংখ্য জীব কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বর্ষরগণের সহিত এক মনে করা সহজ। কারণ, রাক্ষস ও অত্যাচারী পিশাচগণের স্বভাব কাল্পনিক জাতিসমূহের ত্রায় ; তবে, উভয়ের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ যে, ঐ জাতিসকলের এক একটীতে এক একটা দোষ আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু রাক্ষস ও পিশাচদের মধ্যে ঐ দোষ প্রায় পূর্ণমাত্রায় আরোপিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে উভয়ের মধ্যে এত কম পার্থক্য যে, অনেক সময় উভয়কেই অভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়। কারণ, রাক্ষসগণ ভীষণাকারে চিত্রিত হইলেও, মনুষ্য বলিয়া গণ্য হয়, মনুষ্য ও রাক্ষস পৃথিবীতেই বাস করে এবং উভয়েই ভারতীয় যুদ্ধে লিপ্ত থাকে এবং তজ্জগৎ সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে রাক্ষস ও মনুষ্যের স্বভাবে কি পার্থক্য তাহা নির্ণয় করা দুর্ব্বল। রাক্ষসদিগের মধ্যে এমন কোনও প্রকৃতি দেখা যায় না, বাহা কোন না কোন জাতিতে বিদ্যমান নাই। সুতরাং গ্রীকগণ



যদিও লোক-পরম্পরায় এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন, (যে সকল বৃত্তান্তের কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই), তাঁহারা ভারতীয়-দিগের ধারণামুসারে বিভিন্ন জাতির রীতিনীতি এই প্রকারে চিত্রিত করিয়া যে ভ্রম করিয়াছিলেন, এরূপ বলা যায় না।

“এই সকল জাতি সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তী যে গ্রীস পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নাই। কারণ, কাল্পনিক উপাখ্যানের সহিত কিঞ্চিৎ কবিত্ব মিশ্রিত করিলে, সহজেই জনসমাজে প্রচারিত হয়, এবং এই সকল বর্ণনায় কল্পনার ভাগ যত অধিক থাকে, ততই উহা অধিকতর আদরণীয় হয়। পশুগণের পরম্পরের সহিত কথোপকথন-সংক্রান্ত উপাখ্যানগুলি পৃথিবীর সর্বত্র কি প্রকারে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ভারতবর্ষের নাম গ্রীকদিগের কর্ণগোচর হইবার পূর্বেও এই প্রকার উপাখ্যান গ্রীসদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। হোমরের কতকগুলি উপাখ্যান এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। আমরা আরও দেখিতে পাইতেছি যে, গ্রীকদিগের মহাকাব্যগুলি যতই উহাদের আদিম সরলতা হইতে দূরে গিয়াছে, ততই উপাখ্যানের আধিক্য দৃষ্ট হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী কালের কবিগণ উপাখ্যানগুলি আরও অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। যাহারা মনে করেন, যে সকল উপাখ্যানে ভারতবর্ষের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, কেবল সেইগুলিই ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। কারণ, কোন একটা গল্প এক স্থান হইতে অল্প স্থানে নীত হইলে গল্পোল্লিখিত স্থানের নামও সেই স্থানে নীত হয়। একটা দৃষ্টান্তে

ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। ভারতীয়গণ মনে করিতেন যে, হিমালয়ের উত্তরে দীর্ঘজীবন-ভোগকারী, রোগ-শোক-বর্জিত, সর্ব সুখপূর্ণ স্বর্গোপম জনপদে মহানন্দে উত্তর কুরুগণ (৪৮) বাস করিতেন। এই উপাখ্যান পাশ্চাত্য দেশেও প্রচলিত হয় এবং সেই জন্ত হিসিয়ডের (৪৯) কাল হইতে গ্রীকগণ বিশ্বাস করিতেন যে, গ্রীসের উত্তরে হাইপার বোরিয়ান (৫০) নামক জাতি বাস করিতেন। হাইপার বোরিয়ান নামটীও অনেকটা ভারতীয় উত্তর কুরুনামের অনুরূপ। ভারতবাসীগণ কি জন্ত উত্তরদিকে এই সুখী ব্যক্তিগণের বাসস্থান নির্দেশ করেন, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়, কিন্তু গ্রীকগণ কি কারণে তাঁহাদের নিজেদের বিষয়ে এরূপ কল্পনা

(৪৮) উত্তর কুরুগণ—উত্তর কুরুর অবস্থান সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। সেন্টমার্টিন উত্তর কুরুকে কল্লিত দেশ বা কল্লনার রাজ্য বলিয়াছেন। যন্তুত পক্ষে এ বিষয়ে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণেও ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে “যে কে ৫ পরগ হিমবন্তং জনপদা উত্তর কুরব উত্তর মুখা ইতি” এই উক্তি দৃষ্টে মনে হয় যে উত্তরকুরু হিমালয়ের সন্নিহিত কোন জনপদ; কোন কোন পুরাণে উত্তর কুরু সমুদ্রের অবাবহিত দক্ষিণে অথবা সমুদ্র পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত আছে। উইলফোর্ড উত্তর কুরুকে হিমালয়ের পর পারে অবস্থিত বলিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড ৩১৫-৩১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ‘প্রাচীন ভারত’ প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(৪৯) গ্রীস দেশের বিয়েসীয়া প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ কবি। ইনি দুইখানি কাব্য রচনা করেন।

(৫০) কল্লিতদেশ।

করিতেন, তাহার কোন কান্ডের পাওয়া যায় না। পরন্তু, গ্রীক-দিগের পৃথিবী সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহা উক্ত কল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত।

“গ্রীকগণ যখন অজ্ঞাতদ্বারে ভারতবর্ষের প্রচলিত উপাখ্যান-শুলি গ্রহণ করিতেছিলেন, সেই সময় হইতেই তাঁহারা ভারতীয় পৌরাণিক ভূগোলের সহিত পরিচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। গ্রীসে সর্বপ্রথমে স্বাইলাস্ক এই : ভারতবর্ষের বিবরণ প্রচার করেন এবং স্বাইলাস্কের সময় হইতে প্রত্যেক লেখকই পূর্বোক্ত কাল্পনিক জাতি সকলের উল্লেখ করিয়াছেন। তবে, তাঁহারা এই সকল জাতিকে ইথিওপিয়ান বলিয়া লিখিয়াছেন। এই জন্তই টাসীয়াস তাঁহার “ইণ্ডিকা” উপসংহারে লিখিয়াছেন যে, “এইরূপ এবং ইহাপেক্ষাও অত্যন্ত অনেক উপাখ্যান বর্জিত হইয়াছে; কারণ তাহা না করিলে, যাহারা এই সকল জাতি দেখে নাই, তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করিবে।” বস্তুতঃ, টাসীয়াস এ ক্ষেত্রে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্যই বলিয়াছেন। কারণ তিনি ব্যাঘ্রমুখ, ব্যালগ্রীব, তুরঙ্গবদন, অশ্বমুখ, চতুষ্পদ, স্বাপদ ও ত্রিনেত্র প্রভৃতি আরও অনেক কাল্পনিক মনুষ্যজাতির কথা উল্লেখ করিতে পারিতেন।

আলেকজান্ডারের সহচরগণও এই সকল উপাখ্যান অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে এই শুলির সত্যতাসম্বন্ধে কেহ সন্দেহানও হন নাই। কারণ, সাধারণতঃ এই শুলি ব্রাহ্মণগণই তাঁহাদিগের নিকট বলিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের জ্ঞান ও

পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁহাদিগের বিশেষ ভক্তি ছিল। মেগস্থেনিস যদি বহুসংখ্যক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের প্রমুখাৎ ঐ সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহাতে আমাদের আশ্চর্য্য হওয়ায় কি কারণ আছে ? তাঁহার :লিখিত আখ্যানগুলি দ্বাবো এবং সলিনাসের গ্রন্থেও ( ৫১ ) স্থান পাইয়াছে।

সোয়ানবেক তৎপরে মেগস্থেনিসের বর্ণিত কতকগুলি আখ্যান আলোচনা করিয়া এবং সে গুলির ভারতীয় উৎপত্তির প্রমাণ দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, “অপর লেখকগণের সহিত তুলনায়, মেগস্থেনিসের সত্যপ্রিয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই ; কারণ, তিনি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন এবং অপরের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং, তাঁহার কোন একটী বর্ণনা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, ইহা বিচার করিতে হইলে, তাঁহার সংবাদদাতা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহাই বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু, এ স্থলে সন্দেহের কোন কারণই নাই ; কারণ, তিনি নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করেন নাই, সে সকল বিষয় তিনি ব্রাহ্মণদিগের নিকটে অবগত হইয়াছেন। এই ব্রাহ্মণগণই রাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্তা ছিলেন এবং প্রমাণস্বরূপ তিনি পুনঃপুনঃ সেই ব্রাহ্মণদিগের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। এই জন্তই তিনি কেবল যে প্রাসিদিগের রাজ্য কি প্রকার শাসিত হইত, তাহার বর্ণনায় সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা নহে ; তিনি

(৫১) ভৌগোলিক সলিনাস সাততম অধ্যায়ে এক ভূগোল প্রশ্নন করেন।

ভারতীয় জাতি সকলের সৈন্তসংখ্যা প্রভৃতিরও বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং, তাঁহার গ্রন্থাবলীতে তাঁহার পর্য্যবেক্ষণের ফল ও গ্রীসীয় কল্পনার একত্র সমাবেশ আশ্চর্যের বিষয় নহে।

“সেই জন্য আলেকজান্দারের সহচরগণ ও তাঁহার সঙ্ঘে এরূপ কোন আপত্তি উঠিতে পারে না যে, তিনি অনেক অমূলক কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা জানি যে, তিনি তাঁহার গ্রীক পাঠকগণের নিকট ভারতবর্ষের বর্ণনা করিতে যাইয়া অল্প কথায় বর্ণনা শেষ করেন নাই। কারণ তিনি দেশ ও সঙ্গে সঙ্গে ভূমি, জলবায়ু, পশুাদি, তরুলতা, প্রচলিত শাসন-প্রণালী, ধর্ম, অধিবাসিবৃদ্ধের আচার-ব্যবহার ও শিল্প—এক কথায় রাজ্য হইতে দূরস্থ জাতিবর্গের বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি প্রত্যেক বিষয় অবিচলিত চিত্রে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বিষয়ও তিনি পরিত্যাগ করেন নাই। যদি আমরা দেখি যে, কোন অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে, ভারতবাসিগণের ধর্ম ও দেবতা সঙ্ঘে স্বল্পই বর্ণিত হইয়াছে, এবং তাহাদিগের সাহিত্য সঙ্ঘে কিছুই উল্লিখিত হয় নাই, তাহা হইলে আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, আমরা মেগাস্থেনিসের সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রাপ্ত হই নাই; আমরা তাঁহার গ্রন্থের চুম্বক, এবং কতকগুলি অংশমাত্রই প্রাপ্ত হইয়াছি।”

“মেগাস্থেনিস যে সকল সামান্য ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, কতকগুলি এইরূপ যে, অতি সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণকারীর পক্ষেও এ গুলি অপরিহার্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিপাশা ইরাবতীতে পতিত হইয়াছে, তাঁহার কথিত সেই কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতীয় শব্দের

অর্থ বুঝিবার অশক্তি হেতুও তিনি সময়ে সময়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে লিখিত দণ্ডবিধি নাই, মেগস্থেনিসের এই উক্তি এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অপর এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন যে, যে সকল ব্রাহ্মণগণ পঞ্জিকা-প্রণয়নে তিন বার ভ্রমে পতিত হন, তাঁহাদিগকে দণ্ডস্বরূপ যাবজ্জীবন মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। এই উক্তির এ পর্য্যন্ত কেহ অর্থ করিতে পারেন নাই। আমার মনে হয়, তিনি ভারতীয় “মৌনী” শব্দ শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার যে দ্ব্যর্থ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। পরিশেষে, অনেকগুলি ভ্রমের মূল কারণ এই যে, তিনি ভারতীয় বিষয় গ্রীকদিগের হিসাবে দেখিয়াছেন এবং এই কারণেই তিনি ভারতীয় জাতিসকলের সমূল বর্ণনা করেন নাই এবং ভারতীয় দেবদেবী ও অন্তান্ত বিষয়েও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

এই সকল ভ্রমপ্রমাদ সত্ত্বেও, গ্রীক সাহিত্য এবং গ্রীক ও রোমকদিগের জ্ঞানের দিক্ দিয়া বিচার করিলে, প্রাচীনগণ ভারত-বর্ষ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা মেগস্থেনিসের গ্রন্থ দ্বারাই যে করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, পরবর্ত্তী কালে, গ্রীকদিগের ভৌগোলিক জ্ঞান সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেও, ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞান মেগস্থেনিসের গ্রন্থপাঠে এমন পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল যে, পরে অন্তান্ত গ্রীক লেখকগণ যাহারা ভারতবর্ষের বিবরণ লিখিয়াছেন, তাঁহারা যে পরিমাণে মেগস্থেনিসের ‘ইণ্ডিকা’র পন্থাবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থ সেই পরিমাণে সুলভ হইয়াছে। কেবল নিজের গুণে মেগস্থেনিস আদরণীয় হন

নাই ; কারণ, অন্ত্য গ্রন্থকারগণ তাঁহার গ্রন্থের অনেকাংশ উদ্ধৃত  
করাতে বস্তুতঃ পক্ষে তিনি পরবর্তী ল্যাটিন ও গ্রীক-বিজ্ঞানের  
উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

“গ্রীক-সাহিত্যে মেগস্থেনিসের “ইণ্ডিকা”র যে প্রভাব, তদ্ব্যতীত  
ইহার আরও মূল্যের কারণ এই যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে  
জ্ঞানলাভের যে সকল উৎস আছে, তন্মধ্যে ইহা একটি প্রধান  
স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এক্ষণে আমরা প্রাচীন ভারতের  
বিষয়ে অনেক কথা অবগত আছি ; তত্রাপি, অন্ততঃ যে জ্ঞান লাভ  
করি, তাঁহার গ্রন্থে সে জ্ঞান বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে। যদিও  
তাঁহার পুস্তক হইতে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা পরিমাণে  
বা গুরুত্বে অধিক নহে, তথাপি, ভারতের এইরূপ একটি নির্দিষ্ট  
সময়ের অবস্থার বিবরণ তিনিই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া-  
ছেন। এই হিসাবে ইহার মূল্যও অধিক ; কারণ, ভারতীয়  
সাহিত্য পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আসিয়াছে এবং কোন্ সময়ে  
কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা না জানিতে পারিলে আমাদের যের  
সন্দেহের মধ্যে রাখিয়া দেয়।”

মেগস্থেনিসের “ইণ্ডিকা” আইওনিক (৫২) কি অ্যাটিক (৫৩)  
ভাষায় লিখিত হইয়াছিল তাহার এখনও বিচার শেষ হয় নাই (৫৪)।

(৫২) গ্রীকদেশের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশবিশেষ।

(৫৩) গ্রীকদেশের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশবিশেষ।

(৫৪) সোয়ানবেকের মতে মেগস্থেনিসের গ্রন্থ চারিখণ্ডে বিভক্ত ছিল।

# প্রথমাংশ

( দায়দরাস ২।৩৫—৪২ )

## মেগস্থেনিসের বৃত্তান্তের সার-সংগ্রহ

চতুর্ভুজ আকারের ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মহা-সাগর। কিন্তু ইহার উত্তরস্থ হিমদশ পর্বত, শক নামক সিথিয়ান জাতি সিথিয়ার যে দেশে বাস করে, তাহা হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। চতুর্থ বা পশ্চিম সীমায় সিঙ্কু নামক নদ প্রবাহিত হইতেছে। এই সিঙ্কুনদ সম্ভবতঃ নীলনদ ( ১ ) ব্যতীত পৃথিবীর অপর সমুদয় নদী অপেক্ষা বৃহৎ। কথিত হয় যে, ইহার পূর্ব হইতে পশ্চিম সীমা ২৮,০০০ ষ্টাডিয়া এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ ৩২,০০০ ষ্টাডিয়া। আকারে এত বৃহৎ বলিয়া মনে হয় যে, সমগ্র উত্তর গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলি ইহার অন্তর্ভূত এবং প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশে সূর্য্য ঘড়ির কাঁটায় ছায়াপাত করে না, সপ্তর্ষিমণ্ডল রাত্রিতে দৃষ্টিগোচর হয় না এবং প্রান্তসীমায়, এমন কি, স্বাতীনক্ষত্রও দৃষ্টির বহির্ভূত হয়। এই সকল কারণে কথিত হয় যে, ভারতবর্ষের ছায়া দক্ষিণদিকে পতিত হয়।

ভারতবর্ষে ফলবান্ বৃক্ষরাজিপূর্ণ অনেক বিশালাকার পর্বত এবং অসংখ্য নদী-প্লাবিত বহু সমতলক্ষেত্র আছে। এই ভূমির

১। নীলনদ মিশরদেশের সুবিখ্যাত নদ।



অনেকাংশেই পয়ঃপ্রণালী দ্বারা জল সিঞ্চন করা হয় এবং এই জন্ত বৎসরে দুইবার করিয়া শস্ত উৎপাদিত হয়। এদেশে অনেক প্রকার পশুপক্ষীও পাওয়া যায়; এই সকল জন্ত আকৃতি ও শক্তিতে বিভিন্ন প্রকারের। অধিকন্তু, এতদ্দেশে বৃহদাকারের বহু হস্তী আছে। এই সকল হস্তী এত অধিক পরিমাণে আহাৰ্য্য পায় যে, তাহারা লিবিয়া (২) দেশের হস্তী অপেক্ষা অধিক বলবান্। ভারতবর্ষীয়েরা অধিক পরিমাণে হস্তী ধৃত করিয়া যুদ্ধের জন্ত শিক্ষিত করে বলিয়া যুদ্ধ-জয়ের পক্ষে এই সকল হস্তী প্রভূত সহায়তা করে।

যথেষ্ট পরিমাণে আহাৰ্য্য পায় বলিয়া অধিবাসীরাও অত্যন্ত দেশের লোকাপেক্ষা দীর্ঘ এবং বাহ্যডম্বর প্রিয়। বিপুল বায়ুসেবন ও অত্যন্তম জলপান করে বলিয়া তাহারা শিল্পকার্য্যেও সুদক্ষ। ভূমির উপরিভাগে যেরূপ সকল প্রকার কৃষিজাত শস্ত উৎপন্ন হয়, ইহার নিম্নদেশে সেইরূপ সকলপ্রকার ধাতুর খনি আছে। প্রচুর পরিমাণে যে স্তবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, টীন এবং অত্যন্ত ধাতু পাওয়া যায়, তদ্বারা আবশ্যক দ্রব্যাদি ও অলঙ্কার এবং যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র ও উপকরণাদি প্রস্তুত হয়।

নদ নদীদ্বারা প্লাবিত বলিয়া ভারতবর্ষে শাকসবজী ব্যতীত নানাপ্রকার কলাই, ধাতু, বম্পোরাম্ (৩) এবং জীবনধারণোপযোগী

২। লিবিয়া আফ্রিকার অন্তর্গত প্রদেশ বিশেষ।

৩। বম্পোরাম্ এক প্রকার শস্ত।

নানারূপ উদ্ভিদ জন্মে। শেযোক্ত দ্রব্যগুলি অযত্ন-সম্মত। এত-  
দ্ব্যতীত, জীবজন্তুর আহারোপযোগী অগ্ন্যাগ্নি খাদ্য এত অধিক পরি-  
মাণে উৎপন্ন হয় যে, তাহার সকলগুলির উল্লেখ করিতে হইলে  
পুস্তক-পাঠ ক্লাস্তিজনক হইয়া পড়িবে। এই জন্তই আমরা শুনিতে  
পাই যে, ভারতবর্ষে কদাচ ছুভিক্ষ হয় নাই এবং কোন কালেই  
বলকারক খাদ্য অপ্রতুল ছিল না। কারণ, প্রতিবৎসরে দুইবার  
করিয়া বর্ষা হয় বলিয়া অধিবাসীরা দুই বার করিয়া শস্যসংগ্রহ  
করে। শীতঋতুতে যে বর্ষা হয়, সেই সময় অগ্ন্যাগ্নি দেশের গ্রাম  
গোধূম বপন করা হয়। গ্রীষ্মকালের শেষে তাহারা দ্বিতীয়বার  
ধান, বম্পোরাম, তিল ও জোয়ার বপন করে। এই জন্ত তাহারা  
বৎসরে দুইবার শস্য-সংগ্রহও করে এবং যদিও কোন কারণে  
প্রথম বারে বপনের শস্য সম্ভ্রামজনক না হয়, তাহা হইলেও  
তাহারা দ্বিতীয় বারে আশানুরূপ শস্য পায়। স্বভাবজাত ফল  
এবং জলাভূমিতে উৎপন্ন ও সুমিষ্ট মূলগুলিও ভারতবাসীদের  
জীবনধারণে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে, ঐ  
দেশের সকল সমতলক্ষেত্রেই নদীর অথবা গ্রীষ্মকালীন বারি-  
পতনে সিদ্ধ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই শেযোক্ত বারিপতন  
প্রতিবৎসর ঠিক একই সময়ে হয়। পক্ষান্তরে, প্রথর উত্তাপ হেতু  
জলাভূমিজাত মূলও, বিশেষতঃ দীর্ঘাকারের নলগুলি, যথাসময়ে  
সুপক হয়।

আরও, তাহারা এরূপ কতকগুলি প্রথাবলম্বন করে, যাহাতে  
তাহাদের দেশে ছুভিক্ষ হইতে পারে না। কারণ, অগ্ন্যাগ্নি জাতি

যুদ্ধকালে একে অপরের ক্ষেত্র বিনষ্ট করিয়া, ক্ষেত্রগুলিকে মরু-ভূমিতে পরিণত করে, কিন্তু ভারতবাসিগণ কৃষকশ্রেণীকে পবিত্র ও রক্ষণীয় বলিয়া পরিগণিত করে বলিয়া, নিকটবর্তী স্থানে যুদ্ধ হইলেও, কৃষকগণ কোন প্রকার বিপদাশঙ্কা করে না। কারণ, উভয়পক্ষীয় যোদ্ধগণ যুদ্ধকালে একে অপরকে নিহত করে বটে, কিন্তু কৃষিকার্যো-লিপ্ত ব্যক্তিগণ কোন প্রকারেই উদ্ভাস্ত হয় না। অধিকন্তু, তাহারা শত্রুর ক্ষেত্রসমূহ অগ্নিতে দগ্ধ বা বৃক্ষাদিও ছেদন করে না।

আরও, ভারতবর্ষে বৃহৎ ও জলযান গমনোপযোগী নদী আছে, যাহারা উত্তরপ্রান্তস্থিত পর্বতশ্রেণী হইতে বহির্গতা হইয়া সমতল ক্ষেত্র প্রাবিতা করে। এই সকল নদীর অনেকগুলি পরস্পরের সহিত সম্মিলিতা হইয়া গঙ্গানাম্নী নদীতে পতিত হইয়াছে। এই গঙ্গানদীর উৎপত্তিস্থান ৩০ ষ্টাডিয়া বিস্তৃত এবং ইহা উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিতা হইয়া ও সমুদ্রের সহিত মিলিতা হইয়া গঙ্গারিদাই (৪) গণের দেশের পূর্বসীমা নির্দেশ করিতেছে। এই গঙ্গারিদাই জাতির বৃহদাকারের বহু হস্তী আছে। এই কারণে কোন বৈদেশিক রাজাই ইহাদের দেশ অধিকার করণে সক্ষম হয় নাই; কারণ, অগ্ৰান্ত সমুদায় জাতিই এই অগণ্যসংখ্যক ও বলশালী হস্তীর ভয় করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মাসিদনাধিপতি আলেকজান্দার সমগ্র আসিয়া জয় করিয়াও এই

গঙ্গারিদাইগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হন নাই। কারণ, তিনি অগ্নাত ভারতবাসীদের পরাস্ত করিয়া, বিজয়ী সেনাবাহিনী সহ এই গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে, ইহাদের শিক্ষিত এবং সংগ্রামনিপুণ চারি সহস্র হস্তী আছে অবগত হইয়া, ইহাদের সহিত যুদ্ধে বিজয় লাভের কোনই আশা নাই, মনে করিয়া স্বীয় সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। গঙ্গার ত্রায় বৃহৎ, সিন্ধু নামক আর একটা নদ, উহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী গঙ্গার ত্রায় উত্তরদিকে উৎপন্ন হইয়া ও সমুদ্রে পতিত হইয়া ভারতবর্ষের অন্ততম সীমা নির্দেশ করিতেছে। বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রের অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইবার কালে, ইহার সহিত নৌচলনোপযোগী অনেকগুলি নদ নদী মিলিত হইয়াছে। এই শ্রেণীস্থ নদীগুলির মধ্যে হাইফানিস, হাইডাম্পীস ও আকিসাইন (৫) বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত আরও নানাপ্রকারের অনেক নদী আছে। এই সকল নদী দেশ আচ্ছন্ন ও সিক্ত করিয়া সকল প্রকার শাকসবজী এবং শস্য উৎপাদনোপযোগী জল সরবরাহ করিতেছে। নদীর সংখ্যা ও নদীর জল এত অধিক কেন, তদেদ্বীয় দার্শনিক ও পদার্থবিজ্ঞানবেত্তাগণ ইহার উত্তরে নিম্নলিখিত কারণগুলি নির্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, সিথিয়ান, বাকট্রিয়ান এবং আর্য্যগণ ভারতবর্ষের চতুর্দিকস্থ যে সকল দেশ অধিকার করিয়াছেন, সেই সকল দেশ ভারতবর্ষাপেক্ষা উচ্চ এবং তজ্জন্ত প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী সেই

৫। সিন্ধুর শাখা—বর্তমানে ইহার যথাক্রমে বিপাশা, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা বলিয়া পরিচিত।

সকল দেশের জল নিম্নস্থ সমতলভূমিতে প্রবাহিত হয় এবং তথায় তাহারা ক্রমে ক্রমে ভূমি সিক্ত এবং বহুসংখ্যক নদী উৎপন্ন করে।

ভারতবর্ষীয় একটা নদীর এই বিশেষত্ব যে, তাহাকে ‘শীল’ নামে অভিহিত করা হয়, এবং এই নদীটা ঐ নামের একটা নির্ঝরিনী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অত্যাগ্র নদীর সহিত এই নদীর পার্থক্য এই যে, ইহাতে নিষ্কিপ্ত কোন দ্রব্যই ভাসমান থাকে না এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক দ্রব্যই তলদেশে ডুবিয়া যায়।

ভারতবর্ষের আকার এরূপ বৃহৎ বলিয়া কথিত হয় যে, এদেশে বহুসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জাতি বাস করে। এই সকল বহুসংখ্যক জাতির কোনটাই বিদেশ হইতে আগমন করে নাই, এবং সকলগুলিই এই দেশে উৎপন্ন হইয়াছে। অধিকন্তু, কোন সময়েই ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে উপনিবেশ গ্রহণ অথবা বিদেশে উপনিবেশ প্রেরণ করে নাই। কিংবদন্তী হইতে আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, আদিম কাল হইতে অধিবাসীরা স্বচ্ছন্দ-জাত ফল দ্বারা জীবন ধারণ এবং গ্রীকদিগের ত্রায় বস্ত্র পশুর চর্ম পরিধান করিত; এবং স্বল্পায়াসে জীবিকা-নির্বাহের জন্য শিল্প ও অত্যাগ্র যন্ত্রাদি গ্রীকদিগের দেশের ত্রায়, ভারতবর্ষেও ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, অভাবই মানবকে এই সকল শিক্ষা দিয়াছে।

ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে যাহারা সর্ক্যাপেক্ষা পণ্ডিত, তাহারা কতকগুলি উপাখ্যান বর্ণনা করে। এই সকল উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা আবশ্যক। তাহারা বলে যে, আদিমকালে

যখন তদ্রূপবাসিগণ গ্রামে বাস করিত, তখন ডাইওনিসিয়াস্ ( ৬ ) বিপুল সৈন্তবাহিনী সহ পশ্চিমদেশ হইতে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার উপযুক্ত কোন নগরী না থাকাতে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পরাজিত করেন। কিন্তু গ্রীষ্ম অসহ্য হওয়াতে এবং সৈন্তদলমধ্যে মহামারী আরম্ভ হইলে, বিচক্ষণ দলপতি সমতলক্ষেত্র হইতে তাঁহার সৈন্তগণকে পর্ব্বতোপরি লইয়া যান। তথায় সৈন্তগণ শীতল বায়ুতে পরিতৃপ্ত হইয়া এবং নির্বারিণী-নিঃশ্বত সত্ত্ব বারি পান করিয়া শীঘ্রই রোগমুক্ত হইল।

৬। ডাইওনিসিয়াস সম্বন্ধে দায়দরস নিম্নোক্ত মর্মে বলিয়াছেন, “আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, অনেকের মতে এই নামে বিভিন্ন সময়ে তিন ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে প্রথম জন ইন্দস (Indos) নামে কথিত হইতেন এবং তিনিই মদ্য আবিষ্কার করেন। ডুমুর ও অন্যান্য ফলবান্ বৃক্ষ কি করিয়া উৎপাদন করিতে হয়, তাহা তিনিই অবগত হইয়াছিলেন। এই জন্ত তাঁহাকে লেনয়স (মদ্যপ্রস্তুতের দেবতা) নামে অভিহিত করা হয়। এই ডাইওনিসসকে কাটাপোগণ (ঋক্ষর দেবতা) আখ্যা প্রদান করাও হইত। ডাইওনিস পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যুদ্ধযাত্রাকালে দ্রাক্ষার চাষ এবং কি করিয়া দ্রাক্ষা হইতে মদ্য প্রস্তুত করিতে হয় তাহাও শিক্ষা দেন। এই জন্ত তাঁহাকে লেনয়স বলা হইত। এবশ্রকারে সকলে শিক্ষা প্রদান করিয়া তিনি অমরোচিত সম্মান লাভ করিয়া দিব্যধামে গমন করেন। ইহাও কথিত হয় যে, ডাইওনিসস স্থানে বাস করিতেন, অধিবাসীরা সেই স্থান এখনও নির্দেশ করিয়া দেয় এবং তাঁহার নামানুসারে অনেক নগরের নামকরণ হইয়াছে এবং তিনি যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।”

যে স্থানে ডাইওনিসিয়াস তাঁহার সৈন্তগণকে রোগযুক্ত করণে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা মীরস ( ৭ ) নামে খ্যাত হয় এবং সেই ঘটনা হইতে গ্রীকগণ নিঃসন্দেহই একরূপ বলিয়া থাকেন যে, ডাইওনিসস তাঁহার পিতৃদেবের জামুতে ( ৮ ) লালিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি কৃত্রিম উপায়ে ফলবান্ বৃক্ষ-নিৰ্ম্মাণে মনোনিবেশ করিলেন এবং ঐ প্রক্রিয়া ভারতবাসীদের শিক্ষা দেন। তিনি তাহাদিগকে মত্ত প্রস্তুত ও মত্তবোর আয়াস-বর্জনক্ষম অত্যন্ত কল কৌশলও শিক্ষা দেন। তিনি গ্রাম সকলকে উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরিত করিয়া বৃহৎ বৃহৎ নগর স্থাপন করেন ; এবং কি করিয়া দেবপূজা করিতে হয়, অধিবাসীদিগকে তাহার শিক্ষা প্রদান ও আইন এবং আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রকারে বহু বৃহৎ ও মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করাতে, তিনি দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইয়া অবিনশ্বর সম্মান লাভ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে একরূপও কথিত হয় যে, তিনি তাহার সৈন্তাবলির সহিত বহুসংখ্যক জ্বীলোক সঙ্গে রাখিতেন এবং চক্কা ও করতালের বাণধ্বনি সহ নিজ-সৈন্ত শ্রেণীবদ্ধ করিতেন। তাঁহার সময়ে তুরী আবিষ্কৃত হয় নাই। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের উপর বায়ান্ন বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি বৃদ্ধবয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার

৭। সম্ভবতঃ এই শব্দটী মের শব্দের অপভ্রংশ।

৮। In his father's thigh. Mac Crindle. গ্রীক মীরস শব্দ জামু অর্থ ব্যবহৃত হয়।

মৃত্যুর পরে রাজত্ব লাভ করিয়া পুরুষানুক্রমে ঐ রাজ্য ভোগ করেন। অবশেষে বহুকাল পরে এই বংশলোপ পাইলে বিভিন্ন নগরে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

যে সকল ভারতবাসিগণ পার্শ্বত্যাগদেশে বাস করে, তাহা-  
দিগের মধ্যে ডাইওনিসস ও তাঁহার বংশধরগণের সম্বন্ধে এইরূপ  
কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তাহারা দৃঢ়তার সহিত ইহাও বলে  
যে, হিরাক্লিস ও (৯) তাহাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রীক-  
দিগের শ্রায় ভারতবাসীরাও বলে যে, হিরাক্লিস গদা ও সিংহচর্ম  
ব্যবহার করিতেন। অপর সকল মনুষ্যাপেক্ষাই তাঁহার শারীরিক  
বল ও বীরত্ব অধিক ছিল এবং তিনি জল ও স্থল হইতে বস্ত্র পশু  
দূরীভূত করিয়াছিলেন। বহুস্ত্রী বিবাহ করিয়া তিনি অনেকগুলি  
পুত্র ও একটা মাত্র কন্যা লাভ করিয়া ছিলেন। পুত্রগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত  
হইলে তিনি ভারতবর্ষকে সমান অংশে বিভক্ত করিয়া, তাঁহার  
রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে প্রত্যেককে রাজত্ব প্রদান করেন।  
কন্যাকেও প্রতিপালন করিয়া, পুত্রগণের শ্রায় তাঁহাকে এক রাজ্যের  
অধীশ্বরী করেন। অধিকন্তু, তিনি অনেকগুলি নগর প্রতিষ্ঠা  
করেন। এই সকল নগরের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রধানটায় তিনি

৯। ম্যাক্রিওল এই স্থলে পাদটীকায় লিখিয়াছেন যে Apparently Siva is meant, though his many wives and sons are unknown to Hindu mythology অর্থাৎ এই স্থলে হিন্দুদিগের দেবতা শিবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। হার্কুইলিস গ্রীসের অন্ততম বীর; ইঁহার সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।



পালিবোথ্রা বলিয়া নামকরণ করেন। এই নগরে তিনি অনেক-  
গুলি সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং তথায় বহুসংখ্যক লোক  
বসতি করেন। নদীর জলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ পরিখা দ্বারা এই নগর  
সুরক্ষিত করেন। এই সকল কারণে, দেহান্তে হিরাক্লিস অমরো-  
চিত সম্মান লাভ করেন, এবং তাঁহার বংশধরগণ বহুকাল রাজত্ব  
করিয়া নানারূপ কীর্তি অর্জন করেন। কিন্তু কেহই ভারতবর্ষের  
বাহিরে যুদ্ধযাত্রা করেন নাই, অথবা কোন উপনিবেশও প্রেরণ  
করেন নাই। অবশেষে, বহুকালপরে যদিও কতকগুলি নগরে  
আলেকজান্দারের অভিযানকাল পর্য্যন্ত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল,  
তত্রাপি অনেকগুলি নগরে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবাসী-  
দের মধ্যে যে সকল নিয়ম প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে প্রাচীন দার্শনিক-  
গণ কর্তৃক নির্দ্ধারিত একটি নিয়ম প্রকৃতই প্রশংসার যোগ্য ; কারণ  
এইরূপ নিয়ম আছে যে, কোন কারণেই কেহ ক্রীতদাস হইবেনা,  
(১০) এবং সকলেই স্বাধীনতা-ভোগ করিয়া সকলেই সমান ক্ষমতা  
প্রাপ্ত হইবে। কারণ, তাহারা মনে করিত যে, যাহারা অপরের  
উপর আধিপত্য-বিস্তার করিতে বা যাহারা অপরের তোষামোদ  
করিতে পারে না তাহারাই সকল প্রকার বিপদসমাকীর্ণ জীবন  
বহন করিতে পারে। কারণ যে সকল নিয়ম সকলের উপরেই  
প্রযুক্ত হইতে পারে অথবা যে নিয়মে সম্পত্তি অসমান-ভাগে বিভক্ত  
হইতে পারে, তাহাই ঞ্জয়সঙ্গত এবং উত্তম।

ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ সাত শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম দার্শনিক নামক প্রথম শ্রেণী, অপর সকল শ্রেণী হইতে সংখ্যায় নূন হইলেও, মর্যাদায় অত্যন্ত সকলাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ দার্শনিক-গণ অত্যন্ত কার্য্য হইতে অব্যাহতি পান বলিয়া, তাঁহারা কাহারও প্রভু বা ভৃত্য নহেন। কিন্তু, তাঁহারা অত্যন্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক, জীবিতকালে যজ্ঞ সম্পন্ন ও দেহান্তে শ্রাদ্ধাদি করিতে নিযুক্ত হন। কারণ, লোকের বিশ্বাস এই যে, তাঁহারা দেবতাদিগের প্রিয় এবং নরক সম্বন্ধে তাঁহারাই অপরাপর লোক অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ। এই সকল কার্য্য-সম্পাদনের জন্ত তাঁহারা মূল্যবান উপহার ও অত্যন্ত অধিকার লাভ করেন। বৎসরের প্রারম্ভে, তাঁহারা সমবেত জনসাধারণকে অনাবৃষ্টি, বর্ষা, সূর্য্যায়, ব্যাধি ও শ্রোতৃবর্গের উপকারী অত্যন্ত বিষয় সম্বন্ধে সাবধান করিয়া, তাহাদিগের বিশেষ উপকার সাধন করেন। এইজন্ত জনসাধারণ ও রাজা, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্বেই সাবধান হইয়া অভাবের প্রতীকার করিতে সক্ষম হয় এবং আবশ্যক মত প্রস্তুত হইতে কখনই বিরত হয় না। যে দার্শনিক তাঁহার ভবিষ্যৎ গণনায় ভ্রম করেন, তাঁহাকে জনসাধারণের নিকট নিন্দনীয় হইতে হয় এবং জীবনের অবশিষ্ট সময়ের জন্ত মৌনব্রতাবলম্বন করিতে হয়।

দ্বিতীয়শ্রেণী কৃষক।—এই শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ অপরাপর শ্রেণী অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। বিশেষতঃ সামাজিক ব্যাপারে ও অত্যন্ত রাজকার্য্যে ইহারা অব্যাহতি পায় বলিয়া, সকল সময়েই ইহারা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকে; কৃষিকার্য্যে নিয়ত কৃষককে শত্রুও

অপকার করে না, কারণ, এই শ্রেণীস্থ লোক সাধারণের হিতকারী বলিয়া, সকল বিপদ হইতে রক্ষা পায়। এই প্রকারে ভূমির কোন রূপ ক্ষতি হয় না বলিয়া এবং ক্ষেত্রে প্রচুর শস্য জন্মে জন্তু, স্ত্রী, জীবন-নির্বাহের জন্তু যাহা আবশ্যক অধিবাসীরা তাহার সকল দ্রব্যই প্রাপ্ত হয়। কৃষকগণ নিজেরাও, তাহাদের স্ত্রী পরিবারসহ জনপদে বাস করে; কদাচও নগরে বাস করে না। সমগ্র ভারতবর্ষ রাজার সম্পত্তি বলিয়া কৃষকগণ রাজাকে কর প্রদান করে এবং জনসাধারণের ভূমিতে কোনরূপ স্বত্ব জন্মিতে পারে না। কর ব্যতীত, তাহারা রাজকোষে ক্ষেত্রের উৎপাদিত দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ প্রদান করে।

তৃতীয়শ্রেণী গোপাল ও মেঘপালক।—সাধারণতঃ যে সকল রাখাল গ্রামে বা নগরে বাস করে না এবং পট্টাবাসে বাস করে, তাহারা সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত। ইহারা দেশের হিংস্রপক্ষী ও বহু পশু শিকার ও ধৃত করিয়া, দেশকে রক্ষা করে। যে সকল পশু-পক্ষী কৃষকগণের বীজ উদরসাৎ করে, তাহাদিগকে বিশেষ যত্ন পূর্বক এবং আগ্রহসহকারে বিনষ্ট করিয়া ভারতবাসীদের রক্ষা করে।

শিল্পিগণ চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করে। কেহ কেহ কৃষকগণ ও অপরের আবশ্যক যন্ত্রাদি নির্মাণে নিযুক্ত থাকে। এই শ্রেণী কেবল যে কর-প্রদানে অব্যাহতি পাইয়া থাকে, তাহা নহে; ইহারা রাজকোষ হইতে ভরণ-পোষণ পায়।

ষোড়শগণ পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত। সৈন্তগণ সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত থাকে এবং সংখ্যায় ইহারা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। শান্তির সময়ে ইহারা আলস্বে ও আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করে। সৈন্ত, যুদ্ধাশ্ব, যুদ্ধহস্তী ও সৈন্ত-সংক্রান্ত সকলেই রাজব্যয়ে প্রতিপালিত হয়।

ষষ্ঠশ্রেণী পরিদর্শক।—ইহারা ভারতবর্ষে যাহা ঘটে, সেই সকল বিষয়েরই বিবরণ রাজাকে অথবা যেখানে রাজা নাই, সে স্থানে শাসনকর্তৃগণকে প্রদান করেন।

যে সকল ব্যক্তি রাজকার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাঁহারা (মন্ত্রী ও পারিষদগণ) সপ্তমশ্রেণীভুক্ত। সংখ্যায় ইহারা সর্বাপেক্ষা কম, কিন্তু ইহাদের চরিত্র ও এই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণের জ্ঞানের জ্ঞাত ইহারা সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানার্থ। এই শ্রেণী হইতেই রাজার মন্ত্রী, কোষাধ্যক্ষ এবং বিবাদ-ভঞ্জনকারী বিচারক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সেনাপতি ও প্রধান শাসনকর্তৃগণও এই শ্রেণীভুক্ত।

ভারতীয় জনসাধারণ সাধারণতঃ উল্লিখিত ভাবে বিভক্ত। এক শ্রেণীস্থ ব্যক্তি অপর শ্রেণীতে বিবাহ করিতে পারে না। অথবা নিজ-ব্যবসায় ব্যতীত অন্য ব্যবসায়ও অবলম্বন করিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সৈন্ত-শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি কৃষক হইতে অথবা শিল্পী দার্শনিক হইতে পারে না।

অত্যন্ত দেশের হস্তী অপেক্ষা আকারে বৃহৎ ও অধিক বলবান্ হস্তিসকল ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। অনেকে বলে যে, ইহারা অশ্ব বা অস্ত্রাশ্ব জন্তর ছায়া সন্তান উৎপাদন করে না; বস্তুতঃ তাহা

নহে। ইহারা অশ্ব ও অশ্বাশু জন্তুর খাদ্যই সন্তান উৎপাদন করে। করিগী ন্যূনপক্ষে ষোড়শ ও অধিক হইলে অষ্টাদশ মাস গর্ভ ধারণ করে। ঘোটকীর খাদ্য হস্তিনী প্রত্যেকবারে একটী করিয়া সন্তান প্রসব করে; শাবক ছয় বৎসর মাতৃস্তন্য পান করে। অনেক হস্তীই অতি দীর্ঘায়ুঃ মনুষ্যের খাদ্য জীবিত থাকে; কোন কোনটী দুইশত বৎসরও জীবিত থাকে।

ভারতবাসীদের মধ্যে বৈদেশিকগণের জন্তুও কর্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকে; এই সকল কর্মচারী যাহাতে কোন বৈদেশিকই ক্ষতি-গ্রস্ত না হন, তাহার প্রতিবিধান করেন। বৈদেশিকগণের কেহ পীড়িত হইলে, এই সকল কর্মচারী চিকিৎসার জন্তু চিকিৎসক আনয়ন করেন এবং অত্যান্য প্রকারে সেবা শুশ্রূষা করেন। বৈদেশিকের মৃত্যু হইলে, তাঁহাকে প্রোথিত করেন এবং মৃতের ত্যক্ত সম্পত্তি তাহার আত্মীয়গণের হস্তে হস্ত করেন। বৈদেশিকগণ যে সকল মোকদ্দমায় লিপ্ত থাকেন, বিচারকগণ সেই সকল বিষয় সূক্ষ্মভাবে বিচার করেন এবং যাহারা বৈদেশিকের সহিত অন্যায় ব্যবহার করে, তাহাদের যথেষ্ট শাস্তি-প্রয়োগ করেন।

ভারতবর্ষ ও তাহার পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, বর্ত্তমানে তাহাই যথেষ্ট হইবে।

.

---

## দ্বিতীয় অংশ

( এই অংশ আরিয়ান-লিখিত 'আলেকজান্ডারের অভিযান'

নামক গ্রন্থের ৫১৬, ২-১১ হইতে উদ্ধৃত হইল ) ।

ভারতবর্ষের সীমা, এবং ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক  
অবস্থা ও নদনদী ।

ইরাটসথিনিস্ ও মেগস্থেনিসের ( যিনি আরাকোসিয়ায় শাসন-  
কর্তা সিবুরটরসের সহিত বাস করিতেন এবং যিনি নিজেই বলিয়া-  
ছেন যে, তিনি ভারতবর্ষের রাজা চন্দ্রগুপ্তের নিকট (১) বহুবার  
গমন করিয়াছিলেন ) মতে, দক্ষিণ এসিয়া যে চারিখণ্ডে বিভক্ত,  
তন্মধ্যে ভারতবর্ষ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং ইউফ্রেটীস (২) ও আমা-  
দিগের সমুদ্রের (৩) মধ্যবর্তী ভূখণ্ড সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র । অবশিষ্ট যে  
তুই খণ্ড ইউফ্রেটীস ও সিন্ধু দ্বারা অপর খণ্ড হইতে বিভক্ত হইয়াছে,  
তাহাদিগকে একত্র করিলেও তাহাদের ভারতবর্ষের সহিত তুলনা  
হইতে পারে না । উপর্যুক্ত লেখকগণ আরও বলেন যে, দক্ষিণ  
দিগ্ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের পূর্ব সীমায় মহাসমুদ্র ; ককেসাস পর্বত-  
মালা যতদূর পর্য্যন্ত তরাস পর্বত পর্য্যন্ত মিলিত হইয়াছে, তাহাই

(১) গ্রীকগণ চন্দ্রগুপ্তকে Sandrakottos, Sandrakottos, San-  
drokottos, Androkottos প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।

(২) ইউফ্রেটীস নদী ।

(৩) ইউক্সাইন সমুদ্র (Euxine Sea).

ইহার দক্ষিণ সীমা ; এবং পশ্চিম ও উত্তরপশ্চিম সীমায় মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত সিন্ধুনদ ইহার সীমা :নির্দেশ করিতেছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভূমিই সমতল এবং পূর্বোক্ত লেখকগণ মনে করেন যে, এই সমতলভূমি নদীর পলি দ্বারাই উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে, অন্যান্য দেশে সমুদ্র হইতে দূরবর্তী সমতলভূমিগুলি সাধারণতঃ সেই সেই দেশের নদীসমূহের পলি দ্বারা গঠিত হইয়াছে এবং এই কারণেই প্রাচীনকালে এক একটা দেশ তদদেশীয় নদীর নামানুসারে অভিহিত হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাতা-ভিণ্ডিমিনী নামক পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া হার্মস নামক যে নদী স্মার্ণার অন্তর্গত ইয়োলিয়ান নগরের নিকটে সমুদ্রের সহিত মিলিতা হইয়াছে, তাহার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত লিডিয়ান নদীর নামানুসারে অভিহিত লিডিয়া প্রদেশের কোসট্রস সমতলভূমি, মিসিয়া দেশের কৈকস, এবং কারিয়ার অন্তর্গত মিলেটস নামক আইওনিয়া নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত মৈয়ল্দ্রস প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে (৪)। মিশরদেশ সম্বন্ধে হেরোডটস ও হিকেটস (অথবা মিশর সম্বন্ধে যিনি ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন) উভয়েই স্বীকার করেন যে, এই দেশ নীলনদেরই দান এবং এই কারণেই সম্ভবতঃ এই দেশকে এই নদের নামে অভিহিত করা হইত, কারণ যে নদ বর্তমানে নীলনদ নামে অভিহিত হয়, প্রাচীন-

(৪) মাতা ভিণ্ডিমিনি—Mother Dindymene.

কোসট স—Kauastros,

মৈয়ল্দ্রস—Maiondros.

কালে মিশর ও অন্যান্য দেশবাসী উহাকে এইজিপ্টস নামে অভিহিত করিত। হোমর পাঠে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, কারণ তিনি বলিয়াছেন যে, মেনেলস (৫) এইজিপ্টস নদীর মুখে আপনার জাহাজগুলি রাখিয়াছিলেন। এইজন্য যদি প্রত্যেক সমতল ক্ষেত্রে এক একটা নদী থাকে এবং এই নদীগুলি বেশী বড় না হইলেও, সমুদ্রাভিমুখিনী হইবার কালে স্বীয় স্বীয় উৎপত্তিস্থান উচ্চভূমি হইতে পলি বহন করিয়া নূতন ভূমি গঠন করিতে পারে; কারণ যখন হার্মস, কসট্রস, কৈকস, মৈয়ল্লস এবং ভূমধ্যসাগরের সহিত এসিয়ার যে সকল নদী মিলিত হইয়াছে, তাহাদের সকলকে একত্রীভূত করিলে ভারতীয় একটা নদীর সহিত তুলনা হইতে পারে না, ( ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা নদী গঙ্গা যাহার সহিত নীল বা সমগ্র ইউরোপখণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত দানিয়ুবের এক মুহূর্তের জন্যও তুলনা হইতে পারে না), তখন ভারতবর্ষের নদীসমূহের দ্বারা যে বৃহৎ সমতলক্ষেত্র গঠিত হইতে পারে, ইহা অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। অধিক কি, এই সকল নদীগুলিকে যদি একত্র করা হয়, তবে তাহারা সিদ্ধুরও সমতুল্য হইতে পারে না। এই সিদ্ধু উৎপত্তিস্থানেই বৃহৎ এবং তৎপরে এসিয়ার নদীগুলি অপেক্ষা বৃহদাকারের পনরটা শাখানদীর সহিত মিলিতা হইয়া এবং ভারতবর্ষকে স্বীয় নাম প্রদান করিয়া এবং এবশ্প্রকারে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা অধিক সম্মান অর্জন করিয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে।

(৫) টোজান যুদ্ধের অন্ততম বীর। হেলেন ইহারই পত্নী ছিলেন।



# তৃতীয়াংশ

( ইহা আরিয়ান-লিখিত “ইণ্ডিকা” গ্রন্থের ২।১, ৭ অংশ

হইতে উদ্ধৃত )

## ভারতবর্ষের সীমা

এক্ষণে যে সকল জনপদ সিন্ধুর পূর্বতীরে অবস্থিত, তাহাদেরই আমি ভারতবর্ষ বলিয়া ধরিয়া লইতেছি এবং তদ্দেশবাসীদিগকে ভারতবাসী বলিয়া বলিতেছি। উপর্যুক্ত সীমা ধরিলে, ভারতবর্ষের উত্তরে তরাসপর্বতশ্রেণী ; কিন্তু ঐ সকল দেশে ইহাকে তরাস নামে অভিহিত করা হয় না। যে সমুদ্র পামফলিয়া, লিসিয়া এবং সিলিসিয়া দেশের পাদদেশ ধৌত করিতেছে, তরাস সেই সমুদ্র হইতে আরম্ভ হইয়া ও সমগ্র এসিয়া মহাদেশকে বিভক্ত করিয়া পূর্ব মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই পর্বতশ্রেণী যে যে প্রদেশের মধ্য দিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে, সেই সেই প্রদেশে ইহার ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। একদেশে ইহাকে পারপমিসস্, অত্রা ইমডস, তৃতীয় প্রদেশে ইহাকে ইমায়স এবং সম্ভবতঃ ইহাকে আরও বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যে সকল মার্সিদোনিয়ানগণ আলেকজান্দারের অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা এই পর্বতকে ককেসাস নামে অভিহিত করিয়াছিল। এই ককেসাস সিথিয়াপ্রদেশের ককেসাস হইতে ভিন্ন এবং সেইজন্ত আলেকজান্দার ককেসাসের দূরবর্তী প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতির উৎপত্তি হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্ত সিন্ধুনদ সমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার কালে দুইটা মুখ হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে। দানি-যুবের (১) পঞ্চমুখের গ্রায়, সিন্ধুর দুই মুখ পরস্পর হইতে বিভিন্ন ; কিন্তু ইহা মিশরের বদ্বীপ-সৃষ্টিকারী নাগের গ্রায়। সিন্ধু ও নীলের গ্রায় ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে, এই ব-দ্বীপ মিশরের ব-দ্বীপ অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে এবং ভারতীয় ভাষায় ইহাকে পটল (২) বলা হয়।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিমে এবং দক্ষিণে পুরোস্তিথিত মহা-সমুদ্র ; এই মহাসমুদ্র ভারতবর্ষের পূর্বসীমাও নির্দেশ করিতেছে। পটলের নিকটবর্তী জনপদ এবং সিন্ধুনদ আলেকজান্দার ও অশ্বাত্ত অনেক গ্রীকগণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, কিন্তু পূর্বদিকে আলেক-জান্দার হাইফাসিস নদীর অধিক দূরে অগ্রসর হন নাই। কয়েক জন গ্রন্থকার গাঙ্গেয় প্রদেশ, গঙ্গার বদ্বীপ ও গঙ্গাতীরবর্তী, ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান নগর পালিমবোথ্রার বর্ণনা করিয়াছেন(৩)।

(১) দানিযুব—ইউরোপের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী।

(২) পটল—বদ্বীপকে সম্ভবতঃ গ্রীকগণ পাটলীন নামে অভিহিত করিতেন। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথও বলিয়াছেন “The delta was known to the Greeks as Patalene, from its Capital Patala” (Early History of India. 2nd Edition 99). অর্থাৎ রাজধানী পটল হইতে, ইহা পাটলীন নামে অভিহিত হইত। প্রত্নতত্ত্ববিদ কানিংহাম সাহেব পটলকে নিরঙ্কল অথবা হৈদরাবাদ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

(৩) আরিয়ান এই অংশে যে পারপামিসস ও ইন্দস প্রভৃতি পর্বতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে ম্যাক্রিওল অশ্বত্থ বলিয়াছেন যে, পারপামিসস

## চতুর্থাংশ

( এই অংশ ট্রাবো নামক গ্রন্থকারের ১।১১ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে ।  
ট্রাবোর বিস্তৃত বর্ণনা প্রাচীন ভারতের প্রথম কল্পের প্রথম  
ধণ্ডে দ্রষ্টব্য )

### ভারতবর্ষের সীমা ও আয়তন ( : )

ভারতবর্ষের উত্তরে, এরিয়ানা হইতে পূর্বসাগর পর্য্যন্ত তরাস  
পর্বত । মাসিদোনিয়ানগণ ইহাকে ককেসাস পর্বত বলে ; কিন্তু

বর্তমান হিন্দুকুস নামে অভিহিত হয় । আরিয়ান এবং অক্সাঙ্ক গ্রন্থকার ইহাকে  
তরাস পর্বতেরই অংশ বলিয়া মনে করিতেন । হিমালয়ের যে অংশ নেপাল,  
ভূটান হইয়া আরও পূর্বাঞ্চলের দিকে বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাকেই ইমদস বলা  
হইত । লাসেন বলিয়াছেন যে, এই শব্দ সংস্কৃত হৈমবত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ।  
কেহ কেহ ইহাকে হিমাদ্রি হইতে উদ্ভূত বলিয়াছেন । ইমদসের সংস্কৃত হৈমবত  
শব্দের সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে । গীকগণ হিন্দুকুস ও হিমালয়কে এই বলিয়া  
আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন । সিনি ইহাকে ইমদই পর্বতের শাখা বলিয়া  
নির্দেশ করিয়াছেন ।

(১) সিনি বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ উত্তরদক্ষিণে ২৮,১৫০ পদ । আরিয়ান  
এবং ট্রাবোর লিখিত পরিমাণ হইতে দায়দরস-দত্ত পরিমাণে বথেষ্ট পার্থক্য দেখা  
যায় । দায়দরস বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের বিস্তৃতি ২৮,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া এবং  
দৈর্ঘ্য ৩২,০০০ ষ্টাডিয়া । ট্রাবো অক্সাঙ্ক বলিয়াছেন যে, “মেগস্থেনিস এবং ডিমা-  
কস-দত্ত পরিমাণ অনেকাংশে বিবাসযোগ্য । কারণ, তাঁহারা বলিয়াছেন যে,

দেশীয়েরা ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করে। যথা, পারোপামিসস্, ইমোদস্ এবং ইমায়স প্রভৃতি। ভারতবর্ষের পশ্চিমে সিঙ্কুনদ। ইহার দক্ষিণ এবং পূর্বাংশ অপরাংশাপেক্ষা বৃহৎ। এই দুই অংশ আটলান্টিক (২) সাগরে পড়িয়াছে। দেশটা রম্বরডের ত্রায়। ককেসাস পর্বত হইতে দক্ষিণ সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিমাংশ ১৩,০০০ ষ্টাডিয়া এবং বিপরীতদিগের পূর্বাংশ ১৬,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া। ভারতবর্ষের বিস্তৃতি এইরূপ। পশ্চিম হইতে পূর্বদিগের পরিমাণ সম্বন্ধে আমরা পালিবোথ্রা পর্য্যন্ত সঠিক বলিতে পারি, কারণ, ইহা পরিমাপ করা হইয়াছিল। ১০,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া দীর্ঘ একটা রাজপথ আছে। যে সকল জাহাজ সাগর হইতে গঙ্গানদী দিয়া পালিবোথ্রায় যায়, তাহাদের গত্যাত হইতে পালিবোথ্রার পরবর্তী দেশের আয়তন আন্দাজ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। মোট দৈর্ঘ্য ১৬,০০০ হাজার ষ্টাডিয়ার কম নহে। ইরাটসথিনিও এইরূপ অনুমান করেন।

ককেসাস হইতে দক্ষিণ সমুদ্র ২০,০০০ ষ্টাডিয়া। তবে, ডিমাকস ইহাও বলিয়াছেন যে স্থানে স্থানে দূরত্বের পরিমাণ ৩০,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া। অধ্যাপক সোয়ানথেক বলিয়াছেন যে, মেগস্থেনিসের দত্ত পরিমাণে ভুল হইবার কারণ এই যে, চন্দ্রগুপ্ত মেলুকাস হইতে কাবুল এবং এরিয়ানার যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, মেগস্থেনিস সেই অংশকেও ভারতবর্ষের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতেন।

(২) প্রাচীনগণ পৃথিবীকে আটলান্টিক সাগর-পরিবেষ্টিত একটা দ্বীপ বলিয়া মনে করিতেন।

সৈন্তগণের অগ্রসর হইবার কালে যে যে স্থানে স্বাক্ষাবার স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের ব্যবধানের দূরত্ব হইতে তিনি ইহা নির্ণয় করিয়াছেন এবং এক্ষেত্রে মেগস্থেনিস ও তাঁহার একই মত। পাট্রোক্লিসের মতে উহা এক হাজার ষ্টাডিয়া কম; কিন্তু ইহার সহিত যদি পূর্বদিকস্থ অন্তঃরীপ যোগ করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে এই ৩০০০ ষ্টাডিয়া লইয়া ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্য অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িবে। সিন্ধুনদের মুখ হইয়া, বহির্ভাগস্থ সমুদ্র দিয়া, পূর্বোক্ত অন্তঃরীপ লইয়া, ভারতবর্ষের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত পরিমাপ করিলে, দৈর্ঘ্য এইরূপই হইবে। পাট্রোক্লিসের (৩) মতে ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্য এক হাজার ষ্টাডিয়া কম।

## পঞ্চমাংশ

( এই অংশ দ্বাবোৰ ২।১, ৭ ; ৬৯ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত হইল )

### ভারতবর্ষের আয়তন

আরও, হিপার্কাস (১) তাঁহার টীকার দ্বিতীয় ভাগে ইরাটস-থিনিসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন যে, তিনি ভারতবর্ষের উত্তরদিকের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে মেগস্থেনিসের সহিত এক

(৩) আলেকজান্দারের অন্ততম নৌ-সেনাপতি।

(১) হিপার্কাস প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিৎ, খৃষ্টীয় পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

মত হইতে পারেন নাই বলিয়া তিনি পাট্রোক্লিসের সত্যবাদিতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ মেগস্থেনিসের মতে ঐ দৈর্ঘ্য ১৬,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া, কিন্তু পাট্রোক্লিস বলেন যে উহা ১০০০ ষ্টাডিয়া কম।

## ষষ্ঠাংশ

( এই অংশ খ্রীাবোর ১৫১, ১২, ৬৮৯ ও ৬৯০ পৃষ্ঠা  
হইতে গৃহীত হইল )

### ভারতবর্ষের আয়তন

টীসীয়স (১) বলেন যে, ভারতবর্ষ এসিয়ার অন্তর্গত প্রদেশা-  
পেক্ষা আকারে কম নহে। অনিসিক্রিটস (২) ভারতবর্ষ ভূমণ্ডলের  
একতৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করিয়া আছে, এইরূপ বিবেচনা  
করেন। নিয়ার্কাস (৩) বলেন যে, কেবল সমতল ক্ষেত্রগুলি ভ্রমণ

(১) টীসীয়স—এশিয়ামাইনরবাসী টীসীয়স বহুকাল পারস্ত-রাজের দরবারে  
চিকিৎসকরূপে বাস করিয়া পারস্ত এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দুইখানি ইতিহাস  
প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বর্তমানে এই পুস্তকখয়ের স্বজাংশই পাওয়া যায়।

(২) অনিসিক্রিটস—দার্শনিক; ইনি আলেকজান্দারের অভিযানকালে  
ঐহার সহগামী হইয়াছিলেন।

(৩) আলেকজান্দারের অধিনায়ক নৌ-সেনাপতি।

করিতেই চারিমাংশ অতিবাহিত হয়। মেগস্থেনিস এবং ডিমােকস লিখিত পরিমাণ, উহাদের অপেক্ষা পরিমিত। ইহাদের মতে দক্ষিণ সমুদ্র হইতে ককেশাস কুড়ি সহস্র ষ্টাডিয়ান কম। ডিমােকস বলেন যে, স্থানে স্থানে ইহা ত্রিশ সহস্র ষ্টাডিয়ানও কম। আমরা পূর্বেই এই সকল গ্রন্থকারের বর্ণনা আলোচনা করিয়াছি।

## সপ্তমাংশ

( এই অংশ ষ্ট্রাবোর ২।১, ৪ ৬৮ ও ৬৯ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত হইল )

### ভারতবর্ষের আয়তন

যে সকল প্রমাণের উপর এই মত স্থাপনা করা হইয়াছে, হিপার্কাস এই সকল প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া এই মতের বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পাট্রোক্লিস বিশ্বাসযোগ্য নহেন। কারণ, ডিমােকস ও মেগস্থেনিস বলেন যে, দক্ষিণ সমুদ্র হইতে দূরত্ব কোন কোন স্থানে ২০,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া এবং কোন কোন স্থানে ৩০,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া। হিপার্কাস বলেন যে, মেগস্থেনিস ও ডিমােকস এইরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন এবং ঐ দেশবাসীদিগের প্রাচীন মানচিত্রের সহিত এই বর্ণনার ঐক্যতা দৃষ্ট হয়।

## অষ্টমাংশ

( এই অংশ আরম্ভনের “ইণ্ডিকা” গ্রন্থের ৩৭-৮ হইতে  
গৃহীত হইয়াছে )

### ভারতবর্ষের আয়তন

মেগস্থেনিসের মতে ভারতবর্ষ পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত ; কিন্তু, অত্রাত্ম লেখকগণ বলেন যে, উহা ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্য। তাঁহার বিবরণামুসারে যে স্থলে সর্কাপেক্ষা অল্প, সে স্থলেও ভারতবর্ষের বিস্তার ১৬,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া। উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকেই ইহার দৈর্ঘ্য এবং এই দৈর্ঘ্য যে স্থলে সর্কাপেক্ষা কম, সে স্থলে ২২,০০০ ষ্টাডিয়া, মেগস্থেনিস ইহাই বলিয়াছেন।

---

## নবমাংশ

( এই অংশ ষ্ট্রাবোর ২।২, ১২—৭৬ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে )

### সপ্তমিমণ্ডলের অন্তঃগমন

অপিচ, তিনি ( ইরাটসথিনিস ) ডিমাকসের অজ্ঞতা ও এই সকল বিষয়ে অপরিণামদর্শিতা দেখাইবার জন্ত ডিমাকস যে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হরিপদ ও অন্নবৃন্তের মধ্যে অবস্থিত এবং মেগস্থেনিস যে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে সপ্তাধি-



মণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয় না এবং ছায়া বিপরীত দিকে পতিত হয়, ডিমাকস যে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এই মতের সহিত একমত হইতে পারেন নাই, কিন্তু সপ্তদশমণ্ডল ভারতবর্ষের কোথায়ও দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হয় না এবং ছায়া বিপরীত দিকে পতিত হয় না (১) মেগস্থেনিসের এই উক্তির প্রতিবাদ করার জন্ত, তিনি ডিমাকসের অজ্ঞতা প্রদর্শন করাইয়াছেন।

.

---

(১) আলেকজান্দারের সমকালীন নিমার্কাস, অনিসিক্রিটস, বিটো প্রভৃতি লেখকগণ এই প্রকার বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

## দশমাংশ

( এই অংশ প্লিনি নামক গ্রন্থকারের “প্রাণিতত্ত্ব” নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের ৬।২২, ৬ হইতে গৃহীত হইয়াছে )

### সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্তর্গমন

প্রাসীদিগের পরেই, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে মোনিডিস এবং সুয়ারি (১) জাতি বাস করে। মালিয়াস পর্বত ইহাদেরই অধিকৃত। এই পর্বতে শীত ঋতুতে ছয়মাস উত্তর দিকে এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে ছয়মাস দক্ষিণ দিকে ছায়া পতিত হয়। বীটন বলেন যে, এই প্রদেশে সপ্তর্ষিমণ্ডল বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র পনের দিবসের জন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মেগস্থেনিস বলেন যে, ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

সালিনাস ৫২।১৩

পালিবোথার পরে মালিয়াস পর্বত। এই পর্বতে পর্যায়ক্রমে শীতকালে ছায়া উত্তরদিকে এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিকে পতিত হয়। বীটন বলেন যে, ভারতবর্ষের এই প্রদেশে, বৎসরে মাত্র পনের দিবসের জন্ত সপ্তর্ষিমণ্ডল দৃষ্ট হয়। বীটন আরও বলেন যে, ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

(১) কানিংহাম সাহেব তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ “ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূগোল” নামক পুস্তকে মোনিডিসকে ভাগলপুরের দক্ষিণস্থ মন্দারপর্বত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কানিংহাম সুয়ারিকে শবর জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। “The Suari of Pliny are the Sabarrae of Ptolemy and both may be identified with the aboriginal Savaras or Suars, a wild race of woodcutters who lived in jungles without any fixed habitation” (Cunningham's Geography).

## একাদশ অংশ

( এই অংশ দ্বাবো ১৫১, ২০০-৩৬৩ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত হইল )

### ভারতবর্ষের উর্বরতা

ভারতবর্ষে বৎসরে দুইবার করিয়া শস্য উৎপন্ন হয়, মেগস্থেনিস এতদ্বারা ঐদেশের উর্বরতা নির্দেশ করিয়াছেন। ইরাটসথিনিসও এইরূপ বলেন, কারণ, তিনি লিখিয়াছেন যে, শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই শস্য বপন করা হয় এবং উভয় ঋতুতেই বৃষ্টি হয়। তিনি বলেন যে, এমন কোন বৎসর দেখা যায় না, যে বৎসরে উভয় ঋতুতেই বর্ষা হয় না, এবং এই জন্য ভূমি এত উর্বর যে প্রচুর শস্য পাওয়া যায়। বৃক্ষে যথেষ্ট ফল জন্মে এবং তরুলতার মূল (বিশেষতঃ দীর্ঘনলের মূলগুলি) স্বভাবতঃ এবং সিদ্ধ হইলেও মিষ্ট। কেননা, মেঘ হইতে যে বারিপতন হয়, অথবা নদী হইতে তাহারা যে জল গ্রহণ করে, এই উভয় রসই সূর্য্যের কিরণে উত্তপ্ত হয়। ইরাটসথিনিস এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন:— কারণ, অপরে যাহাকে ফলের পরিপক্বতা বলে, ভারতবাসীরা তাহাকে রন্ধন বলে, কারণ অগ্নিতে সিদ্ধ করিলে উহার যেমন স্বাদ হয়, রোদ্রতপ্ত হইলেও তাহাই হয় (১)। উপযুক্ত লেখক ইহাও

(১) মূল এইরূপ “Eratosthenes uses here a peculiar expression : for what is called by others the ripening of fruits and the juices of plants is called among the Indians Coction, which is as effective in producing a good flavour as the Coction by fire itself.”

বলেন যে, জলের উষ্ণতার জন্যই যে সকল বৃক্ষের শাখা হইতে চক্র প্রস্তুত হয়, তাহাদের শাখা আশ্চর্য্যরূপে নমনীয় এবং এই কারণেই একজাতীয় বৃক্ষে পশম জন্মে।

( ইরাটসথিনিস হইতে ষ্ট্রাবো কর্তৃক উদ্ধৃত

১৫।১, ১৩-৬৯০পৃষ্ঠা )

ইরাটসথিনিস বলেন যে, ভারতবর্ষের বৃহৎ নদ নদী হইতে বাষ্প এবং ইটিসিয়ান ( ২ ) বায়ুর জন্য ভারতবর্ষ গ্রীষ্ম কালীন বারিপতন দ্বারা সিক্ত হয় এবং সমতল ভূমিগুলি প্রাবিত হয়। এই বর্ষাকালে শন, জোয়ার, তিল, জব এবং বম্পোরাম রোপিত হয়।

(২) ইটিসিয়ান বাতাস—গ্রীষ্মকালে যে বায়ু ভূমধ্যসাগরে বহিতে থাকে, তাহাই ইটিসিয়ান বায়ু নামে কথিত হয়। প্রাচীন গ্রীকগণ মনে করিতেন যে, সিরিয়াস নামক নক্ষত্রের উদয় হইবার পূর্বে চল্লিশ দিন ধরিয়া ইজিরাস সমুদ্রে এই বাতাস প্রবাহিত হইত।

## দ্বাদশ অংশ

( এই অংশ ষ্ট্রাবো, ১২।১, ৩৭।৭০৩ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত হইল )

### ভারতবর্ষের কতিপয় বন্য জন্তু

মেগস্থেনিসের বৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাঘ্রগুলি প্রাসিয়াই দেশে পাওয়া যায় ; তাহারা সিংহের দ্বিগুণ এবং একপ বলবান্ যে, চারিজন রক্ষক কর্তৃক রক্ষিত, একটী পালিত ব্যাঘ্র, একটী অশ্বতরের পশ্চাদ্দেশের পদ ধরিয়া তাহাকে পরাভূত করিয়া তাহার নিকট আকর্ষণ করিয়া আনে। বানরগণ বৃহদাকারের সারমেয়্যাপেক্ষাও বড়। তাহাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু দেহের অগ্রাগ্র স্থল শ্বেতবর্ণ। কিন্তু অগ্রাগ্র অগ্র প্রকারেরও দেখা যায়। তাহাদের লেজ ছই হস্তের অধিক দীর্ঘ। তাহারা অত্যন্ত পোষ্য মানে, হিংস্র প্রকৃতি-বিশিষ্ট নহে এবং কাহাকেও আক্রমণ বা চুরি করে না। এতদেন্দ্রীয় ভূগর্ভস্থ প্রস্তরগুলির ধূনার গ্রায় বর্ণ এবং এই সকল প্রস্তর ডুমুর বা মধু অপেক্ষা মিষ্ট। দেশের কোন কোন স্থলে বাহুড়ের গ্রায় পক্ষবিশিষ্ট দ্বিহস্তদীর্ঘ সর্প আছে। তাহারা রাত্রিকালে উড়িয়া বেড়ায় এবং অসতর্ক ব্যক্তিগণের গাত্রে ঘর্ষ বা মূত্র নিক্ষেপ করিয়া গলিতকৃত উৎপাদন করে। অত্যন্ত বৃহদাকারের, পক্ষবিশিষ্ট বৃশ্চিকও দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় আবলুশ কাষ্ঠ জন্মে। এতদ্দেশে, পরাক্রান্ত ও

সাহসী সারমেয় পাওয়া যায় : ইহাদের নাসারন্ধ্রে জল না ঢালিয়া দিলে ইহারা কিছুতেই ধৃত বস্তু পরিত্যাগ করে না। ইহারা এত দৃঢ়রূপে কামড়াইয়া ধরে যে, কাহারও চক্ষু বিকৃত হইয়া যায় এবং কাহারও কাহারও চক্ষু কোটির হইতে বহির্গত হইয়া পড়ে। একটি কুকুর, একটি সিংহ ও ষণ্ডকে দৃঢ়রূপে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল। ষণ্ডের মুখ একপভাবে দংশন করিয়াছিল যে, সারমেয়কে অপসারিত করিবার পূর্বে ষণ্ডের মৃত্যু হইয়াছিল।

## ত্রয়োদশ অংশ

( এই অংশ ইলিয়ান নামক গ্রন্থকারের প্রাণিতত্ত্ব নামক গ্রন্থের ১৭৩৯ হইতে গৃহীত হইয়াছে )

### ভারতীয় বানর

মেগস্থেনিস বলেন যে, ভারতবর্ষের অন্তঃপাতী প্রাসীদেশে বৃহদাকারের সারমেয়্যাপেক্ষা বড় বানর আছে। তাহাদের লালুল ও হাত দীর্ঘ ; তাহাদের কপালে চুল জন্মে এবং তাহাদের বক্ষোদেশে ঘন শ্মশ্রু বিলম্বিত থাকে। তাহাদের মুখমণ্ডল খেত ; কিন্তু শরীরের অগ্রাংশ স্থান কৃষ্ণবর্ণ। তাহারা গৃহপালিত, এবং মনুষ্যের প্রতি অমুরক্ত এবং অগ্রাংশ দেশের বানরের ত্যায় তাহারা হিংস্র-প্রকৃতির নহে।

( নিম্নোক্ত অংশ ইলিয়ানের গ্রন্থের ১৩।১০  
হইতে লওয়া হইয়াছে । )

লোকপরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের অন্তর্গত প্রাসী নামক অধিবাসীদের মধ্যে, মনুষ্যের ত্রায় বুদ্ধিমান এবং হির্কেনিয়ান ( ১ ) দেশের কুকুরের ত্রায় একপ্রকার বানর আছে । তাহাদিগের কপালে স্বভাবজাত কেশগুচ্ছ দৃষ্ট হয় । বাহারা প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত নছেন, তাঁহারা মনে করিবেন যে, উহা কৃত্রিম । সাটীরের ( ২ ) ত্রায় তাহাদের চিবুক উর্দ্ধমুখী এবং তাহাদিগের লাজুল সিংহের লাজুলের ত্রায় বলশালী । তাহাদিগের মুখ এবং লাজুলের অগ্রভাগ দীর্ঘ লাল ; এতদ্ব্যতীত অন্ত্রাত্মাংশ শাদা ; এই সকল বানর অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সহজেই পোষমানে । তাহাদের বনেই জন্ম হয় এবং তাহারা পর্বত-জাত ফল সকল ভোজন করিয়া বনেই বাস করে । তাহারা দলবদ্ধ হইয়া লাটজী ( ৩ ) নামক ভারতীয় নগরের উপকণ্ঠে গমন করে এবং এই স্থানে রাজ্যের আদেশানুযায়ী যে ভাত রাখা হয়, তাহারা তাহাই ভক্ষণ করে । প্রকৃত পক্ষে, প্রতাহই তাহাদিগের ভোজনের জন্ত সন্তোষপ্রস্তুত আহাৰ্য্য রাখা হয় । কথিত হয়, যে ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলে

( ১ ) হির্কেনিয়া-কাম্পিয়ান হ্রদের তীরবর্তী প্রদেশ ।

( ২ ) সাটীর—প্রাচীন গ্রীসীয় গ্রন্থকারগণ গোল নাসিকাবিশিষ্ট, পশুদিগের ত্রায় কর্ণ ও পুচ্ছবিশিষ্ট একপ্রকার কাল্পনিক জীবের বর্ণনা করিয়াছেন ।

( ৩ ) এই নগরের স্থান নির্দিষ্ট হয় নাই ।

তাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া স্বীয় আবাসভূমি বনে প্রত্যাগমন করে ;  
পথিমধ্যে কোন বস্তুরই অনিষ্টসাধন করে না (৪)।

## চতুর্দশ অংশ

( ইলিয়ানের প্রাণিতত্ত্বের ১৬।৪১ হইতে গৃহীত অংশ )

### বৃশ্চিক ও সর্প

মেগস্থেনিসের বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষে  
পক্ষবিশিষ্ট যে বৃহাদাকারের বৃশ্চিক আছে, তাহা ইউরোপীয় ও  
ভারতবাসী সকলকেই সমান ভাবে দংশন করে। ভারতবর্ষে  
পক্ষবিশিষ্ট সর্পও আছে। এই সকল সর্প দিব্যভাগে গমনাগমন  
করে না, কিন্তু রাত্রিকালে, তাহারা গমনাগমনকালীন মূত্র ত্যাগ  
করে। এই মূত্র কাহারও গাত্র স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ গলিত  
ক্ষত জন্মে। মেগস্থেনিস এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন।

( ৪ ) প্রাসী—প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম বলেন যে, “Strabo and Pliny agree with Arrian in calling the people of Palibothra by the name of Prasii which modern writers have unanimously referred to the Sanskrit Prachya. But, it seems to me that Prasii is only the Greek form of Palasa or Parasa which is an actual and well-known name of Magadha”, অর্থাৎ, কানিংহাম সাহেবের মতে মগধে প্রচুর পলাশ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইত বলিয়া এই দেশকে গ্রীস দেশবাসীগণ এই নামে আখ্যাত করিত। প্রাসঙ্গিক ভাবে বলা যাইতে পারে যে, বর্তমানেও মগধে প্রচুর পরিমাণে পলাশবৃক্ষ দৃষ্ট হয়।



## পঞ্চদশ অংশ

( নিম্নোক্ত অংশ দ্বাবো ১।৫৬, ৭১০-৭১১ পৃষ্ঠা হইতে  
গৃহীত হইয়াছে )

### ভারতবর্ষের বন্য জন্তু ও নল

মেগস্থেনিস বলেন যে, ভারতবর্ষে এক প্রকার প্রস্তরবর্ষণকারী বানর আছে, তাহারা তাহাদের অনুসরণকারীদিগের উপর প্রস্তর বর্ষণ করে। তিনি বলেন যে, যে সকল জন্তু আমাদের দেশে গৃহপালিত, তাহারা ভারতবর্ষে তদ্রূপ নহে। তিনি এক শৃঙ্গ-বিশিষ্ট এবং হরিণের গ্রাম মস্তক-বিশিষ্ট অশ্ব, ত্রিশ অণ্ড ইয়াই ( ১ ) দীর্ঘ বেত্র এবং ৫০ অণ্ড ইয়াই দীর্ঘ এবং তিন হইতে ছয় হস্ত পরিধি-বিশিষ্ট অন্ত একপ্রকার বেত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

( ইলিয়ানের প্রাণিতত্ত্ব : ৬।২০, ২১ হইতে উদ্ধৃত )

### কতিপয় বন্যজন্তু

কথিত হয় যে, ভারতবর্ষের কোন ২ জেলায় ( আমি অভ্যস্তরহ জেলা সকলের কথা বলিতেছি ) ছুরারোহ পর্বতে বন্য জন্তু বাস করে। এই সকল পর্বতে আমাদের দেশীয় পালিত জন্তুও আছে, তবে, তাহারা বন্য। কারণ, এইরূপ শোনা যায় যে, সেই দেশে বন্য মেঘও আছে ; এতদ্ব্যতীত, কুকুর, ছাগল, বৃষও তথায় ইচ্ছানত বিচরণ করে, কারণ, তাহারা সেই দেশে মেঘপালকের অধীন

( ১ ) অণ্ড ইয়াই = ১ হস্ত,

নহে। তাহারা যে সংখ্যাতীত, তাহা যে কেবল ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় লেখকগণ বলেন, তাহা নহে; তদদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণও (যাহা দিগের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ গণ্য হইবার যোগ্য) বলেন। ইহাও কথিত হয় যে, ভারতবর্ষে এক শৃঙ্গবিশিষ্ট এক প্রকার জন্তু আছে, যাহাকে তদদেশবাসীরা কর্তাজোন (১) বলিয়া অভিহিত করে। ইহা আকারে পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত ঘোটকের ত্রায় এবং ইহার শিখা ও রেশমের ত্রায় কোমল পীতবর্ণ রোম আছে। ইহার সুন্দর পা আছে এবং এই জন্তু অত্যন্ত দ্রুতগামী। ইহার পদগুলি সন্ধিশূন্য এবং হস্তীয় ত্রায় এবং ইহার শূকরের ত্রায় পুচ্ছ আছে। ইহার জ্রুগলের মধ্যস্থান হইতে শৃঙ্গ উঠে। এই শৃঙ্গ সরল নহে; কিন্তু, ইহা স্বভাবতঃ মালাকারে গ্রথিত এবং কৃষ্ণবর্ণ। প্রবাদ এই যে, এই শৃঙ্গ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। আমি শুনিয়াছি যে, এই জন্তুর রব অত্যন্ত উচ্চ এবং কর্কশ- এমন কি এ বিষয়ে ইহার তুলনা নাই। ইহা অপর সকল জন্তুকে ইহার নিকটে আসিতে দেয় এবং তাহাদিগের সহিত ভাল ব্যবহার করে, কিন্তু স্বজাতীয়ের সহিত অত্যন্ত কলহপ্রিয়। পুরুষ জাতীয় জন্তুগুলি কেবল যে নিজ ২ শৃঙ্গে ঘর্ষণ করিয়া পরস্পরের সহিত বিবাদ করে, তাহা নহে; তাহারা, স্ত্রীজাতীয় জন্তুগুলির সহিতও যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে এবং এতদূর বিবাদপ্রিয় যে প্রতিপক্ষ যুদ্ধে হত না হইলে ইহারা ক্ষান্ত হয় না। এই জন্তুর প্রত্যেক অঙ্গই বলশালী, কিন্তু ইহাদের শৃঙ্গ এত বলবান্ যে, কিছুই ইহাকে

(১) "Kartazon".

প্রতিহত করিতে পারে না। এই জন্ত নির্জনে চরণভূমিতে একাকী বিচরণ করিতে ভালবাসে ; কিন্তু শৃঙ্গারকালে স্ত্রীজাতীয় জন্তুর সংসর্গ পছন্দ করে ; এমন কি, উভয়ে একত্র আহার করে। সঙ্গমকাল অতীত হইলে এবং স্ত্রীজাতীয় জন্তু গর্ভবতী হইলে, পুরুষটী পুনরায় হিংস্রভাবাপন্ন হয় এবং নির্জনে বাস করিতে চেষ্টা করে। শুনা যায় যে, ইহাদের শাবকগুলি, অতি বাল্যকালে প্রাসীদিগের রাজার নিকট নীত হয় এবং সাধারণ উৎসবের সময় একটি অপরের সহিত যুদ্ধে নিয়োজিত হয়। পূর্ববঙ্গ জন্তু কদাচ ধৃত হইয়াছে,—এরূপ কথা কাহারও স্মরণ হয় না।

পরম্পরা অবগত হওয়া যায় যে, যে পর্য্যটক ভারতবর্ষের প্রান্ত দেশীয় পর্বত উত্তীর্ণ হয়, সে নিবীড় বনপূর্ণ উপত্যকা দেখিতে পায়। ভারতবাসীরা ইহাকে করুনা বলে। এই সকল উপত্যকায় সাতীরের গ্রাম আকার এবং কর্কশ রোমাবৃত ও অশ্বের গ্রাম পুচ্ছবিশিষ্ট একপ্রকার জন্তু বাস করে। যদি এই সকল জন্তুকে উভ্যক্ত না করা যায়, তবে তাহারা বহু ফল থাইয়া গুল্মবনে বাস করে ; কিন্তু, যদি তাহারা শিকারীর চীৎকার এবং কুকুরের ডাক শ্রবণ করে, তবে তাহারা অত্যন্ত দ্রুত বেগে পর্বতের উচ্চদেশে আরোহণ করে, কারণ এই সকল জন্তু পক্ষতারোহণে অত্যন্ত অভ্যস্ত। তাহারা প্রস্তর গড়াইয়া আক্রমণকারাদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে এবং এই প্রকারে অনেককে হত করে। তাহারা প্রস্তর গড়াইয়া দেয়, তাহাদিগকে ধৃত করা অত্যন্ত কঠিন। কথিত হয় যে, কয়েকটী জন্তুকে অত্যন্ত কষ্টে এবং

দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া প্রাসৌগণের নিকটে আনা হইয়াছিল, কিন্তু এই সকল জন্তু হয় পীড়িত ছিল, অথবা গর্ভবতী স্ত্রী-জন্তু ছিল; প্রথমোক্তগুলি পীড়ার জন্তু দুর্বল হইয়া পলায়নে অসমর্থ হইয়াছিল এবং অন্তগুলি, গর্ভের ভারের জন্তু পলায়ন করিতে পারে নাই এবং এইজন্তুই এই দুই প্রকারের জন্তু বৃত্ত করা সম্ভব হইয়াছিল।

.

---

## ষোড়শ অংশ

( গ্লিনির “প্রাণিতত্ত্ব” ৮১৪, ১ )

### বোরাসর্প

মেগস্থেনিস বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে সর্প আয়তনে এত বৃহৎ হয় যে, তাহারা এক একটা সমগ্র হরিণ বা বৃষ গ্রাস করে ।

( সলিনাস ৫২, ৫৩ )

সর্পগুলি একরূপ প্রকাণ্ড যে, তাহারা এক একটা সম্পূর্ণ হরিণ অথবা তদ্রূপ বৃহৎ জন্তু গ্রাস করে ।

---

## সপ্তদশ অংশ

( ইলিয়ান ‘প্রাণিতত্ত্ব’ ৮১৭ )

### বৈদ্যুতিক বাণমৎস্ত

আমি মেগস্থেনিস হইতে জানিতে পারি যে, ভারতীয় সমুদ্রে একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্ত আছে, ইহা জীবিতাবস্থায় দেখা যায় না ; কারণ, ইহা সদাসর্বদা গভীর জলে সম্তরণ করে এবং ইহার মৃত্যু হইলে জলের উপরে ভাসিতে থাকে । যদি কেহ এই জাতীয় মৎস্তকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে সে অবসন্ন ও মূর্ছা যায় ; অধিক কি, মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।

# অষ্টাদশ অংশ

( গ্রিনার “প্রাগিতত্ত্ব” ৬।২৪, ১ হইতে উদ্ধৃত )

## তাপ্রোবেণ

মেগস্থেনিস বলেন যে, তাপ্রোবেণ (১) মহাদেশ হইতে একটা নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ; অধিবাসীরা পালেওগনই (২) নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং ঐ দেশে, ভারতবর্ষাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সুবর্ণ এবং বৃহৎ মুক্তা পাওয়া যায়।

( সলিনাস ৫৩, ৩ হইতে উদ্ধৃত )

একটা নদী প্রবাহিতা হইয়া তাপ্রোবেণকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। কারণ ইহার একভাগ ভারতবর্ষীয় বস্ত্র পশু ও হস্তিসকল অপেক্ষা বৃহাদাকারের জন্তুপরিপূর্ণ এবং অগ্রভাগ মনুষ্যের অধিকৃত।

( ১ ) তাপ্রোবেণ সম্বন্ধে “প্রাচীনভারতের” প্রথম খণ্ডে কয়েক স্থলে আলোচনা করা হইয়াছে। ম্যাক্রিডল লিখিয়াছেন যে, এই দ্বীপ ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহা লঙ্কানামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, কিন্তু প্রাচীন গ্রীকগণ এই নাম অবগত ছিলেন না। টলেমীর পূর্বে কোন কোন গ্রীক লেখক ইহাকে সিমুন্ডু ( Simundu ) বা পালি সিমুণ্ড ( Palisimunda ) বলিয়াছেন। ম্যাক্রিডলের মতে এই শব্দগুলি সংস্কৃত পালিসীমান্ত ( Palisimanta ) হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কেহ ইহাকে ‘তাপ্রোবেণ’ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাপ্রোবেণ সংস্কৃত তাম্রপর্ণী হইতে গৃহীত হইয়াছে। অশোকের গীর্গার শিলালিপিতে তাম্রপর্ণী শব্দ দৃষ্ট হয়। কেহ বা ইহাকে সালিস ( Salice ), সীর্লদিব, ( Sirledivo ) স্বর্ণদ্বীপ, ( Serendip ) সিলোন (Ceylon) নামে অভিহিত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ, এই শব্দগুলি পালি সিংল ( সংস্কৃত সিংহল ) শব্দ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

( ২ ) Palaigoni—এই শব্দ কি হইতে উদ্ধৃত সে সম্বন্ধে নানাব্যক্তি নানারূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

# উনবিংশ অংশ

( আন্টিগোনাস হইতে উদ্ধৃত )

## সামুদ্রিক বৃক্ষ

“ইণ্ডিকা” গ্রন্থের গ্রন্থকার মেগস্থেনিস উল্লেখ করিয়াছেন যে,  
ভারতীয় সমুদ্রে বৃক্ষ জন্মে ।

---

## বিংশ অংশ

( আরিয়ানের ‘ইণ্ডিকা’র ৪।২-১৩ হইতে গৃহীত )

## সিন্ধু এবং গঙ্গা

মেগস্থেনিস বলেন যে, গঙ্গা এবং সিন্ধুর মধ্যে গঙ্গা অপরটা  
অপেক্ষা অনেক বড় এবং অগ্ৰাণ্ড যে সকল লেখকগণ গঙ্গার কথা  
উল্লেখ করেন, তাঁহারাও মেগস্থেনিসের সহিত একমত । কারণ,  
এই নদী উৎপত্তি-স্থলেইত বৃহৎ, তাহার উপর নৌচলনো-  
পযোগী কৈনাস, ইরান্নোবোরাস এবং কসোয়ানাস (১) নামক

(১) কৈনাস—কেহ কেহ ইহাকে যমুনার শাখানদী কান বলিয়া নির্দেশ  
করিয়াছেন । ইরান্নোবোরাস—ইহাকে শোণ নদী বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ।  
গ্রীক-লেখকগণ পাটলিপুত্রে গঙ্গা ও ইরান্নোবোরাসের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত  
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । সংস্কৃত হিরণ্যবাহ হইতে এই শব্দ উদ্ধৃত

শাখানদীগুলি গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, নোচলনোপযোগী সোনাস, সিটুকোটাস এবং সোলোমাটিস নামক হইয়াছে। হিরণ্যবাহ এবং হিরণ্যবাহ শোণেরই নাম। কসোয়ানাস—প্রিন্সি ইহাকে কসোয়ানাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ ইহাকে সংস্কৃত কৌশিকী হইতে উদ্ধৃত বলিয়াছেন। অধ্যাপক সোয়ানবেক বলেন যে, সংস্কৃত কোষবহ শব্দ হইতে এই শব্দ গৃহীত হইয়াছে এবং সেই জন্ত ইহা হিরণ্যবাহের স্থায় শোণেরই অন্ততম নাম। সোনাস শোণ নদী। ম্যাক্রিওল বলিয়াছেন যে, এই শব্দ সংস্কৃত স্রবর্ণ হইতে গৃহীত। ইহার বালুকা পীতবর্ণের ছিল বলিয়া অথবা বালুকার সহিত স্রবর্ণের পাপুয়া বাহিত বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছিল। সিটুকোটাস এবং সোলোমাটিস নামক নদীদ্বয়কে নির্দেশ করা যায় না। কানিংহাম শেবোভকে সরযু বলিয়া নির্দেশ করেন, কিন্তু অন্ততম প্রভুত্ববিশিষ্ট বেনদী ইহাকে সরযুতী বলিয়াছেন। কণ্ডোচাটাস বর্তমান গণ্ডক। এই নদীতে শৃঙ্গধারী কুম্ভীর বাস করিত বলিয়া গণ্ডক (গণ্ডার—বহুল) নামকরণ হইয়াছিল। সাধস—কেহ কেহ ইহাকে যমুনার শাখানদী সম্বল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মাগনকে ম্যানার্টনামক লেখক রামগঙ্গা বলিয়াছেন। আগোরানিস—ভৌগলিক রেনেল ইহাকে যগরা (যরঘরা) বলিয়াছেন। ওমালিস—সোয়ানবেক ইহাকে বিমলা নদী কোন নদী বলিতে চাহেন, কিন্তু অন্তান্ত লেখকগণ ইহাকে নির্দেশ করিতে পারেন নাই। কমনোসেস—রেনেল এবং লাসেন ইহাকে কর্ণনাশা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কাকোথিস—ম্যানার্ট ইহাকে শুভ্রী এবং লাসেন ভগবতী বলিয়াছেন। আন্দোমাটিস—লাসেন ইহাকে অক্ষমতী (বর্তমান তংসা) বলিয়াছেন, কিন্তু কেহ কেহ ইহাকে দামুদা (দামোদর) বলিয়াছেন। কাটাডুপ ও আমিষ্টিশকে কেহই নির্দেশ করিতে পারেন নাই। আন্টিমাগিস—পাঞ্জালীজাতি; পাঞ্জাবের দোয়াবে বাস করিত।



নদীগুলি এবং কণ্ডোচাটীস সাধস, মাগন, আগোরানিস এবং ওমালিসও গঙ্গায় প্রবেশ করিয়াছে। অধিকন্তু, কমেনাসেস

আক্ষিমাগিস—ইক্ষুমতী নদী। ইরেনিশিস—বারাণসী। মাথী সম্ভবতঃ মগধ-বাসীসেরই বলা হইয়াছে। হাইড্রাওটীস—সংস্কৃত ঐরাবতী বর্তমান নাম রাবী। কাবিস্থলই শব্দ, ম্যাক্রিওল বলিয়াছেন যে, অশ্বত্ব কোথাও দৃষ্ট হয় না; সোয়ানবেক ইহাকে কপিস্থল বলিয়াছেন। হাইফাসিসকে হাইড্রাওটীসের শাখানদী বলিয়া আরিয়ান ভ্রম করিয়াছেন। বস্তুতঃ উহা আকিসাইনে প্রবেশ করিয়াছে। হাইফাসীস (সংস্কৃত বিপাসা) শতদ্রুতে মিলিত হইয়াছে। আক্টোবি আরিয়ান ব্যতীত অশ্বত্ব দৃষ্ট হয় না। সারঙ্গেস ও নিউড্রাস নির্দিষ্ট হয় নাই। হাইড্রাসাপন—বিস্তাপ্ত—বর্তমানে ইহা খিলম নামে আখ্যাত হয়। টলেমি ইহাকে বিদ্যাস্পাস Bidaspes বলিয়াছেন। অক্সিড্রাকাই—লাসেন ইহাকে ক্ষুদ্রক বলিয়াছেন। অক্সিড্রাকাই জাতি আলেকজান্দারকে ১০০০ চতুরাশ যোজিত রথ, ১০০০ ঢাল এবং অশ্বাশ্ব উপহার প্রদান করে। ভিনসেন্টস্মিথের ইতিহাসের ৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আকিসাইন—চেনাব। মাল্লি—অনেকে ইহা বর্তমান মালব বলিয়াছেন। আলেকজান্দারের অভিযানকালে মল্লজাতি তাঁহার গতিরোধ করিয়াছিল। আলেকজান্দার ইহাদিগের সহিত যুদ্ধেই গুরুতররূপে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরাপ্ত হইয়া এই জাতি আলেকজান্দারের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। তৌতাপস—ম্যাক্রিওল ইহাকে শতদ্রুর নিম্নভাগ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কোফিন-কাবুল নদী। অশ্বাশ্ব নদী কেহই নির্দেশ করিতে পারেন নাই। অভিসারিস—সংস্কৃত অভিসার হইতে গৃহীত হইয়াছে। অভিসারের পার্শ্বভারাজ আলেকজান্দারের অধীনতা স্বীকার করেন। প্রত্যাবর্তনকালে অভিসাররাজই আলেকজান্দার কর্তৃক স্ভাট্রাপ বা Satrap শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

নামক বৃহত্তী নদী কাকোথিস, এবং মধ্যান্দি নি নামক ভারতীয় জাতির অধিকৃত দেশমধ্য দিয়া প্রবাহিত। আন্দোমাটিস নদীও গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সকল নদী ভিন্ন কাটাডুপ নগরের পাদদেশ ধৌতকারিণী অমিষ্টিস, এবং পাজ্জালি নামক জাতির দেশে উৎপন্ন। অফ্রিমাগিস, এবং মাথী নামক ভারতীয় জাতির দেশে উৎপন্ন। ইরেনেসিসও গঙ্গায় প্রবেশ করিয়াছে। মেগস্থেনিস এই সকল নদী সম্বন্ধে বলেন যে, মিনান্দার যে স্থলে নৌচলনোপযোগী, সেই স্থলের সহিত তুগনায় ইহাদের কোনটীও ক্ষুদ্রা নহে। গঙ্গার সম্বন্ধেত কথাই নাই; কারণ, যে স্থলে উহা সর্বপেক্ষা স্বর্গীর্ণ, সে স্থলেও উহার বিস্তৃতি একশত ষ্টাডিয়া; এবং অনেক স্থলেই ইহা হ্রদাকারে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং যে স্থলের ভূমি সমতল এবং উচ্চনীচ নহে, তথায় এক তীর হইতে অপর তীর দৃষ্টিগোচর হয় না। মেগস্থেনিস বলেন যে, সিন্ধুও গঙ্গার তায়। ক্যাম্বিস্থলই দেশ হইতে উদ্ভূত হাইড্রাওটিস, আক্সীবাই-দিগের দেশ মধ্যদিয়া প্রবাহিত। হাইফাসিস এবং সিসিয়ান দেশের সারস্পেস এবং আটাকেনাইদিগের নিউড্রাসের সহিত মিলিত হইয়া আকেসাইনে প্রবেশ করিয়াছে। হাইডাসপিস অক্সিড্রাকাই-দিগের দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া এবং অরিসজী দেশের সিনারাসের সহিত মিলিত হইয়া আকিসাইনে প্রবেশ করিয়াছে এবং আকিসাইন মাল্লি দেশমধ্যে সিন্ধুর সহিত মিলিত হইবার পূর্বে তৌতাপস নামক ইহার প্রধান শাখার সহিত একত্র হইয়াছে। এই সমুদায় শাখা নদীর সহিত মিলিত হওয়ার জন্ত আকিসাইন প্রবাহিত

হওয়াতে, সে এই সকল নদীকে নিজ নাম প্রদান করিয়াছে এবং যতক্ষণ সিন্ধুর সহিত মিলিতা না হইয়াছে, ততক্ষণ নিজ নাম রক্ষা করিয়াছে। কোফিন নদীও নিউ কেলাইটসে উৎপন্ন হইয়া এবং মলস্তাস, সোয়াষ্টাস এবং গ্যারোইয়ার সহিত সিন্ধুতে প্রবেশ করিয়াছে। সিন্ধুর সহিত এই সকল নদী মিলিতা হইবার পূর্বে, পরিয়ানিস এবং সপর্ণাস পরস্পর হইতে অল্প দূরে সিন্ধুর সহিত মিশিয়াছে। আবিসারিয়ানদিগের পার্শ্বত্যাগে উৎপন্ন সোয়ানাসও একাকিনী সিন্ধুর গর্ভে পড়িয়াছে। মেগাস্থেনিস বলেন যে, সকল নদীই নৌচলনোপযোগী। এই জন্ত তিনি যে সিন্ধু ও গঙ্গার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ডানিয়ুব ও নীলের উহাদিগের সহিত তুলনা হইতে পারে না, তাহা আমাদের অবিশ্বাস করা উচিত নহে।

( প্লিনির 'প্রাণিতত্ত্ব' ৬২১, ৯-২২ হইতে উদ্ধৃতাংশ )

প্রিন্স এবং কাইনস নামক গঙ্গার শাখানদীদ্বয়ই নৌ-চলনোপযোগী। গঙ্গাতীরে কালিঞ্জী নামে এক জাতি বাস করে (১); ইহারা সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে থাকে। ইহাদের উত্তরে মাণ্ডি এবং মালিজাতি; শেষোক্ত জাতির দেশে মালাস পর্বত। গঙ্গা এই সকল ভূভাগের সীমা নির্দেশ করে। কেহ কেহ বলেন যে, এই নদী নীলনদের দ্বারা অজ্ঞাত স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং নীলের দ্বারা যে সকল জনপদের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহাদিগকে প্রাবিত করে; অপরে বলেন যে, সীথীয়ানদেশীয় পর্বতমালা হইতে

(১) সম্ভবতঃ বর্তমান কলিঙ্গদেশ হইতে কালিঞ্জী শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে।

গঙ্গা উড়ুতা হইয়াছে। কথিত হয় যে, উনিশটা শাখানদী গঙ্গার প্রবেশ করিয়াছে; তন্মধ্যে পূর্বোন্নিধিত নদীগুলি ব্যতীত কণ্ডোচাটীস, ইরানাবোয়াস, কোসোরাগস এবং সোনাস নোচলনোপযোগী। ৩ শ্রাব্দের মতে ইহা উৎস হইতে বজ্রনির্ঘোষ-স্বরে নির্গতা হইয়া ও অত্যাচ্চ পর্বতস্থ প্রণালী দিয়া সমতল ভূমিতে পৌছিবামাত্র হ্রদে আশ্রয় লয় এবং তথা হইতে শান্তভাবে প্রবাহিতা হয়। কোথায়ও ইহা বিস্তারে আটমাইলের কম নহে এবং গভীরতা কোনস্থানেই কুড়ি ফাদমের কম নহে।

( সলিনাস ৫২৬, ৭ হইতে গৃহীত অংশ )

গঙ্গা ও सिन्धু ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী; কাহারও কাহারও মতে গঙ্গা অজ্ঞাত উৎস হইতে বহির্গতা হইয়া নীলনদের দ্বারা ইহার কুল প্রাপ্ত করে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা সীথিয়ান দেশীয় পর্বত হইতে নির্গতা হইয়াছে। ভারতবর্ষে হাইফানিস (২) নামে একটা বৃহৎ নদী আছে; এই নদী আলেকজান্দারের গতিরোধ করিয়াছিল; নদীতীরস্থ বেদী হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। গঙ্গার সর্বাপেক্ষা কম বিস্তার আট মাইল এবং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কুড়ি মাইল। ইহার গভীরতা যে স্থলে সর্বাপেক্ষা অল্প সে স্থলেও একশত ফীট।

(২) আলেকজান্দার হাইফানিস নদী তীর হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। হাইফানিস নদীতীরে গ্রীষ্মকালীন ঝড়োবাত দমন করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন যে, গঙ্গার বিস্তৃতি কোনস্থলেই ৩০ ঠাডিয়ার  
কম নহে; কিন্তু কাহারও কাহারও মতে মাত্র তিন ঠাডিয়া, কিন্তু  
মেগস্থেনিসের মতে মোটের উপর ইহার বিস্তৃতি একশত ঠাডিয়া  
ও সর্কনিয় গভীরতা কুড়ি অগু ইয়া (৩)।

---

(৩) থার্টিন বলিয়াছেন যে ‘ভাগীরথী ষাড়ওয়াল প্রদেশে গঙ্গোত্রির  
দিকট প্রথম দৃষ্ট হয় এবং দেবপ্রাগ হইতে ইহা গঙ্গানামে অভিহিতা  
হয়। বর্ষাকালে কোন কোন স্থলে গঙ্গা প্রায়ে প্রায় এক মাইল হয়।

## একবিংশ অংশ

(আয়িমান ৬২-৩ হইতে উদ্ধৃত)

### শিলাস নদী (১)

মেগস্থেনিস একটা ভারতীয় নদী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণকর  
আখ্যান লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই নদী শিলাস  
নামে আখ্যাত হইয়া থাকে; ইহা উক্তা নদীর নামানুসারে  
অভিহিতা একটা উৎস হইতে বহির্গতা হইয়া, যে জাতি ঐ নদী  
ও নির্ঝরিলীর নামানুসারে সিলিয়ান জাতি বলিয়া কথিত হয়,  
তাহাদিগেরই দেশমধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইতেছে; এই নদীর জলের  
বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কিছুই প্রবমান থাকে না; ইহাতে  
কোন জন্তুই সম্ভরণ করিতে পারে না এবং কোন দ্রব্যই ইহাতে  
ভাসমান থাকে না; ইহার মধ্যে যে সকল দ্রব্য পড়ে, তাহাই  
নদীর তলদেশে পতিত হয়। সুতরাং পৃথিবীতে এই নদীর জল  
অপেক্ষা পাতলা এবং অসার দ্রব্য আর নাই।

---

(১) সোয়ানবেক লাসেন হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতীয়গণ  
মনে করিতেন যে, শিলাস নদী ভারতবর্ষের উত্তরে অবস্থিত; ইহাতে নিক্ষিপ্ত  
বস্তু সকল প্রত্যরীভূত হয় এবং সেই জন্তু নিক্ষিপ্ত বস্তু সকল তলদেশে পতিত হয়।

# দ্বাবিংশ অংশ

( বয়সোনেড প্রণীত গ্রীসদেশীয় আখ্যানিকার ১, ৪১৯

পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত )

## শিলাস নদী

ভারতবর্ষে শিলাস নামক যে নদী ( যে নির্ঝরিনী হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারই নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে), আছে, তাহাতে যে কোন দ্রব্যই নিক্ষেপ করা হউক না কেন, কিছুতেই ভাসে না ; নির্জল সর্বল দ্রব্যই প্রচলিত নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া, তলদেশে পতিত হয় ।

.

---

# ত্রয়োবিংশ অংশ

( ষ্ট্রাবো ১৫।১, ৩৮ ( ৭০৩ পৃষ্ঠা ) হইতে গৃহীত )

## শিলাস নদী

( মেগস্থেনিস বলেন ) পার্শ্বত্যাগ্রদেশে শিলাসনাম্নী একটা নদী আছে, যাহার জলে কিছুই ভাসমান থাকে না। ডিমক্রীটস, ( যিনি এসিয়ায় অনেকাংশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ) তিনি অথবা আরিষ্টটল (১) ইহা বিশ্বাস করেন নাই।

— — —

( ১ ) আরিষ্টটল প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও আলেকজান্দারের গুরুদেব।



# চতুর্বিংশ অংশ

( আরিয়ান, ইতিহাস ৫:২ হইতে গৃহীত )

## ভারতীয় নদীসমূহের সংখ্যা

মেগাস্থেনিস অন্ত্যন্ত যে সকল নদী গঙ্গা ও সিন্ধু হইতে দূরে অবস্থিতা এবং যাহারা পূর্ব ও দক্ষিণ মহাসাগরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদেরও উল্লেখ করিয়াছেন। এইজন্য তিনি নিশ্চিতভাবে বলেন যে, ভারতবর্ষে আটালটী নৌচলনোপযোগী নদী আছে। যদিও, তিনি যাহারা ফিলিপপুত্র আলেকজান্দারের সহিত আগমন করিয়াছিল, তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক দেখিয়াছিলেন, তত্রাপি যতদূর বোধ হয়, তাহাতে মেগাস্থেনিস ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন নাই। কারণ, তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত রাজা সান্দ্রাকোটস এবং তাঁহাপেক্ষাও পরাক্রান্ত পোরসের দরবারে বাস করিয়াছিলেন (১)।

---

(১) এইস্থানের অনুবাদ লইয়া অনেক মতবৈধ দেখা যায়। “He resided at the Court of Sandracottas, the greatest king in India, and also at the Court of Porus, who was still greater than he” সোয়ানবেক বলিয়াছেন যে, মূলে লিপিকর প্রমাদ ঘটিয়াছে এবং সেই জন্য তিনি “who was a greater king even than Porus”, ( অর্থাৎ যিনি পোরস অপেক্ষাও পরাক্রান্ত ছিলেন ) এইরূপ পাঠ করিতে চান।

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଂଶ



## পঞ্চবিংশ অংশ

( ষ্ট্রাবো ১১৩৫, ৩৬ ( ৭০২ পৃষ্ঠা ) হইতে উদ্ধৃত )

মেগস্থেনিস বলেন যে, গঙ্গার সাধারণ বিস্তৃতি একশত ষ্টাডিয়া এবং যে স্থলে ইহা সর্কাপেক্ষা কম গভীর, তথায়ও ইহার গভীরতা কুড়ি ফাদম। গঙ্গা এবং অপর একটি নদীর সঙ্গমস্থলেই পালিবোথ্রা অবস্থিত। এই নগর দৈর্ঘ্যে ৮০ ষ্টাডিয়া ও প্রস্থে ১৫ ষ্টাডিয়া। ইহা আকারে সমান্তরাল ক্ষেত্রের স্থায় এবং ইহার চতুর্পার্শ্বে কাঠের প্রাচীরগাত্রে তীর-নিষ্ক্ষেপের জন্তু ছিদ্র আছে। নগরের ময়লা বহির্গত হইবার জন্তু ও নগররক্ষার্থ ইহার চতুর্দিকে একটি প্রাকার আছে। এই নগর যে প্রদেশে অবস্থিত, তথাকার অধিবাসিবৃন্দ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্কাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং তাহাদিগকে প্রাসিয়াই নামে অভিহিত করা হয়। রাজা নিজ নামের সহিত পালিবোথ্রাস নাম ধারণ করিতে বাধ্য। যে সাম্রাজ্যকোটসের নিকট মেগস্থেনিস দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহারও এই নাম ছিল। পার্থিয়ানগণের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত; কারণ, যদিও প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, তথাপি তাহাদের সকলকেই আরসকাই নামে অভিহিত করা হয়।

হাইফানিসের অপর পার্শ্বের জনপদ উর্করা বলিয়াই প্রসিদ্ধ, কিন্তু, এই প্রদেশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় না। দূরত্ব ও অজ্ঞতার জন্তু এ প্রদেশ সম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায়,

তাহা অতিরঞ্জিত এবং অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। দৃষ্টান্ত-  
 স্বরূপ, স্তূৰ্ণধননকারী পিপীলিকা এবং ছই শত বৎসর পরমায়ু-  
 বিশিষ্ট মনুষ্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহারা পাঁচ-  
 সহস্র সদন্ত-সমন্বিত আভিজাত্যগণের এক শাসন-প্রণালীর কথা  
 উল্লেখ করে। সকল সদন্তই রাজাকে একটা করিয়া হস্তী সরবরাহ  
 করেন। মেগস্থেনিসের বৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সর্কা-  
 পেক্সা বৃহৎ ব্যাঘ্রগুলি প্রাসিয়াই দেশে পাওয়া যায়; তাহারা  
 সিংহের দ্বিগুণাকারের এবং একরূপ বলবান যে, চারিজন রক্ষক  
 কর্তৃক রক্ষিত ব্যাঘ্র একটা অশ্বতরের পশ্চাদ্দেশের পদ ধরিয়া  
 আকর্ষণ ও পরাভূত করিয়া নিজের নিকটে টানিয়া আনে। এদেশের  
 হনুমানগণ বৃহৎ বৃহৎ সারমেরাপেক্সা বৃহদাকারের। তাহাদের  
 কৃষ্ণবর্ণ মুখমণ্ডল ব্যতীত, দেহের অন্তঃস্থান শ্বেত বর্ণের। তাহাদের  
 লেজ ছই হস্তের অধিক দীর্ঘ এবং তাহারা অত্যন্ত পোষ্য মানে।  
 ইহাদের প্রকৃতি শাস্ত এবং ইহারা কাহাকেও আক্রমণ করে না বা  
 কাহারও দ্রব্য চুরি করে না। এতদংশীয় ভূগর্ভস্থ প্রস্তরগুলির  
 ধূনার জ্বায় বর্ণ এবং মধু বা ডুমুরাপেক্সা মিষ্ট। দেশের কোন কোন  
 স্থলে বাছড়ের জ্বায় পক্ষবিশিষ্ট বৃশ্চিক দেখিতে পাওয়া যায়।  
 তথায় আবলুশ কাঠ জন্মে। তথায় পরাক্রান্ত ও সাহসী সারমের  
 পাওয়া যায়, ইহাদের নাসারন্ধ্রে জল ঢালিয়া না দিলে ইহারা  
 কিছুতেই শ্বতবজ্র পরিত্যাগ করে না। ইহারা একরূপভাবে কামড়াইয়া  
 ধরে যে, ইহাদের কাহারও কাহারও তজ্জন্ত চক্ষু বিবৃত হইয়া  
 যায়, কাহারও চক্ষু বোটর হইতে বহির্গত হইয়া পড়ে। একটা

সিংহ ও বণ্ডকে এইরূপ একটি কুকুর দৃঢ়রূপে কামড়াইয়া ধরিয়া-  
ছিল। কুকুর বণ্ডটাকে এরূপভাবে ধরিয়াছিল যে, কুকুরকে  
অপসারিত করিবার পূর্বে বণ্ডের মৃত্যু হইয়াছিল।

## ষড়্বিংশ অংশ

( আরিয়ান, ইণ্ডিকা ১০ হটতে উদ্ধৃত )

### পাটলিপুত্র এবং ভারতবাসীর আচার-ব্যবহার

ইহাও কথিত হয় যে, ভারতবাসীরা মৃতের উদ্দেশে কোন  
স্বতন্ত্রস্তম্ভ নির্মাণ করে না ; কিন্তু তাহারা বিবেচনা করে যে,  
জীবিতকালে সমুদ্রা যে গুণাবলী প্রদর্শন করিয়াছিল ও যে সকল  
গানে তাহাদিগের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করা হয়, তাহাই মৃত্যুর পরে  
তাহাদিগের স্মৃতিরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। তাহাদিগের নগরের  
সংখ্যা সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হয় যে, নিশ্চিতরূপে সংখ্যা-নির্দেশ  
করা যায় না ; কিন্তু যে সকল নগর নদী বা সমুদ্রতীরে অবস্থিত,  
তাহা কাষ্ঠনির্মিত, ইষ্টকনির্মিত নহে। কারণ, বর্ষাপাত এত  
প্রবল এবং নদীগুলি কুলপ্রাবিত করিয়া সমতলক্ষেত্র প্রাবিত  
করে বলিয়া উল্লিখিত গৃহগুলি অল্পকালস্থায়ী করিয়াই নির্মিত

হয়। পক্ষান্তরে, যে সকল নগর উচ্চভূমিতে স্থাপিত, তাহা ইষ্টক এবং কদমনির্মিত। ইহাও কথিত হয় যে, ইরানোবোরাস এবং গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত প্রাসিয়ানদের রাজ্যে পালিমবোথ্রা নগরই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। গঙ্গা সকল নদী অপেক্ষা বড় এবং ইরানোবোরাস যদিও ভারতীয় নদীসকলের মধ্যে সম্ভবতঃ তৃতীয়স্থান অধিকার করে, তথাপি অগ্রদেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী অপেক্ষাও বৃহৎ। কিন্তু ইরানোবোরাস যে স্থলে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়াছে, তথায় ইহাপেক্ষা ক্ষুদ্র। মেগ-স্থেনিস বলেন যে, এই নগরের যে স্থানে লোকজনের বসতি, তথায় উত্তরদিকে ইহার সর্বাপেক্ষা দৈর্ঘ্য ৮০ ষ্টাডিয়া এবং বিস্তৃতি ১৫ ষ্টাডিয়া; ইহার চতুর্দিকে ছয়শত ফীট প্রস্থ এবং ত্রিশ হাত গভীর পরিধা এবং নগরপ্রাচীরে ৬৭০টী বুরুজ এবং চৌষট্টিট দ্বার আছে। পূর্ববর্তী লেখক ভারতবর্ষের সম্বন্ধে আরও একটা আশ্চর্যের বিষয় উল্লেখ করেন যে, ভারতবাসিগণ সকলেই স্বাধীন এবং তাহাদিগের মধ্যে কেহই ক্রীতদাস নহেন। লাসিদোমিনিয়ান-গণ (১) এবং ভারতবাসিদের মধ্যে এই বিষয়ের ঐক্যতা আছে। লাসিদোমিনিয়ানগণ হেলট(২)গণকে ক্রীতদাসের স্থায় ব্যবহার করে; কিন্তু ভারতবাসিগণ স্বদেশীয় লোককে ক্রীতদাসের স্থায় ব্যবহার করা দূরে থাকুক, তাহারা বৈদেশিকগণকেও তদ্রূপ করে না।

(১) পার্টিবাসিগণ। (২) হেলটগণ পার্টির ক্রীতদাস ছিল।

## সপ্তবিংশ অংশ

( ১৫১ ), ৫৩-৫৬ ( ৭০৯ হইতে ৭১০ পৃষ্ঠা ) হইতে গৃহীত )

### ভারতীয়গণের আচার-ব্যবহার

ভারতবাসীরা মিতব্যয়ী, ( বিশেষতঃ যখন তাহারা শিবিরে বাস করে ) । তাহারা অসম্বদ্ধভাবে একত্রীভূত হয় না এবং তাহারা নিয়ম প্রতিপালন করে । কদাচিত্ চুরি হইতে দেখা যায় । যখন মেগস্থেনিস চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে ছিলেন, তখন ৪০,০০০ হাজার সৈন্তের মধ্যে কোনদিন দুইশত ড্রাকমাইর (১) অধিক চুরির বিবরণ শুনা যায় নাই ; বিশেষতঃ যখন ইহাদিগের কোন প্রকার লিখিত আইন নাই এবং ইহারা মুখে মুখে দেনা পাওনার হিসাব রাখে, তখন ইহাতে বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পায় । ইহারা যন্তকাল ব্যতীত অল্প কোন সময়ে মত্তপান করে না ; ইহারা যে মত্ত পান করে, তাহা যব হইতে প্রস্তুত হয় না, অন্ন হইতে হয় এবং অন্নই তাহাদিগের প্রধান খাদ্য । তাহাদিগের আইন ও চুক্তির সরলতা ইহা হইতেই বোধগম্য হইবে যে, তাহারা কখনও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে না । তাহাদের মোহর বা সাক্ষীর আবশ্যক হয় না ; প্রত্যেকে প্রত্যেককে বিশ্বাস করে । সাধারণতঃ তাহাদিগের গৃহ ও সম্পত্তি অরক্ষিত থাকে । এই সকল বিষয়

(১) ড্রাকমাই—২৫০ গেল । গ্রীকদেশীয় রৌপ্যমুদ্রা ।



হইতে তাহাদিগের ধৈর্য্য ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদিগের অপর কয়েকটী ব্যবহার অস্বাভাবিক করা যায় না। তাহারা একাকী আহার গ্রহণ করে; একত্রে এক সময়ে আহার গ্রহণের প্রথা প্রচলিত নাই। যাহার যখন ইচ্ছা সে তখনই আহার করে। সামাজিক ও রাজনৈতিক হিসাবে বিপরীত আচার প্রচলিত থাকাই উচিত।

ভারতবাসীরা শরীরদর্ষণ পূর্বক ব্যারামই প্রশস্ত মনে করে। ইহা নানা প্রকারে সম্পাদিত হয়। তাহারা শরীরের উপর মন্থন আবলুসের দণ্ডদর্ষণই অধিক পছন্দ করে। ভারতবাসীদিগের সমাধিস্থল অনলঙ্কৃত এবং মৃতদেহোপরি স্থাপিত মৃত্তিকাস্তূপ অসুন্দর। অস্ত্রাস্ত্র বিষয়ে তাহারা যেক্রপ আড়ম্বরপ্রিয়, বস্ত্র ও অলঙ্কারে সেক্রপ নহে। তাহারা সুবর্ণখচিত, মণিমুক্তা-শোভিত, এবং কৃত্রিম পুষ্পসজ্জিত মসলিনের বস্ত্র ব্যবহার করে। ভৃত্যগণ ছত্র লইয়া তাহাদিগের অনুগমন করে; কারণ তাহারা সৌন্দর্য্যের যথেষ্ট সন্মান করে এবং নিজেরদের সন্মান দেখাইবার জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করে। তাহারা সত্য ও ধর্ম্মের তুল্যরূপ সন্মান করিয়া থাকে। এইজন্য বিশেষ জ্ঞানী না হইলে তাহারা বুদ্ধদিগকে বিশেষ অধিকার প্রদান করে না। তাহারা বহু-বিবাহ করিয়া থাকে এবং যুগ্ম গো-বিনিময়ে এই সকল কল্যাকে তাহাদিগের পিতামাতার নিকট হইতে গ্রহণ করে। এই সকল জীবনের মধ্যে তাহারা কাহাকেও আজ্ঞাব্যবস্থানী পরিচারিকার জন্য, কাহাকেও স্নেহের জন্য এবং অস্ত্রগুলিকে সন্তান-প্রাপ্তির আশায়

গ্রহণ করে। যজ্ঞকালে গন্ধদ্রব্য প্রদানে বা তর্পণকালে কেহই মালাধারণ করে না। তাহার বলির পশু বধ না করিয়া খাস-রোধ করে; কেন না একপ করিলে পশুটি অঙ্গহীন না হইয়া সমগ্র ভাবে দেবতার নিকট উৎসর্গীকৃত হয়। মিথ্যা সাক্ষাদানে হস্তপদ ছেদন করা হয়। কেহ অপরের অঙ্গহানি করিলে, অপরাধীর সেই অঙ্গ ছেদন ব্যতীত তাহার হস্তও ছেদন করা হইয়া থাকে। যদি কেহ কোন শিল্পীর হস্ত বা চক্ষু নষ্ট করে, তবে তাহার মৃত্যুদণ্ড হয়। এই লেখকই বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা ক্রীতদাস রাখে না। কিন্তু অনিসিক্রিটস বলেন যে, কেবল মোসিকাসদের (২) রাজ্যেই এই প্রথা প্রচলিত।

মাতাপিতার নিকট হইতে ক্রীত জীলোকের উপর রাজার শরীর-রক্ষার ভার অর্পিত হইয়া থাকে। শরীররক্ষী ও অন্ত্রান্ত্র সৈন্তগণ বহির্দেশে অবস্থান করে। যে জরীক্ষী মদমত্ত রাজাকে হত্যা করে, তাহাকে ঐ রাজার উত্তরাধিকারীর পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া পুরস্কৃত করা হয়। পুত্রগণই পিতার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। রাজা দিবাভাগে নিজা যাইতে পারেন না এবং রাজ্যিতে ষড়যন্ত্রের ভয়ে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে নিজশয্যা পার্যবর্ত্তন করিতে হয়। সমস্তদিনই তাঁহাকে বিচারকার্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়;

(২) মোসিকাস—প্রাচীন সিদ্ধুরাজ্যের রাজধানী আলোর নগরকে অনেকে এই রাজার রাজ্য বলিয়া নির্দেশ করেন। রাজা মোসিকাস প্রথমে আলেকজান্দারের বশতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু, পরে নিজ ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণের পরামর্শে বিদ্রোহী হইলে আলেকজান্দার-সেনাপতি পিথন কর্তৃক পরাজিত ও ধৃত হইয়া তাঁহার মন্ত্রিগণের সহিত ক্রস-বিদ্ধ হইয়াছিলেন।

এমনকি দেহ-পরিচর্যার সময়েও তিনি নিরস্ত হন না। কাষ্টদণ্ড দ্বারা দেহঘর্ষণই এই দেহপরিচর্যা। বিচারকার্য-নিরূপণের সময়েও চারিজন পরিচারক তাঁহার দেহঘর্ষণ করিয়া থাকে। যজ্ঞসম্পাদনের জন্যও তিনি প্রাসাদ-বহির্ভাগে গমন করেন। তৃতীয়তঃ, তিনি ব্যাকাসের (৩) পদাঙ্গুসরণপূর্বক যুগ্মার্থ ও প্রাসাদবহির্ভাগে গমন করেন। রমণীবৃন্দ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করে এবং এই রমণী-শ্রেণীর বহির্দেশে বর্ষাধারিগণ যাইতে থাকে। রাজপথ রজ্জুদ্বারা চিহ্নিত করা হয়; কোন পুরুষ, এমন কি কোন জীলোক এই রজ্জুমধ্যস্থ পথে গমন করিলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বাস্তকরণ টঙ্কা ও হণ্টাসহ এই শোভাযাত্রার অগ্রে অগ্রে গমন করে। রাজা রক্ষিতস্থানে (৪) শীকার করেন এবং মঞ্চ হইতে তীরনিক্ষেপ করেন। তাঁহার পার্শ্বে ২১ জন সশস্ত্র জীলোক দণ্ডারমান থাকে। উন্মুক্ত স্থানে শীকার করিতে হইলে, তিনি হস্তি-পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া শীকার করেন। জীলোকদিগের মধ্যে কেহ রথে, কেহ অর্ধে এবং কেহ হস্তপৃষ্ঠে যুদ্ধযাত্রার ন্যায় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া অবস্থান করে(৫)।

(৩) ব্যাকাস—গ্রীসদেশীয় মন্তর দেবতা। ইঁহার তন্ত্রনাম ডাইওনিসস্। এই স্থানের অনুবাদ হকটিন। ম্যাক্রিডল “Bachanalian fashion” করিয়াছেন।

(৪) ম্যাক্রিডল “Enclosures” বলিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রে “অভয়ভবনের” উল্লেখ দেখা যায়।

(৫) শকুন্তলায় রাজা দুহশ্বেজ যবন-স্রীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া যুগ্মার্থ বহির্গত হইবার চিত্র রহিয়াছে।

আমাদিগের দেশীয় প্রচলিত প্রথাগুলির সহিত তুলনায় এতদেশীয় প্রথাগুলি অদ্ভুত দেখায়; কিন্তু নিম্নোক্ত প্রথাটি অত্যদ্ভুত। মেগস্থেনিস বলেন যে, যে সকল জাতি ককেসাস পর্বতে বাস করে, তাহারা প্রকাণ্ডে জ্বীসঙ্গম করে এবং আত্মীয়-স্বজনের দেহ ভক্ষণ করে (৬)। তিনি আরও বলেন যে, এক প্রকার বানর আছে, যাহারা তাহাদিগের অমুসরণকারীদের উপরে প্রস্তর বর্ষণ করে ইত্যাদি।

অতঃপর পঞ্চদশ অংশ ( ৭০ পৃষ্ঠা ) দ্রষ্টব্য।

ইলিয়ান ৫।৪, ১ হইতে গৃহীত অংশ )

ভারতীয়গণ সূদ গ্রহণ করিয়া টাকা কর্জ দেয় না বা কর্জ করিতেও জানে না। অপরের অপকার করা অথবা অন্যায় সহ করা ভারতবাসীর নিয়ম-বিরুদ্ধ এবং এইজন্য তাহারা কখনও অঙ্গীকারপত্রে আবদ্ধ হয় না, অথবা প্রতিভূও আবশ্যক করে না।

( নিকলাস, ৪৪ হইতে উদ্ধৃত অংশ )

ভারতবাসীদের মধ্যে কেহ আইনামুসারে ঋণ আদায় বা প্রতিভূ উদ্ধার করিতে পারে না। অপরকে বিশ্বাস করিয়াছিল বলিয়া উত্তমর্ণ কেবল নিজেকেই নিন্দা করিতে পারে। যদি কেহ

(৬) হেরোডটাস বলিয়াছেন যে, কতিপয় ভারতীয় জাতির মধ্যে মনুষ্য-মাংস আহার ও অন্য প্রথাটি প্রচলিত আছে।

শিল্পীর চক্ষু বা হস্তচ্ছেদন করে, তবে তাহার মৃত্যুদণ্ড হয়। যদি কেহ নিতান্ত গহিত অপরাধ করে, তবে রাজা তাহার কেশ-চ্ছেদনের আদেশ দেন। ইহাই সর্বাপেক্ষা নিন্দনীয় দণ্ড।

## অষ্টাবিংশ অংশ

( আথেনীয়স ৪, ( ১৫৩ পৃষ্ঠা ) )

মেগস্থেনিস তাঁহার “ইণ্ডিকা” গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে বলিয়াছেন যে, ভারতবাসিগণ যখন আহার গ্রহণ করে, তখন ত্রিপদের ন্যায় একটা টেবিলের উপর উহা স্থাপিত হয়। এই ত্রিপদের উপরস্থ স্বর্ণপাত্রে যব যে প্রকারে সিদ্ধ করা হয়, প্রথমতঃ সেইরূপ ভাত রন্ধিত হয়। তৎপরে, এক প্রকার ভারতীয় প্রণালীতে প্রস্তুত নানাপ্রকার সুস্বাদু খাদ্য মিশ্রিত করে।

## উনত্রিংশ অংশ (১)

( ষ্ট্রাবো, ১৫৭, ৭১১ পৃষ্ঠা )

পরে তিনি ( মিথ্যা ) উপাখ্যান বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন যে, তথায় পঞ্চবিঘন্ত এমন কি ত্রিবিঘন্ত দীর্ঘ মনুষ্য আছে ;

(১) ষ্ট্রাবো ( ২১,২ ( ৭০ পৃষ্ঠা ) ) বলিয়াছেন যে, “ভিরাবস ও মেগস্থেনিস বিশ্বাসের অবশ্য। ইঁহারা ই বলিয়াছেন যে, কোন জাতির কর্ণ এত বৃহৎ যে

তাহাদিগের কেহ নাসিকাবিহীন, কেবল মুখের উর্দ্ধভাগে দুইটী ছিদ্র আছে এবং এই ছিদ্র দ্বারা তাহারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে। হোমর যেরূপ বলিয়াছেন, এই ত্রিবিধস্ত ব্যক্তিগণের সহিত সারসেরা এবং রাজহংসের ন্যায় বৃহৎ তিস্তির পক্ষী যুদ্ধ করে (২)। অন্যত্র সারসের ডিম্ব বা শাবক পাওয়া যায় না; কারণ কেবল এই দেশেই সারসেরা ডিম্ব প্রসব করে এবং এতদেশীয় ব্যক্তিগণ ডিম্ব সংগ্রহ করিয়া নষ্ট করে। কোন কোন সময় আহত সারস অস্ত্রের তীক্ষ্ণাংশসহ আহত হইয়া এই দেশ হইতে পলায়ন করে। ইনকটকোটাই (৩), বনমানুষ এবং অন্যান্য রাক্ষসের বৃত্তান্তও তাহারা উহাতেই শয়ন করে। কোনটার মুখ নাই; কাহারও বা নাসিকা নাই, কোন জাতি একচক্ষুবিশিষ্ট; কাহারও সুদীর্ঘ পদ; কাহারও পায়ের অঙ্গুলি অপরদিকে অবস্থিত। এই সকল গ্রন্থকারই হোমরবর্ণিত সারস ও ত্রিবিধস্থ বানরের যুদ্ধের কথা পুনরুক্তি করিয়াছেন। তাহারা ই সুবর্ণখনকারী; পিপীলিকা, নরপশু এবং সশৃঙ্গ বণ্ড ও হরিণভোগী সর্পের কথা লিখিয়াছেন। ইরাতসথিনিস এই গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, একজন গ্রন্থকার অপরকে মিথ্যাবাদী বলেন।”

(২) টাসীয়াস নামক গ্রন্থকার তাহার “ইণ্ডিকার” বলিয়াছেন যে, পিগমী (বানর) ভারতবাসী জাতি। ভারতবাসিগণ এই জাতিকে কিরাত (Kiratae) বলিয়া মনে করিতেন এবং এই বস্ত্রজাতি পর্বতে ও বনে বাস করিয়া যুগ্ম দ্বারা জীবনধারণ করিত। তাহারা গুপ্ত এবং ঈগলের সহিত যুদ্ধ করে বলিয়া প্রবাদ।

(৩) ইনকটকোটাই (Enoctokoitai) সংস্কৃতোক্ত কর্ণ-প্রাচরণ জাতি। মহাভারতে বহুবীর ইহারা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে সকলেই মনে করিতেন যে, এই অসভ্য জাতির কর্ণ এত বৃহৎ ছিল যে, তাহারা অন্যরাসে

এইরূপ। বনমানুষগুলিকে চন্দ্রগুপ্তের নিকটে আনয়ন করা যায় নাই, কেন না তাহারা আহারগ্রহণে অস্বীকার করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ইহাদিগের পায়ের গোড়ালি সম্মুখভাগে এবং পদাঙ্গুলিগুলি পশ্চাদিকে অবস্থিত (৪)। কয়েকটি বনমানুষকে দরবারে আনয়ন করা হইয়াছিল; ইহাদিগের মুখ ছিল না এবং ইহারা শাস্ত্রপ্রকৃতির ছিল। ইহারা গঙ্গার উৎপত্তিস্থানে বাস করে। ইহাদিগের মুখ না থাকাতে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধু থাকাতে উহারা দক্ষমাংসের ভ্রাণ ও ফল-পুষ্পের স্নগন্ধ গ্রহণ পূর্বক জীবনধারণ করে। তাহারা দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট দ্রব্যে বিশেষ কষ্টবোধ করে এবং এইজন্য তাহাদিগের জীবনরক্ষা ( বিশেষতঃ শিবিরে ) অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। অত্যাচার অলৌকিক ঘটনার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, দার্শনিক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, অকাইপোডিস (৫) এত দ্রুতগামী যে, তাহারা অন্ধকেও পশ্চাৎ ফেলিতে পারে। ইনকটকোটাইদিগের কর্ণ তাহাদিগের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত এবং সেই কারণে তাহারা ইহার উপর শয়ন করিতে পারে এবং ইহারা এরূপ বলবান্ যে, ইহাতে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিত। এইজন্য কর্ণপাবরণ, কর্ণিক, লম্বকর্ণ, মহাকর্ণ, উষ্ট্রকর্ণ, পাণিকর্ণ প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়। কীচ নামক ইংরেজ পর্য্যটক বলিয়াছেন যে, ভূটানে একহস্ত দীর্ঘ-কর্ণ বিশিষ্ট মানুষ পাওয়া যায়।

(৪) টাসীয়াস এবং বীটোও এই জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত-কাব্যে “পশ্চাদঙ্গুলয়ঃ” শব্দের উল্লেখ আছে।

(৫) একপদ জাতি। রামায়ণ ও হরিবংশে উল্লেখ আছে

ইহারা বৃক্ষোৎপাতন এবং স্নায়ুনির্মিত ধনুস্তর্গ ছিন্ন করিতে পারে। মনোমোটাইদিগের (৬) কর্ণ কুকুরের জায়, এবং তাহাদিগের একটি চক্ষু ললাটের মধ্যস্থলে অবস্থিত; তাহারা উর্দ্ধকেশী এবং তাহাদিগের বক্ষ রোমন্থ। সর্বভুক আমিকটারিস জাতি অসিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করে, স্বল্পজীবী এবং বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। ইহাদিগের মুখের ওষ্ঠ অধরের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। সহস্র বৎসর পরমায়ুবিশিষ্ট হাইপার বোরিয়ান (৭) সম্বন্ধে তিনি সিমোনিডীস, পিণ্ডার এবং অন্যান্য পৌরাণিক লেখকগণের জায় বর্ণনা করিয়াছেন। টিমোগিনীস পিত্তল-রেণু বৃষ্টির এবং জনসাধারণের উহা সংগ্রহের যে বৃত্তান্ত দিয়াছেন, উহা কাল্পনিক। মেগস্থেনিস বর্ণিত বিবরণ যে ভারতীয় নদীতে স্বর্ণ-রেণু পাওয়া যায় এবং উহার অংশবিশেষ রাজাকে রাজস্ব-স্বরূপ প্রদত্ত হয়, ইহা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। ইবোরিয়া দেশেও ইহা দৃষ্ট হয়।

(৬) মেগস্থেনিস যে গুলি একই জাতির লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, বস্তুতঃ সে গুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতির লক্ষণ।

(৭) হাইপার বোরিয়ান—উত্তর কুর। এই সম্বন্ধে প্রাচীনভারত, প্রথম খণ্ড জটব্য।



## ত্রিংশ অংশ

( প্লিনির “প্রাণিতত্ত্ব” ৭।২, ১৪-২২ )

### কল্লিত জাতি

মেগস্থেনিস বলিয়াছেন যে, মুলো নামক পৰ্ব্বতে এক জাতি বাস করে, যাহাদিগের পায়ের পাতা পশ্চাদিকে অবস্থিত এবং যাহাদিগের প্রত্যেক পায়ে আটটি করিয়া আঙ্গুল আছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, অনেক পৰ্ব্বতে কুকুরের গ্রায়ে মস্তকবিশিষ্ট একজাতীয় মনুষ্য বাস করে, যাহারা পশুচৰ্ম্ম পরিধান করে. কুকুরের গ্রায়ে চীৎকার করে এবং যাহারা নিজ নিজ নখর দ্বারা পশুপক্ষী শীকার করিয়া জীবনধারণ করে (:)। টিসীয়াস প্রমাণ প্রয়োগ না দিয়া বলেন যে, এই জাতি সংখ্যায় এক লক্ষ কুড়ি হাজারেরও অধিক এবং ভারতবর্ষে এক প্রকার জাতি আছে, যাহাদিগের স্ত্রীলোকেরা জীবনে একবার মাত্র সন্তান প্রসব করে এবং এই সন্তানগণের কেশ ভূমিষ্ট হইবামাত্রই গুরু হয়।

মেগস্থেনিস এক প্রকার ঘাঘাবর জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাদিগের নাসিকার পরিবর্তে কেবল ছিদ্র আছে, যাহাদিগের পদ সর্পের গ্রায়ে আকৃষ্টিত এবং যাহারা সিরাতী নামে (২) অভি-

(১) সংস্কৃত শুনমুখ বা বায়ুখ জাতি।

(২) Scyritae—কিরাত।

হিত হয়। তিনি ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে গঙ্গার উপত্যকায় বাসী আষ্টমি নামক আর এক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। এই জাতীয় মানুষেরও মুখ নাই; ইহারা ইহাদিগের রোমশ শরীর বৃক্ষের পত্র-জাত কোমল-পশমে আবৃত করে এবং ইহারা কেবল নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও নাসিকা দ্বারা সুগন্ধ আত্মাণ করিয়া প্রাণধারণ করে। ইহারা কিছুই আহার করে না এবং কিছু পানও করে না। তাহারা কেবল নানাপ্রকার মূলের, ফুলের এবং বস্ত্র আপেলের গন্ধ চাহে। যাহাতে তাহারা সদা সর্বদাই ইহার ভ্রাণ লইতে পারে, তজ্জন্তু দূরদেশে যাইতে হইলে তাহারা এই আপেল সঙ্গে করিয়া লয়। উগ্রগন্ধে তাহারা সহজেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আষ্টমি জাতির পরে পর্বতের দূরস্থ প্রদেশে ট্রিসপিথামি (৩) এবং পিগমি (৪) জাতি বাস করে। এই দুই জাতীয় মানুষগণ তিনবিধস্ত দীর্ঘ অর্থাৎ কেহই ১৭ ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ নহে। তাহাদিগের দেশের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং উত্তরে পর্বতমালা থাকাতে এদেশে চিরবসন্ত বিরাজমান। হোমর সারস কর্তৃক আক্রান্ত যে জাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহারাই সেই জাতি। ইহাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, ইহারা বসন্তকালে ধনুর্বাণ লইয়া এবং মেঘ ও ছাগপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দলবদ্ধ হইয়া সমুদ্রতীরে গমন করিয়া ঐ সকল পক্ষীর ডিঙ্ঘ

(৩) Trispithami - ত্রিবিধস্ত জাতি।

(৪) Pygmy—বানর।

এবং শাবক নষ্ট করে। এই বাৎসরিক অভিযান শেষ করিতে তাহাদের প্রতিবৎসরে তিন মাস লাগে এবং প্রতিবৎসরেই এইরূপ না করিলে পরবর্তী বৎসরে সারসের দল হইতে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে না। ইহাদিগের কুটীর কর্দম, পালক এবং ডিম্বের খোসা দ্বারা নির্মিত। আরিষ্টটল বলেন যে, ইহারা গহ্বরে বাস করে, কিন্তু অজ্ঞাত বিষয়ে তিনি অপরাপর লেখক-গণেরই ভ্রান্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

টাসীয়াস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পাণ্ডোরী নামে এই জাতীয় লোক উপত্যকায় বাস করে। ইহাদের দুই শত বৎসর আয়ু; যৌবনে ইহাদিগের কেশ শুক্ল থাকে, কিন্তু বার্দ্ধক্যে কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। পক্ষান্তরে মাক্রোবি নামক জাতির সদৃশ এক জাতি আছে, যাহারা চল্লিশ বৎসরের অধিককাল জীবিত থাকে না এবং যাহাদিগের রমণীগণ একবার মাত্র সন্তান প্রসব করে। আগাথার কাইডিস (৫)ও এই প্রকার লিখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই জাতীয় ব্যক্তিগণ পঙ্গপাল থাইয়া জীবনধারণ করে এবং অত্যন্ত দ্রুতগামী। ক্রিটার্কাস এবং মেগস্থেনিস ইহাদিগকে মাণ্ডী (৬) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাদিগের গ্রামের

(৫) ভৌগোলিক।

(৬) ম্যাক্রিওল বলিতেছেন যে মাণ্ডী (Mandi) শব্দের পরিবর্তে পাণ্ডাই (Pandai) শব্দ ব্যবহৃত হওয়া উচিত। অথবা মেগস্থেনিস মন্দার-পক্ষতবাসীদের উল্লেখ করিয়াছেন।

সংখ্যা তিনশত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাদিগের জীৱণ সাত বৎসর বয়সে সম্ভান প্রসব করে এবং চল্লিশ বৎসরে বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়।

সলিনাস ৫২,২৬-৩০ হইতে উদ্ধৃত

হুলো নামক পর্বতের সন্নিকটে একজাতীয় মনুষ্য বাস করে, যাহাদিগের পায়ের পাতা পশ্চাদ্ধিকে অবস্থিত এবং যাহাদিগের পায়ের আটটি করিয়া অঙ্গুলী আছে। মেগস্থেনিস লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন পর্বতে কুকুরের ঝায় মস্তক ও নথরবিশিষ্ট এবং পশুচর্ম পরিহিত ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে, যাহারা মনুষ্যের ন্যায় কথোপকথন করিতে পারে না, কেবল কুকুরের ন্যায় চীৎকার করে। টিসীয়াসে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন কোন প্রদেশে জীৱণ মাত্র একবার করিয়া সম্ভান প্রসব করে এবং এই সকল সম্ভান ভূমিষ্ট হইবামাত্রই গুল্লকেশী হয়।

যাহারা গন্ধার উৎপত্তিস্থলে বাস করে, তাহাদিগের কোনরূপ খাওয়ার আবশ্যক হয় না ; তাহারা বন্য আপেলের সুগন্ধ গ্রহণ করিয়াই জীবিত থাকে এবং যখন তাহারা দূরদেশে ভ্রমণ করিতে যায়, তখন তাহারা জীবনরক্ষার জন্ত এই সকল ফল লইয়া যায়, কারণ, তাহারা এই ফলের গন্ধ লইয়াই বাঁচিতে পারে। যদি তাহারা দুর্গন্ধ বায়ু গ্রহণ করে, তবে তাহাদিগের মৃত্যু অনিবার্য্য।

## একত্রিংশ অংশ

প্লুটার্ক

( নবম খণ্ড, ৭০১ পৃষ্ঠা )

মুখবিহীন জাতি

চন্দ্র হইতে রস গ্রহণ না করিয়া যদি এই লতা ( যাহা অগ্নিক্রি  
দ্রব্যের জ্বাল অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া এবং যাহার সুস্বাদু মেগস্টেনিস-  
বর্ণিত মুখবিহীন ও পানাহারে-বিরত জাতি জীবনধারণ করে )  
বর্দ্ধিত না হয়, তবে আর কি প্রকারে ইহার বৃদ্ধি লাভ ঘটিতে  
পারে ?

---

•  
ତୃତୀୟ ଅଂଶ  
•



# দ্বাত্রিংশ অংশ

( আরিয়ান ১১।১-১২ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত )

## ভারতবর্ষের সাতটি জাতি

ভারতবর্ষের সমগ্র অধিবাসী সাতটি জাতিতে বিভক্ত। ইহাদিগের মধ্যে জ্ঞানিগণ (১) সংখ্যায় অপর জাতি অপেক্ষা কম হইলেও, ইহারা মহত্ব ও মর্যাদায় অপর সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন; কারণ, ইহাদিগকে কোন প্রকারের শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় না; অথবা পরিশ্রমদ্বারা ধনোপার্জন করিয়া সাধারণ-কোষে প্রদান করিতে হয় না, অথবা রাজ্যের মঙ্গলোদ্দেশ্যে দেবতাগণের প্রীত্যর্থে যজ্ঞসম্পাদন ব্যতীত, নিয়মানুসারে করণীয় অথ কোন কর্তব্যই নাই। যদি কাহারও নিজের হিতার্থে যজ্ঞ সম্পাদন করিবার আবশ্যক হয়, তবে জ্ঞানীদিগের মধ্যে কেহ কি প্রকারে ইহা সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দেন; (কারণ, ইহারা মনে করেন যে, নিজে করিলে উহাতে দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধন হয় না।) ভারতবর্ষে এই জ্ঞানীদিগের মধ্যেই ভূত ভবিষ্যৎ গণনা করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকে এবং জ্ঞানী ব্যতীত অথ কেহই এই বিজ্ঞা আচরণ করিতে পারেন না। এই জ্ঞানী ব্যক্তিগণই বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন ঋতু এবং রাজ্যে কোনরূপ বিপদ ঘটবে কিনা,

(১) "Sages" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।



এই সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ গণনা করেন, কিন্তু ইহারা সাধারণ ব্যক্তির সম্বন্ধে কোনরূপ গণনা করেন না। কারণ, হরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারের সহিত ভবিষ্যৎগণনার সম্পর্ক নাই, অথবা এই সকল ক্ষুদ্র ব্যাপারের জন্ত পরিশ্রম করা তাঁহারা অপমানকর বোধ করেন। কিন্তু কথিত হয় যে, কেহ যদি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গণনার তিনবার অকৃতকার্য হন, তবে তাঁহাকে দণ্ডস্বরূপ যাবজ্জীবন মৌনব্রতাবলম্বন করিতে হয় এবং পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যে এইরূপ মৌনব্রতাবলম্বীকে কথা কহাইতে পারে। এই সকল জ্ঞানিগণ উল্কাবস্থায় গমনাগমন করেন এবং শীত ঋতুতে রৌদ্রভোগ করিবার জন্ত উন্মুক্ত বাতাসে এবং গ্রীষ্মকালে উত্তাপ অত্যন্ত প্রথর হইলে তৃণাচ্ছাদিত ভূমি এবং বৃহদাকারের বৃক্ষের ছায়ায় সময়োচিতপাত করেন। নিয়াকাস বলিয়াছেন যে, এই সকল বৃক্ষগুলি এত বৃহৎ যে, তাহাদিগের এক একটা পাঁচ শত ফীট স্থানে ছায়া প্রদান করে এবং এক একটা বৃক্ষের তলদেশে দশসহস্র ব্যক্তি আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। এই সকল জ্ঞানীব্যক্তি ঋতুকালীন ফল এবং খর্জুর বৃক্ষের ফল অপেক্ষা কোন প্রকারে কম সুস্বাদু বা পুষ্টিকর নহে, এইরূপ স্বক্ আহার করিয়া জীবনধারণ করেন।

জ্ঞানিগণের পরেই ভূমি-কর্ষকগণ এবং ইহারাই অজ্ঞাত জাতীয় অধিবাসী অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। ইহাদিগকে যুদ্ধার্থ কোন অস্ত্র প্রদান করিতে হয় না; অথবা ইহাদিগকে কোন প্রকার সামরিক কার্য্যও করিতে হয় না; কিন্তু ইহারা ভূমিকর্ষণ

করে এবং রাজাকে এবং স্বাধীন নগরগুলিকে কর প্রদান করে। অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, কৃষকগণকে উৎপীড়ন করিতে অথবা তাহাদিগের ভূমি নষ্ট করিতে সৈন্তগণের কোন অধিকার নাই; সেই জন্ত সৈন্তগণ যখন পরস্পরে যুদ্ধ করিয়া, একে অপরকে হত্যা করে, তখন কৃষকগণকে অদূরে আপনাপন কার্য্যে (যথা ভূমিকর্ষণ, শস্তসংগ্রহ, বৃক্ষের শাখা কর্তন অথবা শস্তকর্তনে) নিযুক্ত থাকিতে দেখা যায়।

ভারতবাসীদিগের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণী রাখাল। গোপালক ও মেঘপালক উভয়েই ইহার অন্তর্ভূত। ইহারা নগরে বা গ্রামে বাস করে না; কিন্তু ইহারা যাযাবর এবং পর্ব্বতে বাস করে। ইহাদিগকেও করস্বরূপ পশু দিতে হয়। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এই জাতি পক্ষী ও বহুপশুর জন্ত দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে।

চতুর্থশ্রেণী শিল্পী এবং খুচুরা বিক্রয়কারিগণ। এই জাতিকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কতকগুলি সাধারণ কার্য্য সম্পাদন করিতে হয় এবং তাহাদিগের পরিশ্রম-লব্ধ ধন হইতে কর প্রদান করিতে হয়। তবে যাহারা যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রনির্মাণ করে, তাহাদিগকে কর-প্রদানে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অধিকন্তু, তাহারা সরকার হইতে বেতন পায়। জাহাজ-নির্ম্মাতৃগণ এবং নাবিকগণও এই শ্রেণীভুক্ত।

ভারতবর্ষে যোদ্ধৃগণ পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত। ইহারা সংখ্যায় কৃষকগণেরই নিম্নস্থান অধিকার করে; কিন্তু ইহারা অত্যধিক স্বাধীনভাবে এবং প্রকুরচিন্তে সময়াতিপাত করে। ইহাদিগকে

কেবল সামরিক কার্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। অপরেই ইহাদের অস্ত্রাদি নির্মাণ করে, অশ্ব সরবরাহ করে; শিবিরে অপরেই ইহাদিগের পরিচর্যা করে, হস্তী পরিচালনা করে, রথ সজ্জিত রাখে এবং সারথির কার্য সম্পাদন করে। কিন্তু যতক্ষণ যুদ্ধ করিতে হয়, ততক্ষণ ইহারা যুদ্ধ করে এবং শাস্তি সংস্থাপিত হইলেই ইহারা স্বেচ্ছাভোগ করে। সরকার হইতে ইহারা যে বেতন পায় তাহা এত অধিক যে, তাহাতে যে কেবল ইহারা নিজেরাই প্রতিপালিত হইতে পারে তাহা নহে; সেই বেতনে স্বচ্ছন্দে অপরকে প্রতিপালন করিতে পারে।

যে সকল ব্যক্তিকে পরিদর্শক বলা হয়, তাহারাই ষষ্ঠশ্রেণীভুক্ত। দেশে ও নগরে যাহা সংঘটিত হয়, তাহারাই পরিদর্শন করে এবং যে দেশে রাজা আছে সে দেশে তাহারাই ঐ সকল বিষয় রাজার নিকট ও যে স্থলে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত, তথায় শাসন-কর্তৃগণের নিকট সংগৃহীত সংবাদ প্রেরণ করেন। ইহারা কদাপি মিথ্যাসংবাদ প্রেরণ করেন না; কিন্তু কোন ভারতবাসীই মিথ্যা-কথনে অভিযুক্ত হয় নাই।

সপ্তম শ্রেণীতে অমাত্যগণ; ইহারা রাজাকে অথবা সাধারণ-তন্ত্রের শাসনকর্তাদিগকে রাজকাৰ্য্য সম্বন্ধে সহপদেশ প্রদান করেন। সংখ্যায় ইহারা কম হইলেও, এই শ্রেণী জ্ঞান ও ত্রায়-পরায়ণতার জন্য প্রসিদ্ধ এবং তজ্জ্ঞ ইহারা শাসনকর্তা, প্রাদেশিক শাসনকর্তা, সহকারী শাসনকর্তা, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি, নাবধ্যক্ষ, কার্যাধ্যক্ষ এবং সীতাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

প্রচলিত নিয়মামুসারে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত নাই। দৃষ্টান্ত-  
স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কৃষক শিল্পীজাতি হইতে অথবা শিল্পী ও  
কৃষকশ্রেণী হইতে স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে না। কাহারও পক্ষে  
দুই ব্যবসায় অবলম্বন করা অথবা একশ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া অন্য  
শ্রেণীতে প্রবেশও বিধিসঙ্গত নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে  
পারে যে, গো-পালক কৃষক অথবা গো-পালক শিল্পী হইতে পারে  
না। তবে, কেবল জ্ঞানীই যে কোন শ্রেণী হইতে গৃহীত হইতে  
পারে; কারণ, জ্ঞানীর জীবনযাত্রা কষ্টসাধ্য; এমন কি সর্ক্যাপেক্ষা  
শোচনীয়।

## ত্রয়স্ত্রিংশ অংশ

( প্রায় ১৫১, ৩২-৪১; ৪৬-৪৯, ৭০-৮৪ এবং ৭০৭ পৃষ্ঠা ),  
হইতে উদ্ধৃত )

### ভারতীয় জাতি

মেগস্থেনিস বলেন যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীবৃন্দ সাতটি  
জাতিতে বিভক্ত (১)। অত্যন্ত সংখ্যাবিশিষ্ট প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ

( ১ ) ঐতিহাসিক এলকিনষ্টোন বলিয়াছেন যে, গ্রাকলেখকগণ ভ্রমবশতঃ  
ভারতবর্ষ জাতির সংখ্যা সাতটি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ হইতে  
রাজার অমাত্যগণকে ত্রয়শ্রেণী বলিয়া এবং বৈশ্যকে কৃষক ও রাখাল বলিয়া

দার্শনিক (২)। কোন ব্যক্তির পূজা বা যজ্ঞ সম্পাদনকালে ইহা-  
দিগের সাহায্যগ্রহণ আবশ্যক হয় এবং রাজাও প্রকাশ্যে মহাসভায়  
ইহাদিগকে আহ্বান করেন। এই মহাসভায় প্রতি বৎসরের  
প্রারম্ভে রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে সকল দার্শনিকগণ একত্র হইলে  
কোন দার্শনিক আবশ্যক কিছু লিখিয়া রাখিলে অথবা শস্ত্র ও  
পশুর উন্নতি সাধনের জন্ত অথবা সাধারণের হিতকর কোন  
প্রস্তাব থাকিলে প্রকাশ্যে নিবেদন করেন। যদি কেহ তিনবার  
মিথ্যাসংবাদ প্রদান করিয়া ধরা পড়েন, তাহা হইলে প্রচলিত  
আইনানুসারে তাঁহাকে চারজীবনের জন্ত মৌনাবলম্বন করিতে  
হয়; কিন্তু, যিনি উত্তম পরামর্শ দান করেন, তাঁহাকে শুল্ক বা অন্য  
প্রকারের দেয় কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়া থাকে।

কৃষকগণই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। ইহারা সংখ্যায় সৰ্ব্বাপেক্ষা  
অধিক এবং প্রকৃতিতে ধীর ও শান্ত। ইহারা সাময়িক কার্য্য  
হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে এবং নির্ভয়ে নিজ নিজ ভূমি ক্ষণ  
করে। ইহারা কখনও নগরের কোলাহলে বা অন্য কোন কার-  
ণেই তথায় গমন করে না। এইজন্য অনেক সময়েই দৃষ্ট হয় যে,  
একই সময়ে এবং একই জনপদে যোদ্ধৃগণ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকে  
এবং নিকটে নির্ঝির্বাদে অন্য সকলে ক্ষণ ও খননে নিযুক্ত থাকে

নির্দেশ করাতেই এই ভ্রম হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যমু বাহা লিখিয়া গিয়াছেন,  
তাহার সহিত গ্রীকগণবর্ণিত বর্ণনা বর্ণে বর্ণে এক হয়।

(২) "Philosopher" বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

এবং এই সৈন্তগণই ইহাদিগকে রক্ষা করে। রাজাই সকল ভূমির অধীশ্বর এবং কৃষকগণ উৎপাদিত শস্তের একচতুর্থাংশ পাইবার প্রত্যাশায় ভূমি কষণ করে।

তৃতীয় শ্রেণী পশুপালক এবং শিকারী। কেবল ইহারাই শিকার ও পশুচারণ করিতে এবং ভারবাহী পশু বিক্রয় বা পশুদিগকে ভাড়া দিতে পারে। দেশকে বস্ত্রপশু এবং শস্ত নষ্টকারী পক্ষী হইতে রক্ষা করার জন্ত, ইহারা রাজার নিকট হইতে পারিশ্রমিকস্বরূপ শস্ত পায়। ইহারা মাষাবর এবং শিবিরে বাস করে।

[ সাধারণ প্রজা অথ বা হস্তী রাখিতে পারে না। কেবল রাজাই এই অধিকার ভোগ করেন। এই সকল জন্তু পরিচারকদের তত্ত্বাবধানে থাকে। ]

নিম্নলিখিত প্রকারে হস্তী শিকার হইয়া থাকে। অনাবৃত ক্ষেত্রের চতুর্পার্শ্বে ৫।৬ ষ্টাডিয়া গভীর একটা খাত খনন করা হয় এবং এই খাতের উপরে প্রবেশদ্বারের নিকট একটা সর্কীর্ণ সেতু স্থাপন করা হয়। এই পরিবেষ্টিত স্থানে ৩টা কি ৪টা শিক্ষিত হস্তিনী রাখা হয়। শিকারীরা স্বয়ং গুপ্তস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটারে লুকাইয়া থাকিয়া অপেক্ষা করে। বহু হস্তীগুলি দিবাভাগে এই ফাঁদের নিকটে উপস্থিত হয় না; কিন্তু উহারা রাত্রিতে এক একটী করিয়া এই ফাঁদে প্রবেশ করে। সকলে প্রবেশ করিলে, ইহা বন্ধ করা হয়। তখন শিকারীরা পালিত হস্তীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান হস্তীটিকে ফাঁদের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, হস্তিপকগুলি

বস্ত্র হস্তীগুলির সহিত বুদ্ধ করে এবং তাহাদিগকে অনাহারে ও  
 ক্ষুধার কারিয়া ফেলে। যখন অবশেষে বস্ত্র হস্তিসকল একান্ত ক্লান্ত  
 হইয়া পড়ে, তখন সর্বাংগে সাহসী হস্তিপক অলক্ষিতে হস্তীপৃষ্ঠ  
 হইতে অবতরণ করিয়া নিজ হস্তীর তলদেশে গমন করে এবং তথা  
 হইতে বস্ত্রহস্তীর পেটের নীচে যাইয়া তাহার পদগুলি একত্র বাঁধিয়া  
 ফেলে। এই ব্যাপার সমাধা হইলে, হস্তিপকগুলি পালিত  
 হস্তিসকলকে উত্তেজিত করিয়া, আবদ্ধ-পদ বস্ত্র হস্তিগুলিকে বতক্ষণ  
 পর্যন্ত ভূমিশানী না হয়, ততক্ষণ তাহাদিগকে প্রহার করিতে  
 থাকে। তৎপরে, তাহার গলদেশে গোচর্মের রজ্জুদ্বারা বস্ত্র ও  
 পালিত হস্তিগুলির গলদেশ বন্ধন করে। যাহাতে ইহাদিগের  
 পৃষ্ঠে-আরোহণকারীদিগকে নিক্ষেপ না করিতে পারে, তজ্জনা বন্য  
 হস্তিগুলির গলদেশের চতুর্দিকে ক্ষত করা হয় এবং পরে ক্ষতস্থানে  
 চর্মের রজ্জু বন্ধন করা হয়। তজ্জনা বেদনা বৃদ্ধি পাইয়া ইহারা  
 শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে আপত্তি করে না এবং শান্ত থাকে। ধৃত হস্তি-  
 গুলির মধ্য হইতে যে গুলি বৃদ্ধ বা অল্পবয়স্ক এবং তজ্জন্তু কর্মের  
 অনুপযোগী বোধ হয়, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা হয় এবং অবশিষ্ট-  
 গুলিকে হস্তিশালার লইয়া যায়। এই স্থানে হস্তিপকগণ একটীর  
 সহিত অপর একটীর পদবন্ধন করে, সুদৃঢ় স্তম্ভে গলদেশ বদ্ধ করে  
 এবং অনাহারে বশীভূত করে। ইহার পরে তাহাদিগকে নল এবং  
 কৃষ্ণ দ্বারা সবল করা হয়। পরে তাহার কোনটিকে মধুর কথা  
 দ্বারা ভুলাইয়া, কোনটিকে সঙ্গীত দ্বারা এবং কোনটিকে ভেরীর  
 বাজ দ্বারা শান্ত করিয়া বশীভূত করা হয়। খুব কম হস্তীকেই বশ

ক্ষরিতে কষ্ট পাইতে হয় ; কারণ তাহারা স্বভাবতঃই এমন ধীর এবং শাস্ত যে, তাহারা অনেকাংশে জ্ঞানী জীবের জ্ঞায়। হস্তিকল যুদ্ধে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইলে, কোন কোন হস্তী তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রের বহির্দেশে নিরাপদে লইয়া যায়। কোন হস্তী তাহার প্রভু, তাহার সম্মুখের পদদ্বয়ের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহার রক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়া তাহাকে রক্ষা করে। যদি ক্রোধবশতঃ হস্তী যে তাহাকে আহার বা শিক্ষা প্রদান করে, তাহাকে হত্যা করে, তবে সে এইজন্ত এত দুঃখিত হয় যে, সে আহার-গ্রহণে বিরত থাকে এবং কোন কোন সময় অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

হস্তিকল অখের জ্ঞায় সঙ্গম করে এবং হস্তিনী প্রধানতঃ বসন্তকালে সন্তান প্রসব করে। বসন্তকালেই হস্তী ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠে। এই সময়ে তাহার ললাটস্থ ছিদ্র হইতে এক প্রকার মেদযুক্ত দ্রব্য বহির্গত হয়। করিণীও এই সময়ে মদোন্মত্তা হয়। করিণী ষোল হইতে আঠার মাস গর্ভধারণ করে। মাতা শাবককে ছয় বৎসর স্তন্য দান করে। অধিকাংশ হস্তীই সর্ক্যাপেক্ষা দীর্ঘায়ুঃ মনুষ্যের জ্ঞায় জীবিত থাকে এবং কোন কোনটী দুই শত বৎসরের অধিককালও জীবিত থাকে। তাহাদিগের যে অনেক প্রকার পীড়া হয়, তাহা সহজে আরোগ্য হয় না। গোহৃৎ দ্বারা ধোত করাই চক্ষুরোগের ঔষধ। অন্ত্যন্ত অধিকাংশ রোগে কৃকবর্ণের মত্ত প্রয়োগ করা হয়। তাহাদিগের ক্ষতরোগ নিরামক করিবার জন্য তাহাদিগকে মাখন খাইতে দেওয়া হয় ; কারণ ইহা



লৌহ-নিষ্কাশন করিতে পারে। ক্ষতস্থানে শূকরের মাংস ঘারা সেক দেওয়া হয়।

বস্ত্র পণ্ড সষকে এই পর্য্যন্তই বলা হইল। আমরা এক্ষণে মেগস্থেনিস বাহা বলিয়াছেন, সেই বিষয় সষকে পুনর্বার আলোচনা করিব এবং যে স্থান হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়াছিলাম, সেই স্থান হইতেই আরম্ভ করিব।

শিকারী ও পশুপালকের পরে বণিকশ্রেণী। ইহারা দ্রব্যাদি বিক্রয় করে এবং শারীরিক পরিশ্রম করে। এষ্ট শ্রেণীর কেহ কেহ কর দেয়; কেহ বা রাজসরকারে নির্দ্ধারিত কর সম্পাদন করে। কিন্তু শত্রু ও জাহাজ নির্মাণকারিগণ রাজার নিকট হইতে বেতন ও আহাৰ্য্য পায় এবং ইহারা কেবল রাজার জন্তই কার্য্য করে। সেনাবাহিনীর সেনাপতিই সৈন্তদিগকে অস্ত্র সরবরাহ করেন এবং নাবধ্যক্ষ বাজী ও পণ্যবহনের জন্ত জাহাজ ভাড়া দেন।

পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত বোদ্ধগণ যখন যুদ্ধে ব্যাপৃত না থাকেন, তখন আলস্তে ও মত্তপানে সময়োপভোগ করেন। রাজাই ইহাদিগের ব্যয়ভার গ্রহণ করেন এবং সেইজন্য ইহারা প্রয়োজন হইবামাত্রই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারেন; কারণ নিজ শরীর ব্যতীত ইহাদিগকে অস্ত্র কিছুই বহন করিতে হয় না।

পরিদর্শকগণই ষষ্ঠশ্রেণীভুক্ত। রাজ্যে যাহা সংঘটিত হয়, তাহা রাজাকে গোপনে অবগত করার ভার ইহাদিগের উপর নির্দ্ধারিত। কাহারও কাহারও উপর নগরের এবং কাহারও উপর সৈন্তের পর্য্যবেক্ষণের ভার অর্পিত হয়। প্রথমোক্তগণ নগরের এক

শেযোক্তগণ শিবিরস্থ বেজাগণের সাহায্য গ্রহণ করেন। সর্ক্সাপেক্সা দক্ষ ও বিশ্বাসী ব্যক্তিগণকেই এই কার্যে নিযুক্ত করা হয়।

রাজার অমাত্য ও করনির্দ্ধারকগণই সপ্তম শ্রেণীভুক্ত। ইহাদিগের মধ্য হইতেই উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, বিচারক এবং শাসনকর্তৃগণ নির্ধাচিত হইয়া থাকেন। নিজশ্রেণী ব্যতীত অন্য শ্রেণীতে কেহই বিবাহ করিতে পারেন না; অথবা এক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন না, অথবা একাধিক কর্মে নিযুক্ত হইতে পারেন না। কেবল দার্শনিক নিজের গুণের জন্য এই নিয়ম হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন।

## চতুস্ত্রিংশ অংশ

( ষ্ট্রাবো ১৫০-৫২, ৭০৭-৭০৯ পৃষ্ঠা )

শাসন-প্রণালী

( ইহা ত্রয়স্ত্রিংশ অংশে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। )

### ঘোটক ও হস্তীর প্রয়োগ

রাজার প্রধান প্রধান কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে কেহ হাটের, কেহ নগরের এবং কেহ সৈন্তের ভার পাইয়া থাকেন। কেহ নদী সকল পর্য্যবেক্ষণ করেন; কেহ মিশরদেশের প্রচলিত প্রথার দ্বারা ভূমির পরিমাপ ও বাহাতে সকলেই সমপরিমাণে জল পাইতে

পারেন, তজ্জন্ত যে সকল বৃহৎ খাল হইতে পরঃপ্রণালীতে জল নির্গম হয়, সেইগুলি পরিদর্শন করেন। ইহারাই ব্যাধগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং তাহাদিগের কার্য্যানুযায়ী শাস্তি ও পুরস্কার দিবার ক্ষমতাও এই শ্রেণীর উপর অর্পিত হইয়াছে। ইহারাই রাজস্ব-সংগ্রহ করেন এবং ভূমিসংক্রান্ত বৃত্তি, কাঠসংগ্রাহক, সূত্রধর, কর্ম্মকার এবং খনকদিগের কার্য্যাবলী পরিদর্শন করেন। ইহারাই রাজপথ নির্মাণ করেন এবং প্রতি দশ ঠাড়ির অন্তরে শাখাপথ ও দূরত্ব-নির্দেশক স্তম্ভ স্থাপন করেন। ইহাদিগের উপর নগরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত আছে, তাহার প্রত্যেক ভাগে পাঁচ পাঁচজন করিয়া ছয় ভাগে বিভক্ত। প্রথম দল শিল্প-সংক্রান্ত সকল কার্য্য পরিদর্শন করেন। দ্বিতীয়, বৈদেশিকদিগের অভ্যর্থনা করেন। ইহাদিগের উপরেই বৈদেশিকগণের বাসস্থান নির্দেশ এবং ইহাদিগের দত্ত ভৃত্যবর্গের দ্বারা বৈদেশিকগণের কার্য্যাবলীর উপর লক্ষ্য রাখেন। দেশ হইতে বহির্গমনের কালে সঙ্গে সঙ্গে থাকা এবং কোন বৈদেশিকের মৃত্যু হইলে তাহার তাক্ত সম্পত্তি তাহার আত্মীয়বর্গের নিকট প্রেরণ করাও ইহাদিগের নিরূপিত কার্য্য। বৈদেশিকগণ পীড়িত হইলে ইহারাই শুক্রবা করেন এবং মৃত্যু হইলে ইহারাই প্রোথিত করেন। তৃতীয় দল, যাহাতে নির্দ্ধারিত কর আদায় হইতে পারে এবং উচ্চনীচ কাহারও জন্ম-মৃত্যু রাজ্যের অবিস্ত না থাকে, তজ্জন্ত কোন সময়ে এবং কি প্রকারে জন্মমৃত্যু ঘটে, তাহার অনুসন্ধান করেন। চতুর্থ দল ব্যবসায় ও বাণিজ্য পরিদর্শন করেন। এই দলভুক্ত ব্যক্তিগণ

তুলা ও মাপ এবং ঋতুকালে বাহাতে প্রকাশ্যভাবে শস্ত বিক্রীত হয়, এই সকল বিষয় পরিদর্শন করেন। দ্বিগুণ শুদ্ধ প্রদান না করিলে কেহই একাধিক পণ্যের ব্যবসায় করিতে পারেন না। পঞ্চমদল, শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত ও তাহাদের প্রকাশ্য বিক্রয় পর্যবেক্ষণ করেন। নূতন ও পুরাতন পণ্য পৃথকভাবে বিক্রীত হয় এবং একত্র বিক্রয় করিলে অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। ষষ্ঠদল, বিক্রয় দ্রব্যের দশমাংশ গ্রহণ করেন। এই শুদ্ধপ্রদানে প্রভারণা করিলে মৃত্যু দণ্ড হয়।

এই সকল কার্য্য এই সমুদায় দল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সম্পন্ন করেন। ইহাদের নিজ নিজ কর্মব্যতীত সম্মিলিতভাবে ইহারা রাজপ্রাসাদ-সংস্কার, দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপণ, বন্দর এবং দেবমন্দিরের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি সাধারণের হিতকর কার্য্যের ভারও ইহাদের উপরে রহিয়াছে। নগরাদ্যক্ষগণের পরেই তৃতীয় একদল অমাত্য আছেন, যাহারা সামরিক কার্য্য পরিদর্শন করেন। ইহারাও পাঁচজন করিয়া, ছয়দলে বিভক্ত। একদল নাবধ্যক্ষের সহিত একত্র হইয়া কার্য্য করেন; দ্বিতীয়দল যুদ্ধসংক্রান্ত অস্ত্রাদি বহনের বলীবর্দ্ধ, সৈন্যগণের রসদ, পথাদির ভক্ষ্য, শুষ্ক তৃণাদি এবং যুদ্ধের অস্ত্রাস্ত্র উপকরণ পরিদর্শকের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করেন। ইহারাই বাদক, ঘণ্টানাদক, অশ্বপালক, শিল্পী এবং তাহাদিগের সহকারীও সরবরাহ করেন। ঘণ্টাধ্বনি সহকারে তাহারা তৃণাদি-সংগ্রহে লোক-প্রেরণ এবং পুর্ব্ভার ও শাস্তিদ্বারা বাহাতে ঐ কার্য্য সম্বন্ধে নিরাপদে সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করেন। তৃতীয়দল,

পদাতিক সৈন্তের, চতুর্থ অখারোহী, পঞ্চম যুদ্ধরথ এবং ষষ্ঠ সাদী সৈন্যের তত্ত্বাবধান করেন। অশ্ব এবং হস্তীর জন্ত রাজকীয় অশ্বশালা এবং হস্তীশালা আছে। অশ্বের জন্ত অস্ত্রাগার আছে; কারণ যুদ্ধান্তে সৈন্তগণের অস্ত্রাদি অস্ত্রাগারে এবং হস্তা ও অশ্ব হস্তিশালা ও অশ্বশালার প্রত্যর্পণ করিতে হয়। হস্তীদিগের জন্ত কোন প্রকার বল্লা ব্যবহৃত হয় না। যুদ্ধযাত্রার সময়ে বল্লীবর্ধ রথ টানিয়া লইয়া যায়; যাহাতে রথ টানিয়া লইয়া অশ্বগণের পায়ে ক্ষত না হইতে পারে, বা তাহারা ক্লান্ত না হয়, তজ্জন্ত অশ্বগণকে কেবল দড়ি ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়। সারথি বাতীত তাহার পার্শ্বে দুই জন করিয়া সৈন্ত উপবেশন করে। যুদ্ধ-হস্তা চারিজন করিয়া সৈন্ত বহন করে—একজন হস্তীপক ও অপর তিনজন তীর নিক্ষেপ করে।

( ইহার পরে সপ্তবিংশ অংশ প্রদত্ত হইয়াছে। )

চাণক্যের পঞ্চশাস্ত্র লোকগোচর হওয়ার গ্রীকলেখকগণ বর্ণিত বর্ণনা সভ্য বলিয়া গ্রহণ করা হইতেছে। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ তাহার ইতিহাসের দ্বিতীয় সংস্করণে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:—“The description of the Court and civil and military administration of Chandragupta Maurya, derived solely from Greek authorities, was practically uncorroborated. But recently an Indian scholar has made accessible by means of translation, copious extracts from the discourse on the Art of Government traditionally ascribed to Chanakya the wily Brahman minister of Chandragupta. Whoever its author may have been that curious work undoubtedly is proved by both external and internal evidence to be of early date.” অর্থাৎ এতকাল গ্রীকদিগের বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া চলিত

## পঞ্চত্রিংশ অংশ

( ইলিয়ানের 'প্রাণিতব' ১৩।১০ হইতে গৃহীত )

### অশ্ব ও হস্তীর ব্যবহার

যাহারা বাল্যকাল হইতে অশ্বকে সংযত করিতে শিক্ষা করিয়াছে, কেবল তাহাদিগের সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে যে, তাহারা অশ্বের পৃষ্টদেশে উলক্ষনে আরোহণ করিয়া অশ্বের বেগ সংযত করিতে পারে। সকল ভারতবাসীর সম্বন্ধেই এই কথা প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ, বঙ্গা সহযোগে অশ্বকে সংযত করা এবং তাহাকে পরিমিত ভাবে ও সোজা পথে চালিত করাই ইহাদিগের প্রথা। কিন্তু, ভারতবাসীরা কণ্টকিত মুখাবরণ দ্বারা অশ্বের জিহ্বার কিংবা অশ্বের তালু ক্ষত বিক্ষত করেনা। যাহারা অশ্বকে সচরাচর শিক্ষা দেয়, তাহারা রঙ্গভূমিতে অশ্বকে বারংবার চক্রাকারে দৌড়াইতে

সৌধের যে সকল বর্ণনা করা হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত না। কিন্তু, একজন ভারতীয় লেখক এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় হইতে গ্রীকবর্ণিত বৃত্তান্ত যে সত্য তাহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। এই 'অৰ্ঘশাস্ত্র' চাণক্যের লিখিত না হইলেও, ইহা যে অতি প্রাচীন গ্রন্থ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং আমার বিশ্বাস যে, এই অনুল্যগ্রন্থবর্ণিত বৃত্তান্তগুলি বৌদ্ধকালেই ঘটয়াছিল।

চাণক্যের অৰ্ঘশাস্ত্র প্রথমসকল, দ্বিতীয়খণ্ড দ্রষ্টব্য।

বাধ্য করিয়া শাস্ত করে। কার্যে সুদক্ষ ব্যক্তিগণের হস্তের বল থাকা এবং অশ্ববিদ্যায় সম্যক পারদর্শী হওয়া আবশ্যিক। সর্কোপেক্ষা পারদর্শী ব্যক্তিগণ রজভূমিতে চক্রাকারে একখানি রথ চালনা করিয়া নিজেদের বিদ্যার পরীক্ষা করে; এবং প্রকৃতপক্ষে চক্রাকারে চালিত চারিটা তেজস্বী অশ্বকে সহজে সংযত করা সহজ কৰ্ম্ম নহে। রথে সারথির পার্শ্বে উপবিষ্ট দুইজন ব্যক্তি গমন করে। যুদ্ধহস্তী হাওদায় কিংবা তাহার অনাবৃত পৃষ্ঠদেশে তিনজন সৈন্য বহন করে। এই তিন জনের মধ্যে দুইজন উভয় পার্শ্ব হইতে এবং অপর ব্যক্তি পশ্চাদ্দেশ হইতে তীর নিক্ষেপ করে। এতদ্ব্যতীত পরিচালক ও পোতাধ্যক্ষেরা হাল সহযোগে যেক্রপ জাহাজ চালনা করে, তক্রপ চতুর্থ একব্যক্তি, অঙ্কুর সহকারে হস্তীকে পরিচালনা করে।

## ষট্‌ত্রিংশ অংশ

( দ্বাবো ১৫। ৪১-৪৩ ( ৭০৪-৭০৫ পৃষ্ঠা ) হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে )

এই অংশ ত্রয়ত্রিংশ অংশে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

## সপ্তত্রিংশ অংশ

আরিয়ানের ইণ্ডিয়া, ১৩-১৪ অধ্যায় হইতে গৃহীত )

### হস্ত শিকার

( ষাট্রিংশ অংশে উদ্ধৃত অংশ প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছে । )

ভারতবাসীরা হস্তিবাচীত অস্ত্রাস্ত্র বস্ত্র জন্তু প্রৌকদিগের জ্ঞান শিকার করে ; এই জন্তু অস্ত্রাস্ত্র জন্তুর ন্যায় নহে বলিয়া ইহার শিকারে বিশেষত্ব আছে। এই প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে বর্ণনা করা যাইতে পারে :—শিকারিগণ, বৃহৎ মেনাদলের শিবির-স্থাপনের সংকুলান হয়, এইরূপ একটি সমতল ও শুষ্কক্ষেত্র নির্বাচন করিয়া, তাহার চতুর্দিকে খাত খনন করে। এই খাত পাঁচকাদম প্রস্থ ও চারিফাদম গভীর করা হয়। কিন্তু, খাতখননের সময় যে মৃত্তিকা বাহির হয়, তাহা খাতের উভয় পার্শ্বে স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হয় এবং স্তূপকে প্রাচীরের জায় ব্যবহার করা হয়। পরে, তাহারা খাতের বহির্দেশস্থ প্রাচীর খনন করিয়া আপনাদের জন্তু কুতীর নির্মাণ করে এবং আলোক-প্রবেশের জন্য, ও কোন সময়ে হস্তিবৃথ অগ্রসর হইয়া বেষ্টিত স্থানে প্রবেশ করে, তাহা দেখিবার জন্ত প্রাচীরে ছিদ্র করে। পরে, তাহারা খেদার মধ্যে স্থশিক্ষিত ৩৪টি করিণী রাখিয়া এবং গমনাগমনের জন্ত খাতের উপর ক্ষুদ্র একটি সেতু প্রস্তুত করিয়া ও যাহাতে হস্তিগণ ঐ সেতু না দেখিতে পারে, তজ্জন্ত উহা মৃত্তিকা ও প্রচুর খড় দিয়া আবৃত করিয়া রাখে।



শিকারীরা তৎপরে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া প্রাচীরমধ্যস্থ গৃহে গমন করে। বহু হস্তিগণ দিবাভাগে লোকালয়ের নিকট গমন করে না, কিন্তু, তাহারা রাত্রিতে যত্র তত্র বিচরণ করে এবং গাভী সকল যেরূপ যশোর অশ্রুগমন করে, সেইরূপ হস্তিযুগ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সাহসী হস্তীর পশ্চাদ্গমন করেন। খেদার নিকটবর্তী হইলেই তাহারা করিগৌদিগের রব শ্রবণ করিতে পার এবং তাহাদিগের গন্ধ পাইয়া দ্রুতবেগে বেষ্টিত স্থানের দিকে অগ্রসর হয় এবং খাতে তাহাদিগের গতি প্রতিরোধ হইলে, উহারা চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে সেতুর সন্ধান পায় এবং সেতু দিয়া খেদার মধ্যে প্রবেশ করে। ইতিমধ্যে শিকারিগণ খেদার মধ্যে বহু হস্তিগুলির প্রবেশ দেখিতে পাইলে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেতুধ্বংস করে এবং কেহ কেহ নিকটবর্তী গ্রামে যাইয়া এই বৃত্তান্ত প্রচার করে। গ্রামবাসিগণ এই সংবাদে তাহাদিগের দ্রুতগামী ও সুশিক্ষিত হস্তীতে আরোহণ করিয়া খেদার উপস্থিত হয় ; কিন্তু, যদিও তাহারা খেদার নিকটে যায়, তত্রাপি তাহারা তৎক্ষণাৎ বহু হস্তীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না ; কিন্তু, যখন বহু হস্তিসকল ক্ষুধাতৃষ্ণার কাতর না হয়, ততক্ষণ অপেক্ষা করে। যখন তাহারা বিবেচনা করে যে, উহারা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহারা পুনরায় সেতু-নির্মাণ করিয়া খেদার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, প্রথমতঃ শিক্ষিত হস্তীদ্বারা খেদার মধ্যস্থিত হস্তিসকলকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করে ; তখন, যে বহু হস্তিগুলি নিস্তেজ ও ক্ষুধার কাতর হইয়া নীচুই পরাস্ত হয়, তাহা সহজেই বোঝা বাইতে পারে। ইহার পরে, শিকারীর নিজ নিজ

হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া হস্তিগুলির পদ শৃঙ্খলে বন্ধন করে। বন্য পশুগুলি এতক্ষণে অবসন্নও হইয়া পড়ে। পরে, বতক্ষণ পর্য্যন্ত বন্য হস্তিগুলি নানারূপ ক্রোশে ক্লান্ত হইতে ভূমিতে পতিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা পালিত হস্তিগুলিকে, বন্য হস্তীকে আঘাত করিবার জন্য উত্তেজিত করে। ততক্ষণে, শিকারিগণ তাহাদিগের নিকটে দণ্ডায়মান থাকিয়া, তাহাদিগের গলদেশে ফাঁস পরাইয়া দেয় এবং তাহারা ভূমিতে পতিত থাকাকালীনই তাহাদিগের পৃষ্ঠে আরোহণ করে এবং যাহাতে তাহাদিগের পৃষ্ঠাকৃত ব্যক্তিগণকে ফেলিয়া না দিতে পারে, বা অন্য কোন প্রকারে ক্ষতি না করিতে পারে, তজ্জন্ত তাহাদিগের গলদেশের চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা ছেদন করে এবং ক্ষতস্থানে ফাঁস বাঁধিয়া দেয়। এক্ষণকারে বন্য হস্তীগুলি মস্তক ও গলা স্থিরভাবে রাখিতে বাধ্য হয়; কারণ তাহারা অস্থির হইয়া নড়িবার চেষ্টা করিলেই, তাহাদের ক্ষতস্থানে আরও বেদনা অনুভব করে। এই প্রকারে তাহারা সকল প্রকার নড়াচড়া হইতে বিরত থাকে এবং বন্য হস্তিসকল পরাজিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া পালিত হস্তিসকল দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া নীত হয়।

কিন্তু যে সকল বন্য হস্তী অত্যন্ত দুর্বল অথবা ক্রুর প্রকৃতির জন্য রাখিবার অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়, সে গুলি গ্রামে লইয়া যাওয়া হয় এবং প্রথমে তাহাদিগকে শস্ত্রের বৃন্ত এবং তৃণ খাইতে দেওয়া হয়। কিন্তু হস্তীগুলির তেজ নিঃশেষ হওয়ারান্তে তাহাদিগের আহারের প্রবৃত্তি থাকে না; কিন্তু হস্তী সমস্ত পশুর মধ্যে বুদ্ধিমান

বলিয়া ভারতবাসিগণ তাহাদিগের চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া ঢাকি ও করতাল সহকারে সঙ্গীতধ্বনি করিয়া তাহাদিগকে শাস্ত করে ও উৎসাহ দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কোন কোন হস্তীর হস্তিপক যুদ্ধে হত হইলে সমাধির জন্য তাহাকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল; কোন হস্তী ভূপতিত চালককে চালদ্বারা আবৃত করিয়াছিল এবং কোন হস্তী ভূপতিত হস্তিপককে রক্ষার জন্য বুদ্ধ করিয়াছিল। একটি হস্তী অকস্মাৎ ক্রোধের বশবর্তী হইয়া তাহার চালককে হত করিয়া পরে অনুতাপে ও হতাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। আমি স্বচক্ষে একটি হস্তীকে খঞ্জনী বাজাইতে এবং খঞ্জনীর তালে তালে অপর হস্তীগুলিকে নাচিতে দেখিয়াছি। একটি খঞ্জনী বাজক-হস্তীর সন্মুখের পদদ্বয়ে, অথচ তাহার শুণ্ডে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং হস্তী তাহার শুণ্ডের ও পদদ্বয়স্থ খঞ্জনী নির্দ্ধারিতরূপে বাজাইয়াছিল। নৃত্যকারী হস্তি-সকল বাজক-হস্তীর চতুর্দিকে গোলাকার হইয়া নৃত্য করিতেছিল এবং বাজক-হস্তীর সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে তাহাদিগের সন্মুখস্থ পদদ্বয় একবার উঠাইতেছিল এবং একবার বক্র করিতেছিল।

যশ ও অশ্বের ত্রায়, হস্তী বসন্তকালে সন্তান প্রসব করে এবং এই ঋতুতেই করিণী ললাটস্থ ছিদ্র দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে। করিণী ঘোড়শ হইতে অষ্টাদশ মাস পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করে। ঘোটকীর ত্রায় করিণীও একটি করিয়া সন্তান প্রসব করে এবং অষ্টম বৎসর পর্য্যন্ত স্তন্যদান করে। সর্কোপেক্ষা দীর্ঘায়ু হস্তী দুই শত বৎসর জীবিত থাকে; কিন্তু অনেকেই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে

কালগ্রাসে পতিত হয়। যদি তাহাদের বার্ককাজনিত মৃত্যু না হয়, তবে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহারা ততদিনই জীবিত থাকে। গো-দুগ্ধ হস্তীর চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে, তাহাদের চক্ষুরোগ আরোগ্য হয় এবং কৃষ্ণবর্ণ মস্ত পান করাইলে অত্যান্য রোগ নিরাময় হয়। ক্ষতস্থানে দগ্ধশূকরের মাংস-প্রয়োগে আরোগ্য হয়। ভারতবাসীরা হস্তিরোগাচিকিৎসায় এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করে।

( নিম্নোক্ত অংশ ইলিয়ানের “প্রাণিতত্ত্ব” ১২, ৪৪ হইতে গৃহীত হইয়াছে )

## হস্তী

ভারতবর্ষে যদি কোন হস্তী যৌবনকালে ধৃত হয়, তবে তাহাকে পোষমানান অত্যন্ত কঠিন হয় এবং সে স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করিয়া রক্তের জন্ত লালায়িত হয়। তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিলে সে আরও কুপিত হয় এবং প্রভুর বশীভূত থাকিতে চাহে না। যাহা হউক, ভারতবাসীরা ইহাকে আহারদানে প্রলোভিত করে এবং ইহার উদর-পূরণ ও প্রকৃতি শাস্ত রাখিবার জন্ত যে সকল খাদ্য ইহার লোভ দেখা যায়, তাহাই ইহাকে প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু তথাপি হস্তী উহাদিগের প্রতি কোপান্বিত হয় এবং ঐ সকল খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাতও করে না। তখন ভারতবাসীরা কি উপায় অবলম্বন করে ? অধিবাসীরা হস্তীর নিকট তদেদীয় গান গায় এবং সচরাচর প্রচলিত চারিটা তারবিশিষ্ট স্কিণ্ডাপস্ নামক

যজ্ঞসঙ্গীত দ্বারা ইহাকে শাস্ত্র করে। হস্তী তখন কর্ণ উত্তোলন করিয়া ইহার সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া শাস্ত্র হয়। পরে যদিও হস্তীর প্রশমিত ক্রোধ মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পায়, তথাপি সে ক্রমে ক্রমে তাহার খাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। তখন ইহার শৃঙ্খল উন্মুক্ত করা হইলেও সঙ্গীতের বশ বলিয়া সে পলায়ন করিতে ইচ্ছা করে না। এমন কি, হস্তী আগ্রহের সহিত নিজ খাণ্ড গ্রহণ করে। বিলাসপ্রিয় অতিথি যেরূপ নিমজ্জগক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে চাহে না, তদ্রূপ সঙ্গীতের বশ বলিয়া হস্তীরও পলায়নের ইচ্ছা থাকে না।

## অষ্টাত্রিংশ অংশ

### হস্তীর রোগ

( ইলিয়ান ১৩।৭ হইতে উদ্ধৃত )

ভারতবাসীরা যে সকল হস্তী ধৃত করে, সেই সকল হস্তীর ক্ষত নিম্নোক্তপ্রকারে আরোগ্য করিয়া থাকে,—বৃদ্ধ হোমর লিখিত বর্ণনায় পাট্রোক্লিস যে ভাবে ইউরিপাইলসের ক্ষতের চিকিৎসা করিয়াছিলেন, ইহারাও সেইভাবে ক্ষতস্থান জীষহুয় জলে সেক দেয়। পরে তাহারা ক্ষতস্থানের উপরে মাখন ঘর্ষণ করে এবং যদি ক্ষত গভীর হয়, তবে ক্ষীতিনিবারণার্থ ক্ষতস্থানে রক্তাক্ত এবং

উষ্ণ শূকরের মাংসখণ্ডসকল প্রয়োগ করে এবং ক্ষতের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। হস্তীর চক্ষুরোগ তাহারা গোহৃৎ দ্বারা নিরাময় করে। এই গোহৃৎ দ্বারা প্রথমে চক্ষুতে সেক দেওয়া হয়; পরে উহা চক্ষুর মধ্যে প্রয়োগ করা হয়। হস্তীর চক্ষু উন্মুক্ত করে এবং চক্ষুরোগের প্রতীকার হইয়াছে বুঝিতে পারিলে, তাহারা আহ্লাদিত হয় এবং মনুষ্যের দ্বারা এই উপকার অনুভব করণে সক্ষম হয়। তাহাদিগের চক্ষুরোগ যে পরিমাণে হ্রাস হয়, তাহাদিগের আহ্লাদ সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং এই চিহ্ন হইতেই তাহাদিগের রোগমুক্ত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায়। হস্তীর অগ্নাত্ত ব্যাধিতে কৃষ্ণবর্ণের মত্ত প্রয়োগ হয় এবং যদি এই ঔষধে ব্যাধি আরোগ্য না হয়, তবে আর কিছুতেই তাহারা রক্ষা পায় না।

## উনচত্বারিংশ অংশ

( দ্বাবো ১৪৪-১০৬ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত )

### সুবর্ণখননকারী পিপীলিকা

মেগস্থেনিস এই সকল পিপীলিকার নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পূর্বাঞ্চলে পার্শ্বতীয় প্রদেশে তিন হাজার ষ্টাডিয়া ব্যাসবিশিষ্ট উচ্চ উপত্যকায় দারদাই নামক এক জাতি

প্রায় সকল প্রাচীন গ্রীক-লেখকগণই এই বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। নিমার্কাস বলিয়াছেন যে, তিনি স্বক্ষে এইরূপ একটা পিপীলিকার চর্শ দেখিয়াছিলেন।

বাস করে। এই উপত্যকার নিম্নভাগে স্রবণের খনি আছে এবং তজ্জগুই এই স্থানে স্রবণধননকারী পিপীলিকা দৃষ্ট হয়। এই সকল পিপীলিকা আকারে বহু শৃগাল অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে। ইহারা অত্যন্ত দ্রুতগামী এবং যুগ্মালক দ্রব্যে জীবনধারণ করে। ইহারা শীতকালে ইন্দুরের গ্রাম ভূমি খনন করিয়া খনিমুখে মৃত্তিকা স্তূপীকৃত করে। এই স্রবণেরণকে অল্প জাল দিতে হয়। নিকটবর্তী লোকেরা ভারবাহী জন্তুসহ গোপনে আসিয়া এই স্রবণেরণ লইয়া যায়। যদি তাহারা প্রকাশ্যভাবে আইসে, তবে তাহারা পিপীলিকা দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং পলায়ন করিলে পিপীলিকাগুলি তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তাহাদিগকে ও তাহাদিগের পশুগুলিই বিনষ্ট করে। সেইজন্ত চৌর্য্যাকার্য্য গোপনে সাধন করিবার উদ্দেশ্যে ইহারা নানাস্থানে বহু পশুমাংস প্রক্ষেপ করে এবং এই প্রকারে পিপীলিকাগুলি ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলে, তাহারা স্রবণেরণ লইয়া যায়। ইহারা দ্রবীভূত করিবার প্রথা অবগত না থাকায় যে কোন ব্যবসায়ী দেখিতে পায় তাহাকেই অবিকৃত অবস্থায় বিক্রয় করে(২)।

অধ্যাপক উইল্‌সন মহাভারত হইতে স্থান উদ্ধৃত করিয়া এই বিষয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ম্যাক্রিগল ইহাদিগকে তিস্ততদেশীয় ধননকার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

(২) সোয়ানবেক অনেকগুলি গ্রীক-গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহারা সকলেই মত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতীয়গণ খাড়ু গলাইতে জানিতেন না।

# চত্বারিংশ অংশ

( আদিয়ান : ৫।৫-৭ হইতে গৃহীত অংশ )

## সুবর্ণখননকারী পিপীলিকা

কিন্তু মেগাস্থেনিস নিশ্চয় করিয়া বলেন যে, পিপীলিকা সম্বন্ধীয় জনশ্রুতি প্রকৃতপক্ষেই সত্য; তাহারা যে সুবর্ণের জন্তই খনন করে, তাহা নহে, কিন্তু আমাদের দেশে ঘেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকাগুলি নিজেদের জন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত খনন করে, ভারতবর্ষস্থ পিপীলিকাগুলিও তজ্জপ ভূগর্ভে বাস করিবার উদ্দেশ্যে স্বভাবতঃই ভূমি খনন করে। তবে ভারতবর্ষের পিপীলিকাগুলি আকারে শৃগালাপেক্ষাও বৃহৎ বলিয়া তাহাদের কৃত গর্ত বৃহদাকারের হয়, কিন্তু তথাকার মৃত্তিকা সুবর্ণমিশ্রিত বলিয়া ভারতবাসিগণ এই মৃত্তিকা হইতেই সুবর্ণ সংগ্রহ করে। এক্ষণে ইহাই বক্তব্য যে, মেগাস্থেনিস বাহা লিখিয়াছেন, তাহা পরম্পরাশ্রুত হইয়াই লিখিয়াছেন এবং আমি যখন ইহাপেক্ষা অধিক কিছু নিশ্চিতভাবে লিখিতে পারি না, তখন আমি স্বেচ্ছাপূর্বক এই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলাম।

( ডায়ন গ্রীষটম হইতে গৃহীত )

## সুবর্ণখননকারী পিপীলিকা

তাহারা পিপীলিকা হইতে স্বর্ণ গ্রহণ করে। এই সকল জন্ত শৃগাল অপেক্ষা আকারে বৃহৎ, কিন্তু অজ্ঞাত প্রকারে তাহারা



আমাদের দেশের পিপীলিকার ঠায়। তাহারা অত্যাগ পিপী-  
লিকার ঠায় ভূগর্ভে গর্ত খনন করে। এই প্রকারে যে স্তূপ  
নির্মিত হয়, তাহা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ এবং উজ্জল  
সুবর্ণে পরিপূর্ণ। স্তূপগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সুবর্ণরেণুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র  
পর্বতের ঠায় সজ্জিত থাকিয়া সমগ্রদেশকে উজ্জল করে। এইজন্ত  
সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা সুকঠিন এবং যাহারা সূর্যের দিকে  
দৃষ্টিপাত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা নিজেদের দৃষ্টিশক্তি  
নষ্ট করিয়াছে। যে সকল মনুষ্যেরা পিপীলিকাদের নিকটে বাস  
করে, তাহারা এই সুবর্ণের স্তূপ অপহরণ করিবার মানসে দ্রুত-  
গামী অশ্বযোজিত শকটে করিয়া মধ্যবর্তী নাতিবৃহৎ মরুভূমি পার  
হয়। দ্বিপ্রহরে যখন পিপীলিকারা ভূগর্ভে প্রবেশ করে, তখন  
তাহারা এই স্থানে উপস্থিত হইয়া লুপ্তিত দ্রব্যসহ দ্রুতাবগে পলায়ন  
করে। পিপীলিকাগণ এই সংবাদে পলায়নকারীদিগের অনুসরণ  
করে এবং পরে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ হয়, তাহাদিগকে পরাভূত  
করে অথবা নিজেরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ( কারণ সকল  
জন্তুদিগের মধ্যে ইহারাই সর্বাপেক্ষা সাহসী )। এইজন্ত অমুমান  
হয় যে, তাহারা সুবর্ণের মূল্য বুঝিতে পারে এবং ইহা পরিত্যাগ  
করা অপেক্ষা দেহত্যাগই প্রশস্ত মনে করে।

# একচত্বারিংশ অংশ

( ষ্ট্রাবো ১৫১, ৫৮-৬০ ৭১১-৭১৪ পৃষ্ঠা )

## ভারতীয় দার্শনিক

( অংশ ইহার পূর্বে স্থান পাইয়াছে )

দার্শনিক সম্বন্ধে মেগস্থেনিস বলিয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে যাহারা পূর্বে বাস করেন, তাঁহারা ডাইওনীসসের উপাসক। ডাইওনীসস যে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা বলেন যে, বহু দ্রাক্ষা, আইভি, লরেল, মার্টল, বান্ধুবৃক্ষ এবং অন্যান্য চিরহরিৎ তরুরাজি যাহা কেবল তাঁহাদিগের দেশেই জন্মে এবং যাহা ইউফ্রেটীস নদীর পূর্বদিকে কেবল উপবনে জন্মিয়া থাকে এবং যাহা রক্ষণে অত্যন্ত যত্ন আবশ্যক, তাহা এই দেশে জন্মে। তাঁহারা ডাইওনীসসের উপাসকগণের ত্রায় মসলিন-বস্ত্র ব্যবহার, উষ্ণীষধারণ, গন্ধদ্রব্যব্যবহার, উজ্জলবর্ণের ফুলতোলা কাপড় পরিধান করেন এবং তাঁহাদিগের রাজা যখন প্রাসাদ-বহির্ভাগে গমন করেন, তখন ছন্দুভি ও ঘণ্টাধ্বনি হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল দার্শনিক সমতলক্ষেত্রে বাস করেন, তাঁহারা হীরা-ক্লিসের পূজা করেন। এই সকল বৃত্তান্ত আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে এবং অনেক লেখক এই সকল বিষয়ে বিশেষতঃ দ্রাক্ষা ও মস্ত সম্বন্ধীয় বৃত্তান্তে প্রতিবাদ করিয়াছেন। কারণ, আর্শেনিয়ার

অধিকাংশ এবং সমগ্র মেসোপটোমিয়া, পারস্ত ও আর্মেনিয়া পর্যন্ত মিডিয়ায় অংশ ইউফ্রেটিসের অপর পার্শ্বে অবস্থিত এবং এই সকল দেশের অনেক স্থানে উৎকৃষ্ট মস্ত্র উৎপাদনকারী দ্রাক্ষাক্ষেত্র আছে।

অতঃপর এক প্রকারে মেগস্থেনিস পণ্ডিতগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, এক শ্রেণীকে ব্রাহ্মণ, অপর শ্রেণীকে তিনি শ্রমণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের মত অধিকার সম্ভাবিত্ব বিশিষ্ট বলিয়া সকলেই তাঁহাদিগকে অধিক সম্মান করেন। গর্ভস্থ হইবামাত্র স্ত্রী ব্যক্তিগণ ইহাদিগের যত্ন লইতে আরম্ভ করেন।

১। উইলসন বলিয়াছেন যে, মেগস্থেনিস প্রকৃতপক্ষে কাহাদিগকে শ্রমণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা নির্ধারণ করা সুকঠিন। কেহ কেহ ইহাদিগকে বৌদ্ধ বতি বলিয়াছেন। কেহ বা আবার ইহা স্বীকার করেন না। যদিও উভয় পক্ষই নানারূপ প্রমাণ প্রয়োগ করেন, তথাপি বৌদ্ধ বতিদিগকে যে শ্রমণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই মনে হয়। “Weighty arguments are adduced on both sides, but the opinion of those seems to approach nearer the truth who contend that they were Buddhists” (Wilson) ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে মেগস্থেনিস ভিন্ন ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া সোম্যনবেক মনে করেন যে, ইহারা বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। শ্রমণগণকে কয়েক স্থানে শ্রমণ লিখা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং পালিতব্যায় তাহারা ঐ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, বলিয়া বোলেন মনে করেন যে, মেগস্থেনিসবর্ণিত শ্রমণ বৌদ্ধবতি। কিন্তু লাসেন এই মত গ্রহণে অনিচ্ছুক।

এই সকল জ্ঞানী ব্যক্তিগণ মাতার নিকট গমন করিয়া মাতার ও গর্ভস্থ ভ্রূণগণের মঙ্গলোদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করিবার ছলে সত্বপদেশ ও সংপরামশী প্রদান করেন এবং যে সকল গর্ভধারিণী এই সকল উপদেশ বিশেষ আগ্রহের সহিত প্রণিপাত করেন, তাঁহাদিগকেই সুসন্তানের মাতা বলিয়া বিবেচনা করা হয়। ভূমিষ্ঠ হইলে সন্তানগণ একের পর অন্তের যত্নে লালিত পালিত হয় এবং বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর গুরুর নিকট তাহাদিগের শিক্ষার ভার প্রদান করা হয়। দার্শনিকগণ নগরের সম্মুখস্থ নাতিবৃহৎ বেষ্টিত উপবনে বাস করেন। তাঁহারা আড়ম্বরহীন হইয়া জীবনাতিপাত করেন এবং তৃণশয্যা বা মৃগচর্ম্মে শয়ন করেন, মাংসাহারে ও ইন্দ্রিয়সন্তোষে বিরত থাকেন এবং জ্ঞানপূর্ণ প্রসঙ্গশ্রবণে অভিলাষযুক্ত হইয়া শিক্ষাদানে সময়াতিপাত করেন। কিন্তু শ্রোতা কথা বলিতে, কাসিতে, এমন কি, নিষ্ঠীবন ফেলিতেও নিষিদ্ধ; অত্থা তাঁহাকে সংযমবিহীন বলিয়া সমাজ হইতে ঐ দিবসেই বহিষ্কৃত করা হয়। এই প্রকারে সাইত্রিশ বৎসর বাস করিয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্পত্তিভোগে অধিকারী হইয়া মসলিনের বস্ত্রাদি পরিধান ও হস্তে ও কর্ণে কয়েকটি সুবর্ণালঙ্কার পরিধান করিয়া নিরাপদে অপেক্ষাকৃত যথেষ্টভাবে জীবনাতিপাত করিতে পারেন। এই সময়ে তাঁহারা মাংস ভক্ষণ করেন; কিন্তু শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত পণ্ডর মাংস ভক্ষণ কিম্বা উগ্র ও অত্যধিক মশলাবিশিষ্ট খাদ্যভক্ষণে বিরত থাকেন। বহু দ্বী থাকিলে অনেক সুবিধা হয়, এইজন্য এবং অনেক সন্তানসন্ততি লাভের জন্য তাঁহারা

বতগুলি দ্বী ইচ্ছা হয় ততগুলি ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ করিতে পারেন। তাহাদিগের ক্রীতদাসনা থাকিতে আবশ্যকানুযায়ী সন্তানসন্ততির সেবা অন্ত্যস্ত আবশ্যক।

অসচ্চরিত্রা হইলে উহারা নিষিদ্ধ বিষয় অপরের নিকট প্রকাশ করিবে, অথবা তাহারা উত্তম দার্শনিক হইয়া স্বামীকে পরিত্যাগ করিবে, এই আশঙ্কায় ব্রাহ্মণগণ নিজপত্নীগণকে দর্শনশিক্ষা দান করেন না। কারণ যাহারা স্মৃতি ও দৃষ্টি, জীবন ও মরণ একই ভাবে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তাহারা অপরের দাসত্ব গ্রহণ ইচ্ছা করেন না। কিন্তু জ্ঞানী পুরুষ ও জ্ঞানবতী দ্বী ইহাই ধর্ম। অধিকাংশ সময়েই ইহারা মৃত্যুর বিষয় আলোচনা করেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, এই জন্ম যেন গর্ভস্থ শিশুর পরিণত হইবার সময় এবং মৃত্যুই দার্শনিক-গণের পক্ষে সত্য ও উপযুক্ত জন্ম। এই জন্মই তাঁহারা মৃত্যুর জন্ম প্রাপ্ত হইবার নানা প্রকার শিক্ষা ও ক্রেশ সঙ্ঘ করেন। মনুষ্যের অদৃষ্টে যাহা ঘটে, তাঁহারা উহা ভালমন্দ কিছুই বিবেচনা করেন না। তাঁহাদের মতে ভালমন্দ স্বপ্নানুভূতির দ্বারা; নতুবা একই ব্যক্তি একই বস্তুর দ্বারা বিভিন্ন সময়ে স্মৃতি দৃষ্টি ভোগ করিবে কিরূপে? আমাদের গ্রন্থকার বলেন যে, জড়জগৎ সম্বন্ধে ইহাদিগের মত অত্যন্ত সরল, কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস উপাখ্যানের উপর স্থাপিত বলিয়া যুক্তি অপেক্ষা ইহারা কার্যোই অধিক সুদৃঢ়। অনেক বিষয়ে গ্রীকদিগের সহিত ইহাদের একমত দেখা যায়; কারণ, গ্রীকদিগের

শ্রায় ব্রাহ্মণগণও বলেন যে, পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছিল; উহা ধ্বংসশীল, গোলাকার এবং যে দেবতা এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন ও শাসন করিতেছেন, তিনি সর্বত্রই ব্যাপ্ত। ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, প্রত্যেক বিষয়েরই মূল বিভিন্ন, কিন্তু পৃথিবী নির্মাণে জল ব্যবহার করা হইয়াছিল; চারিভূত ব্যতীত একটা পঞ্চভূত আছে এবং এই পঞ্চভূত হইতেই স্বর্গ ও তারাদল সৃষ্ট হইয়াছে এবং পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত। জনন, আত্মার প্রকৃতি এবং অত্যাশ্র অনেক বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও গ্রীকদিগের একই মত। প্লেটোর শ্রায় ব্রাহ্মণও আত্মার অবিনশ্বরত্ব যমালয়ে বিচার প্রভৃতি বিষয়ে নিজেদের মত রূপকাকারে প্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। মেগস্থেনিস ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন,—

শ্রমণদিগের সম্বন্ধে মেগস্থেনিস বলিয়াছেন যে, হিলোবিয়ই সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানভাজন। তাঁহারা বনে বাস করেন, বনজাত পত্র ও বহু ফল ভোজনে জীবন ধারণ করেন; বস্ত্র পরিধান করেন এবং মত্তপান ও স্ত্রীসম্বোগ হইতে বিরত থাকেন। ঘটনার কারণ সম্বন্ধে নৃপতিগণ দূত দ্বারা ইহাদিগের মত জিজ্ঞাসা করেন এবং ইহাদের দ্বারায় ঈশ্বরের পূজা ও তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করেন। হিলোবিয়ই পরেই, চিকিৎসকগণকে সম্মান করা হয়। কারণ ইহারা দর্শন দ্বারা মনুষ্যের প্রকৃতি অনু-সন্ধান করেন। ইহারা মিতব্যয়ী; কিন্তু, বনে বাস করেন না। ইহারা ভাত ও যব আহার করেন; এই ভাত ও যব চাহিবা-

মাত্রই পাওয়া যায় এবং ইহারা যাহাদের গৃহে অতিথি হন, তথায়ও ইহা পাওয়া যায়। ইহারা ঔষধপ্রয়োগে রমণীগণকে বহু সন্তানবতী করিতে পারেন এবং ইচ্ছামত সন্তানদিগকে পুরুষ বা স্ত্রীজাতীয় করিতে পারেন। ঔষধ অপেক্ষা পথ্যাদি দ্বারা ইহারা ই আরোগ্য সম্পাদন করেন। মলম ও প্রাণীর অধিক ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা অশ্রান্ত ঔষধ অনিষ্টকারী বিবেচনা করেন। এই উভয় শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ এবং অশ্রান্ত শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি সকল শ্রমসাধ্য কর্ম ও দুঃখ সহ করিয়া এমন সহিষ্ণুতা অভ্যাস করেন যে, তাঁহারা সমস্ত দিন একই অবস্থায় নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন।

এতদ্ব্যতীত গণক, যাহুকর এবং যাহারা প্রেতশাস্ত্রবিশারদ, যাহারা গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় একরূপ জাতিও আছে।

যাহারা ইহাদের মধ্যে বিদ্বান, এবং মহুঘোর সহবাসে থাকে, তাহারাও পরলোক সম্বন্ধে কুসংস্কার প্রচার করে; তাহারা মনে করে যে, ইহাতে ধর্ম্মভীকৃততা ও পবিত্রতা বৃদ্ধি করে। জীলোকেরাও উহাদের কাহারও কাহারও সহিত দর্শন অধ্যয়ন করে; কিন্তু এই সকল জীলোক ইন্দ্রিয়-সেবা হইতে বিরত থাকে।

# দ্বিচত্বারিংশ অংশ

( ক্রিমেন্ট, ১। ৩০৫ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত )

## ভারতীয় দার্শনিক

ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে, মেগস্থেনিস ( যিনি সেলুকস-নিকেটরের সহিত বাস করিতেন ) পরিষ্কার ভাবেই বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচীনগণ যাহা বলিয়াছেন, গ্রীসের বহির্ভাগেও ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণ এবং সিরিয়া দেশীয় ইহুদীগণও তাহাই বলিয়াছেন ।

---

এতদ্ব্যতীত তিনি অগ্রত্ব বলিয়াছেন যে “লেখক মেগস্থেনিস, যিনি সেলুকাস নিকেটরের সহিত বাস করিতেন, তিনি এই সম্বন্ধে পরিষ্কাররূপেই বলিয়াছেন যে, “প্রাচীনগণ” ইত্যাদি

---

পেরিপ্যাটেটক সম্প্রদায়ভুক্ত আরিষ্টবালস কোন স্থলে লিখিয়াছেন যে, যাহা বলা হইয়াছে যে “প্রাচীনগণ ইত্যাদি”

---



## ত্রিশচত্বারিংশ অংশ

( ক্রিমেন্ট আলেকজান্দার ১ । ৩০৫ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত )

[ দর্শন বহুকাল হইতে বর্করগণের মধ্যে প্রচারিত থাকিয়া পরে ইহুদীদিগের মধ্যে আলোক বিস্তার করিয়া অবশেষে গ্রীসদেশে প্রবেশ করে । মিশরবাসিগণের মধ্যে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ, আসিরিয়ানদের মধ্যে কালডীয়ানগণ, গলদের মধ্যে ড্রুয়িডগণ, বাকট্রিয়ান ও কেলট জাতির দার্শনিক, শ্রমণগণ এবং পারসিকগণের মধ্যে মাগই যাহারা নক্ষত্রদ্বারা পরিচালিত হইয়া জুডীয়া দেশে উপস্থিত হইয়া যীশুর জন্মের কথা ঘোষণা করেন, এবং ভারতীয়গণের মধ্যে জিমনোসোফিষ্টস্ এবং বর্কর জাতির মধ্যে দার্শনিকগণই এই শাস্ত্রের আচার্য্য ছিলেন । ]

ভারতীয় দার্শনিকগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, একটা শ্রমণ ও অপরটা ব্রাহ্মনাই নামে কথিত হইয়া থাকেন । শ্রমণদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হিলবিয়ই নামে আর এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন । ইহারা নগরে, এমন কি গৃহেও বাস করেন না । ইহারা বহুল পরিধান ও বৃক্ষের ফল আহার এবং অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া জল পান করেন । তাঁহারা আমাদিগের সমসাময়িক এনক্রেটীটাই নামক সন্ন্যাসিগণের স্থায় বিবাহ বা সম্ভান উৎপাদন

করেন না। ভারতবাসিগণের মধ্যেই বৌদ্ধের (১) উপদেশ পালনকারী একপ্রকার দার্শনিক আছেন। এই দার্শনিকগণ তাঁহাকে তাঁহার চরিত্রের জ্ঞাত দেবতার তায় সম্মান করেন।

## চতুশ্চত্বারিংশ অংশ

(ষ্ট্রোবো ১৫। ১, ৬৮ ( ৭১৮ পৃষ্ঠা )

### কালানস এবং মান্দানিস

কিন্তু মেগস্থেনিস বলেন যে, আশ্চর্য্য করা দার্শনিকগণের মতবিরুদ্ধ এবং যাহারা এরূপ কার্য্য করে, তাহাদিগকে দ্রুতসাহসিক বলিয়া বিবেচনা করা হয়। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোপন-স্বভাব এবং নিজেরাই নিজ গায়ে আঘাত করিয়া ক্ষত করে, অথবা উচ্চ শৈল হইতে লক্ষ প্রদান করে, যাহারা যন্ত্রসাহায্য

১। সম্ভবতঃ বুদ্ধদেব। এলিফিনষ্টোন বলিয়াছেন, ইহা বাস্তবিক আশ্চর্য্য বোধ হয় যে, আলেকজান্ডারের অভিযানের দুইশত বৎসর পূর্বেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলেও ত্রীলোকগণের বর্ণনায় বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় না। তিনি বলিয়াছেন যে, ইহার একমাত্র কারণ এই যে, সাধারণ অধিবাসীদের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের আচার-ব্যবহারে বিশেষ পার্থক্য না থাকায় গ্রীকগণ সহজে ইহাদের চিনিতে পারেন নাই। (The only explanation is that the appearance and manners of its followers were not so familiar as to enable a foreigner to distinguish him from the mass of the people." Elphinstone)

করিতে পারে না, তাহার। জলমধ্যে নিমজ্জনে দেহত্যাগ করে, বাহার। কষ্টসহিষ্ণু তাহার। উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে এবং বাহার। উৎসাহী, তাহার। অগ্নিমধ্যে ঝম্পপ্রদান করে। কালানস এই প্রকৃতির লোক ছিলেন(১)। তিনি উদ্ভেজনার বশবর্তী ছিলেন এবং আলেকজান্দারদত্ত সুখাদ্যপ্রিয় হইয়াছিলেন। এই জ্ঞাত ভারতবাসিগণ তাঁহার নিন্দা করিতেন, কিন্তু মান্দানিসকে প্রশংসা করা হয়। কারণ যখন জিয়াস পুত্রের সহিত সাক্ষাত করিলে তিনি পুরস্কৃত হইবেন ও না করিলে শাস্তি পাইবেন, এই সংবাদ সহ তাঁহার নিকট আলেকজান্দারের দূত পৌঁছিল, তখন তিনি তথায় গমন করেন নাই। তিনি বলিলেন যে, আলেকজান্দার জিয়াসের পুত্র নহেন, কারণ, তিনি এখনও পৃথিবীর অর্দ্ধাংশের অধিপতি হইতে পারেন নাই। যে ব্যক্তির কিছুতেই আশার পরিতৃপ্তি হয় না, তাঁহার নিকট তিনি কোন অনুগ্রহপ্রার্থী হইবেন না, এবং তিনি তাঁহার ভয়ে ভীত নহেন। কারণ, জীবিত থাকিলে ভারতবর্ষে আহারের অভাব হইবে

১। কালানস তক্ষশীলা হইতে মাসিদোনিয়ান সৈন্তের সহগামী হইয়াছিলেন। পরে পীড়িত হইলে অগ্নিকুণ্ডে দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে সমস্ত ম্যাসিদোনিয়নবাহিনী সেই স্থানে উপস্থিত ছিল। কালানস কোন প্রকার যন্ত্রণা প্রকাশ করেন নাই। স্পুটার্ক ইহাকে স্ফিনিস (Sphines) নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, গ্রীকসৈন্তগণই ইহাকে কালানস নামে আখ্যাত করেন। কারণ, আশীর্বাদকালে ইনি “কল্যাণ” শব্দ ব্যবহার করিতেন।

না এবং প্রাণত্যাগ হইলে তিনি নিষ্কৃতি পাইয়া উত্তম ও পবিত্র জীবন লাভ করিবেন। আলেকজান্দার তাঁহার প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে দিয়াছিলেন।

## পঞ্চচত্বারিংশ অংশ

( আরিয়ানের “আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ” ৭১২, ৩-২  
হইতে উদ্ধৃত )

### কালানস এবং মান্দানিস

ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, যদিও সুবশ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা আলেকজান্দারের উপর প্রবল আধিপত্য প্রকাশ করিতেছিল, তথাপি তিনি মহত্ত্বের দ্রব্য উপলব্ধি করিতে পারিতেন। কারণ, যখন তিনি তক্ষশীলার উপস্থিত হইয়া ভারতীয় দার্শনিক-গণকে দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি ইহাদিগের কষ্টসহিষ্ণুতার বিমুগ্ধ হইয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগের একজন তাঁহার নিকটে আনীত হন। এই সকল দার্শনিকদিগের বয়ো-জ্যেষ্ঠ (এবং যাহার সহিত অপর সকলে শিষ্যের ত্রায় বাস করিতেন) দণ্ডামিস স্বয়ং আলেকজান্দারের নিকট যাইতে অস্বীকার করিলেন এবং অপর সকলকে যাইতে বাধা দিলেন। কথিত হয় যে, প্রত্নতত্ত্বস্বরূপ তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনিও

আলেকজান্ডারের শ্রায় জীয়াসের পুত্র এবং তাঁহার বর্তমান অবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট আছেন বলিয়া তিনি আলেকজান্ডারের নিকট কিছুই চাহেন না। পক্ষান্তরে, যাহারা আলেকজান্ডারের সঙ্গে এত জলস্থল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহারা কোনই লাভ পাইতেছেন না এবং তাঁহাদিগের ভ্রমণের শেষ হইতেছে না। তজ্জন্ত আলেকজান্ডারের ক্ষমতার অন্তর্ভূত তিনি কোন প্রার্থনাই করেন না; পক্ষান্তরে, তাঁহাকে ভীতিপ্রদর্শনের জন্ত তিনি যাহাই করুন না কেন, তাহাতেও তিনি দৃকপাত করেন না। বাঁচিয়া থাকিলে ভারতবর্ষে তাঁহার কিছুই অভাব হইবে না এবং মৃত্যু হইলে তিনি তাঁহার দেহরূপ সঙ্গী হইতে মুক্ত হইবেন। আলেকজান্ডার এই ব্যক্তির স্বাধীন প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে কোনরূপে নির্ধাতন করিলেন না। কিন্তু কথিত হয় যে, তিনি কালানস নামক তদ্রন্থ একজন দার্শনিককে স্বপক্ষভুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মেগস্থেনিস এই ব্যক্তিকে আত্মসংযমবিহীন বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন এবং দার্শনিকগণ নিজেরাও কালানসকে নিন্দা করিতেন; কারণ, তিনি ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের সংসর্গে যে সুখভোগ করিতেন, তাহা ত্যাগ করিয়া জগদীশ্বর ভিন্ন অপর এক প্রভুর সেবার জন্ত ব্রতী হইলেন।

---

ଚତୁର୍ଥ ଅଂଶ



## ষট্চত্বারিংশ অংশ

( দ্বাবো ১৫১১, ৩-৮ ( ৩৮৬—৩৮৮ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত )

ভারতবাসীরা কখনও অপরকর্তৃক আক্রান্ত হয়

নাই, কিংবা অপরকেও কখন

আক্রমণ করে নাই ।

সাইরাস বা সেমিরামিসের আক্রমণকালে সংগৃহীত ভারত-বর্ষের বিবরণের উপর কি প্রকারে আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে ? ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে মেগস্থেনিস আমাদেরকে নিষেধ করিয়াছেন । মেগস্থেনিস বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা কোন দিন নিজ সীমান্তের বহির্ভাগে সৈন্ত প্রেরণ করে নাই এবং হিরাক্লিস, ডাইওনিসাস এবং ম্যাসিদোনিয়ানগণ ব্যতীত কোন বৈদেশিক তাহাদের দেশে প্রবেশ বা তাহাদের দেশ অধিকার করে নাই । মিশরদেশীয় সিসট্রিস(১) এবং ইথিওপিয়ন টির্কন, ইউরোপ পর্য্যন্ত অগ্রসর

(১) গ্রীক গ্রন্থকারগণের মতে সিসট্রিস পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন । প্রবাদ এই যে, তিনি ভারতবিজয়েও সক্ষম হইয়াছিলেন । দারদরাস বলিয়াছেন যে, সিসট্রিস ভারতবর্ষ জয় করিয়া লোহিতসাগরে চারিণত রণতরী প্রেরণ করেন । এই রণতরী সাহায্যে তিনি ভারতবর্ষ অধিকারে সক্ষম হইয়াছিলেন । বর্তমানে কেহই এই আখ্যানে আস্থা স্থাপন করেন না । সেমিরামিসের আখ্যানে 'প্রাচীন ভারতের' প্রথমকন্দের প্রথমখণ্ডে স্থান পাইরাছে ।



হইয়াছিলেন এবং হিরাক্লিস অপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ নেবুকোড্রসোর(২),  
 স্তম্ভ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। টিয়র্কমও এই পর্য্যন্ত অগ্রসর  
 হইয়াছিলেন। সিসট্রিস নিজ বাহিনীকে আইবিরীয়া হইতে থ্রেস  
 ও পণ্টাস পর্য্যন্ত চালিত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সিথিয়ান  
 ইডানথিরসসু মিসর পর্য্যন্ত পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু,  
 ইহার কেহই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন নাই। যে সেমিরামিস  
 ভারতবর্ষ-আক্রমণে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, তিনি আরোজনাদি  
 শেষ হইবার পূর্বেই দেহত্যাগ করেন। পারসীকগণ হিড্রাকাই-  
 গণকে(৩) বেতনভোগী সৈন্তস্বরূপ তাহাদের সহিত যোগদান  
 করিতে আদেশ দিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু, তাহারাও ভারতবর্ষ  
 আক্রমণ করে নাই। কেবল, বখন সাইরাস মাসাজেটাই-

(২) বাইবেলে ইনি নেবুচাদনেজর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইনি  
 খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠপূর্ব শতাব্দীতে বাবিলনে রাজত্ব করিতেন। 'স্তম্ভ' Pillars of  
 Alexander-টলেমি কথিত 'আলেকজান্ডারের স্তম্ভ' সারমেসিয়ার প্রান্তদেশে  
 অবস্থিত ছিল।

(৩) ইহাদের বিষয় বিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় না। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার  
 ইহাদের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়াছেন। আরিয়ান নামক গ্রন্থকার ইহাদিগকে  
 আফ্রিকাই বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন এবং ইহার হাইডাসপীস তীরে বাস  
 করিত বলিয়াছেন। বানবেরি নামক অন্ততম গ্রন্থকার ইহার শতদ্রু ও  
 চিনাবের সঙ্গমস্থলে বাস করিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। প্লিনি ইহাদিগকে  
 সিথ্রাসী নামে অভিহিত করিয়াছেন। আলেকজান্ডার ইহাদিগকে পরাজিত  
 করিয়াছিলেন।

গণের(৪) বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখনই তাহারা ভারতবর্ষের সীমান্ত-প্রদেশে পৌঁছিয়াছিল।

মেগস্থেনিস এবং অত্র কেহ কেহ হিরাক্লিস এবং ডাইও-নিসাসের বৃত্তান্ত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন; কিন্তু, ইরাতসথিনিস প্রমুখ অনেক গ্রন্থকার, এই সকল বর্ণনাকে গ্রীস-দেশে প্রচলিত কাহিনীর ত্রায় অবিশ্বাসযোগ্য ও কল্পিত বলিয়া পরিগণিত করেন। ইউরিপাইডস(৫) তাঁহার “ব্যাকাই” নামক গ্রন্থে ডাইওনিসাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি লিদিয়ান ও ফ্রিজিয়ানগণের স্বর্ণময়দেশ, পারসিকদিগের স্বর্ঘ্যতাপিত সমতল-ক্ষেত্রসমূহ এবং ব্যাকট্রিয়া নগরের প্রাচীর পরিত্যাগ করিয়া মিদিসগণের(৬) তুবারময় দেশে এবং আরব ও এসিয়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

“সফোক্লিসে”(৭) একব্যক্তি নিসার(৮) জয়গান করিতে

(৪) হেরোডটাস বলিয়াছেন যে, ম্যাসাজেটাইগণ আরাক্স নদীর অপরপারে বাস করিত। এখানে সাইরাসের যে অভিযানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ অভিযানে ম্যাসাজেটাইগণ তাহাদিগের রাণী টমিরিসের নেতৃত্বে সাইরাসকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিল।

(৫) ইনি ব্যাকাস কর্তৃক ভারতবিজয়ের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬) মিডিয়াদেশবাসিগণ। ৩৩০ পূর্ব খৃষ্টাব্দে আলেকজান্দার মিডিয়া জয় করেন।

(৭) সফোক্লিস—গ্রীসদেশীয় সুবিখ্যাত ষিরোপাস্ট্র নাটক প্রণয়নকারী।

(৮) এই স্থান নির্দেশ করা দুকঠিন। আলেকজান্দারের যুদ্ধযাত্রায় যে নিশার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা সে নিশা হইতে পারে না; কারণ সফোক্লিসের বহুপরে আলেকজান্দার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

করিতে বলিতেছে যে, “এই স্থান হইতে ব্যাকানালগণের (৯) প্রিয়, সুপ্রসিদ্ধ নিসা দেখিতে পাই। শূদ্রধারী ইয়াকস (১০) এক্ষণে এই নিসায় তাঁহার প্রিয় আবাসস্থল করিয়াছেন। এই স্থানে পক্ষীর কাকলি শ্রুত হয় না।” ইত্যাদি

কবি হোমর, ইউডোনিরান (১১) লাইকারগসের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—পূর্বে, লাইকারগস, নিসা পর্বতে ক্রুদ্ধ ডাইওনিসাসের দ্বীগণের পশ্চাচ্ছাবন করিয়াছিল।”

ডাইওনিসাসের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাই যথেষ্ট। কেত কেহ হিরাক্লিস (১২) সম্বন্ধে বলেন যে, তিনি পশ্চিমদেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং কাহারও কাহারও মতে তিনি পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকেই প্রবেশ করিয়াছিলেন।

এই সকল কাহিনী হইতে, তাহারা কোন না কোন জাতিকে নিসিয়ান নাম প্রদান করেন; এবং তাহাদের নগরকে ডাইও-নিসাস কর্তৃক স্থাপিত নিসানামে খ্যাত করে। তাহাদের নগরের উর্দ্ধদেশস্থ পর্বতকে তাহারা মিরণ নামে অভিহিত করে।

(৯) ব্যাকাস নামক গ্রীকদেশীয় দেবতার অন্তর্চরণ। ব্যাকাসকে গ্রীসীয় পুরাণে “মন্দের দেবতা” বলিয়া আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

(১০) ব্যাকাসের অন্ততম নাম।

(১১) ট্রাইমন নদীতীরবর্তী যে সিয়ান জাতি।

(১২) হিরাক্লিস বা হার্কিলিস প্রাচীন গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাত। ইসি দেবরাজ জিগাসের পুত্র বলিয়া পরিচিত। কানিংহাম অক্সিডাকাই দেশকে কাখীর নিকটবর্তী জনপদ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

কারণ স্বরূপ তাহারা বলে যে, আইতি ও দ্রাক্ষা ঐ স্থানে জন্মে।  
এ দেশীয় দ্রাক্ষা-লতার ফল পাওয়া যায় না; কারণ অতিরিক্ত  
বর্ষার জন্ত পরিণক হইবার পূর্বেই ফলগুলি পড়িয়া যায়।  
উল্লিখিত গ্রন্থকারগণের মতে, অস্কিড্রেকাইগণই ডাইওনিসাসের  
বংশধর। কারণ তাহাদের দেশেও দ্রাক্ষা জন্মে; তাহারা বিশেষ  
সাজসজ্জার সহিত শোভাযাত্রা করে; তাহাদের নরপতিগণ,  
ব্যাকাসের পত্নী অবলম্বন পূর্বক যুদ্ধযাত্রা করেন এবং অল্প সময়ে  
পুষ্পযুক্ত বেশ পরিধান করিয়া, বাস্তকরণ সহ রাজপ্রাসাদ হইতে  
বহির্গত হন। প্রথম আক্রমণেই আলেকজান্ডার আরগস(১৩)  
নামক, সিদ্ধনদ-সেবিত পর্বত অধিকার করেন, [ হিরাক্লিস ঐ  
পর্বত তিন বার আক্রমণ করিয়া তিন বারই পরাজিত হইয়া-  
ছিলেন ], ম্যাসিদোনিয়াগণ এইরূপ প্রচার করিয়া, নিজেদের  
কৃতকার্য্যতার জন্ত সমধিক শ্লাঘা বোধ করিতেছিল। হিরাক্লিসের  
যুদ্ধযাত্রাকালে যে সকল যোদ্ধা তাঁহার সহগামী হইয়াছিল,

(১৩) আরগসের স্থান-নির্দেশে বখেট মন্তভেদ আছে। ম্যাকিওলের মতে  
সিদ্ধনদের পশ্চিমপার্শ্বস্থ মহাবনই আরগস। সেনাপতি কোর্ট আটক নগরীর  
অপর পার্শ্বে স্থাপিত “রাজাহোদি” নামক দুর্গ ও হুগ্রসিদ্ধ প্রভৃত্যবিৎ কানি-  
হাম রিম্ব হইতে ষোড়শ মাইল উত্তরে অবস্থিত রাগীবাট নামক দুর্গকে আরগস  
বলিয়া নির্দেশ করেন এবং অনেকেই এই মতের স্বপক্ষে মত দিয়াছেন। কিন্তু  
১২০৪ সনের অক্টোবর মাসে কর্ণেল স্তার হারল্ড ডীনের সাহায্যে ডাক্তার টিন  
মহাবন পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ঐকবর্ণিত আরগস মহাবন নহে।

শিবাইগণ(১৪) তাহাদেরই বংশধর বলিয়া খ্যাত। শিবাইগণ নিজ উৎপত্তির চিহ্ন রক্ষা করিয়াছে। তাহারা হিরাক্লিসের ত্বাষ বর্ষ পরিধান করে, মুদগর বহন করে, এবং তাহাদিগের বৃষ ও অশ্বতরের গায়েও মুদগর-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাখে। পারোপামি-সাদাইগণের(১৫) দেশে, পবিত্র গুহা থাকার জন্ত তাহারা প্রমিথিয়াস(১৬) এবং ককেসাস সম্বন্ধীয় আখ্যান, পণ্টাশে ঘটে নাই, এই স্থানে ঘটয়াছে, এইরূপ প্রকাশ করে। তাহারা বলে যে, এই গুহাই প্রমিথিয়াসের কাবাগার ছিল, হিরাক্লিস প্রমিথিয়াসের উদ্ধার-কল্পে এই স্থানেই আসিয়াছিলেন এবং

(১৪) আরিয়ান তাঁহার 'ইণ্ডিকাগ্রন্থে' এবং কার্টিয়াস তাঁহার ইতিহাসে এই জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা আকেসাইন নামক নদীর পশ্চিমতীরবর্তী প্রদেশে বাস করিত। সম্ভবতঃ ইহারা শৈব ছিল বলিয়া ইহাদিগকে শিবাই নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।

(১৫) টলেমি "পারোপামিনদাই" নামক এক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ট্রাবো লিখিত "পারিপামিনদাই" ও টলেমিকলিত "পারোপানিসাদাই" গণ একই জাতি। ইহারা হিন্দুকুশ পর্বতের দক্ষিণ ও পূর্বে বাস করিত। ভিনসেট প্লিথ ইহাদিগকে কাবুল ও চতুঃপার্শ্ববর্তী প্রদেশের অধিবাসী বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

(১৬) প্রমিথিয়াস স্বর্গ হইতে "দেবাগ্নি" চুরি করিয়া নিজকৃত মনুষ্যের জীবনদানের চেষ্টা করতে দেবতাগণ তাঁহাকে এই স্থানে কারাবদ্ধ করিয়া-ছিলেন।

গ্রীকগণ-বর্ণিত প্রমিথিয়াসের কারাগার যে ককেসাস পর্বতে অবস্থিত ছিল, ইহাই সেই ককেসাস(১৭)।

---

(১৭) সোয়ানবেক এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আলেকজান্দারের পূর্ববর্তী কোন লেখকই ভারতীয় দেবতাগণের নামোল্লেখ করেন নাই। যখন মাসি-দোনিয়ানগণ সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের চিরন্তন রীতামুসারে ভারতীয় সকল দেবতাকে গ্রীসদেশের প্রচলিত দেবতা বলিয়া পরিগণিত করেন। তাঁহারা ভারতীয় শিবকে গ্রীসের ব্যাকাস, কৃষ্ণকে গ্রীসীয় হাকিলিউস বলিয়া মনে করেন। অধিকন্তু যখন তাঁহারা কোন জাতিকে বস্ত্র-পশুর চৰ্ম্মপরিধান করিয়া থাকিতে অথবা গদা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন, তখনই সেদেশে হার্কিউলিসের আগমন হইয়াছিল বলিয়া মনে করিয়াছেন।

## সপ্তচত্বারিংশ অংশ

( আরিয়ান "ইণ্ডিকা, ৫।৪—১২ হইতে উদ্ধৃত )

ভারতবাসীরা কখনও অপরকর্তৃক আক্রান্ত

হয় নাই ; কিংবা অপরকেও কখন

আক্রমণ করে নাই ।

মেগস্থেনিস বলেন যে, ভারতবাসীগণ অপর জাতিকে আক্রমণ করে না ; কিংবা অপরজাতিও তাহাদিগকে আক্রমণ করে না ; কারণ মিশরবাসী সিসট্রীস্, এসিয়ার অধিকাংশ অংশ পরাভূত করিয়া এবং সসৈন্তে ইউরোপ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন । সিথিয়ান ইডানথিরসস্(১) সিথিয়া হইতে বহির্গত হইয়া এসিয়ার অনেক জাতিকে পরাজিত করেন এবং এমন কি, মিশরের সৌমাস্ত-প্রদেশ পর্য্যন্ত নিজ বিজয়ী সৈন্তবাহিনী-সহ অগ্রসর হইয়াছিলেন । আসিরিয়ান রাজ্ঞী সেমিরামিসও ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে এক অভিযান সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্য

(১) ট্রাবো বলিয়াছেন যে, সিথিয়ানগণ তাঁহাদের নরপতি ইডানথিরসসের অধীনে আসিয়া আক্রমণ করেন । হেরডটস বলিয়াছেন যে, সিথিয়ানগণ তাঁহাদের নরপতি মধ্যস (Madyes) কর্তৃক পরিচালিত হইয়া এসিয়া আক্রমণ করেন । স্যাক্রিঙল এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ সকল সিথিয়ানরাজই ইডান-থিরসিস নাম ধারণ করিতেন ।

সমাধা হইবার পূর্বেই প্রাণত্যাগ করেন। এবশ্পকারে দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র আলেকজান্দারই প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ডাইওনীসাস সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী এইরূপ যে, তিনিও ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং আলেকজান্দারের পূর্বে ভারতবাসীদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু, কিংবদন্তী হার্কিউলিস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলে না। ব্যাকাস যে অভিযান করেন, সে সম্বন্ধে নিসা কম কীর্ত্তিস্তম্ব নহে। মিরস পর্বত ও উক্ত পর্বতস্থ ভারতবাসীদের আইভি, ঢকা ও খঞ্জনীসহ যুদ্ধযাত্রা এবং ডাইওনীসাসের সহযাত্রিগণ যেরূপ চিত্রিত বস্ত্র পরিধান করিত, সেইরূপ বস্ত্র পরিধানও উক্ত অভিযানেরই কীর্ত্তিস্তম্ব। পক্ষান্তরে, হীরাক্লিস সম্বন্ধীয় চিহ্ন খুব কমই আছে, এবং যাহা আছে, তাহাও বিশ্বাসযোগ্য কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ রহিয়াছে, পারোপামিসাসের সহিত ককেসাসের সম্পর্ক না থাকাতেও যেরূপ মাসিদোনিয়ানগণ উহাকে ককেসাস বলিত, তদ্রূপ হার্কিউলিস তিনবার আয়র্গস আক্রমণ করিয়া তিনবারই পরাজিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু, আলেকজান্দার প্রথম আক্রমণেই আয়র্গস অধিকারে সক্ষম হইয়াছিলেন, এই উক্তি মাসিদোনিয়ানগণের শ্লাঘামূলক উক্তি বলিয়াই বোধ হয়। সেইরূপ শ্লাঘার বশবর্তী হইয়া তাহার পারোপামিসাসীগণের রাজ্যে গুহা দেখিয়া তাহাই প্রমিথিয়ার দৈত্যকে যে গুহার অগ্নি চুরির জন্য বুলাইয়া রাখা হইয়াছিল, সেই গুহা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিল। সেই প্রকারে তাহার শিবাই নামক ভারতীয় জাতির রাজ্যে উপস্থিত



হইয়া তাহাদিগকে পশুচৰ্ম্ম পরিহিত দেখিয়া প্রচার করে যে, শিবাইগণ হিরাক্লিসের অভিযানান্তর্গত পরিত্যক্ত যোদ্ধৃগণের বংশধর। কারণ, পশুচৰ্ম্ম পরিধান ব্যতীত শিবাইগণ মুদগর-বহন করে এবং তাহাদিগের ষণ্ডের পৃষ্ঠদেশে মুদগর চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এই মুদগর চিহ্ন দেখিয়া মাসিদোনিয়ানগণ হিরাক্লিসের মুদগরের চিহ্নের স্মৃতি মনে করে। কিন্তু কেহ যদি এই আখ্যান বিশ্বাস করিতে চাহেন, তবে তিনি যেন মনে করেন যে, এই হার্কিউলিস অস্ত্র কোন ব্যক্তি ; কারণ ইনি থিবসের সুবিখ্যাত (২) হার্কিউলিস বা টিরিয়ান বা মিসরদেশীয় বা ইহাদের অপেক্ষাও পরাক্রান্ত রাজা নহেন।



(২) হার্কিউলিস থিবস দেশ হইতে নিজ মাতৃভূমি আথেলকে স্বাধীন করেন।

# অষ্টচত্বারিংশ অংশ

( জোসেফাস ১।২০ হইতে উদ্ধৃত )

## নেবুচড্রোসর (১)

মেগস্থেনিস তাঁহার “ইণ্ডিকা” গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন এবং তথায় পূর্বোক্ত রাজা ( নেবুচড্রোসর ) সাহসে এবং বীরোচিত কার্যে হিরাক্লিসকে অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্ত বলিয়াছেন যে, তিনি আই-বিরীয়াও জয় করিয়াছিলেন।

( জোসেফাস ১০।২, ১ )

তাঁহার স্ত্রী মিডিয়াদেশে লালিতা হইয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার বাসস্থান তাঁহার বালাকালের গৃহের স্থায় দেখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানে, তিনি ( নেবুচড্রোসর ) ভ্রমণার্থ এইরূপ উচ্চ স্থান সকল নির্মাণ করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে পর্বত বলিয়া অস্বীকৃত হইত এবং এই সকল স্থানে তিনি নানাক্রপ

(১) বাইবেলোক্ত নরপতি; ইঁহার নাম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বানান করা হয়। ইঁহাকে Nebuchadnezzar বা Nebuchadrezzar বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইনি বাবিলন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ৬০৪ পূর্ব খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৬১ পূর্ব খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। দুর্গ, দেবমন্দির ও প্রাসাদাদি নির্মাণে ইনি অপর্যাপ্ত অর্থব্যয় করেন।

বৃক্ষরোপণ করিয়াছিলেন। মেগস্থেনিসও তাঁহার ‘ইণ্ডিকা’ গ্রন্থের চতুর্থখণ্ডে এই সকল বিষয়, এবং তিনি লিবিয়া ও আইবিরিয়ার অধিকাংশ জয় করিয়াছিলেন, উল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সাহসে এবং বীরোচিত কার্যে এই রাজা হিরাক্লিসকে অতিক্রম করিয়াছিলেন।

সিনসেল

মেগস্থেনিস তাঁহার “ইণ্ডিকা” গ্রন্থের চতুর্থখণ্ডে নেবুচোডো-নোসরকে হিরাক্লিস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, কারণ তিনি অধিকতর সাহস ও উজ্জ্বল সহিত লিবিয়ার অধিকাংশ ও আইবিরিয়া জয় করেন।

## উনপঞ্চাশৎ অংশ

### নেবুচোডোসর

মেগস্থেনিস বলিয়াছেন যে, হিরাক্লিস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নেবু-চোডোসর লিবিয়া ও আইবিরিয়ার বিক্রমে যুদ্ধযাত্রা করেন ; এবং এই দুই দেশ স্বাধিকার-ভুক্ত করিয়া তিনি এতদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা পণ্টাসের দক্ষিণে এক উপনিবেশ স্থাপন করেন।

# পঞ্চাশৎ অংশ

( আরিয়ান, ৭-৯ )

## ভারতবর্ষসংক্রান্ত নানা কথা

মেগস্থেনিস বলেন যে, ভারতীয় জাতিসমূহ সংখ্যায় ১১৮টি। তাহারা সংখ্যায় যে প্রকৃতই অনেক, মেগস্থেনিসের এই উক্তি সহিত আমি একমত হইতে পারি, কিন্তু যখন তিনি এইরূপ সুনিশ্চিত ভাবে ভারতীয় জাতির সংখ্যা নির্দেশ করেন, তখন তিনি কি প্রকারে ইহা জানিতে পারিলেন, তাহা আমি স্থির করিতে পারি না ; কারণ ভারতবর্ষের সকল স্থান তিনি দর্শন করেন নাই এবং সকল জাতির পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কও নাই। তিনি আরও বলেন যে, সিথিয়ানগণের দ্বারা ভারতীয়গণও ষাষাবর ছিল এবং ভূমি কর্ষণ না করিয়া ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সিথিয়ার এক অংশ হইতে অত্র অংশে শকটে করিয়া গমনাগমন করিত এবং নগরে বাস কিংবা মন্দিরে পূজা করিত না। ভারতীয়গণ নগর বা দেবমন্দির নির্মাণ করে নাই। পঞ্চাস্তরে, তাহারা এত অসভ্য ছিল যে, বস্ত্রজন্তু নিধন করিয়া সেই সকল পশুর চর্ম পরিধান ও বৃক্ষের বকল আহার করিয়া জীবনধারণ করিত ; এই সকল বৃক্ষ ভারতীয় ভাষায় তাল (১) নামে অভিহিত

(১) 'Tala' বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

হইত এবং তালবৃক্ষের শীর্ষদেশে পশমের গোলকের ভায় যেরূপ ফল জন্মে, এই সকল বৃক্ষেও সেইরূপ ফল জন্মিত। ডাইওনিসাসের ভারতবর্ষে গমনের পূর্বে পর্য্যন্ত তাহারা দ্রুত বস্ত্রপণ্ডর অপকৃমাংস আহার করিত। মেগস্থেনিস আরও বলেন যে, ডাইওনিসাস ভারতবর্ষে আসিয়া অধিবাসীদিগকে পরাহৃত্ত করিয়া নগর প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সকল নগরের জন্ত আইন প্রবর্তন করেন এবং গ্রীকদিগের মধ্যে যেরূপ মত্তের প্রচলন শিক্ষা দেন, তদ্রূপ ভারতবাসীদের মধ্যেও ইহা শিক্ষা দেন। এতদ্ব্যতীত তিনি স্বয়ং বীজ প্রদান করিয়া ভারতবাসীদিগকে বীজবপন প্রণালী শিক্ষা দেন। ইহার কারণ হয়ত যে, ডিমিটার (২) কর্তৃক প্রেরিত টিপটোলেমাস যখন পৃথিবীর সর্বত্র বীজবপন করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি এতদ্বশে আগমন করেন নাই, অথবা পূর্বোন্নিখিত ডাইওনিসাস টিপটোলেমাসের আগমনের পূর্বেই এতদ্বশে আগমন করিয়া শস্তের বীজ প্রদান করেন। ইহাও কথিত হয় যে, ডাইওনিসাসই সর্বপ্রথমে লাঙ্গলে বুধ যোজনা করেন এবং অনেক ভারতবাসীকে বাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করাইয়া কৃষকবৃত্তি গ্রহণ করান এবং কৃষিকার্য্যোপযোগী যন্ত্রাদি প্রদান করেন। ভারতীয়গণ ডাইওনিসাস কর্তৃক শিক্ষিত প্রক্ৰিয়ানুসারে ঢকা ও খঞ্জনীসহ ডাইওনিসাস ও অত্নাত্ত দেবতার পূজা করে; তিনি

(২) ডিমিটার—গ্রীকদেশীয় কৃষি ও ফলশস্তের দেবী। ইহারাই কন্ডাকে স্টো হরণ করেন। টিপটোলেমাস—ডিমিটার কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া পৃথিবীর সর্বত্র কৃষিকার্য্য শিক্ষা দেন এবং সর্বত্র বীজ বপন করেন।

তাহাদিগকে সাটীরিক (৩) নৃত্যও (গ্রীকদিগের করডাঙ্ক) শিক্ষা দেন এবং তিনিই তাহাদিগকে দীর্ঘ কেশ রাখিতে, উকীষ পরিধান করিতে এবং গন্ধদ্রব্য মাখিতে শিক্ষা দেন। সেইজন্তু আলেকজান্দারের অভিযানকাল পর্য্যন্ত ভারতবাসীরা খঞ্জনী এবং ঢকা সহ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিল।

কিন্তু ভারতবর্ষে এই প্রকার শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার কালে তিনি তাঁহার অন্ততম সঙ্গী এবং তাঁহার প্রণীত নিয়মাদিতে অভিক্ত স্পাটেমাসকে এই দেশের রাজা নিযুক্ত করেন। ৬২ বৎসর রাজত্ব করিয়া স্পাটেমাসের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বৌদিয়াস (৪) রাজা হইয়া কুড়ি বৎসর রাজত্ব করেন। বৌদিয়াসের পুত্র ক্রাডিয়াস যথাকালে রাজত্ব লাভ করিয়া ও তৎপরে বংশপরাক্রমানুসারেই ইহাদের পুত্র-পৌত্রগণ সিংহাসন আরোহণ করিতে থাকেন, কিন্তু রাজবংশে উত্তরাধিকারীর অভাব হওয়াতে ভারতীয়গণ ঞ্ণানুসারে রাজা নির্বাচন করিয়াছিল। যদিও প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে হার্কিউলিস বিদেশ হইতে এতদ্দেশে আগমন করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি এইদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মেথোরা এবং ক্লিসবোরা নামক দুইটি বৃহৎ নগরের অধিকারী সোরসেনী (৫) নামক

(৩) (Satyric) সাটীর—গ্রীকদিগের বনদেবতা।

(৪) বুদ্ধদেব (?)।

(৫) মেথোরা (Methora) মথুরা; ক্লিসবোরা (Kleisbora) কৃষ্ণপুত্র (?) সোরসেনই (Sourasenoï) স্বরসেন

এক ভারতীয় জাতি হার্কিউলিসকে বিশেষ সম্মান করে। আই-বোরেস (৬) নামক নোচলনোপযোগী নদী ইহাদিগের দেশমধ্য দিয়াই প্রবাহিতা হইতেছে। কিন্তু, মেগস্থেনিস বলেন যে, এই হার্কিউলিস-পরিহিত বস্ত্র থিবানদেশীয় হার্কিউলিসেরই বস্ত্রের স্তায় এবং ভারতবাসীরাও ইহা স্বীকার করে। ইহাও কথিত হয় যে, থিবান হার্কিউলিসের স্তায় তিনি অনেকগুলি পত্নী গ্রহণ করেন এবং তজ্জন্ত ভারতবর্ষে তাঁহার অনেকগুলি পুত্র জন্মে ও কেবল একটি কন্যা জন্মে। এই কন্যা পাণ্ডী নামে অভিহিতা হইতেন, এবং যে দেশে সেই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন এবং হার্কিউলিস তাঁহাকে যে দেশের রাজত্ব প্রদান করেন, সেই দেশ তাঁহারই নামানুসারে পাণ্ডীয়া নামে খ্যাত হয়। তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে, ৫০০ হস্তী, ৪০০০ অশ্বরোহী সৈন্য এবং প্রায় ১০০০০০ পদাতিক সৈন্য পাইয়া ছিলেন। কোন কোন ভারতীয় লেখক হার্কিউলিস সম্বন্ধে ইহাও বলেন যে, যখন তিনি পৃথিবী হইতে সকল প্রকার ক্রুর প্রকৃতিবিশিষ্ট দৈত্য ধ্বংস করিতে জলস্থল সর্বত্রই ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তিনি সমুদ্রে স্ত্রীলোকের উপযোগী এক প্রকার অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং যে সকল ভারতীয় বণিক্গণ আমাদিগের হাটে ভারতীয় পণ্য আনয়ন করে, তাহারা সেই অলঙ্কারই আগ্রহ সহকারে ক্রয় করিয়া লইয়া যায় এবং প্রাচীনকালে ধনী গ্রীকগণ যেরূপ আগ্রহের সহিত ইহা ক্রয় করিতেন, বর্তমান ধনী রোমকগণ সেইরূপ আগ্রহের

(৬) আইবোরেস বা জোবোরেস—বহুনা নদী।

সহিত ইহা ক্রয় করেন। ভারতীয় ভাষায় এই অলঙ্কারকে মারগারিটা (৭) বলে। কিন্তু কথিত হয় যে হার্কিউলিস অলঙ্কার-রূপে পরিধান করিলে ইহা অত্যন্ত সুন্দর দেখায় বিবেচনা করিয়া, তাঁহার কণ্ঠার জন্ত সকল সমুদ্র হইতে ইহা আনয়ন করিয়াছিলেন।

মেগস্থেনিস বলিয়াছেন যে, যে সকল শক্তি এই মুক্তা প্রদান করে, তাহা জাল দ্বারা সংগ্রহ করা হয় এবং শক্তিগুলি একই স্থানে দলবদ্ধ মোমাছির গ্রায় বাস করে। কারণ, মোমাছির গ্রায় শক্তিদেব ও রাজা বা রাণী আছে এবং যদি কেহ সৌভাগ্যবশতঃ রাজাকে ধৃত করিতে পারে, তবে সে শক্তির ঝাঁক শুদ্ধ সহজেই জালে ধরিতে পারে; কিন্তু যদি রাজা পলায়ন করে, তবে অপর শক্তি ধরিবার আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। মংশুজীবগণ ধৃত-শক্তির মাংস পচিতে দেয় এবং কেবল হাড়গুলি রাখিয়া দেয়, কারণ এই হাড়ই অলঙ্কার। ভারতবর্ষে, তদেশজাত বিত্তহীন স্বর্ণের ওজনের তিনগুণ মূল্যে শক্তি বিক্রী হয়।

যে প্রদেশে হার্কিউলিসের কণ্ঠা রাজত্ব করিতেন, তথায় বালিকাগণ সপ্তম বৎসরে বিবাহিতা হয় এবং মনুষ্যের পরমায়ু মাত্র চল্লিশ বৎসর। \* \* \* \* প্রকৃতপক্ষে জীলোকদিগের বিবাহযোগ্য বয়স যদি সতাই ঐ হয়, তবে, আমার মতে, পুরুষদিগের বয়সের কথাও (যে তাহারা চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল জীবিত থাকে না) সত্য বলিয়া বোধ হয়। কারণ, যেখানে মনুষ্য এত অল্পবয়সে

(৭) ম্যাক্রিওল বলিয়াছেন যে এই শব্দ সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। পারস্য দেশে এক প্রকার মুক্তাকে 'Muravarid' বলা হয়।



বার্দ্ধক্যাদশা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেখানে যে তাহার। শীঘ্রই যুবত্বে লাভ করিবে, ইহাই সত্য বলিয়া বোধ হয়। ইহা হইতেই প্রতীক্ষান হইবে যে, সেদেশে ত্রিশ বৎসর বয়সে মনুষ্যাগণ বার্দ্ধক্যে পতিত হয়; যুবকেরা কুড়ি বৎসর বয়সেই যৌবনসীমা অতিক্রম করে এবং আশ্রাজ পনের বৎসরেই তাহার। পূর্ণযৌবন লাভ করে। এই নিয়মানুসারে জীলোকেরা সাত বৎসর বয়সেই বিবাহযোগ্য হয়। মেগস্থেনিস স্বয়ং যখন বলিয়াছেন যে, অল্প দেশোপেক্ষা সেই দেশের ফল শীঘ্র শীঘ্র পাকে এবং নষ্ট হয়, তখন মনুষ্যাগণ সম্বন্ধেও এইরূপ হইবে না কেন ?

ডাইওনিসাস হইতে চন্দ্রশুণ্ড পর্য্যন্ত ভারতীয় রাজশ্রবণ ৬০৪২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং সংখ্যায় তাঁহার। ১৫৩ জন ছিলেন; তবে এই সময়ের মধ্যে তিনবার সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল(৭)। ভারতীয়গণ ইহাও বলেন যে, ডাইওনিসাসের অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষই হার্কিউলিস এবং তিনি ব্যতীত অল্প কেহই ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই। এমন কি, কামবাইসের পুত্র সাইরাস(৮) যিনি সিথিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন, এবং অগ্ৰাণ্ড প্রকারে সমগ্র এসিয়াথেকে সর্বোপেক্ষা উত্তোগী নর-পতি ছিলেন, তিনিও ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই। কিন্তু আলেকজান্দার এতদ্দেশে আসিয়া সকলকে যুদ্ধে পরাজিত করেন,

(৮) পারস্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ৫২৯ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে সিথিয়া প্রদেশস্থ ম্যাসাজাটাইগণের সহিত যুদ্ধ করিতে বাইরা ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এবং তাঁহার সৈন্তগণ তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিতে স্বীকৃত হইলে, সমুদায় পৃথিবী জয় করিতেন। পক্ষান্তরে, ভারতবাসীরা বলিয়া থাকে যে, ন্যায়পরায়ণ বলিয়াই কোন ভারতীয় রাজাই ভারত-বর্ষের বহির্ভাগে যুদ্ধযাত্রা করেন নাই।

( প্লিনির প্রাণিতত্ত্ব, ২।৫৫ )

## মুক্তা

কোন কোন লেখক আরোপ করেন যে, মৌর্যাদিদের ভারত-শক্তির মধ্যেও বাহারা আকারে ও সৌন্দর্য্যে অপরগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহারাই দলপতি হয়। ইহারা সূচত্বরভাবে শক্তির দলকে জালবদ্ধ হইতে রক্ষা করে। ডুবুয়ীরাও ইহাদিগকে ধরিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করে। যদি দলপতিদিগকে আবদ্ধ করা যায়, তবে ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী অপরগুলি সহজেই ধৃত হয়। তখন তাহাদিগকে মৃৎপাত্রে প্রচুর লবণের মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখা হয়। এই প্রক্রিয়ার শক্তিগুলির মাংস নষ্ট হইয়া যায় এবং হাড়-গুলি পাত্রেয় তলদেশে পতিত হয়। এই হাড়ই মুক্তা।

( প্লিনি প্রাণিতত্ত্ব, ৬২১, ৪-৫ )

## ভারতীয়গণের প্রাচীন ইতিহাস

একমাত্র ভারতীয়গণই নিজদেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করে নাই। ফাদার ব্যাকাস (১) হইতে আলেকজান্দার

১. ফাদার ব্যাকাস (Father Bacchus)—পূর্বকথিত ডাইওনিয়াস।

পর্যন্ত কালে তাহাদিগের দেশে ১৫৭ জন রাজা ৬৪৫১ বৎসর এবং ৩ মাস রাজত্ব করিয়াছেন।

( সলিনাস, ৫২।৫ )

ফাদার ব্যাকাস সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং তিনিই সর্বাগ্রে পরাজিত ভারতীয়গণের উপর আধিপত্যবিস্তার করেন। তাঁহার সময় হইতে আলেকজান্ডারের সময় পর্য্যন্ত ১৫৩ জন রাজা ৬৪৫১ বৎসর তিন মাস রাজত্ব করেন।

## একপঞ্চাশৎ অংশ

### পাণ্ড্যদেশ

মেগস্থেনিস বলেন যে, পাণ্ড্যদেশীয় জীগণ ছয় বৎসর বয়সে সন্তান প্রসব করে।

.

## সকল শত্রু

(এই খণ্ডোক্ত অংশগুলি প্রকৃতপক্ষে মেগস্টেনিসের  
লিখিত কি না, সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ  
সন্দেহ প্রকাশ করেন । )



# দ্বিপঞ্চাশৎ অংশ

( ইলিয়ান—প্রাণিতত্ত্ব, ১২৮ )

হস্তী সাধারণ আহারের সময় জলপান করে ; কিন্তু যুদ্ধ-  
ক্লেশকালে তাহাকে মত্তপান করিতে দেওয়া হয়। এই মত্ত  
আকুর হইতে প্রস্তুত হয় না ; ইহা চাউল হইতে প্রস্তুত হয়।  
হস্তিপকগণ হস্তিগণের জন্ত অগ্রে অগ্রে ফুল সংগ্রহ করে ; কারণ,  
হস্তী অত্যন্ত সুগন্ধপ্রিয় এবং তজ্জন্তই সর্কাপেকা উৎকৃষ্ট সুগন্ধের  
সাহায্যে শিকা দিবার জন্ত ইহাদিগকে তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্রে লইয়া  
বাওয়া হয়। হস্তী নিজ নিজ প্রিয় সুগন্ধানুসারে পুষ্প চরন করে  
এবং সংগৃহীত হইলে হস্তিপক কর্তৃক ধৃত আধারে নিক্ষেপ করে।  
এই কার্য সম্পন্ন হইলে হস্তী স্নান করে এবং ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রলোকের  
জ্ঞায় ইহাতে আনন্দ অনুভব করে। স্নানসমাপনান্তে সে তাহার  
পূর্ব সংগৃহীত পুষ্পের জন্ত ব্যতিব্যস্ত হয় এবং পুষ্প আনয়ন  
করিতে বিলম্ব হইলে, চীৎকার করিতে থাকে এবং তাহার  
সংগৃহীত সকল পুষ্প তাহার সম্মুখে না রাখিলে, সে এক গ্রাস  
আহারও গ্রহণ করে না। তাহার সম্মুখে ফুল স্থাপিত হইলে,  
সে শুঁড়দ্বারা সেইগুলি পুষ্পাধার হইতে তুলিয়া তাহার আহার  
করিবার পাত্রের চতুর্পার্শ্বে স্থাপিত করে এবং এইরূপ কৌশলে  
তাহার খাওয়া যেন সুস্বাদু করিয়া লয়। যাহাতে তাহার নিদ্রা

সুখকর হইতে পারে, তজ্জন্ত সে তাহার বিছানার উপরেও প্রচুর পরিমাণে ফুল নিক্ষেপ করে।

ভারতীয় হস্তী নয় হাত উচ্চ এবং বিস্তারে পাঁচ হাত। প্রাসিয়ান নামক প্রদেশে সর্কাপেক্ষা বৃহদাকারের হস্তী পাওয়া যায়; তক্ষশীলার হস্তী প্রাসিয়ানপ্রদেশের হস্তীদেরই নিম্নস্থান অধিকার করে(১)।

.

—

( ১ ) সোয়াননেক বলিয়াছেন যে, বর্ণিত বিষয় এবং পূর্ববর্তী ৩৮ ও ৩৯ অংশ ইলিয়ান মেগস্থেনিস হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া, উপরের অংশও যে ইলিয়ান মেগস্থেনিস হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই অনুমিত হয়।

# ত্রয়পঞ্চাশৎ অংশ

( ইলিয়ান, প্রাণিতত্ত্ব, ৩৪৬ )

## শ্বেত হস্তী

একজন ভারতীয় হস্তিপক একটা শ্বেত হস্তী-শাবক দেখিতে পাইয়া, তাহাকে শৈশবকালেই গৃহে আনয়ন করিয়া লালন-পালন করিয়া শিক্ষা দেয় এবং তাহাতে আরোহণ করিতে থাকে। সে হস্তীশাবককে অত্যন্ত ভালবাসিতে আরম্ভ করে এবং সেও তাহাকে ভালবাসিয়া প্রতিপালনের পুরস্কার দিয়াছিল। ভারতীয়গণের রাজা এই হস্তীর কথা জানিতে পারিয়া, তাহাকে গ্রহণের ইচ্ছা করেন। কিন্তু, হস্তিপক অপর কেহ ইহার প্রভু হইবে মনে করিয়া দুঃখিতচিত্ত হইয়া ইহা রাজাকে প্রদান করিতে অস্বীকার করে এবং তাহার প্রিয় হস্তীতে আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ মরুভূমির দিকে অগমন হয়। রাজা এই সংবাদে অত্যন্ত কুপিত হইয়া হস্তী ধৃত করিবার জন্ত এবং হস্তিপককে শাস্তি দিবার জন্ত লোক প্রেরণ করিলেন। এই সকল লোক পলাতকের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া রাজ্যদেশ প্রতিপালনে তৎপর হইল; কিন্তু হস্তিপক হস্তীর পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার আততায়ীদিগকে আক্রমণ ও বাধা দিতে লাগিল। হস্তীও তাহার প্রভুকে এই যুদ্ধে সাহায্য করিতে লাগিল। প্রথমে এইরূপ ব্যাপারই সংঘটিত হইছিল;



কিন্তু, পরে হস্তিগণ আঘাতিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলে, সৈন্যগণ যুদ্ধকালে যেরূপ ভূপতিত সহগামীকে চাল দ্বারা রক্ষা করে, তদ্রূপ হস্তীও তাহার আশ্রয়দাতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অনেকগুলি আক্রমণকারীকে নিহত করিল এবং অবশিষ্টকে পলায়নে বাধ্য করিল। পরে, তাহার প্রতিপালককে শুঁড় দিয়া জড়াইয়া পৃষ্ঠে করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল এবং বিশ্বস্ত বন্ধুর স্থায় তাহার নিকটে থাকিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। (হে মহুযাগণ! তোমরা কি নৌচ! তোমরা পাক-পাত্রেয় সঙ্গীত শুনিয়া নৃত্য কর, নিমন্ত্রণ-কালে বিলাস-উৎসবে মত্ত হও; কিন্তু বিপদকালে বিশ্বাসঘাতকের স্থায় বৃথা ও নিরর্থক-‘বন্ধুত্ব’ এই পবিত্র নামে কলঙ্ক লেপন কর।) (১)



(১) প্লুটার্ক আলেকজান্ডারের যে জীবনী প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে পোরসের হস্তীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, এই হস্তী যুদ্ধকালে পোরসের শরীর রক্ষার্থে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল; পরে, পোরস বহু আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ভূপতিত হইলে এই হস্তী নত হইয়া অতি যত্নের সহিত তাঁহার পাত্র-বিন্ধু তীরগুলি উৎপাটনে সক্ষম হইয়াছিল।

# চতুঃপঞ্চাশৎ অংশ

( ওরিয়েন্ট, ২৪ )

## ব্রাহ্মণগণ এবং দর্শনশাস্ত্র

ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় সরাসরী আছেন, যাঁহারা স্বাধীনভাবে কালান্তিপাত এবং পশুপক্ষীর মাংস ও অগ্নিপক্ক আহার হইতে বিরত থাকিয়া কেবল ফলের উপর জীবনধারণ করেন। এই সকল ফল তাঁহারা বৃক্ষ হইতে আহরণ করেন না, কেবল বাহা ভূতলে পতিত হয়, তাঁহারা তাহাই গ্রহণ করেন এবং তাগাবেনা(১) নদীর জল পান করেন। আত্মার আচ্ছাদনার্থ ভগবান এই শরীর প্রদান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা আজীবন নগ্নদেহে থাকেন(২)। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বরই আলোক(৩), এবং চক্ষুতে আমরা যে আলোক দেখিতে পাই, তাহা কিংবা সূর্য্য কিংবা অগ্নি সেইরূপ আলোক নহে। ঈশ্বরই তাঁহাদিগের বাক্য, কিন্তু আমরা যাহা উচ্চারণ করি তাঁহারা এই বাক্য শব্দ দ্বারা সেই অর্থ করেন না। যদ্বারা জ্ঞানিগণ জ্ঞানের গূঢ়রহস্য অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা বাক্য অর্থে ইহাই প্রয়োগ করেন। এই আলোক বা বাক্যকেই তাঁহারা ভগবান বলিয়া মনে করেন

(১) সম্ভবতঃ তুঙ্গভদ্রা।

(২) খোদাত্ম দর্শনের কথিত মতের সহিত এই মতের সাদৃশ্য দেখা যায়।

এবং ইহা একমাত্র ব্রাহ্মণগণই জানিতে পারেন। কারণ, কেবল ব্রাহ্মণগণই আত্মার শেষ বহিরাবরণ অহঙ্কারকে বিদূরিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন (৩)। এই সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ মৃত্যুকে একেবারে অবজ্ঞা করেন; এবং আমরা পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাঁহারা ভগবানের নান অত্যন্ত ভক্তির সহিত উচ্চারণ করেন এবং তাঁহারা প্রশংসা-সূচক স্তুতিগান করেন। তাঁহারা বিবাহ করেন না এবং তাঁহাদের সম্বানাদিও নাই। যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদিগের ত্রায় জীবনাতিপাত করিতে চাহেন, তাঁহারা নদীর অপর-পারে গমনপূর্বক চিরদিনের জন্ত তাঁহাদিগের সহিত বাস করেন এবং কখনও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন না। এই শৈশোক ব্যক্তিগণ যদিও পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণের ত্রায় ঠিক জীবনাতিপাত করেন না, (কারণ, সে দেশের অধিবাসিগণ যে সকল রমণীর গর্ভসমুত, এই শৈশোক ব্যক্তিগণ সেই সকল রমণীর গর্ভেই সম্বান উৎপাদন করে), তাহা হইলেও তাঁহারা ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পূর্বোক্ত শাক্য কথাটি, (যাহাকে তাঁহারা ভগবান বলিয়া থাকেন) সম্বন্ধে তাঁহারা মনে করেন যে, উহা শরীরী এবং লোকে যে প্রকার পশুর বস্ত্রাবরণ ব্যবহার করেন, সেইরূপ উহাও উহার বহিরাবরণ শরীরের মধ্যে বাস করে এবং বখন ইহা সেই দেশ পরিত্যাগ করে,

(৩) এই গ্রন্থে ম্যাক্রিঙল বলিয়াছেন "The affinity between God and light is the burden of the Gayatri or holiest verse of the Vedas."

তখনই ইহা দৃষ্টিগোচর হয়। ব্রাহ্মগণ বলেন যে, তাঁহাদিগের আবরণস্বরূপ এই দেহে যুদ্ধ চলিতেছে এবং তাঁহাদের মত এই যে, দেহই সকল যুদ্ধের আবাসস্থল এবং আমরা পূর্বে যেরূপ বলিয়াছি, সৈন্তগণ যেরূপ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করে, তাঁহারাও সেইরূপ দেহের সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহারা আরও সমর্থন করেন যে, পরাজিত বন্দীর ন্যায় মনুষ্যাগণ অন্তর্নিহিত কাম, লোভ, ক্রোধ, হর্ষ, বিষাদ, প্রসক্তি প্রভৃতি শত্রুর দাস। যে ব্যক্তি এই সকল শত্রুকে পরাজয় করিতে সক্ষম হইয়াছে, সেই ভগবানকে পায়। সেইজন্ত মাসি-দোনিয়ান আলেকজান্ডার যে দণ্ডামিসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছিলেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মগণ দেবতা বলিয়া থাকেন, কারণ তিনি দেহের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, স্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা কালানসকে নিন্দা করেন। মৎস্ত যেরূপ জল হইতে উর্দ্ধে লক্ষ্যপ্রদান করিলে সূর্যালোক দেখিতে পায়, ব্রাহ্মগণও তদ্রূপ দেহপরিত্যাগ করিয়া আলোক দর্শনে সক্ষম হইয়া থাকেন।

.

# পঞ্চপঞ্চাশৎ অংশ

( পালাডিয়াস )

## কালানস এবং দান্দামিস

ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীজাত স্বচ্ছন্দ-লভ্য ফলে এবং বস্ত্র ওষধি-ভক্ষণে এবং কেবল জলপান করিয়া জীবনধারণ করেন। তাঁহারা বনে বিচরণ করেন এবং বৃক্ষপত্রের শয্যা শয়ন করেন।

\* \* \* \*

“তোমাদিগের কপট বন্ধু কালানস এই মত পোষণ করিতেন ; কিন্তু তাঁহাকে আমরা ঘৃণা করি এবং তাঁহার মতকে পদদলিত করি। আমাদের সম্প্রদায় হইতে যদিও তিনি অহিতকর বলিয়া ঘৃণার সহিত পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন এবং যদিও তিনি তোমাদের অনেক পাপের সহকারী ছিলেন, তথাপি তাঁহাকে তোমরা সম্মান ও পূজা কর। এরূপ কেনই বা না হইবে? যাহা আমরা পদদলিত করি, তোমাদিগের অকর্ষণ্য বন্ধু ( সে আমাদের বন্ধু নহে ) অর্ধগৃধ্রু কালানসের নিকট তাহাই প্রশংসার পাত্র হইত। সে হতভাগ্য জীব নিতান্ত অনুখী—পাথরাপেজ্ঞাও কুপার পাত্র, কারণ অর্ধগৃধ্রু হইয়াই সে তাহার আত্মার উচ্ছেদসাধন করিয়াছে। এইজন্য সে আমাদের বন্ধু হইবার উপযুক্ত নহে এবং ভগবানেরও কুপার পাত্র নহে। এইজন্য সে এ জীবনও মুখে

কাটাইতে পারে নাই এবং অর্থগৃহু হইয়া তাহার আত্মাকে বিনষ্ট করিয়াছিল বলিয়া পরজন্মের জন্তও তাহার কোন আশা ছিল না।

যাহা হউক, আমাদিগের মধ্যে দান্দামিস বলিয়া একজন ঋষি আছেন। তিনি বনে পর্ণশয্যায় শয়ন করেন এবং যথায় তিনি এইরূপে বাস করেন, তাহার নিকটস্থ শাস্তির উৎস হইতে তিনি মাতৃস্তনের তায় উহার বারি-পান করেন।”

রাজা আলেকজান্দার এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, এই সম্প্রদায়ের মতামত জানিবার জন্ত উৎসুক হইলেন এবং এই সম্প্রদায়ের শিক্ষক ও নেতা বলিয়া দণ্ডামিসকে তথায় আসিবার জন্ত লোক প্রেরণ করিলেন।

এতদ্ব্যবস্থায় দান্দামিসকে আনয়নের জন্ত অনিসিক্রিটস প্রেরিত হইলেন এবং তিনি যখন সেই দার্শনিকের দর্শন পাইলেন, তখন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হে ব্রাহ্মণদিগের শিক্ষক! আপনাকে নমস্কার করি। পরাক্রান্ত দেবতা জিন্নাসের পুত্র মনুষ্যজাতির প্রভু আলেকজান্দার, আপনাকে তাঁহার নিকটে বাইতে আদেশ করিয়াছেন। যদি আপনি আদেশ প্রতিপালন করেন, তবে তিনি আপনাকে বহু মূল্যবান উপহার প্রদান করিবেন; পক্ষান্তরে, তিনি আপনার মস্তকচ্ছেদন করিবেন।”

দান্দামিস সৌজন্ত সহকারে হস্ত করিতে করিতে সকল কথা শ্রবণ করিলেন; কিন্তু, তাঁহার পত্র-শয্যা হইতে মস্তকোত্তোলন না করিয়া এবং শয়ান-অবস্থায়ই ঘুণার সহিত এই উত্তর করিলেন। “পরমপিতা পরমেশ্বর কখনও প্রগল্ভতাগ্রন্থত

অত্যায়াচারের সৃষ্টিকারী নহেন ; পক্ষান্তরে তিনি আলোক, শাস্তি, জীবন, জল, মনুষ্য-শরীর এবং আত্মা সৃষ্টি করেন এবং তিনি কোন প্রকার ইচ্ছার বশবর্তী না হওয়াতে, মৃত্যু ইহাদিগকে মুক্ত করিলে, উহাদিগকে গ্রহণ করেন। যিনি হত্যাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন এবং কোন যুদ্ধই উত্তেজিত করেন না, একমাত্র তিনিই আমার পূজ্য দেবতা। কিন্তু আলেকজান্ডার যখন নিজেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইবেন, তখন তিনি পরমেশ্বর নহেন এবং যিনি টিবেরোবোয়াস নদীর অপর পারে পৌঁছিতে এবং বিশ্বজনীন রাজত্বের সিংহাসনে আরোহণ করিতে সক্ষম হন নাই, তিনি কি প্রকারে সমগ্র পৃথিবীর অধিকারী হইবেন ? অধিকন্তু, আলেকজান্ডার এখনও জীবিতাবস্থায় নরকে প্রবেশ করেন নাই ; পৃথিবীর মধ্যভাগে সূর্য্যের গতিও অবগত নহেন এবং পৃথিবীর সীমান্ত প্রদেশস্থ জাতিগণ তাঁহার নামও শ্রবণ করে নাই। যদি বর্তমান রাজ্যে তাঁহার তৃপ্তি না হয়, এবং আমাদের এই দিকের ভূভাগ যদি সন্ধীর্ণ মনে করেন, তবে তিনি গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইলে, অপর পারস্থ ভূমি তাঁহার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে পারিবে। যাহা হউক, মনে রাখিবেন যে, আলেকজান্ডার আমাকে যাহা দিতে চাহিয়াছেন, সে সকলই আমার নিকট অনাবশ্যক ; এই পত্রের গৃহ, আমার আহার প্রদানকারী এই সকল বৃক্ষ এবং আমার পানীয় জল, এই সকল দ্রব্যই আমি মূল্যবান্ বলিয়া মনে করি এবং প্রকৃত ব্যবহারের উপযুক্ত মনে করি। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যে সকল সম্পত্তি ও দ্রব্য যাহা যত্নের সহিত সংগৃহীত হয়, তাহাতে কেবল দুঃখ ও

বিরক্তি আনয়ন করে। আমার পক্ষে, বহুপত্রের শয্যাই যথেষ্ট এবং রক্ষা করিবার কিছুই নাই বলিয়া আমি নিশ্চিতমনে নিদ্রা যাই ; কিন্তু যদি আমাকে স্তবর্ণ রক্ষা করিতে হইত, তবে নিদ্রা দূরে পলায়ন করিত। প্রসূতি যেরূপ সন্তানকে দুগ্ধ দেন, পৃথিবীও সেইরূপ আমাকে সকল দ্রব্য সরবরাহ করেন। যেখানে ইচ্ছা, আমি সেখানেই গমন করি এবং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন দ্রব্যেরই অধীন নহি। আলেকজান্দার আমার মস্তক-চ্ছেদন করিতে পারেন ; কিন্তু তিনি আমার আত্মাকে বিনাশ করিতে পারেন না। কেবল আমার মস্তকই পড়িয়া থাকিবে ; কিন্তু আমার আত্মা পৃথিবীতেই যে দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ছিন্ন-বস্ত্রের স্থায় সেই দেহ ত্যাগ করিয়া প্রভুর নিকট গমন করিবে। ঈশ্বর আমাদিগকে মাংসে জড়িত করিয়াছিলেন এবং আমরা পৃথিবী-বাসকালীন তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করি কি না দেখিবার জন্য আমাদিগকে এখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং যিনি আমরা এ পৃথিবী হইতে প্রত্যাখ্যান করিলে আমরা এই পৃথিবীতে কি ভাবে কালহরণ করিয়াছি, তাহার বিবরণ চাহিবেন, আমি দেহান্তে তাঁহারই নিকট গমন করিব। তিনিই সকল অত্যাচার বিচারকণ্ডা, কারণ অত্যাচার-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের কাতরোক্তিই অত্যাচারিগণের শাস্তিতে পরিণত হয়। যাহারা স্বর্ণ এবং ধন চায় এবং যাহারা মৃত্যুকে ভয় করে, আলেকজান্দার তাহাদেরই বিভীষিকা প্রদর্শন করেন ; কারণ ব্রাহ্মণগণ স্তবর্ণকেও ভালবাসেন না, মৃত্যুকেও ভয় করেন না এবং তজ্জন্ত তাঁহারা এই সকল অস্ত্রের



ভয় রাখেন না। সুতরাং তুমি যাইয়া আলেকজান্দারকে বল যে, আলেকজান্দারের কোন দ্রব্যেই দান্দামিসের আকাঙ্ক্ষা নাই এবং সেজন্য তিনি আলেকজান্দারের নিকটে যাইবেন না ; কিন্তু যদি দান্দামিসের নিকট আলেকজান্দারের কোন প্রার্থনা থাকে, তবে তিনি যেন দান্দামিসের নিকটে আগমন করেন। (১)

আলেকজান্দার অনিসিক্রিটসের নিকট এই দর্শনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দান্দামিসকে দেখিবার জন্ত অধিকতর আকাঙ্ক্ষিত হইলেন ; কারণ, বহু জাতির বিজ্ঞতা আলেকজান্দার বুদ্ধ ও নগ্নদেহ দান্দামিসকে নিজের অপেক্ষা পরাক্রান্ত দেখিয়াছিলেন।

### ( আন্ত্রোনিয়াস )

ব্রাহ্মণগণ গৃহপালিত পশুর ছায় ভূমিতে বৃক্ষের পত্র বা বন্য ওষধি যাহা পান, তাহাই ভক্ষণ করেন।

“কালানস তোমার বন্ধু, কিন্তু সে আমাদিগের নিকট ঘৃণিত ও পদদলিত। যদিও তিনি তোমাদের মধ্যে অনেক অকল্যাণ জন্মাইয়াছেন, তত্রাপি তিনি তোমাদিগের দ্বারা সম্মানিত ও পূজিত হইতেছেন ; কিন্তু অকর্মণ্য বলিয়া আমরা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। যে সকল দ্রব্য আমরা কখনও অব্বেষণ করি না, অর্থ-গুপ্তুতাবশতঃ সেই সকল দ্রব্যেই কালানস সন্তুষ্ট হইতেন।

(১) প্লুটার্ক বলিয়াছেন যে দান্দামিস কোন প্রকার কথোপকথনে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল মিজাসা করেন “আলেকজান্দার কেন এতদূর আসিয়াছেন ?”

কিন্তু, যে ব্যক্তি এইরূপে আত্মার ক্ষতিসাধন করিয়া, আত্মার উচ্ছেদ করিয়াছে, সে কখনও আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিতে পারে না এবং এই কারণেই সে আমাদের এবং ভগবানের বহু বলিয়াও বিবেচিত হইতে পারে না, অথবা এই পৃথিবীতেও সে নিরাপদ ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কোন শাস্তির আশা করিতে পারে না।”

সম্রাট্ আলেকজান্ডার সেই বনমধ্য দিয়া যাইবার কালে দান্দামিসকে দেখিতে পান নাই।

সুতরাং যখন পূর্বোক্ত বার্তাবাহক দান্দামিস সমীপে আগমন করিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে নিম্নোক্ত মর্মে সঞ্চোধন করিলেন—“পরাক্রান্ত জুপিটারের পুত্র, সমগ্র মানবজাতির অধীশ্বর আদেশ করিয়াছেন যে, আপনি সত্ত্বর তাঁহার নিকটে গমন করুন; কারণ আপনি গমন করিলে বহু পুরস্কার পাইবেন; কিন্তু তাঁহার আদেশ অমান্য করিলে তাঁহাকে অপমান করিবার জন্ত তিনি আপনার শিরশ্ছেদন করিবেন।” যখন দান্দামিস এই আদেশ শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি পর্ণশয্যা হইতে গাত্রোথান না করিয়াই শয়ান থাকিয়া হস্তমুখে নিম্নোক্ত মর্মে উত্তর দিলেন যে “সর্বোপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন পরমেশ্বরও কাহার ক্ষতি করিতে পারেন না; কিন্তু, যাহারা এই পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিয়াছে, তাহাদেরও তিনি জীবনৌশক্তি পুনর্বার প্রত্যর্পণ করেন। এইজন্ত যিনি নর-হত্যা নিষেধ করেন এবং যুদ্ধের জন্ত কাহাকেও উত্তেজিত না করেন, তিনিই কেবল আমার ঈশ্বর। যখন আলেকজান্ডারের

নিজের দেহত্যাগ করিতে হইবে, তখন তিনি পরমেশ্বরপদবাচ্য হইতে পারেন না। যিনি অত্মাপিও টিবেরোবোয়াস নদী অতিক্রম করেন নাই, এখনও তিনি সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইতে পারেন নাই; যিনি এখনও গ্যাডিস মণ্ডল (১) পার হন নাই, কিংবা পৃথিবীর মধ্যভাগে সূর্য্যের গতি পরিদর্শন করে নাই, তিনি কি প্রকারে সকলের অধীশ্বর হইতে পারেন? সেইজন্ত অনেক জাতি তাঁহার নামও শ্রবণ করেন নাই। যে সকল দেশের তিনি অধীশ্বর, যদি সেই সকল দেশ তিনি সন্তুষ্ট না হইতে পারেন, তবে তিনি যেন আমাদের নদী উত্তীর্ণ হন এবং তাহা হইলে পরপারস্থ দেশ তাঁহার আকাজ্জক নিবৃত্ত করিবে। আলেকজান্দার আমাকে যে সকল উপহারের প্রলোভন দেখাইয়াছেন, তাহা আমার পক্ষে অনাবশ্যক। গৃহের জন্ত আমার বৃক্ষপত্র আছে, আমি ঔষধি ভোজন ও জলপান করি; কষ্টসাধ্য শ্রমদ্বারা সংগৃহীত দ্রব্য, যাহা সহজেই বিনষ্ট হয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহা আমি তুচ্ছ করি। এইজন্ত আমি নিরাপদে বাস করি এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমি কোন দ্রব্যের জন্তই যত্ন করি না। সুবর্ণ রাখিবার ইচ্ছা হইলে, আমি নিদ্রাভোগ করিতে পারিব না; মাতা ঘেরূপ সন্তানের সকল দ্রব্য সরবরাহ করেন, পৃথিবী তেমনিই আত্মার সকল আবশ্যক দ্রব্য প্রদান করেন। আমার যথায় ইচ্ছা, আমি তথায়ই গমন করিতে পারি এবং যথায় আমার বাইবার ইচ্ছা না

(১) "Zone of Gades" বলা হইয়াছে।

থাকে, কোন কারণেই আমাকে তথায় যাইতে বাধ্য করিতে পারে না। যদি তিনি আমার মস্তকচ্ছেদন করিতে চাহেন, তিনি আমার আত্মা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তিনি আমার দেহচ্যুত মস্তকই লইবেন; কিন্তু আত্মা ছিন্নবস্ত্রের ত্যায় দেহত্যাগ করিবে এবং যে পৃথিবী হইতে ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাকেই ইহা প্রত্যর্পণ করিবে। কিন্তু, যে ঈশ্বর এই আত্মাকে মাংসের আবরণ প্রদান করিয়াছিলেন, আমি সেই ঈশ্বরের নিকটেই পৌছিব। আমরা তাঁহা হইতে দূরে থাকিয়া কি আচরণ করি, ইহা দেখিবার জন্মই তিনি আমাদের আত্মাকে মাংসের আবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে যখন আমরা তাঁহার নিকটে প্রত্যাবর্তন করিব, তখন তিনি জীবনের বৃত্তান্ত চাহিবেন। আমি যে সকল উপকার করিয়াছি তাহা এবং আমার প্রতি যাহা অত্যাচার করিয়াছিল তাহাদিগের বিচার প্রত্যক্ষ করিব; কারণ উৎপীড়িতের দীর্ঘনিশ্বাস ও আৰ্ত্তনাদ, অত্যাচারীর নিকট শান্তিরূপে পরিণত হইবে।

“যে সকল ব্যক্তি অর্থকামনা বা মৃত্যুভয় করে, আলেকজান্দার যেন তাহাদিগকেই ভয় দেখান। আমি উভয়ই তুচ্ছ করি, কারণ ব্রাহ্মণের স্রবণের প্রতিও লোভ নাই; মৃত্যুকেও ভয় নাই। সুতরাং তুমি আলেকজান্দারের নিকট যাইয়া তাঁহাকে বল যে, দান্দামিস তাঁহার নিকটে কিছুই প্রার্থনা করেন না; কিন্তু তাঁহার নিজের যদি কোন দ্রব্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে তিনি যেন দান্দামিসের সহিত সাক্ষাত করেন।”

আলেকজান্ডার দ্বিতাবীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া এই প্রকার ব্যক্তিকে দেখিবার জন্ত আরও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন, কারণ, তিনি যদিও বহু জাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি এক নগ্ন বৃদ্ধ মনুষ্যের দ্বারা পরাভূত হইলেন।

## ষট্ পঞ্চাশৎ অংশ

(প্লিনির প্রাণিতত্ত্ব ৬।২১—৮ হইতে ২৩-১১)

### ভারতীয় জাতিসকলের তালিকা

সেলুকাস নিকোটোরের জন্ত যে সকল পর্য্যটন সাধিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে :—হেসিড্রাস পর্য্যন্ত ১৬৮ মাইল ; তথা হইতে যমুনাও ১৬৮ মাইল (কোন কোন নকলনবিস ১৭৩ মাইল লেখেন) ; তথা হইতে গঙ্গা ১১২ মাইল। গঙ্গা হইতে রডোফা ১১৯ মাইল (কেহ কেহ এই দূরত্ব ৩৩৫ মাইল বলিয়া নির্দেশ করেন)। তথা হইতে কালিনিপাক্সা নগর ১৬৭ (কেহ কেহ ২৬৫ মাইল বলেন)। তথা হইতে গঙ্গাযমুনাসঙ্গম ৬২৫ মাইল (অনেকে আরও ১৩ মাইল যোগ করেন) এবং সঙ্গমস্থল হইতে পালিমবোধা ৪২৫ মাইল। এই স্থান হইতে গঙ্গার মোহনা ৭৩৮ মাইল (১)।

(১) প্লিনি এই তালিকা মেগস্থেনিস হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। ম্যাকিওলের ভূমিকা পৃষ্ঠা ৬৪৬।

ক্রান্তি না ঘটাইয়া ইমারস নামক যে পর্বত ইমদাস পর্বতমালা হইতে বাহির হইয়াছে, সেই ইমদাস পর্বত হইতে ইসারি, কোসিরি, ইজগাই এবং পর্বতোপরি অবস্থিত চিসি ও টোসাগাই (২) এবং মাকোকালিঙ্গ এবং আরও অন্যান্য জাতিতে বিভক্ত ব্রাহ্মণদের (৩) নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। পিনাস (৪) এবং গঙ্গার শাখানদী কৈনাস (৫) উভয়ই নোচলনোপযোগী। কলিঙ্গ-গণ সমুদ্রের নিকটেই বাস করে; তাহাদিগের উপরে মাণ্ডি (৬) এবং যে জাতির দেশ মালাসপর্বত আছে এবং গঙ্গা যাহাদের দেশের সামান্য নির্দেশ করে, মালি নামক সেই জাতি তথায় বাস করে।

কাহারও কাহারও মতে, এই নদী নীলনদের ত্রায় অজ্ঞাত স্থান হইতে নির্গত হইয়াছে এবং নীলনদেরই ত্রায় ইহার গমনমার্গস্থ

(২) এই চারিটি জাতি কাশ্মীর বা তরিকটবর্তী প্রদেশে বাস করিত। কোসিরি মহাভারতান্ত খসী জাতি বলিয়া নির্দেশ করা হয়।

(৩) ম্যাক্রিওল এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, প্রিনি যে সকল জাতি কাশ্মীরে বাস করিত বলিয়াছেন, তাহাদের সহিত ব্রাহ্মণদের সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন। মাকোকালিঙ্গ জাতিগণ মহাভারতের মতে মগধ ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী প্রদেশে বাস করিত।

(৪) তমসা নদী। (৫) ম্যাক্রিওল ইহাকে যমুনার শাখানদী কেন বলিয়াছেন; কিন্তু সোয়ানবেক ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

(৬) কানিংহাম মাণ্ডিকে মহানদীর তীরবর্তী জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সকল দেশকে প্লাবিত করিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা সিথিয়া দেশীয় কোন পর্বতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং ইহার ১২টা শাখা নদীর মধ্যে উল্লিখিত নদীগুলি ব্যতীত কণ্ডোচাটেস, ইরান্নো-বোয়াস, কসোয়াগস এবং সোন নৌচলনোপযোগী। অতঃপর কেহ কেহ বলেন যে, ইহা ইহার উৎস হইতে গভীর গর্জন সহকারে নির্গত হয় এবং পার্শ্বতা প্রণালী হইয়া সমতলক্ষেত্রে পৌছিয়াই হ্রদে পতিত হয় এবং তথা হইতে ধীরপ্রবাহে প্রবাহিতা হইতেছে। ইহা প্রস্থে ৮ হইতে ১০০ ষ্টাডিয়া এবং গাঙ্গারিদইগণের দেশে যে স্থানে ইহার শেষ হইয়াছে, তথায় ইহার গভীরতা ১০০ শত ফুট। কলিঙ্গী-গণের রাজধানী পার্থেলিস নামে কথিত হয়। তাহাদের রাজাকে ৬০, ০০ পদাতিক, ১০০০ অশ্ব এবং ৭০০ সাদী সৈন্য রক্ষা করে।

ভারতীয় জাতি সকলের মধ্যে যে সকল সুসভ্য জাতি আছে, তাহারা বাহ্যিক কর্মে জীবনান্ধিত করে। কেহ ভূমিকর্ষণ করে; কেহ সৈনিকের বৃত্তি অবলম্বন করে; কেহ বাবসায় করে; অভিজাত ও ধনিগণ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া বিচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং রাজাকে মন্ত্রণা প্রদান করেন। পঞ্চম শ্রেণী তদ্বৈশিষ্ট্য দর্শনের আলোচনা করেন। এই দর্শন ধর্ম্মেরই এক প্রকার অঙ্গীভূত এবং এই শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ স্বৈচ্ছাপূর্ব্বক প্রজ্জলিত চিত্তায় জীবন বিসর্জন করেন। এই সকল শ্রেণী ব্যতীত, এক অর্দ্ধসভ্য জাতি আছে, যাহারা ভাষার বর্ণনাভীত শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া হস্তী-শিকার করে ও তাহাকে শিক্ষা দেয়। তাহারা এই সকল জন্তকে হস্তচালনার এবং চড়িবার জন্ত ব্যবহার করে এবং

হস্তীরা অত্যন্ত গৃহপালিত পশুর ত্যায় তাহাদের সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হয়। তাহারা হস্তীকে যুদ্ধে এবং স্বদেশ-রক্ষার্থ নিযুক্ত করে। যুদ্ধের জন্ত নির্বাচনকালে তাহাদিগের বয়স, বল ও আকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

গঙ্গার একটা বৃহৎ দ্বীপ আছে; এই দ্বীপে মোডোগালিস্কী নামে একটা মাত্র জাতির বাস। কিয়দূরে, মধুবী, মলিন্দী, উবীরী নামক সুদৃশ্য নগরবাসী উবীরী জাতি, গ্যালমোদ্রেসী, প্রেতি, কালিসী, সাসুরি, পাসালি, কলুবী, অর্কম্বলি, আবালি এবং তালুকটী (৭) জাতি বাস করে। এই সকল জাতির রাজা ৫০,০০০ পদাতিক, ৪০০০ অশ্বরোহী এবং ৪০০ সাদী সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রাখেন। ইহাদিগের পরে, আন্দারী (৮) নামক পরাক্রান্ত জাতি বাস করে; ইহাদিগের অনেকগুলি গ্রাম আছে এবং প্রাচীর ও দুর্গ সুরক্ষিত ত্রিশটি নগর আছে এবং এই সকল নগর ইহাদের রাজাকে ১০০,০০০ পদাতিক, ২০০০ অশ্বরোহী এবং ১০০০ সাদী সৈন্য সরবরাহ করে। দাদিগণের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ এবং সেতীদের মধ্যে প্রচুর রৌপ্য পাওয়া যায়।

(৭) এই সকল জাতি গঙ্গার বামতীর ও হিমালয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে বাস করিত। এই সকল জাতির মধ্যে খুচ জাতিকেই আজকাল নির্দেশ করা যায়। তবে কলুবী (Colubae) জাতিকে অনেকে রামায়ণোক্ত কোলুট জাতি বলিয়াছেন। ইহার সমুদ্রবর্তী প্রদেশে বাস করিত। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে হিউয়েনসিয়াং এই দেশে আগমন করেন। তালুকটীকে তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। (৮) অন্ধ্র।



কিন্তু, প্রাচীনগণ কেবল যে এই সকল জাতি অপেক্ষা পরাক্রমে ও খ্যাতিতে শ্রেষ্ঠ তাহা নহে ; তাহারা সমগ্র ভারতবর্ষেই শ্রেষ্ঠ । সুবৃহৎ এবং সমৃদ্ধিশালী পালিবোধুয়ই ইহাদের রাজধানী অবস্থিত । এবং এই কারণেই কেহ কেহ এই জাতিকে, এমন কি, সম্পূর্ণ গাঙ্গেয়-প্রদেশবাসী জাতিকে পালিবোধু বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে । তাহাদের রাজার বেতনভোগী ৬০০,০০০ পদাতিক, ৩০,০০০ অশ্বরোহী এবং ২০০০ সাদৌ সৈন্ত আছে ; ইহা হইতেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য অমুমিত হইতে পারে ।

এই সকল জাতির কিছুদূরে, কিন্তু ভারতবর্ষের আরও অভ্যন্তরে মোনিডিস (৯) এবং স্মারি (১০) জাতি বাস করে । এই প্রদেশস্থ মালিয়স পর্ব্বতের ছায়া পর্য্যায়ক্রমে শীতকালে উত্তরদিকে এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণদিকে পতিত হয় । বিটন বলেন যে, এই দেশ হইতে বৎসরে মাত্র একবার, স্মেরু পনরদিনের জন্ত দৃষ্টিগোচর হয় ; মেগস্থেনিস বলেন যে, ভারতবর্ষের অত্যাশ্চর্য্য স্থানেও এইরূপ ঘটিয়া থাকে । ভারতীয়গণ কুমেরুকে দামস বলে । যমুনানদী পালিবোধুদিগের দেশমধ্য দিয়া মেথোরা এবং কার্শিবোরার মধ্যে গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়াছে । গঙ্গার দক্ষিণস্থ প্রদেশবাসী অধিবাসিবর্গ কুম্ববর্ণ (যদিও ইথিওপিয়ানগণের ত্রায় একবারে কাল

(৯) ইউল নামক প্রভুত্ববিশিষ্ট ইহাদিগকে ছোটনাগপুরের উত্তরগন্ধিন প্রদেশীয় জাতি ( মুণ্ডা ) বলিয়াছেন । (১০) স্মারী শব্দ জাতি ।

লাসেন বলিয়াছেন যে, এই জাতি সোনপুর এবং সিংহভূমের মধ্যবর্তী প্রদেশে বাস করিত ।

নহে, ) সূর্যের উত্তাপে আরও অধিক কৃষ্ণবর্ণ হয়। যে জাতি সিন্ধুর যত নিকটবর্তী, সেই জাতি তত অধিক কৃষ্ণবর্ণ।

সিন্ধু প্রাসীগণের জনপদের প্রাস্তদেশ দিয়া প্রবাহিত হই-  
তেছে। এই প্রাসীগণের পার্কত্য-প্রদেশেই বামনগণ বাস করে।  
আর্টিমিডোরাস (১১) উত্তর নদীর মধ্যে ১২১ মাইল ব্যবধান  
বলিয়াছেন।

ইণ্ডাস যাহাকে তদেশবাসীরা সিন্ধু নামে অভিহিত করিয়া  
থাকে, ককেসাস পর্বতের পারোপামিসাস শাখা হইতে, উদয়াচলের  
অভিমুখী উৎপত্তিস্থল (১২) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহাতে  
উনবিংশটি শাখানদী পতিতা হইয়াছে; তন্মধ্যে চারিটি উপনদী-  
বিশিষ্টা হাইডাসপিস, তিনটি উপনদীবিশিষ্টা কান্টাব্রা এবং  
নৌচলনোপযোগী আকিসাইন এবং হাইফাসিসই সর্কাপেক্ষা  
প্রসিদ্ধ। তত্রাপি জল-সরবরাহের উপযুক্ত আধার নাই বলিয়া,  
ইহা কোন স্থানেই প্রস্থে ৫০ ষ্টাডিয়া ও গভীরতায় ১৫ পাদেয়  
অধিক নহে। ইহার প্রাসিয়ানী নামে একটা বৃহৎ ও পাটল  
নামে একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। সর্কাপেক্ষা কম গণনানুসারেও  
ইহা ১২৪০ মাইল পর্য্যন্ত নৌচলনোপযোগী এবং ইহা সূর্যের গতি  
অনুসরণ করিয়া সমুদ্রে পতিতা হইয়াছে। যদিও একটা গণনার  
সহিত অন্ত্রটির মিল নাই, তত্রাপি আমি গঙ্গার মোহনা হইতে

(১১) ইকিসাস বগরবাসী ভৌগোলিক। (১২) প্রাচীনগণ সিন্ধুর উৎপত্তি-  
স্থলের বিষয় অবগত ছিলেন না।

এই নদী পর্য্যন্ত উপকূলের মাপ প্রদান করিব। গঙ্গার মোহনা হইতে কালিঙ্গন অন্তরীপ (১৩) এবং দণ্ডশূল নগর ৬২৫ মাইল ; তথা হইতে ট্রিপিনা ১২২৫, ট্রিপিনা হইতে পেরিমুলা (১৪) নামক ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বাণিজ্যপ্রধান স্থান ৭৫০ মাইল এবং তথা হইতে পাটল দ্বীপস্থিত নগর ৬২০ মাইল।

সিন্ধু ও যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশে নিম্নলিখিত পার্শ্বত্যা জাতি বাস করে :—কেসি ; বনবাসী কেট্রিবোনি ; পাঁচশত সাদো এবং অপরিস্রম অশ্ব ও পদাতিক সৈন্তের অধীশ্বরের জাতি মেগালী, ক্রিসি, পরসঙ্গী এবং হিংস্র ব্যাত্র-পরিপূর্ণ আসাঙ্গী (১৫), ইহাদিগের ৩০,০০০ পদাতিক, ৩০০ হস্তী এবং ৮০০ অশ্ব। এই সকল জাতিসমূহের অধিকৃত-দেশের একপ্রান্তে সিন্ধুনদ এবং ইহার ৬২৫ মাইল স্থান পর্বত ও মরুভূমি দ্বারা বেষ্টিত। মরুভূমির নিম্ন-প্রদেশে দারী ও সুরী জাতি, পরে পুনরায় ১৮৭ মাইল বিস্তৃত মরুভূমি, সমুদ্র ঘেরূপ দ্বীপকে বেষ্টিত করে, সেইরূপ উর্বর ভূমিকে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। পরে, মাল্‌তীকোরী, সিঙ্গী, মারোনি, রাকগজী, এবং মরুণি জাতি। ইহারা সমুদ্রের উপকূলের সমান্ত-রালে অবস্থিত পর্বতমালায় বাস করে। ইহারা স্বাধীন ; ইহাদিগের রাজা নাই (১৬) এবং ইহারা পর্বতের শীর্ষদেশে অনেকগুলি নগর

(১৩) ইউল ইহাকে গোদাবরী অন্তরীপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।  
(১৪) বর্তমান সাগরী দ্বীপ। (১৫) লাসেন বলেন যে, ইহারা ঘোড়পুয়ের নিকটবর্তী কোন জাতি হইতে পারে। (১৬) সম্ভবতঃ ইহারা কচে বাস করিত

নিৰ্মাণ কৰিয়া বাস কৰে। পৰে কাপিটালিয়া (১৭) নামক সৰ্ব্বোচ্চ ভাৰতীয় পৰ্ব্বত দ্বাৰা বেষ্টিত নারি জাতি। এই পৰ্ব্বতের উভয় পাৰ্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ বিস্তৃত সুবৰ্ণ ও রৌপ্যৰ খনিৰ কাৰ্য্য কৰে। পৰবৰ্ত্তী প্রদেশীয় ওৱেটুৱী (১৮) জাতিৰ ৰাজ্যৰ বহুসংখ্যক পৰা-ক্রান্ত ও পদাতিক সৈন্ত থাকিলেও, মাত্ৰ দশটি হস্তী আছে। ইহাদিগেৰ পৰেই বাৰিতাতি জাতি; এই জাতিৰ ৰাজ্যৰ হস্তী সৈন্য নাই; তিনি কেবল অখারোহী ও পদাতিক সৈন্তেৰ উপৰ নিৰ্ভৰ কৰেন। পৰবৰ্ত্তী প্রদেশসমূহে ওডোম্বোৱী (১৯), সালাবজী (২০) এবং জলাভূমি ৰক্ষিত সুন্দৰ নগৰবাসী হোৱেটি (২১) জাতি বাস কৰে। এই জলাভূমিতে মাংসপ্ৰিয় কুস্তীৰ বাস কৰে বলিয়া একটীমাত্ৰ সেতু ব্যতীত নগৰে প্ৰবেশেৰ দ্বিতীয় পথ নাই। অটোমেলা নামক তাহাদেৰ আৰ একটী নগৰ সমুদ্ৰতীৰে পাঁচটি নদীৰ সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলিয়া বাণিজ্যপ্ৰধান স্থানৰূপে সকলেৰই প্ৰশংসাস্বৰ্জন কৰিয়া থাকে। এতদেশীয় ৰাজ্য ১৬০০ হস্তী, ১৫,০০০ পদাতিক এবং ৫০০০ অখারোহীৰ অধিকাৰী। চাৰ্লি নামক দৰিদ্ৰ জাতিৰ ৰাজ্যৰ মাত্ৰ ৬০টি হস্তী আছে এবং অন্ত

(১৭) আবুপৰ্ব্বত। (১৮) বৰ্ত্তমান ৰাঠোৱ।

(১৯) পাণিনি উছুৱী জনপদেৰ কথা উল্লেখ কৰিয়াছেন।

(২০) লাসেন ইহাদিগকে সৱন্তী ও বোধপুৱেৰ মধ্যবৰ্ত্তী জনপদ বলিয়া-ছেন।

(২১) সোৱাট্ৰ। প্ৰত্নতত্ত্ববিৎ সেন্টমাৰ্টিন অটোমেলাকে বলন্তী বলিয়া সম্বোধন কৰিয়াছেন।

প্রকারেও তাঁহার সেনাবল অকিঞ্চিৎকর। ইহাদের পরেই পাণ্ডী জাতি; ইহারাই ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র জীলোক-শাসিত জাতি। কথিত হয় যে, হার্কিউলিসের একটীমাত্র কন্ডা থাকাতে, তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিয়া তাঁহাকে একটা সমৃদ্ধিশালী রাজ্য প্রদান করেন। তাঁহার বংশধরগণ ৩০০ নগরে রাজত্ব করেন এবং ১৫,০০০০০, পদাতিক ও ৫০০ হস্তী সৈন্তের অধীশ্বর। পাটলদ্বীপের সন্নিকটে ৩০০ নগরে সিরিয়েনি, ডেরাকী, পোসিজি, বুখী, গোগিয়ারী, আমব্রী, নিরি, ব্রানকোসী, নোবান্দী, কোকো-নদী, নেসি, পেদাটী রী, সোলোব্রিয়াসী, অলোদ্রী (২২) জাতি বাস করে। পাটলদ্বীপের প্রান্তসীমা হইতে কাম্পিয়ান গেটের (২৩) দূরত্ব ১২২৫ মাইল।

তৎপরে, সিঙ্কুনদের দিকে, আমাটি, বোলিজি, গ্যালিটালুটী, ডিমুরী, মেগারী, অর্ডেবী, মেসি, উরী এবং সিলেনী জাতি বাস করিত। এই সকল জাতির জনপদের পরেই ২৫০ মাইল বিস্তৃত মরুভূমি। পরে এই মরুভূমি অতিক্রম করিলে আমরা ওরঙ্গি, আবাত্তী, সাইবারি, স্থিতি জাতির দেশে যাইতে পারি। ইহাদের পরে উপর্যুক্ত মরুভূমির ছায় আর একটা মরুভূমি। পরে সারো-

(২২) সেন্টমার্টিন সিরিয়েনিকে সুরেরানি, ডেরাকীকে ঝাড়েঝা, বুখীকে বুন্দা, গোগিয়ারীকে কোকারী, আমব্রীকে উমরাগী, নিরিকে নারোনি, নোবান্দীকে সুবিভা, কোকোনদীকে কোকনদ, বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

(২৩) দুইটা গিরিনকটকে এই নামে অভিহিত করা হইত। একটা আলবেনিয়া প্রদেশে; অপরটিই মিনি এই স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন।

ফাগেস, সর্গি, বারাওমাটী এবং আষিটি নামক দ্বাদশ শাখার বিভক্ত ও তিনটি নগরের অধিবাসী আসেনি জাতি বাস করে। আলেকজান্দারের সুবিখ্যাত অশ্ব বিউকেফেলা যেখানে প্রোথিত হয়, ইহাদের রাজধানী বিউকেফেলা তথায়ই অবস্থিত। তৎপরে ককেসাস পর্বতের পাদদেশবাসী সোলিদি এবং সল্লী নামক পার্শ্ববর্তী জাতি বাস করে। সিদ্ধ উত্তীর্ণ হইলে আমরা সমরাত্রি, সামক্সেনী, বিষমব্রতি, অসাই, আন্টিস্কেনি এবং টাঙ্কিলী নামক বৃহৎ নগরবাসী টাঙ্কিলি জাতি দেখিতে পাই। তৎপরে আমন্দ নামে সমতল প্রদেশ রহিয়াছে; এই সমতল প্রদেশে পিউকোলেইটী, আসর্গালিটী, গেরেটী এবং আসর জাতি বাস করে।

অনেক লেখক সিদ্ধ নদকে ভারতের পশ্চিমসীমা বলিয়া নির্দেশ করেন না; তাঁহারা কোফেস নদীকে ইহার পশ্চিমসীমা বলিয়া গেড্রোসি, আরাকোটি, আরিয়াই এবং পারোপামিসাদী প্রদেশকেও ভারতবর্ষের অন্তর্ভূত করেন। কেহ কেহ এই সকলকে আরিয়াই দেশের অন্তর্গত বলেন।

অনেক লেখক, এমন কি নিসানগর এবং ফাদার ব্যাকাসের পবিত্রনামের সহিত সংশ্লিষ্ট মিরাসপর্বতও ভারতবর্ষের অন্তর্ভূত বলিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহারা দ্রাক্ষা, লবঙ্গ, বকসতরু এবং গ্রীসদেশীয় অগ্ন্যগ্ন ফলবান্ বৃক্ষ উৎপাদনকারী আষ্টাকানইকেও ইহার অন্তর্ভূত করেন। এই দেশের ভূমির উর্বরতা এবং ফল, বৃক্ষ, পশু, পক্ষী ও অগ্ন্যগ্ন জন্তু সম্বন্ধীয় যে সকল আশ্চর্য্য ও অমূলক আখ্যানগুলি প্রচলিত আছে, তাহা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত

বর্ণিত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ পরেই, আমি স্ট্রাটোপির কথা বর্ণনা করিব। কিন্তু এক্ষণে তাপ্রোবেণ দ্বীপের বৃত্তান্ত আলোচনা করিব।

এই দ্বীপের বর্ণনা করিবার পূর্বে পূর্বোন্নিখিত ২২০ মাইল বিস্তৃত পাটলদ্বীপ যাত্রা জিভুজাকৃতি হইয়া সিঙ্গুর মোহনায় অবস্থিত তাহারই বর্ণনা করিব। সিঙ্গুর মোহানা হইতে দূরে ক্রিসি ও আর্গি (২৪) দেশে প্রচুর ধাতু পাওয়া যায়। কারণ, আমি কোন রূপেই বিশ্বাস করিতে পারি না, যে এই দুই দেশের ভূমি সুবর্ণ ও রজতময়। এই দুই দেশ হইতে কুড়ি মাইল দূরবর্তী ক্রোকাল দ্বীপ (২৫) এবং ক্রোকাল হইতে শুষ্কি ও অগ্রাগ্র শঙ্খজাতীর মৎস্যবাসকারী বিবাগ প্রদেশ। তৎপরে বিবাগ হইতে তোরাল্লিবা নয় মাইল। এতদ্ব্যতীত আরও বহুসংখ্যক দ্বীপ আছে, সে সকল উল্লেখযোগ্য নহে।

(সলিনাস, ৫২।৬-১৭)

### ভারতীয় জাতিসমূহের নামাবলী

ভারতবর্ষে গঙ্গা ও সিঙ্গুই বৃহৎ নদী এবং এই দুইটীর সম্মিলে কেহ কেহ বলেন যে, গঙ্গা অজ্ঞাত স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং নীলনদের দ্বারা ইহা দেশপ্লাবিত করে; পক্ষান্তরে কেহ কেহ

(২৪) ইউল এই দুইটী স্থানকে বর্মা ও আরাকান বলিয়াছেন।

(২৫) কেহ কেহ ইহাকে করাচীর নিকটবর্তী স্থান বলিয়াছেন।

বলেন যে, ইহা সিথিয়ান পর্বত হইতে উদ্গতা হইয়াছে। হাই-ফানিস নামী অত্র একটা বৃহৎ নদী (যাহার তীরস্থ বেদী সকল আলেকজান্দারের গতিরোধের সাক্ষ্য দিতেছে) আছে। গঙ্গার বিস্তৃতি ৮ হইতে ২০ মাইল। যে স্থানে ইহার গভীরতা সর্বাপেক্ষা কম, সে স্থানেও ইহা একশত ফীট্ গভীর। গঙ্গার এক প্রান্তে যে গারাদি জাতি আছে, তাহাদিগের রাজার ১০০০ অশ্বারোহী, ৭০০ হস্তী সৈন্ত ও ৬০,০০০ পদাতিক সৈন্ত আছে।

ভারতবাসিগণের কেহ কেহ ভূমিকর্ষণ করে, অনেকেই যোদ্ধা এবং অপর সকলে ব্যবসায়ী। আভিজাত ও ধনিগণ রাজকার্য্য-পর্যালোচনা ও বিচারকার্য্য সম্পাদন এবং রাজার মন্ত্রী কার্য্য করেন। এতদ্ব্যতীত যাহারা জ্ঞানী ও যাহারা জীবনে পরিতৃপ্ত হইয়া প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জন করেন, তাহারা পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত। যাহারা বনে কষ্টসাধ্য জীবনাতিপাত করে, তাহারা হস্তী ধৃত করে এবং হস্তী পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে হলচালনা ও চড়িবার অত্র ব্যবহার করে।

গঙ্গার বহুজনাকীর্ণ একটা দ্বীপ আছে। এই দ্বীপে যে জাতি আছে, তাহাদের রাজার ৫০,০০০ পদাতিক এবং ৪০০০ অশ্বারোহী সৈন্য আছে। প্রকৃতপক্ষে যাহারা রাজদণ্ড পরিচালনা করেন, তাহারাই অনেক সাদী সৈন্ত, পদাতিক ও অশ্বারোহী সর্বদাই প্রস্তুত রাখেন।

অত্যন্ত পরাক্রান্ত প্রাসিয়ান জাতি পালিবোথ্রা নগরে বাস করেন এবং তজ্জন্তু কেহ কেহ ঐ জাতিকে পালিবোথ্রি বলিয়া



অভিহিত করেন। তাঁহাদের রাজা সকল সময় বেতনভোগী ৬০,০০০ পদাতিক, ৩০,০০০ আরোহী এবং ৭ হস্তিসৈন্য রাখেন।

পালিবোথ্রা হইতে কিয়দূরস্থ মালিয়াস পর্বতে পর্যায়ক্রমে শীতকালে ছায়া উত্তরদিকে এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিকে পতিত হয়। বিটন বলেন যে, এই প্রদেশে সপ্তর্ষিমণ্ডল, বৎসরে মাত্র একবার পঞ্চদশ দিবসের জন্ত দৃষ্ট হয়। তিনিই বলেন যে, ভারত-বর্ষের অনেকস্থলেই এইরূপ দৃষ্ট হয়। যাহারা সিঙ্ঘনদের দক্ষিণ দিকস্থ প্রদেশে বাস করে, তাহারা অপর সকলাপেক্ষা সূর্য্যতাপে অধিক পরিমাণে দগ্ধ হয় এবং অবশেষে সূর্য্যের প্রথর উত্তাপ অধিবাসীদিগের বর্ণের উপর কার্য্য করে। বামনগণ পর্বতে বাস করে।

যাহারা সমুদ্রের নিকটে বাস করে তাহাদিগের রাজা নাই।

পাণ্ডিয়ান জাতি জীলোক দ্বারা শাসিত হয়, এবং হার্কিউলিসের কন্ডাই তাহাদের প্রথমা রাণী ছিলেন। নিসা নগর এবং জুপিটারের পবিত্রভূমি মিরস পর্বত ও বাহার গুহার ফাদার ব্যাকাস পালিত হইয়াছিলেন, এই প্রদেশে অবস্থিত, ভারতীয়েরা এইরূপ বলিয়া থাকে; ইহাও কথিত হয় যে, ব্যাকাস তাঁহার পিতার জাম্বুদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। সিঙ্ঘর মোহনা হইতে দূরে ক্রিস এবং আগীর নামক দুইটা দ্বীপে এত প্রচুর পরিমাণে ধাতু পাওয়া যায় যে, কোন কোন লেখক বলিয়াছেন যে, ঐ দ্বীপদ্বয়ের ভূমি সূবর্ণ ও রজতময়।

# সপ্তপঞ্চাশৎ অংশ

( পোলিয়েন ১।১ ১-৩ হইতে গৃহীত )

## ডাইওনিসস

ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে অভিযানকালে, বাহাতে নগরগুলি তাঁহাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে, তজ্জন্তু ডাইওনিসস তাঁহার অস্ত্রধারী সৈন্যগণের অস্ত্রাদি প্রচুরভাবে রাখিয়া তাহাদিগকে কোমল বস্ত্র ও মৃগচৰ্ম্ম পরিধান করাইয়াছিলেন। বর্শাগুলি আইভিড্বিড়িত এবং থার্সাসকেই সূক্ষ্মাগ্র করা হইয়াছিল। তিনি শিক্কাবাদন না করিয়া থঞ্জনী ও ঢকাসহকারে যুদ্ধে অগ্রসর হন এবং শত্রুকে মস্তপানে তৃপ্ত করিয়া, তিনি তাহাদিগের চিন্তা যুদ্ধ হইতে নৃত্যে ব্যাপ্ত করেন। এই প্রকার ও অজ্ঞান্য প্রক্রিয়ামুসারে তিনি ভারতীয় এবং এসিয়ার অন্যান্য অংশ জয় করেন।

ভারতীয় অভিযানকালে, যখন ডাইওনিসস দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার সৈন্যগণ বায়ুর প্রথম উত্তাপ সহ্য করিতে পারিতেছে না, তখন তিনি বনপূৰ্ব্বক ভারতবর্ষের ত্রিশূলবিশিষ্ট পৰ্ব্বত অধিকার করিলেন। এই শৃঙ্গের একটিকে কোরাসিরী এবং দ্বিতীয়টি কোল্লান্সি নামে অভিহিত হইত, কিন্তু তৃতীয়টি তাঁহার জন্মের স্মরণচিহ্নস্বরূপ মিরস নামে আখ্যাত করেন। এই শেষোক্ত পৰ্ব্বতশৃঙ্গে সুস্বাদু বারিষ অনেক নিৰ্ঝরিণী, অপৰ্যাপ্ত ফলবৃক্ষ এবং শরীরের নূতন প্রাণসঞ্জীবনী তুবার ছিল। এই শৃঙ্গোপরি

স্থাপিত সৈন্তবৃন্দ, সমতলস্থ অসভ্যগণকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া উচ্চ অবস্থান করিয়া অস্ত্রনিষ্ক্ষেপ দ্বারা তাহাদের পলায়নে সক্ষম হয়।

ডাইওনিসস ভারতবর্ষ জয় করিয়া, তাঁহার সহকারিস্বরূপ ভারতীয় ও আফ্রিকান সৈন্তসহ বাকট্রিয়া আক্রমণ করেন। সারঙ্গ নদী এই প্রদেশের সীমা নির্ধারণ করে। বাকট্রিয়ানগণ সুবিধামত স্থান হইতে ডাইওনিসসকে আক্রমণ করিবার জন্ত এই নদীতীর-বর্তী উচ্চ পর্বত অধিকার করে। ডাইওনিসস অপর পারে শিবির সন্নিবেশ করিয়া, যাহাতে বাকট্রিয়ানগণ রমণীসৈন্তের প্রতি অবজ্ঞা বশতঃ শৈলশিখর হইতে অবতরণ করে, তজ্জন্ত রমণীসৈন্তও বাক্কাইগণকে সেই নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্ত আদেশ দিলেন। রমণীগণ তখন নদী উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিলে, শত্রু শৈলশিখর হইতে অবতরণ করিয়া নদীর দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করিল। রমণীগণ তখন পশ্চাদ্গামিনী হইতে থাকে এবং বাকট্রিয়ানগণ নদী পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে; তখন, ডাইওনিসস তাঁহার সৈন্ত সহ অগ্রসর হইয়া নদীর স্রোতের জন্ত বাধা প্রাপ্ত বাকট্রিয়ানগণকে নিহত করিয়া নিরাপদে নদী পার হইলেন।

— — —

\* বাকাই—( Bakhai )—ব্যাকাসের শিষ্যগণ।

## অষ্টপঞ্চাশৎ অংশ

( পলিরেনস ১:৩, ৪ )

### হার্কিউলিস এবং পাণ্ডু

হার্কিউলিস ভারতবর্ষে থাকার সময় একটা কন্ডা লাভ করেন এবং তাঁহাকে পাণ্ডুয়া নাম প্রদান করেন। ভারতবর্ষের যে অংশ দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত, তিনি তাঁহাকে সেই অংশ প্রদান করেন এবং তাঁহার রাজ্যস্থ প্রজাবৃন্দকে ৩৬৫টা গ্রামে বাস করান এবং আদেশ দেন যে, প্রত্যহ এক একটা গ্রাম রাজকোষে রাজস্ব প্রদান করিবে; কারণ তাহা হইলে রাজ্যী যাহারা কর প্রদান করিয়াছে, তাহাদিগের সাহায্য পাইবেন।

---

# উনপঞ্চাশৎ অংশ

( ইলিয়ান-প্রাণি-তত্ত্ব ১৬, ২-২২ )

## ভারতীয় জন্তু (১)

আমি অবগত হইলাম যে, ভারতবর্ষে শুক নামে এক প্রকার পক্ষী আছে ; এবং যদিও আমি নিশ্চয়ই পূর্বে ইহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তথাপি আমি পূর্বে যাহা বলিতে বিন্মত হইয়াছি, তাহা এই স্থানে বলিলেও অগ্রাঘ্য হইবে না। আমি অবগত হইয়াছি যে, তাহারা তিন জাতীয় এবং শিশুদিগকে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, ইহাদিগকেও তক্রূপ শিক্ষা দিলে, ইহারা শিশুগণের জ্ঞান বাকপটু হয় এবং মনুষ্যের স্বরে কথা বলিতে পারে ; কিন্তু তাহারা বলে যে, ইহারা পক্ষীরই জ্ঞান চীৎকার করে এবং পরিষ্কার ও সুস্বরে কথা বলিতে পারে না। ভারতবর্ষেই সর্সাপেক্ষা সুবৃহৎ ময়ূর এবং জৈবৎ সবুজ বর্ণের পারাবত পাওয়া যায়। যাহারা পক্ষিবিজ্ঞান পারদর্শী নহেন, তাহারা ইহাদিগকে প্রথম বার দেখিবার

( ১ ) সোয়ানবেক বলিয়াছেন যে, এই জাতির অনেক স্থল মেগছেনিস হইতে উদ্ধৃত বলিয়া বোধ হয়। তিনি এই উক্তির সমর্থনার্থ দুইটা যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। প্রথম, গ্রন্থকারের ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিন যুক্তান্তে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন এবং দ্বিতীয়, তিনি ব্রাহ্মণ ও প্রাচীনগণের কথা অনেক বার উল্লেখ করিয়াছেন।

সময় পারাবত মনে না করিয়া শুক পক্ষী বলিয়া মনে করিবেন । চক্ষু এবং পদদ্বয়ের বর্ণে ইহারা গ্রীস দেশীয় তিতির পক্ষীর স্থায় । ভারতবর্ষে বৃহদাকারের কুকুটও আছে এবং তাহাদিগের শিখা অত্যন্ত দেশের, অন্ততঃ আমাদের দেশের কুকুটের শিখার স্থায় লোহিত নহে ; কিন্তু পুষ্পের স্থায় মুকুটের শীর্ষদেশ নানা প্রকার বর্ণে চিত্রিত । তাহাদিগের অঙ্গের অবশিষ্ট পালকগুলি বক্র কিংবা কুঞ্চিত নহে ; কিন্তু, সেগুলি প্রশস্ত এবং ময়ূরগণ যেমন পুচ্ছ সরল বা খাড়া না করিয়া, তাহাদের পুচ্ছ ভূমি স্পর্শ করিয়া টানে, ইহারাও সেইরূপ টানে । এই সকল ভারতীয় কুকুটের পালক সূবর্ণবর্ণ এবং মরকতের স্থায় গাঢ় নীল বর্ণ ।

ভারতবর্ষে আরও এক প্রকার আশ্চর্য্য পক্ষী দৃষ্ট হয় । ইহা আকারে ষ্টার্লিং (১) পক্ষীর স্থায়, বিচিত্র বর্ণ এবং ইহাদিগকে মনুষ্যের স্থায় শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখা দেওয়া হয় । এই পক্ষী তোতা অপেক্ষাও বাক্পটু এবং স্বভাবতই অধিকতর চতুর । মনুষ্যের নিকট আহার প্রাপ্ত হইয়া সুখানুভব করা দূরে থাকুক, ইহারা স্বাধীনতার জন্য এত ব্যাকুল এবং সঙ্গীদিগের সহিত ইচ্ছানুরূপ কুঞ্জে এত লালসায়িত যে, অধীন থাকিয়া উত্তম আহারাদি ভোগ করা অপেক্ষা স্বাধীন থাকিয়া অনশনই প্রিয়ঃ মনে করে । যে সকল মাসিদোনিয়ানগণ ভারতবর্ষস্থ বৌকেফলা ও

(১) সম্ভবতঃ ভারত পক্ষী ।

নিকটবর্তী স্থান এবং কুরোপেলিস ও ফিলিপপুল আলেকজান্দার কর্তৃক স্থাপিত নগরে বাস করে, তাহারা ইহাকে কার্কিয়ন (২) বলে। আমার বোধ হয়, পানিকৌরীর ন্যায় পুচ্ছ সঞ্চালন করে বলিয়া এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

আমি আরও অবগত হইলাম যে, ভারতবর্ষে কীল নামক পক্ষী আছে; এই পক্ষী আর্যতনে বাষ্টার্ড (৩) অপেক্ষা ত্রিগুণ; ইহা অত্যন্ত দীর্ঘ চঞ্চুবিশিষ্ট এবং ইহার পদদ্বয়ও দীর্ঘ। চর্ম্মের থলিয়ার ন্যায় ইহার একটা প্রকাণ্ড থলিয়া আছে। ইহার স্বর অত্যন্ত কর্কশ। ইহার পালকগুলি পাংশুবর্ণ; কেবল মাত্র পক্ষের প্রান্তভাগে ঈষৎ পীত বর্ণ।

ইহাও আমি শুনিয়াছি যে, ভারতবর্ষের হুপো আমাদের দেশের এই পক্ষীর দ্বিগুণ এবং উহারা দেখিতেও অধিকতর সুশ্রী। হোমর বলেন যে, যেমন অশ্বের বন্ধ্যা এবং সজ্জায় কোন গ্রীক-রাজার আহ্লাদ হয়, ভারতবর্ষের রাজারও তেমনি পক্ষীতে আনন্দ হয়। রাজা ইহা হস্তে লইয়া ভ্রমণ করেন, ইহার সহিত ক্রীড়া করেন এবং আহ্লাদিত চিত্তে এই পক্ষীর উজ্জলতা ও প্রকৃতিদ্রুত সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া ক্লান্ত হন না। ব্রাহ্মণগণ এজন্য এই পক্ষীকে একটা গল্পের আখ্যান-বস্তু করিয়াছেন। তাঁহাদের উপাখ্যানটি এই :—ভারতবর্ষের রাজার একটা পুত্র জন্মে। এই

(২) কাকডুয়া।

(৩) সম্ভবতঃ অষ্ট্রিচ জাতীয় পক্ষী বিশেষ।

পুত্রের কয়েকটা জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিল ; তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ও কদাচারী হইয়া উঠে। জ্যেষ্ঠগণ কনিষ্ঠ বলিয়া উহাকে ঘৃণা করিত এবং তাহাদের মাতাপিতাকে বৃদ্ধ ও পক্ষকেশ বলিয়া ঘৃণা করিত। এই জন্য, ঐ বালক ও তাহার বৃদ্ধ মাতাপিতা এই সকল দুষ্ট প্রকৃতির সম্ভানের সহিত বাস করিতে অসমর্থ হওয়ায় একত্রে তিন জনে গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। সুদীর্ঘপথ ভ্রমণ করিতে করিতে রাজা ও রাণী অবসন্ন হইয়া দেহত্যাগ করেন এবং বালকটী তাঁহাদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ নিজ মস্তক স্বকীয় তরবারি দ্বারা ছেদন করিয়া নিজদেহে মাতাপিতাকে প্রোথিত করে। ব্রাহ্মগণ বলেন যে, পরে সর্বদর্শী দিবাকর এই বালকের নিরতিশয় ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে অতি সুন্দর ও দীর্ঘ পরমায়ুবিশিষ্ট পক্ষীতে পরিণত করেন। এই জন্য পলায়ন কালের কৃত কর্মের স্মারক চিহ্নস্বরূপ তাঁহার মস্তকে এই চূড়া জন্মে। আথেনিয়ানগণও চূড়াধারী চাতক পক্ষীর সম্বন্ধে এইরূপ একটা গল্প বলে এবং আমার বোধ হয়, হান্তরসিক নাট্যকার আরিষ্টফিনিস তাঁহার “বিহঙ্গম” (৪) নাটকে এই উপাখ্যান অমুকরণ করিয়াছেন। আরিষ্টফিনিস বলিয়াছেন, “কারণ তুমিও অজ্ঞ ছিলে, সর্বদা ব্যস্ত ছিলে না এবং সর্বদা

(৪) আরিষ্টফিনিস গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ হান্তরসিক কবি। ইনি অনেকগুলি গ্রহসন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। “বিহঙ্গম” (Birds) পুস্তকখানি ৪১৪ পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা প্রণীত হইয়াছিল।



ঈশপও (৫) পড়িতে না। ঈশপ চূড়াধারী চাতক পক্ষীর বর্ণনা-  
কালে বলিয়াছেন যে, পক্ষীর মধ্যে ইহাই সর্বপ্রথমে জন্মগ্রহণ  
করে। এমন কি, তখন পৃথিবীও সৃষ্ট হয় নাই। পরে ইহার  
পিতা পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, পৃথিবী না থাকায়  
পাঁচ দিন পর্য্যন্ত শব পড়িয়া থাকে। অবশেষে অন্ত্র সমাহিতের  
স্থান না পাইয়া তাহার কন্যা স্বীয় মস্তকেই পিতাকে সমাহিত  
করে।” এই জন্য বোধ হয় যে, এই উপাখ্যান অপর পক্ষী  
সম্বন্ধীয় হইলেও, ভারতবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীসে প্রচারিত  
হইয়াছে। কেন না, ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, ভারতীয় হুপোর  
মনুষ্যরূপে শৈশবকালে পিতামাতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের সময়  
হইতে অপরিসরকাল অতীত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে অন্য এক প্রকার জন্তু আছে, যাহা দেখিতে শুলচারী  
কুষ্ঠীরের ন্যায়; ইহা আকারে মাণ্টারীপজাত ক্ষুদ্র কুকুরের  
ন্যায়। ইহার দেহ কর্কশ ও ঘন সন্নিবিষ্ট শব্দে আবৃত;  
ভারতবাসীরা এই শব্দ দ্বারা ফাইলের (উকা) কার্য্য করে।  
ইহা দ্বারা পিতল কাটা যাইতে পারে এবং ইহা লৌহও জীর্ণ করিতে  
পারে। তাহারা ইহাকে “ফটুগীস” বলে।

ভারতবর্ষে যে অশ্বতর পাওয়া যায়, তাহাকে ভারতবাসীরা  
পাশবদ্ধ করিয়া ধৃত করে এবং ছুই বৎসর বয়স্ক অশ্বতর ধৃত করিতে

(৫) গল্প-প্রণেতা স্বনামখ্যাত ঈশপ সম্ভবতঃ ৬২০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ  
করেন এবং ৫৬০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

পারিলে তাহাদের বশ মানান যায়। কিন্তু, ইহার পরে ধৃত করিলে উহার কিছুতেই বশ মানে না এবং উহার মাংসভোজী হিংস্র জন্তুর ত্রায় হয়।

ভারতবর্ষে অশ্বের দ্বিগুণাকার বিশিষ্ট, এক প্রকার কেশবহুল, ঘন কৃষ্ণবর্ণ পুচ্ছবিশিষ্ট জন্তু আছে। এই পুচ্ছের কেশ মনুষ্যের কেশ অপেক্ষাও চিকণ এবং এই জন্তু ইহা ভারতীয় রমণীগণের অত্যন্ত প্রিয়; কারণ ইহা দ্বারা ভারতীয় রমণীগণ স্বীয় স্বীয় স্বভাব-জাত কেশ বন্ধন করিয়া শোভা বৃদ্ধি করে। এই কেশ দুই হস্ত দীর্ঘ এবং প্রত্যেক কেশের মূল হইতে ঝালরের ত্রায় ত্রিশটি কেশ উৎপন্ন হয়। এই জন্তু সর্সাপেক্ষা ভীক, কারণ কেহ ইহাকে দেখিতেছে ঠিক পাইলেই তৎক্ষণাৎ যথাসাধ্য দৌড়িতে আরম্ভ করে, কিন্তু ইহার পলায়নের যত অধিক ব্যগ্রতা, দ্রুতগমনশক্তি তত অধিক নহে। দ্রুতগামী অশ্ব ও কুকুরের সাহায্যে ইহাকে শিকার করা হইয়া থাকে। যখন সে দেখিতে পায় যে, ধৃত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই, তখন কোনও নিকটবর্তী ঘোপে লাঙ্গুল লুকাইয়া, শিকারিগণের অভিমুখী হইয়া প্রাণপণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া উহাদিগকে সতর্কভাবে লক্ষ্য করিতে থাকে। তখন ইহা একটু সাহসীও হইয়া থাকে এবং মনে করে যে যখন তাহার লাঙ্গুল দৃষ্ট হইতেছে না, তখন ইহার আর ধৃত হইবার কোন আশঙ্কা নাই, কেন না ইহা জানে যে, ইহার লাঙ্গুলই সর্সাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। অবশ্যই সে জানিতে পারে যে, তাহার এই ধারণা ভ্রমাত্মক, কেন না, শিকারীরা বিযাক্ত

অস্ত্র নিক্ষেপ দ্বারা ইহাকে আহত করিয়া, ইহার মূল্যবান চর্শ্ব উৎপাটন করে ও মৃতদেহ ফেলিয়া দেয়। ভারতবর্ষীয়েরা ইহার মাংসের কোন অংশই ব্যবহার করে না।

আরও ভারতীয় সমুদ্রে তিমি আছে এবং ইহারা বৃহত্তম হস্তীর আয়তনের পাঁচ গুণ। এই বৃহদাকার মৎস্তের এক একটির পাঁজর দীর্ঘে ২০ হাত ও ইহার ওষ্ঠ ১৫ হাত হইয়া থাকে। কাণকুয়ার নিকটবর্তী পাথনাগুলি ৭ হাত প্রশস্ত। ‘কেরুকেশ’ নামক শব্দও এই সমুদ্রে জন্মে। “পার্পল ফিস” নামক এক প্রকার মৎস্তও তথায় জন্মে; ইহার এক চাড়ায় গ্যালন পূর্ণ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় অনেক মৎস্তই বিশাল দেহ—বিশেষতঃ সামুদ্রিক নেকড়ে। আমি আরও শুনিয়াছি যে, যে সময়ে নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া দেশ প্রাবিত হয়, তখন মৎস্তগুলি জলের সঙ্গে ক্ষেত্রে নীত হইয়া অগভীর জলে সস্তরণ ও ইতস্ততঃ বিচরণ করে; এবং যে বৃষ্টিতে নদীর জল বৃদ্ধি হয়, সেই বৃষ্টি থামিলে এবং জল কমিয়া পুনর্বার যখন পূর্ববৎ নিজ নিজ প্রণালীতে প্রবাহিত হয়, তখন নিম্ন ও সমতল জলা ভূমিতে (যথায় নয়জন দেবতা ক্রীড়া করেন) কখন কখন আট হস্ত দীর্ঘ মৎস্তও পাওয়া যায়। মৎস্তেরা দুর্বল হইয়া সস্তরণ করে। এবং কৃষকেরা সহজেই উহাদিগকে ধরে; কেন না, তথায় জল এমন গভীর নহে যে, উহাতে মৎস্তগুলি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে; বস্তুতঃ ঐ জল এত কম গভীর যে, তাহারা কোন প্রকারে উহাতে বাঁচিতে পারে।

নিম্নলিখিত মৎস্তগুলি কেবল ভারতবর্ষেই জন্মিয়া থাকে।

এদেশে যে “রোচেশ” (Prickly roaches) জন্মে উহা আর্গলিসের বিষধর সর্প অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে। ভারতবর্ষীয় চিংড়ি মাছ কর্কট অপেক্ষাও বৃহৎ। ইহারা সমুদ্র হইতে গঙ্গার প্রবেশ করিয়া স্রোতের বিপরীত দিকে গমন করে; ইহাদের বৃহৎ নখ অত্যন্ত বন্ধুর। আমি জানিতে পারিলাম যে, যে সকল চিংড়ি পারস্তোপ-সাগর হইতে সিঙ্কুনদে প্রবেশ করে, তাহাদিগের কণ্টকগুলি মন্থন এবং তাহাদের যে শুঁয়া আছে উহা দীর্ঘ ও কুঞ্চিত। কিন্তু এই জাতীয় চিংড়ির নখ নাই।

ভারতবর্ষীয় কচ্ছপ নদীতে বাস করে; ইহা অতি বৃহদাকার এবং উহার চাড়া পূর্ণায়তন ডিম্ব অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে। এই চাড়াতে ১২০ গ্যালন জল ধরে। ভারতবর্ষে, এতদ্ব্যতীত স্থলচর কচ্ছপও আছে; যে উর্বর ক্ষেত্রের মৃত্তিকা অত্যন্ত নরম এবং কর্ষণের সময় হল গভীর মৃত্তিকায় প্রবেশ করিয়া যে ক্ষেত্রে অনারাসে বড় বড় তাল উৎখাত করে, এই স্থলচর কচ্ছপগুলি সেইরূপ মৃত্তিকার তালের জায় বৃহৎ। ইহারা চাড়া পরিবর্তন করে। কীট তরুতে প্রবেশ করিলে তাহাকে যেরূপে বাহির করা হয়, কৃষক ও তাহার সহকারিগণ নিজ নিজ কোদালি দ্বারা এই চাড়াগুলিকে সেইরূপে উঠাইয়া ফেলে। কচ্ছপদের মাংস তৈলাক্ত এবং সুস্বাদু এবং ঐ মাংস সামুদ্রিক কচ্ছপের জায় উগ্রস্বাদবিশিষ্ট নহে।

আমাদের দেশেও বুদ্ধিমান জন্তু পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের দেশীয় বুদ্ধিমান জন্তু ভারতবর্ষের তুলনায় কম। ভারতবর্ষে এই

প্রকার বুদ্ধিমান হস্তী, ভোতা, বানর ও সাতীর (Satyr) নামক জন্তু আছে। ভারতবর্ষীয় পিপীলিকার কথাও বাদ দেওয়া উচিত নহে। আমাদের দেশীয় পিপীলিকাও অবশ্য নিজেদের জন্তু ভূমি-গর্ভে গর্ত ও বিবর খনন করিয়া নিজ-ক্ষমতা পর্য্যবসিত করে, কিন্তু ভারতীয় পিপীলিকারা নিজেদের জন্তু শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাস-গৃহ নির্মাণ করে; বাহাতে সেগুলি সহজে জলপ্লাবিত না হইতে পারে, তজ্জন্তু চালু অথবা সমতল ভূমিতে নির্মাণ না করিয়া উচ্চ ও ছুরারোহ স্থানে এই সকল গৃহ নির্মিত হয়। তাহারা অসামান্য নৈপুণ্য সহকারে এই সকল স্থান খনন করে এবং সেগুলি দেখিলে মিশরের সমাধিক্ষেত্র বা ক্রীট দেশীয় গোলকধাঁধার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গৃহগুলি একরূপ ভাবে নির্মিত হয় যে, কোন শ্রেণীই সরল থাকে না এবং সেই জন্তু পথ ও গর্তগুলি একরূপ পাকান যে, উহাদের মধ্যে কোন দ্রব্য প্রবেশ বা প্রবাহিত হওয়া সুকঠিন। বহির্দেশে প্রবেশের জন্তু এবং তাহারা যে শস্ত সংগ্রহ করে উহা লইবার জন্তু কেবল একটা মাত্র দ্বার থাকে। নদীর জল বৃদ্ধি ও প্লাবন হইতে রক্ষা পাইবার জন্তুই তাহারা এইরূপ উচ্চ ভূমিতে গৃহ নির্মাণ করে এবং এই দূরদৃষ্টির জন্তু এই লাত হয় যে, যখন চতুর্দিকস্থ স্থান হ্রদের জ্বালা হয়, তখন তাহারা গ্রহরী গৃহ বা ঘাঁপে বাস করে বলিয়া বোধ হয়। অধিকন্তু এই উচ্চ স্তূপগুলি যদিও একটা অপরের নিকট নির্মিত, তত্রাপি জল-প্লাবনে তাহাদের ভগ্ন বা শিথিল হওয়া দূরে থাকুক, উহাতে স্তূপগুলি আরও দৃঢ় হয়; বিশেষতঃ উদ্যম

শিশিরে এগুলি আরও দৃঢ়তা লাভ করে। কারণ, এই শিশিরে বরফের ছায় পাতলা অথচ শক্ত আচ্ছাদন হয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে নদীর বালির সহিত যে বৃক্ষ-লতাদি আনীত হয়, উহাতে ইহাদের তলদেশ আরও দৃঢ় হয়। বহুপূর্বে আইওবাস ভারতীয় পিপীলিকা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমিও তাহাই বলিলাম।

ভারতীয় অরিঅনাইদিগের দেশে ভূগর্ভের নিম্নে রহস্তপূর্ণ প্রকোষ্ঠ, গুপ্তপথ ও লোক-চক্ষুর অগোচর পথবিশিষ্ট গহ্বর আছে। এগুলি অত্যন্ত গভীর এবং বহুদূর বিস্তৃত। কি করিয়া এগুলির উৎপত্তি হইল, এবং কি করিয়াই বা এগুলি খনন করা হইল, ভারতবাসীরা তাহাও বলে না। আমিও তাহা জানিবার জন্ত উৎসুক নই। ভারতবাসীরা এই স্থানে ত্রিশ সহস্রেরও অধিক মেঘ ছাগ, বৃষ ও অশ্ব প্রভৃতির বিভিন্ন প্রকারের পশু আনয়ন করে; এবং যে কেহ ছঃস্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইয়াছে, কিংবা সাবধানসূচক বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু শুনিতে পাইয়াছে, কিম্বা অমঙ্গলসূচক কোন পক্ষী দেখিয়াছে, সেই সেই ব্যক্তিই স্বকীয় প্রাণের বিনিময়ে স্বীয় ক্ষমতামুযায়ী, আত্মার রক্ষার জন্ত পশুটীকে নিজস্ব স্বরূপ গহ্বরে নিক্ষেপ করে। বলির পশুগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আনীত হয় না, বা তাহাদের প্রতি বল প্রয়োগ করা হয় না; কিন্তু বোধ হয় যেন তাহারা কোন আশ্চর্য্য মন্ত্রবলে বশীভূত হইয়া ইচ্ছামুসারে এই পথে আগমন করে এবং যখনই তাহারা গহ্বরের মুখে পৌঁছে, তখনই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গহ্বরে লাকাইয়া পড়ে। যখনই তাহারা এই রহস্তপূর্ণ পৃথিবী-মধ্যস্থ গহ্বরে পতিত

হয়, অমনি তাহারা চিরদিনের তরে লোকচক্ষু হইতে অন্তর্হিত হয়। কিন্তু গম্বীরের উপর হইতে বৃষ ও অশ্বের গর্জন এবং মেঘ ও ছাগের রোদনধ্বনি শ্রুত হয় এবং যদি কেহ গম্বীরের প্রাস্তদেশে বাইরা কর্ণ সংলগ্ন করে, তবে দূর হইতে উপযুক্ত রব শুনিতে পায়। এই বিমিশ্র রবের কখনও বিরাম নাই, কেন না, প্রতিদিনই লোকে নিষ্ক্রম স্বরূপ পশু আনয়ন করে। যে সকল পশু শেষে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, কেবল তাহাদিগেরই ক্রন্দন শুনা যায়, অথবা বাহারা পূর্বে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, তাহাদিগেরও রব শুনা যায়, তাহা আমি জানি না—কেবল রব শোনা যায়, ইহাই আমি জানি।

পূর্বোক্ত সমুদ্রে তাপ্রোবেণ নামক এক বৃহৎ দ্বীপ আছে। আমি যতদূর জানিতে পারিলাম, তাহা হইতে বোধ হয় যে, এই দ্বীপ বৃহৎ ও পর্বতময়। ইহা দৈর্ঘ্যে ৭০০০ ষ্টাডিয়া ও প্রস্থে ৫০০০ ষ্টাডিয়া। বাহা হউক, ইহাতে কোন নগর নাই, কেবল মাত্র ৭৫০ গ্রাম আছে। অধিবাসিগণ কাষ্ঠ-নির্মিত গৃহে বাস করে, এবং কোন কোন গৃহ নল-নির্মিত।

যে সমুদ্র দ্বীপ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহাতে এমন বৃহদাকার কচ্ছপ জন্মে যে, তাহাদের চাড়া দিয়া গৃহের ছাদ নির্মিত হয়। কারণ, এক একটা চাড়া ১৫ হাত দীর্ঘ হওয়াতে উহার নীচে অনেক লোক দাঁড়াইলে তাহারা অগ্নিতুল্য সূর্য্যোস্তাপে আশ্রয় প্রাপ্ত হয় এবং এই চাড়া মনোরম ছায়া প্রদান করে। এতদ্ব্যতীত, ইহা ইষ্টক অপেক্ষা দৃঢ় হওয়াতে বজ্রবাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়

এবং বৃষ্টির জলও গড়াইয়া পড়ে। বাহারা ইহার নীচে বাস করে, তাহারা গৃহের ছাদের উপর বৃষ্টি হইলে যেমন শব্দ হয়, ইহার নীচে থাকিয়াও সেইরূপ শব্দ শুনিতে পায়। ইষ্টক ভগ্ন হইলে যেমন গৃহ পরিবর্তন করিতে হয়, এক্ষেত্রে সেরূপ করিতে হয় না, কেন না, এই চাড়া শক্ত এবং শূভ্রগর্ভ পাহাড় ও স্বাভাবিক গুহার উচ্চ ছাদের স্থায়।

মহাসাগরস্থিত তাপ্রোবণ দ্বীপে তাল বন আছে। এই দ্বীপে উপবন রক্ষকেরা যেরূপ ছায়াপ্রদ বৃক্ষগুলি মনোরম স্থান নির্মাচন করিয়া রোপণ করে, তদ্রূপ এই দ্বীপস্থ তালবৃক্ষগুলিও অত্যাশ্চর্য্য শ্রেণীবদ্ধরূপে রোপিত। এই দ্বীপে হস্তিযুথও আছে; ইহারা সংখ্যায় প্রচুর এবং বিশাল দেহ-বিশিষ্ট। এই দ্বীপের হস্তীগুলি মহাদেশীয় হস্তীগুলি অপেক্ষা বলে, আকারে এবং বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ। দ্বীপবাসীরা নৌকায় করিয়া এই হস্তীগুলিকে মহাদেশে প্রেরণ করে। দ্বীপস্থ বনজাত কাষ্ঠ দ্বারা এই উদ্দেশ্যেই এই সকল নৌকা নির্মিত হয় এবং হস্তীগুলিকে কলিঙ্গদেশীয় রাজার নিকট বিক্রয় করা হয়। দ্বীপটী এত বৃহৎ যে, দেশমধ্যস্থ অধিবাসিগণ কখনও সমুদ্র দর্শন করে নাই; কিন্তু, যদিও তাহারা অপরের নিকট শুনিতে পায় যে, সমুদ্র তাহাদের দেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তত্রাপি তাহারা মহাদেশবাসীদিগের স্থায় জীবন যাপন করে। আবার, বাহারা সমুদ্রতীরে বাস করে, তাহারা হস্তি শিকারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং কেবল জনশ্রুতি হইতেই এই বিষয় অবগত হইতে থাকে। তাহাদের শক্তি কেবল মৎস্য ও সমুদ্রজ বৃহৎ



বৃহৎ জলজন্তু ধরিতেই নিয়োজিত হয়। কেন না, যে সমুদ্র এই  
 দ্বীপকে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে, সেই সমুদ্রে অগণিত মৎস্ত এবং  
 সিংহ, চিতা ও অগ্নাত্ত বন্য পশু, মেঘ প্রভৃতির ছায় মস্তকবিশিষ্ট  
 বিশাল জল-জন্তু পাওয়া যায়। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,  
 কোন কোন জলজন্তুর আকৃতি সাতীরের ছায়। অল্প কতকগুলি  
 জীলোকের ছায়, কেবল তাহাদের মস্তকে কেশের পরিবর্তে কণ্টক  
 দৃষ্ট হয়। অনেকে গভীর ভাবে একরূপও বলিয়া থাকেন যে, এই  
 সাগরে এমন অত্যন্ত জন্তু পাওয়া যায় যে, সে দেশের চিত্রকরেরা  
 যদি ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একত্র করিয়া এক  
 কিস্তৃত কিমাকার জন্তু সৃষ্টি করিয়া লোকের বিশ্বাস উৎপাদনের  
 চেষ্টা করে, তত্রাপি তাহারা প্রকৃত জন্তু চিত্রিত করিতে পারিবে  
 না। ইহাদিগের লাজুল ও দীর্ঘ, দেহভাগ কুঞ্চিত এবং পদের  
 পরিবর্তে নখ বা ডানা আছে। আমি আরও অবগত আছি যে,  
 তাহারা উভচর এবং রাত্রিকালে মাঠে চরিয়া বেড়ায়, কেন না,  
 তাহারা পশু ও পক্ষীর ছায় ঘাস ও বীজ ভক্ষণ করে। তাহারা  
 পক্ষীজন্তুও অত্যন্ত পছন্দ করে এবং এই জন্তু তাহারা নিজ দীর্ঘ  
 লেজ দ্বারা বৃক্ষ জড়াইয়া একরূপভাবে কম্পিত করিতে থাকে যে,  
 পক্ষীরগুলি ভূমিতে পড়িয়া যায় এবং তাহারা উহা আহ্লাদে  
 সহিত ভোজন করে। তৎপরে, যখন রাত্রি অবসান হইতে থাকে,  
 অথচ দিবালোক যখন স্পষ্ট হয় না, উষার আভা ধীরে ধীরে  
 চতুর্দিক আলোকিত করিবার পূর্বেই তাহারা সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া  
 পড়িয়া অদৃশ্য হয়। শোনা যায় যে, এই সমুদ্রে যথেষ্ট তিমিও

আছে। কিন্তু, খুনি নামক মৎস্যের প্রত্যাশায় তাহারা যে তীরের নিকট আগমন করে, এ কথা সত্য নহে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, ডলফিন দুই জাতীয় ;—এক জাতীয় ডলফিন হিংস্র, তীক্ষ্ণদন্তী, ও ধীবরদিগকে অত্যন্ত কষ্ট দেয় এবং অল্প জাতি নিরীহ, শান্ত, সজ্জট চিত্তে সস্তরগণ করে এবং কুকুরের ছায়। কেহ আদর করিতে গেলে ইহা পলায়ন করে না এবং খাণ্ডাদি প্রদান করিলে আহ্লাদ সহকারে গ্রহণ করে।

সামুদ্রিক শশক, লোম ভিন্ন অল্প সকল বিষয়েই স্থলচর শশকের ছায় ; শেযোক্তীর লোম কোমল, কিন্তু সামুদ্রিক শশকের লোম কর্কশ ও খাড়া ; স্পর্শ করিলে ক্ষত হয়। ইহারা সমুদ্র-বক্ষে সস্তরগণ করে এবং দ্রুত সস্তরগণ করিতে পারে। জীবিতাবস্থায় ইহাদিগকে ধৃত করা সহজ ব্যাপার নহে, কারণ, ইহা কখনও জালে আবদ্ধ হয় না এবং ছিপ ও বরশীর স্পৃহণীয় খাণ্ডের নিকটেও গমন করে না। কিন্তু, যখন ইহা পীড়িত হয় এবং তজ্জন্ত সস্তরণে অক্ষম হয়, তখন ইহাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলে এবং তৎক্ষণাৎ শুশ্রূষা না করিলে ধৃতকারীর নিশ্চিত মৃত্যু হয়। এমন কি, যষ্টি দ্বারা স্পর্শ করিলেও, তক্ষক স্পর্শ করিলে বেক্রপ হয়, তাহারও সেই প্রকার যন্ত্রণা হয়। কিন্তু শুনা যায় যে, এই দ্বীপে মহাসাগরের উপকূলে এক প্রকার শিকড় জন্মে ; উহা এই মুচ্ছার ঔষধ। ইহা মুচ্ছিত ব্যক্তির নাসিকাগ্রভাগে ধরিলে সে সংজ্ঞা লাভ করে। এই শশকের এতাদৃশ ক্ষমতা যে, এই ঔষধ প্রয়োগ না করিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

## ভারতীয় জাতি

ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশের বহির্ভাগে স্কিরাভী নামে একটি জাতি আছে। তাহাদের নাসিকা চ্যাপটা; কারণ, হয় বাল্যকাল হইতেই তাহাদের নাসিকা চ্যাপিয়া রাখা হয় এবং আজীবন ঐরূপ রাখা হয়; অথবা, উহাদের নাসিকা স্বভাবতঃই এইরূপ। ইহাদের দেশে অত্যন্ত বৃহদাকারের সর্প জন্মে; কোন ২ জাতীয় সর্প, চারণ ভূমিতে থাকা কালীন পশুগুলিকে ভক্ষণ করে; অন্যগুলি গ্রীসীয় এর্গথেলাই নামক সর্পের ন্যায় কেবল রক্ত শোষণ করে।

---

# নির্ঘণ্ট

অর্কহলি ১৮৯	আমিকটারিস্ ১০১
অকাইপোডিস্ ১০৯	আমিষ্টিস্ ৭৯
অণু-ইয়াই ৭০	আষ্টোসিদ্ধাস্ ১৮২
অটোমেলা ১২৩	আর্থাগণের রীতিনীতি ২৮
অনার্যজাতির উল্লেখ ৩৮	আরিষ্টেবোলাস ৯, ১৪১
অনিসিক্রিটস্ ৯, ২৫, ৫৯, ৯৫, ১৭৯	আরিয়ান ৯, ২০, ২৩
অলঙ্কার-প্রিয়তা ৯৪	আরিয়ানি ২৪
অলঙ্কার ১২৪	আরিষ্টেকিনিস ২০৫
অক্সিমাগিস্ ৭৯	আরিষ্টোটল ৮৫
অ্যাকিসায়িন্ ৪১, ১২১	আলেকজান্দার ২৪, ৩২, ৩৪, ৪০,
আগাথারকাইডিস ১০৪	৪৬, ৫৪, ৮১, ১৪৪—৪৬,
আগোরানিস ৭৮	১৬৭, ১৬৮, ১৭৭, ১৭৯,
আটাকেনাই ৭৯	১৮০, ১৮৪—১৮৬, ১২৫,
আর্টাক্সারেক্সস নেমন ৮	২০৪
অ্যাটিক্ ৩৬	অষ্ট্রিস ১০৩
আত্মহত্যা ১৪৩	আসান্দী ১২২
আন্দারী ১৮৯	আর্সাগালিটা ১২৫
আল্লাকোটস্ ১৪	আসেনী ১২৫
আল্দোম্যাটীস ৭৯	ইউক্রেটিস ৫১
আপিয়েনস্ ১৩	ইটিসিয়ান্ ৬৫
আবালি ১৮৯	ইডানথিরসস্ ১৫৬
আব্রুসকাঠ ৬৬	ইডোনিয়ান্ ১৫২

ইত্তিকা ১, ৩২, ৩৫, ৩৬, ৭৬	দ্বাইলাক ৩২
ইথিওপিয়ান ৩২	কাকথিস্ ৭৯
ইনোকটোকোটাই ১০০	কাকসস্ ৫১
ইমারাস্ ৫৪, ৫৭	কাকিয়ান ২০৪
ইমোদাস্ ৫৪, ৫৭	কানকুরা ২০৮
ইরান্নোবোঘাস ৭৬, ৮১, ৯২	কাপিটালিয়া ১৯৩
ইরটিস্‌থিনিস্ ২৪, ২৬, ২৭, ৫১, ৫৬, ৫৮, ৬১, ৬৪, ৬৫	কামবাইসিস্ ১৬৭
ইরেনেসিস্ ৭৯	কার্ত্তিকি ২৯
ইলিয়ান ৭০, ৭৪, ৭৯	কালডীয়ানগণ ১৪২
ইয়োলিয়ান ৫২	কালানস্ ১৪৪, ১৭৮, ১৮২
ঈশপ ২০৬	কালিগ্রা ৮০
উগ্রধরী ১৯৩ (পাদটীকা)	কালিসী ১৮৯
উবীরী ১৮৯	ক্লিটার্কাস ১০৪
এইজপ্টন ৫২	ক্লিসথোরা ১৬৩
এনকেটোটাই ১৪২	কথের ২৯
এসিয়া ৫১	কুহমপুর ১৫
ওডম্বোরী ১৯৩	কুষক ৪৭
ওরেটুরী ১৯৩	কেমি ১৯২
ওয়ালিস ৭৮	কেরকেশ ২০৮
কণ্ডোটাস্ ৭৮, ৮১	কেলট ১৪২
কলুবী ১৮৯	কৈনাস ৭৬
কমেনাসেস্ ৭৮	কোন্দাস্তা ১৯৯
কমোয়ানাস্ ৭৬	কোফিন্ ৮০
কসোয়ানস্ ৮১	কোমট্‌স ৫৩, ৫৩
কাইনস্ ৮০	ক্রীতদাস ৪৬, ৯২, ৯৫

গন্ধার বিস্তৃতি ৭৬, ৮৯	ত্যাগাবেনা ১৭৫
গাঙ্গারিদাই ৪০	তাপ্রোবেণ ৭৫, ২১২, ২১৩
গ্যালমোজেনী ১৮৯	তোতাপস্ ৭৯
গ্রিগোরিও ২২	দ্ব্যমিন্ ১৪৫, ১৭৭, ১৭৮ ১৭৯
গুরারিণি ২২	—উক্তি ১৮৩-৮৫
গেটে ১৯৪	দর্শন ১৭৫,
গোপাল ও মেঘপালক ৪৮	দায়দরস্ ১৪, ২৪, ৩৬
চন্দ্রগুপ্ত ৩১, ৫১, ৮৯ (সাল্লাকেটাস ২৩, ১০০, ১৬৬)	দার্শনিক ১১৪, ১৩৫, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৫,
জ্যোতিষ ২৮	নগরাধ্যক্ষ ১২১
জিরস্ ১৪৬	নাথ্যক্ষ ১২১
জিমেনোসোফিষ্ট ১৪২	নিয়ার্কস ৯, ২৪, ২৫, ১১০
টিনেরোবোরাস ১৮০, ১৮৫	নিউডাস ৭৯
টিমসথিনিস্ ৯	নিকোলাস ৯৭
টিমোগিনিস্ ১০১	মুলোজাতীয় সমুদ্য ১০৫
টিসোরাস্ ৮, ২৪, ৩২, ৫৯, ১০২, ১০৩	নেবুচাদনোজর ১৫০, ১৫৯, ১৬০
টিপটোলেমাস ১৬২	পট্টল ৫৫
টিসপিথামি ১০৩	পাতিয়ান্ ১২৮
ডায়গনেটস ৯	পণ্ডিতগণ-বিভাগ ১৩৬, ১৩৭
ডায়োনিসস ২৬, ২৭, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ১৩৫, ১৪৯, ১৫১, ১৫২ ১৫৭, ১৬২, ১৯৯, ২০০	প্রামথিয়াস ১৫৭
ডিমাকস্ ৯, ২৫, ২৬, ৬০, ৬১, ৬২	পাজ্জালি ৭৯
ডিমাক্রীটস্ ৮৫	পাটলিপুত্র ৯১
ডিমিটার ১৬২	পাট্রোক্লিস ৯, ২৬, ৫৮, ৬০, ১৬০
	স্পাটেম্বাস ১৬৩
	পাণ্ডি ২০১

পার্পলকিস ২০৮	বহীপ ৫৫
পামফিলিয়া ৫৪	বর্ধগণের বৃত্তাব ২৯
পারপানিসাস ৫৪, ৫৭, ১৫৪	বাক্টিয়ান ৪১
পালিমবোধী ২৬, ৪৬, ৫৪, ৫৭, ৬৩, ৮৯, ৯২, ১২০, ১২৭- ১২৮	বার্ভার্ড ২০৪
পালোডগমই ৭৫	ব্যাকান ২৬
আসিয়াই ও প্রাসী ৬৮, ৭৩, ৭৯, ৮৯, ১২১	ব্রানোকোসী ১২৪
দেশের ক্ষমতার বিবরণ ৯০	ব্রাহ্মণগণ ১৩৬, ১৪২, ১৭৫, ১৮৭
—প্রস্তর ২০	বিউকেকেলা ১২৫
—ধূনা ২০	বিটো ৯
—ভূমুর ২০	বীটন ৬৩
প্রাণিতত্ত্ব ১৭১	বুকী ১২৪
পিউকোলেইটাস ১২৫	বোদিয়াস ১৬২
পিণ্ডার ১০১	বোলেন ২১
পিপীলিকা ১৩১-১৩২	ভারতবর্ষ আরম্ভন ৫২, ৬০
পিলাচ বৃত্তাব ২৯	অধিবাসিগণের বিভাগ ৪৭
প্রিজ ৮০	অমাত্যগণ ১১২, ১১৮
প্রিনি ২, ২৪, ২৬, ৮০,	আচার-ব্যবহার ৯১, ৯৩
প্লুটাক ১৩	উর্ধ্বরতা ৬৪
পেরাসিরা ১২৯	উপাখ্যান ৪২
পেসিদি ১২৪	কুরুগণের বাস ৩১
পোরস ২১, ৮৬	কৃত্রিম উপার ৫৪
ফুটগীস ২০৬	জাতি—
	নামাবলী ১২৬
	বিভাগ ১১৩, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ২১৬

- কৃষক ৪৭, ১১৪,
- দার্শনিক ১১৪, ১৩৫, ১৪১
- পরিদর্শক ৪৯
- পশুপালক ১৪৫
- মদ্রী ৪৯
- শিকারী ১১৫
- যোদ্ধাগণ ৪৯
- বনিকশ্রেণী ১১৮
- শিল্পি ৪৮
- নদী—
- আখ্যান ৮৩
- সংখ্যা ৮৬
- পৌরাণিক ভূগোল ৩২
- বস্তুজ্ঞ ৬৬, ৭০
- সংখ্যা ও বিভাগ ৭০
- বিবরণ ৭১
- স্বভাব ৭২
- বানর ৬৭
- বিচারকার্য ৯৬
- বৃশ্চিক ও সর্প ৬৯
- বৈদ্যাতিক জলমন্ত্র ৭৪
- বোরা সর্প ৭৪
- ব্রাহ্মণগণ ৩৩
- ব্যায়াম ৯৪
- ভূমিকর্ষকণ ১১০

- বজ্র ৯৫
- সামুদ্রিক বৃক্ষ ৭৬
- সীমা ৫১, ৫৪, ৫৬
- ভারতবাসী—
- আচার ব্যবহার ১০৯-১১০
- আহার প্রণালী ১৮
- কর্জ প্রথা ৯৭
- কন্দকারীবৃন্দ ১১৯, ১২০
- কৃষক ১১৪
- কুবি ১৬১
- খাদ্য ৪২
- পরিধেয় ৪২
- বিবাহ ১৬৪
- প্রথা ৯৭
- অসবর্ণ ১১৩
- বিভিন্ন ব্যবসায় ১৯৭
- ভৌগোলিক জ্ঞান ৫৫
- রত্নলীল ১০৯
- রাখাল ১১১
- রূপবর্ণনা ৯৯
- শাসনতন্ত্র ১৬৩
- শিল্প ৪২
- ভারতীয়—
- কচ্ছপ ২০৯
- কলিতজাতি ১০২



—বাসস্থান ১০৪	মৌনী ৩৫
ঘোটকী ৫০	যোদ্ধগণ ৪২, ১১১, ১১৫
—বশীভূতকরণ ১১৬	রমণী ২০৯
জন্তু ২০২	শিল্পীগণ ৪৮, ১১১
জ্ঞান ৩৬	তত্ত্ব ১৫৫
তিমি ২০৮	শ্রেষ্ঠ মধ্যে বিবাহ ৪৯
—উপাখ্যান ২০৫	সাধারণতন্ত্র ৪৬
দেবীপূজা ৪৪, ৪৭	সপ্তর্ষি মণ্ডল ৬২, ৬৩
নদী (বর্ণনা) ৪১	সামুদ্রিক লগন ২১৫
নানা কথা ১৮০-১৮১	সৈন্তবাহিনী ৪৩, ৪৪
পক্ষী ২০৩	হস্তী ৪৯, ১১৭, ১১৯, ১২৯, ১৩০
পরিদর্শক ৪৮, ১৪২, ১১৮	—শিকার ১১৫, ১২৫, ১২৭, ১২৯
প্রাচীন ইতিহাস ১৬৭	মুদ্রামিনী ৭৯
পিপীলিকা ২১০	মনিডিস ৬৩, ১২০
ফলমূল ১২৫	মহাবীর ৯
বর্ণনা—মেগাস্থেনিস ৪০	মরণি ১২২
বহুস্ত্রী বিবাহ ৪৫, ৯৪	মাগন ৭৮
বংশধর ৪৫	মাণ্ডি ৮০
বিশাগ ৪৫	মাখী ৭৯
বৃক্ষ ১২৬	মারোনি ১২২
বৈদেশিকগণের জন্তু কর্তৃকচ্যারী ৫০	মালতীকরি ১২২
ভবিষ্যৎ গণনা ৪৭	মালিকস ৬৩, ১২৮
ভূগর্ভ-নিবাস গহ্বর ২১১	মালীজাতি ৮০
মন্ত্রী ও পারিষদ ৪৯	মিরাণ ১৫৪
মুক্তা ১৬৭	মীরস ৪৪

মুখবিহীনজাতি ১০৬

মূলর ১৯

মেগাহেনিস ১, ৯, ২০, ২২, ২৪,  
২৭, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৪১,  
৪৮—৬১, ৬৬, ৬৭, ৬৯,  
৭৪, ৭৬, ৭৯, ৮০, ৮২,  
৮৩, ৮৫—৮৬, ৮৯, ৯২,  
৯৮, ১০১—১০২, ১০৬,  
১১৩, ১৩১, ১৩৫, ১৩৬,  
১৩৯, ১৪১, ১৪৩, ১৪৯,  
১৫১, ১৫৬, ১৫৯—১৬২,  
১৬৪, ১৬৫, ১৬৮

মেগলী ১৯২

মেনেলস ৫৩

মেডোগালিচী ১৮৯

মৈয়ল্লস্ ৫২, ৫৩

ম্যাক্রিওল—গ্রন্থের ভূমিকা ১

মুখবন্ধ—৫

ম্যাটিনাস ১২

ম্যাটিনস্ ৭, ২২

মাজা ৯৫, ১৫৩,

মাক্স স্বস্তাব ২৯

মাক্সিম ২৮

ম্যাসিনোমিনিয়ান্ ৯২

মাসেন ১৪, ২১

মডিয়া ৫২

মিসিয়া ৪১

ম্যাসিনপ্রণালী ১১৯,

মিগেল ১৪

মিলাস্ ৮৩, ৮৪, ৮৫

মীল ৪২

ম্রমণ ১৩৬, ১৩৯, ১৪২

ষ্টাথমি ২৭

ষ্টালিং ২০৩

ষ্টাডিয়া ৫৭, ৫৭, ৮২

ষ্টাবো ৯, ১৩, ২৪, ২৫, ২৬, ৩৩, ৯৮,  
১১৩, ১১৯

সর্গি ১৯৫

সন্ন্যাসী ১৭৫

সত্যমত ১৭৫-১৭৬

সপ্তবিমণ্ডল ৬১, ৬৬

সফোক্লিস্ ১৫১

সলিনাস্ ৩২, ৬৩, ৭৪, ৮১, ১০৫, ১৬৮

সাইরাস্ ৭, ১৪৯

সাদোপৈস্ত ১২২

সাল্লাকোটস্ ১০, ১২, ১৩, ২০, ২৬,  
৮১, ৮৯

সাধস ৭৮

সালত্রিয়ানী ১৯৪

সালাবজী ১৯৩

সারসি ১৮২

ষেত ১৭৩

সিনথেল ১৬০

ঐ আচার ব্যবহার ১৭৪

সিমটিস্ ১৫০, ১৫৬

হাইডাস্‌গিস্ ৪১, ৭২

সিটকোটীস্ ৭৭

হাইড্রাওটিস্ ৭২

সিনারাস্ ৭২

হাইপারবোরিয়ান্ ৩১

সিঙ্ক ৩৭, ৪০, ৫৪, ৫৭, ৭৬, ৮১, ৮৬,

হাইকানিস্ ৪১, ৮১, ৮২

১৯৫

হাইকাসিস্ ৫৭, ১২১

সিঙ্গি ১২২

হারকিউলিস্ ১৫৭, ১৫৮, ১৬৩-৬৫,

সিথিয়ান্ ১৫০, ১৬১

২০১

সিমোনিডাস্ ১০১

হারমাস্ ৫২, ৫৩

সিরিয়েনী ১২৪

হিকেটস্ ৮, ৫২

সিলিসিয়া ৫৪

হিড্রাকাই ১৫০

সিলিয়া ৮৩

হিপারকাস্ ৬৮, ৬০

সিগ্টিস্ ৭

হিরকিনিয়া ৬৮

সুসারি ৬৩, ১২০

হিরাক্লস্ ২৭, ৪৫, ৪৬, ১৪২, ১৫০,

সেমিরামিস্ ৭, ১৫০, ১৫৬

১৫১-৫৪, ১৫৫, ১৫৮, ১৫৯

সেলুসাস ১০, ১২, ১৩, ১৪

১৬০

সোনাস ৭৭, ৮১

হিলোথিয়ই ১৩০, ৪২

সোলোমাটিস্ ৭৭

হিসিরড্ ৩১

সোলানবেক্ ১৮, ২৩, ৩৩

হেরোডটস্ ৫২

সোরাষ্টাস্ ৮০

হেরেটী ১২৩

হুতী—

হেলট ২২

আচার ব্যবহার ১৭১

হোমর ৩, ৫, ২৫, ৩০, ৫৩, ২২,

অবয়ব ১৭২

১০৩, ১৩০, ১৫২

